তিরমিযী শরীফ
ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযীর
ষষ্ঠ খণ্ড

তিরমিযী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

সংকলক
ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ
ষষ্ঠ খণ্ড
সংকলক : ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
অনুবাদক : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
সিহাহ্ সিত্তাহ প্রকল্প (উন্নয়ন)

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৬৬
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৮৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪৪
ISBN : 984-06-0567-4

প্রকাশকাল
জুন ১৯৯৭
আষাঢ় ১৪০৪
সফর ১৪১৮

প্রকাশক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা - ১০০০

প্রচ্ছদ অংকনে
মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন

মূল্য: ৪৮০.০০ টাকা।

TIRMIDHI SHARIF (6th Volume) Arabic Compilation by Imam Abu Isha Muhammad Ibn Esha At-Tirmidhi (Rh.), translated by Maulana Farid Uddin Masud, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1207.

মহাপরিচালকের কথা

একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণকর কোন কিছু করতে পারেন না, ভাবতেও পারেন না। ধার্মিক লোক সর্বদা উন্নত মন-মানসিকতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। এই দিক বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ দেশের মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মাফিক অত্র প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এ যাবত অজস্র ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে—যা অত্যন্ত জনসমাদৃতি লাভ করেছে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে হাদীস গ্রন্থ এক বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এ সম্পর্কে আল্লামা কিরমানী বলেন ঃ "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত, উত্তম ও তত্ত্বসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ইল্‌মে হাদীস। কারণ, এর দ্বারাই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানতে পারা যায় এবং আল্লাহ্‌র যাবতীয় হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায়।" আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন আইনী বলেন ঃ "উভয় কালের পরম কল্যাণ লাভই হাদীস অধ্যয়নের সার্থকতা।"

বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক এরই মধ্যে সিহাহ্ সিত্তা সহ বেশ কিছু হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এবার প্রকাশ করা হলো তিরমিযী শরীফের বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড। এটাই এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড। ইমাম তিরমিযী সংকলিত শামাইল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যক্তি-জীবন, তাঁর পূতঃপবিত্র চরিত্র, আচার-আচরণ, দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি সম্বন্ধীয় হাদীসগুলোও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে হযরত শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী মন্তব্য করেছেন ঃ "এই হাদীস গ্রন্থখানি সুসজ্জিত এবং এতে বর্ণিত হাদীসগুলো সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত। পুনরোক্ত হাদীসের সংখ্যাও এতে খুবই কম।" এই কিতাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীসের শেষে ফকীহ্‌গণের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের একখানি গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আমরা আনন্দিত। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এমন একটি মহতী কাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

মহান আল্লাহ্ আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমিন!

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা সংকলিত 'জামিউত-তিরমিযী' একখানি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৮৩টি হাদীস পুনরোক্ত হয়েছে। গ্রন্থখানি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত এবং সংকলিত হাদীসগুলো নিখুঁতভাবে সুবিন্যস্ত। এ গ্রন্থের দু'টি অধ্যায় কিতাবুল মানাকিব বা সাহাবা কেরামের জীবন চরিত এবং তাফসীরুল কুরআন অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। এর প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীস সহীহ্, হাসান, জয়ীফ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীস বর্ণনার পর তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দেয়া হয়েছে। এতে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মাযহাবের দলিলসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করেছি। এবার প্রকাশিত হলো এর ষষ্ঠ খণ্ড এবং এটাই শেষ খণ্ড। এ খণ্ডের সাথে শামাইল অংশটুকু সংযোজন করা হয়েছে। শামাইলের অনুবাদ করেছেন মাওলানা সাইদুল হক ও মাওলানা মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া। এরই সাথে সংযোজিত হয়েছে ইমাম তিরমিযী সংকলিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কিত শামাইলে তিরমিযী। আমরা আশা করি এই পবিত্র গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে এবং সুধীজনের নিকট সমাদৃত হবে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত 'তিরমিযী' শরীফের সকল খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। মহান আল্লাহ্ আমাদের এমন একটি মহতী কাজ সম্পন্ন করার তওফীক দেয়ায় তাঁর দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদক, প্রাজ্ঞ সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার ব্যাপারে আমরা সব সময় সচেষ্ট থেকেছি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুধীজনের নযরে এ ধরনের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

সূচীপত্র

শিরোনাম

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর

অধ্যায় : দু'আ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত

অধ্যায় : মানাকিব

অধ্যায় : শামাইল

তিরমিযী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْوَاقِعَةُ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-ওয়াকি'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٢٩٢–حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ اللّٰهُ : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ) وَفِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا ، وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : (وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ) وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩২৯২. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন সব জিনিস তৈরী করে রেখেছি কোন চোখ যা দেখেনি, কোন কান যা শুনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা উদয়ও হয় নি। তোমরা এর সমর্থনে ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার ঃ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)

কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ (সূরা সাজদা ৩২ ঃ ১৭)

জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে। কোন অশ্বারোহী এর ছায়ায় শতবর্ষ চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। ইচ্ছা হলে তোমরা পাঠ করতে পার ঃ (وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ) দীর্ঘ সম্প্রসারিত ছায়া। (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ ঃ ৩০)।

জান্নাতের একটি চাবুক পরিমাণ স্থানও পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে উত্তম। ইচ্ছা হলে তোমরা পাঠ করতে পার ঃ (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ).

যাকে জাহান্নাম থেকে রাখা হবে দূরে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা আল-ইমরান ৩ ঃ ১৮৫)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٩٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا ، وَاِنْ شِئْتُمْ فَاقْرَؤُا : (وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ وَمَاءٍ مَسْكُوْبٍ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ.

৩২৯৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে। এর ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শতবর্ষ চলবে, তবুও সে তা অতিক্রম করতে পারবে না। ইচ্ছা করলে তোমরা পাঠ করতে পার ঃ (وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ وَمَاءٍ مَسْكُوْبٍ) .

(জান্নাতে) সম্প্রসারিত দীর্ঘ ছায়া আর সদা প্রবহমান পানি। (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ ঃ ৩০-৩১)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٩٤–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرٍو ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : (وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ) قَالَ ارْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ، وَمَسِيْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ .

৩২৯৪. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, (وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ) (জান্নাতে) সমুচ্চ লাভাসমূহ (সূরা ওয়াকি'আ ৫৬ ঃ ৩৪) আয়াত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ এর উচ্চতা যমীন থেকে আসমানের উচ্চতার সমান। আর এতদুভয়ের মাঝে হল পাঁচশ' বছরের পথ।

হাদীসটি হাসান-গারীব। রিশদীন (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٢٩٥–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ) قَالَ شُكْرُكُ، تَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا وَ بِنَجْمِ كَذَا وَ كَذَا.

---

১. কোন কোন আলিম বলেন ঃ 'আসমান ও যমীনের মধ্যকার উচ্চতার সমান' বাক্যটির মর্ম হল দরজা বা স্তরসমূহ। আর প্রতি দুটো দরজা বা স্তরের ব্যবধান হল আসমান ও যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান।

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ.

وَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىْ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَىْ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِىْ عَنْ عَلى نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

৩২৯৫. আহমাদ ইবন মানী' (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ) তোমরা অস্বীকারকেই তোমাদের রিযক বানিয়ে নিয়েছ। (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ ঃ ৮২) আয়াত প্রসঙ্গ বলেছেন ঃ (আল্লাহ্কে স্বীকার করে রিযক প্রদানের জন্য তাঁর শোকর আদায় করার স্থলে) বলে থাক যে, তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্বরূপ হচ্ছে এই যে, তোমরা বলে থাক, অমুক রাশিচক্রের কারণে বা অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে। (অথচ উচিত ছিল সব কিছুকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর শোকর করা)।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ইসরাঈলের হাদীস ছাড়া মারফূ' রূপে আমরা আর কিছু জানি না।

সুফয়ান (র) এই হাদীসটি 'আবদুল আ'লা (র)-এর বরাতে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটি মারফূ' করেন নি।

٣٢٩٦-حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىَ الْمَرْوَزِىْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً) قَالَ :إِنَّ مِنَ الْمُنْشَاتِ الائى كُنَّ فِى الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمْشاً رُمْصاً.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُوْسَى اْبْنِ عُبَيْدَةَ وَ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَ يَزِيْدُ بْنُ اَبَانِ الرَّقَاشِىِّ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ .

৩২৯৬. আবূ আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ খুযাই মারওয়াযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً) তাদের (জান্নাতের নারীদের) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে ... (সূরা ওয়াকিআ ৫৬ ঃ ৩৫) আয়াতটি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সব নারী দুনিয়ায় ছিল জ্বরাগ্রস্ত, চোখ দিয়ে পুঁজ পড়ত, চোখের কোণে ময়লা জমে থাকত, তাদের তিনি জান্নাতে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবেন।

হাদীসটি গারীব। মূসা ইবন উবায়দার সূত্র ছাড়া এটি মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। মূসা ইবন উবায়দা এবং ইয়াযীদ ইবন আবান রাকাশী উভয়েই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ।

٣٢٩٧-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِى هُوْدَ ، وَالْوَاقِعَةُ ، وَالْمُرْسَلاَتُ وَ (عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ) وَ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَرَوٰى عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ نَحْوَ هٰذَا.

وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ مَيْسَرَةَ شَئٌ مِنْ هٰذَا مُرْسَلاً.

وَرَوٰى أَبُوْبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَرْوَزِىُّ ، حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ.

৩২৯৭. আবূ কুরায়ব (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা) একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন ঃ আমাকে হূদ, ওয়াকি'আ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা আলুন-ই এবং ইযাশ-শামসু কুওবিরাত — এই সূরাগুলো বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া ইবন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আলী ইবন আবী সালিহ (র) এই হাদীসটি আবূ ইসহাক... আবূ জুহায়ফা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক... আবূ মায়সারা (র) সূত্রেও মুরসালরূপে এরূপ কিছু বিষয় বর্ণিত আছে।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَدِيْدِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-হাদীদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٢٩٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَاَصْحَابُهُ إِذْ أَتٰى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ ، فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا؟ فَقَالُوا: اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : هٰذَا الْعَنَانُ هٰذِهِ رَوَايَا الْاَرْضِ يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى إِلٰى قَوْمٍ لاَيَشْكُرُوْنَهُ وَلاَ يَدْعُوْنَهُ ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَافَوْقَكُمْ؟ قَالُوا: اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّهَا الرَّقِيْعُ ، سَقْفٌ مَحْفُوْظٌ، وَ مَوْجٌ مَكْفُوْفٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهَا ؟ قَالُوا : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ . ثُمَّ قَالَ : هَل تَدْرُوْنَ مَافَوْقَ ذٰلِكَ ؟ قَالُوا: اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَإِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ سَمَاءَيْنِ ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ، مَابَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ؟ قَالُوا : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ الْعَرْشَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مِثْلِ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ. ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الَّذِى

تَحْتَكُمْ ؟ قَالُوا : اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: فَإِنَّهَا الْاَرْضُ . ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاالَّذِى تَحْتَ ذٰلِكَ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّ تَحْتَهَا اَرْضًا اُخْرَى ، بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ، حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ اَرْضِيْنَ ، بَيْنَ كُلِّ اَرْضَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ. ثُمَّ قَالَ : وَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ اِلَى الْاَرْضِ السُّفْلٰى لَهَبَطَ عَلَى اللّٰهِ. ثُمَّ قَرَأَ : (هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَالَ : وَ يَرْوَى عَنْ أَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ عَلَى بْنِ زَيْدٍ قَالُوا : لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ .

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالُوا : إِنَّمَا هَبَطَ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ سُلْطَانِهِ . عِلْمُ اللّٰهِ وَ قُدْرَتُهُ وَ سُلْطَانُهُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَ هُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِى كِتَابِهِ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩২৯৮. আবদ ইবন হুমায়দ প্রমুখ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা একস্থানে বসা ছিলেন। এমন সময় একটি মেঘ উড়ে এল। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি জান এটি কি?

তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এ হল একখণ্ড মেঘ। পৃথিবীর জন্য পানিবাহক। আল্লাহ্ তা'আলা এটি এমন কওমের দিকেও হাঁকিয়ে নিয়ে যান যারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়; যারা তাঁকে ডাকে না।

এরপর বললেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের উপরে কি আছে?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এ হল 'রাকী' পৃথিবীর আকাশ। সুরক্ষিত ছাদ ও রুদ্ধ ঊর্মিমালা। তোমরা কি জান তোমাদের এবং এর মাঝে দূরত্ব কতটুকু?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এর মাঝে আর তোমাদের মাঝে দূরত্ব হল পাঁচশ' বছরের। এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

বললেন ঃ এর উপর রয়েছে আরো দুই আসমান। এতদুভয়ের মাঝেও রয়েছে পাঁচশ' বছর সফরের ব্যবধান। এইভাবে সাত আসমানের কথা তিনি উল্লেখ করলেন। প্রতি দুই আসমানের মাঝে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের মত দূরত্ব।

তারপর নবীজী বললেন ঃ এরও ঊর্ধ্বে কি আছে তা কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এর ঊর্ধ্বে হল আরশ। এর এবং আকাশের মাঝে দূরত্ব হল দুই আসমানের দূরত্বের সমান।

এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের নিচে কি আছে তা-কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ নিচে হল যমীন। এরপর কি আছে তা কি তোমরা জান?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এর নিচে আরো একটি পৃথিবী আছে। এতদুভয়ের মাঝে পাঁচশ' বছর সফরের দূরত্ব। এইভাবে তিনি সাত পৃথিবীর উল্লেখ করেন। প্রতি দুটো পৃথিবীর মাঝে রয়েছে পাঁচশ' বছর সফরের দূরত্ব।

তারপর তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমরা যদি একটি দড়ি সর্বনিম্ন পৃথিবীর দিকে লটকে ধর তবে তা আল্লাহ্র জ্ঞানানুসারে কোন স্থানে যেয়ে পৌছবে (যা আমাদের জানা নেই)। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ ৩)

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

আয়্যুব, ইউনুস ইবন উবায়দ ও আলী ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন ঃ হাসান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেন নি।

কোন কোন আলিম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্রই জ্ঞানমতে পৌছবে' অর্থ হল আল্লাহ্র ইলম, তাঁর কুদরত এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন স্থানে যেয়ে তা পৌছবে। আল্লাহ্র ইলম, তাঁর কুদরত ও কর্তৃত্ব তো সবখানে। তিনি আরশে সমাসীন আছেন সেইভাবে, যেভাবে তাঁর কিতাবে এর উল্লেখ আছে।

باب : وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُجَادَلَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মুজাদালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٢٩٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوْتِيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ لَمْ يُؤْتَ غَيْرِيْ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ اِمْرَأَتِيْ حَتّٰى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيْبَ مِنْهَا فِيْ لَيْلَتِيْ فَأَتَتَابَعَ فِيْ ذٰلِكَ إِلٰى أَنْ يُدْرِكَنِيْ النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِيْ مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلٰى قَوْمِيْ فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِيْ فَقُلْتُ : اِنْطَلِقُوْا مَعِيَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُخْبِرُهُ بِأَمْرِيْ ، فَقَالُوْا : لَا وَاللّٰهِ لَا نَفْعَلُ ، نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا قُرْاٰنٌ أَوْ يَقُوْلَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقٰى عَلَيْنَا عَارُهَا ، وَلٰكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ . قَالَ : فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِيْ، فَقَالَ : أَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ . قَالَ :

أَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ. قَالَ : أَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ ، وَهَا أَنَا فَإِذَا فَامْضِ فِي حُكْمَ اللّٰهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِذٰلِكَ : قَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً . قَالَ : فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي، فَقُلْتُ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا .قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلاَّ فِي الصِّيَامِ . قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قُلْتُ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ وُحْشًا مَالَنَا عَشَاءٌ . قَالَ : اذْهَبْ إِلٰى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلٰى عِيَالِكَ .قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلٰى قَوْمِي ، فَقُلْتُ : وَجَدْتُ : عِنْدَكُمُ الضِّيْقَ وَسُوْءَ الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ ،أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوْهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوْهَا إِلَيَّ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِيْ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ. قَالَ : وَيُقَالُ سَلَمَةُ بْنُ سَخْرٍ وَيُقَالُ سُلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩২৯৯. আবদ ইবন হুমায়দ ও হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র)... সালামা ইবন সাখর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন এক পুরুষ যাকে এত রতিশক্তি দেওয়া হয়েছে যা আর অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি। রমযান মাস আসলে তা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যিহার করি।[১] কেননা আমার আশংকা হয় যে, কোন রাত্রে যদি স্ত্রী সঙ্গত হয়ে পড়ি, তবে হয়ত দিনের আগমন পর্যন্ত তা চলতে থাকবে আর এ দিকে আমি আমাকে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না। একদিন রাতে আমার স্ত্রী আমার খেদমত করছিল। হঠাৎ তার শরীরের এমন কিছু আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে যে, (আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না) আমি তার উপর চেপে বসি। সকাল হয়ে এলে আমি ভোরেই আমার কওমের লোকদের কাছে যাই এবং তাদেরকে আমার বিষয়ে অবহিত করে বলি, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমাকে নিয়ে চল এবং তাঁকে আমার বিষয়টি অবহিত কর।

তারা বলল ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তা করব না। আমাদের আশংকা হয়, আমাদের বিষয়ে হয়ত কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হয়ত আমাদের বিষয়ে এমন কোন কথা বলে বসবেন যার লজ্জা হামেশার জন্য আমাদের উপর থেকে যাবে। বরং তুমি নিজেই তাঁর কাছে যাও এবং তোমার যা ভাল মনে হয়, তা কর।

সালামা ইবন সাখর (রা) বলেন, এরপর আমি নিজেই বেরিয়ে গেলাম এবং নবীজী ﷺ -এর কাছে এসে আমার বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম।

---

১. তালাক অধ্যায়ে যিহার অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তিনি বললেন ঃ তুমিই সে কাজ করেছ?

আমি বললাম ঃ আমিই সে অপরাধী।

তিনি বললেন ঃ তুমিই সে কাজ করেছ?

আমি বললাম ঃ আমিই সে অপরাধী।

তিনি আবার বললেন ঃ তুমিই সে কাজ করেছ?

আমি বললাম ঃ আমিই সে অপরাধী। আমি এই তো এখানে হাযির। আমার বিষয়ে আপনি আল্লাহ্‌র বিধান জারী করুন। আমি সে বিষয়ে ধৈর্য্য ধরব।

তিনি বললেন ঃ একটা গোলাম আযাদ কর।

আমি আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে থাপ্পড় মেরে বললাম ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমার এই গর্দানটি ছাড়া আমি আর কারো গর্দানের মালিক নই।

তিনি বললেন ঃ দু'মাস সিয়াম পালন কর।

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে মুসীবতে পড়লাম তা কি সিয়াম ছাড়া অন্য আর কোন কারণে ছিল?

তিনি বললেন ঃ ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দাও।

আমি বললাম ঃ কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আজকের এই রাতটিও তো আমরা ভুখা কাটিয়েছি। রাতের খাবার বলতেও কিছুই ছিল না আমাদের।

তিনি বললেন ঃ বানূ যুরায়কের সাদকা প্রদানকারীর কাছে যাও এবং তাকে বল, তোমাকে সেই সাদকা দিয়ে দিতে। তা থেকে তুমি এক ওয়াসাক (ষাট সা') খাদ্য ষাটজন মিসকীনকে তোমার পক্ষ থেকে আহার করাও। আর বাকীটা দিয়ে তুমি ও তোমার পরিবারের আহার্যের ব্যবস্থা কর।

সালামা ইবন সাখর (রা) বলেন, এরপর আমি আমার কওমে ফিরে এলাম। তাদের বললাম ঃ তোমাদের কাছে তো কেবল সংকীর্ণতা ও খারাপ পরামর্শই পেলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পেলাম উদারতা এবং বরকত ও শুভাশীষ। তোমাদের সাদকাসমূহ আমার কাছে দিয়ে দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তারা আমার কাছে তা দিয়ে দিল।

হাদীসটি হাসান।

মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন ঃ আমার মতে সুলায়মান ইবন ইয়াসার কোন হাদীস সরাসরি সালামা ইবন সাখর (রা) থেকে শুনেন নি।

তিনি আরো বলেন ঃ সালামা ইবন সাখর (রা) সালমান ইবন সাখর (রা) নামেও কথিত।

এই বিষয়ে খাওলা বিনত ছা'লাবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। খাওলা (রা) হলেন আওস ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী।

٣٣٠٠-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْاَنْمَارِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجْوَا كُمْ صَدَقَةً) . قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ : مَاتَرَى دِيْنَارًا؟ قُلْتُ : لَا يُطِيْقُوْنَهُ ، قَالَ : فَنِصْفُ دِيْنَارٍ ؟ قُلْتُ : لَا يُطِيْقُوْنَهُ . قَالَ : فَكَمْ ؟ قُلْتُ : شَعِيْرَةٌ .

قَالَ : إِنَّكَ لَزَهِيدٌ . قَالَ: فَنَزَلَتْ (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) الْآيَةِ. قَالَ : فَبِى خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ شَعِيرَةٌ . يَعْنِى وَزْنَ شَعِيْرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

৩৩০০. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন নাযিল হল ঃ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجْوَا كُمْ صَدَقَةً)

হে মুমিনগণ! তোমরা রাসূলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে এর পূর্বে সাদকা প্রদান করবে ... (সূরা মুজাদালা ৫৮ ঃ ১২)

নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি কি ভাবছ? এক দীনার করে দিতে পারবে?

আমি বললাম ঃ এর ক্ষমতা নেই আমার।

তিনি বললেন ঃ তা হলে অর্ধ দীনার?

আমি বললাম ঃ তাতেও আমি সক্ষম নই।

তিনি বললেন ঃ তবে কত পার?

আমি বললাম ঃ একটা যব পরিমাণ পারি।

তিনি বললেন ঃ তুমি তো খুবই গরীব।

তখন নাযিল হল ঃ (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ)

তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর? তোমরা যখন সাদকা দিতে পারলে না আর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। (সূরা মুজাদালা ৫৮ ঃ ১৩)

আলী (রা) বলেন ঃ আমার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে এই বিধান সহজ করে দিলেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্রেই কেবল আমরা এই হাদীসটি সম্পর্কে জানি।

"একটি যবের দানা"... অর্থ হল যবের দানা পরিমাণ স্বর্ণ সাদকা প্রদান করতে পারি।

٣٣٠١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ يَهُوْدِيًّا أَتَى عَلَى النَّبِى ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالَ نَبِىَ اللّٰهِ ﷺ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا قَالَ هٰذَا؟ قَالُوا : اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ . يَا نَبِى اللّٰهِ. قَالَ : لاَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، رُدُّوْهُ عَلَى ، فَرَدُّوهُ فَقَالَ : قُلْتَ السَّامُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ نَبِى اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُوْلُوا : عَلَيْكَ مَاقُلْتَ . قَالَ : (وَإِذَا جَاؤُكَ حَيُّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৩০১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ইয়াহূদী নবী ﷺ ও সাহাবীদের কাছে এসে বলল ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম (আস্-সাম অর্থ মৃত্যু, ধ্বংস। কিন্তু ইয়াহূদীটি এমনভাবে এর উচ্চারণ করল যে, সাহাবীগণ মনে করলেন সে বুঝি আস্‌সালামু বলছে) তাঁরা এর জওয়াব দিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ এ কি বলেছে তোমরা কি তা বুঝতে পেরেছ?

সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। হে আল্লাহ্‌র নবী! এ তো সালাম করেছে।

তিনি বললেন ঃ না, সে তো অমুক কথা বলেছে।

ইয়াহূদীটি কে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

সাহাবীরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। নবীজী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলেছিলে?

সে বলল ঃ হ্যাঁ।

তখন নবীজী ﷺ বললেন ঃ কোন কিতাবী ব্যক্তি (ইয়াহূদী বা খৃস্টান) যদি তোমাদের সালাম দেয় তবে তোমরা এর উত্তরে বলবে ঃ আলাইকা মা কুলতা — তুমি যা বলেছ তাই তোমার উপর আপতিত হোক।

অনন্তর তিনি পাঠ করলেন ঃ (وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ)

এরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নি। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি এর জন্য আল্লাহ্ আমাদের না জানি শাস্তি দিয়ে দেন। জাহান্নামই এদের যথাযোগ্য শাস্তি। সেখানে তারা প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (সূরা মুজাদালা ৫৮ ঃ ৮)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَشْرِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-হাশর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٠٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَ قَطَعَ وَ هِيَ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْ هَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩০২. কুতায়বা (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ নাযীর গোত্রের খর্জুর বাগানসমূহ কেটে ফেলেছিলেন এবং তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সে স্থানটি ছিল বুওয়ায়রা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ)

তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন। (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৫)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٠٣–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا) قَالَ : اللِّيْنَةُ النَّخْلَةُ ، وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ . قَالَ : اسْتَنْزَلُوْهُمْ مِنْ حُصُوْنِهِمْ قَالَ :وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ فَحَكَّ فِىْ صُدُوْرِهِمْ . قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا بَعْضًا ، فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَنَا فِيْمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِى مَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا) اَلْآيَةَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً.

৩৩০৩. হাসান ইবন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে ঃ

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا) তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ .... (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৫) আল্লাহ্‌র এই বাণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ لِيْنَةٍ অর্থ খেজুর গাছ। তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন। (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৫)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাদের (বানূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীদের) কেল্লা থেকে নেমে আসতে এবং আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে তাদের খর্জুর গাছগুলো কেটে ফেলতেও সাহাবীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝে কিছু দ্বিধা-সন্দেহের উদ্রেক হয়। সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন ঃ আমরা তো কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলেছি আর কিছু রেখে দিয়েছি। এই বিষয়ে অবশ্যই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করব যে, আমরা যেগুলো কেটেছি তাতে কি কোন ছওয়াব পাব আর যেগুলো ছেড়ে রেখে দিয়েছি, সেগুলোর জন্য কি আমাদের কোন গুনাহ্ হবে?

এতদপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا)

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটি হাফস ইবন গিয়াছ... হাবীব ইবন আবূ আমরা... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই।

আবদুল্লাহ্ ইবন আবদির রহমান (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে মুরসালরূপে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র) এই হাদীসটি আমার নিকট থেকে শুনেছেন।

٣٣٠٤-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوْتُهُ وَقُوْتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : نَوِّمِي الصِّبْيَةَ ، وَأَطْفِي السِّرَاجَ ، وَ قَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَاعِنْدَكِ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ : (وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩০৪. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি (রা)-এর কাছে একবার এক মেহমান রাত কাটায়। আনসারী-সাহাবী (র)-এর কাছে নিজের এবং বাচ্চাদের ক্ষুন্নি নিবৃত্তির পরিমাণ খাদ্য ছাড়া আহার করার মত আর কিছু ছিল না। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। বাতি নিভিয়ে তোমার কাছে যা আছে, মেহমানের সামনে হাজির করে দিও।

এতদপ্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হল ঃ (وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)

তারা নিজেদের উপর (অন্যের) প্রাধান্য দেয় যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত.... (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৯)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُمْتَحِنَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মুমতাহানা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٠٥-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ ، فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ فِيْهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخُذُوْهُ مِنْهَا

فَائْتُونِى بِهِ ، فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : اخْرِجِى الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ: مَامَعِى مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا :لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ . قَالَ : فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا . قَالَ : فَأَتَيْنَابِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : مَاهٰذَا يَاحَاطِبُ ؟ قَالَ : لاَتَعْجَلْ عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنِّى كُنْتُ امْرَءًا مُلْصَقًا فِى قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِى ذٰلِكَ مِنْ نَسَبٍ فِيْهِمْ أَنْ اتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِى ، وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِى وَلاَ رِضًى بِالْكُفْرِ بَعْدَالْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : دَعْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ . قَالَ : وَ فِيْهِ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّى عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تلقون اليهم بالمودة)السُّوْرَةَ . قَالَ عَمْرٌو : وَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِباً لِعَلِىٍّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِيْهِ عَنْ عُمَرَ وَ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ نَحْوَ هٰذَا ، وَذَكَرُوا هٰذَا الْحَرْفَ وَقَالُوْا : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ . وَقَدْ رُوِىَ أَيْضًا عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّزَّاقِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيْهِ فَقَالَ : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩০৫. ইবন আবূ উমার (র)... উবায়দুল্লাহ ইবন আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইবন আসওয়াদকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা রাওযা-এ-খাখ[১] নামক স্থানে যাবে। সেখানে এক উষ্ট্রারোহীণী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি (গোপন) পত্র আছে। তা তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমার নিকট নিয়ে আসবে। আমরা বের হয়ে পড়লাম এবং আমাদের ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে রাওযা-এ-খাখে এসে সেখানে এক উষ্ট্রারোহীণী মহিলা পেলাম। আমরা বললাম ঃ পত্রটি বের কর।

---

১. মদীনা থেকে বার মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

সে বলল ঃ আমার সাথে কোন চিঠি নেই।

আমরা বললাম ঃ পত্রটি বের কর নয়তো কাপড় খুলে ফেলা হবে।

আলী (রা) বলেন ঃ সে তার চুলের বেণীর ভিতর থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম। দেখা গেল যে, হাতিব ইবন আবূ বালতাআ-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে এটি লেখা হয়েছে এবং এতে নবী ﷺ -এর কিছু বিশেষ বিষয় (মক্কা অভিযান) সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছে। নবী ﷺ তখন বললেন ঃ হে হাতিব! এটি কি?

হাতিব বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ক্ষেত্রে (ফয়সালা দিতে) ত্বরা করবেন না। আমি মূলত কুরায়শী নই। তাদের সঙ্গে সংযুক্ত এক ব্যক্তি মাত্র। আপনার সঙ্গে যে সকল মুহাজির রয়েছেন, তাঁদের সবারই কুরায়শদের সাথে নিকট-আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। এ কারণে কুরায়শরা তাদের মক্কাস্থিত পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের হেফাযত করে থাকে। আমি চাইলাম, তাদের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক না থাকায় যখন ঐ সুযোগ আমার নেই, তখন তাদের উপর একটা ইহসান ও দয়ার ব্যবহার করে রাখি যাতে আমার আত্মীয়-পরিজনদের সেখানে তারা হেফাযত করে। এই কাজটি আমি কুফরী এবং আমার ধর্মচ্যুতি বা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে করিনি।

নবী ﷺ বললেন ঃ সে সত্য কথা বলেছে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ আমাকে ছেড়ে (অনুমতি) দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেই।

নবী ﷺ বললেন ঃ এ (হাতিব) তো বদরে হাযির ছিল। তোমার কি জানা আছে সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা বদরীদের প্রতি নজর দিবেন এবং বলে দিবেন তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার; তোমাদের আমি মাফ করে দিলাম।

এ প্রসঙ্গে এই সূরাটি নাযিল হয় ঃ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ)

হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। (সূরা মুমতাহানা ৬০ ঃ ১)

বর্ণনাকারী আমর (র) বলেন ঃ আমি ইবন আবূ রাফি' (র)-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন আলী (রা)-এর লিপিকার।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে উমার ও জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একাধিক রাবী এই হাদীসটি সুফয়ান ইবন উওয়ায়না (র)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাতে এই বাক্যটিরও উল্লেখ করেছেন ঃ لتخرجن الكتاب او لتلقين الثياب.

এটি আবূ আবদুর রাজ্জাক সুলামী (র) সূত্রে আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন রাবী এতে উল্লেখ করেছেন ঃ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ .

٢٣٠٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْتَحِنُ إِلاَّ بِالْاٰيَةِ الَّتِى قَالَ اللّٰهُ (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الْاٰيَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩০৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعنَكَ যখন মু'মিন নারীগণ আপনার কাছে বায়আত হতে আসে .... (সূরা মুমতাহানা ৬০ ঃ ১২) আয়াতের বক্তব্যানুসারেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরীক্ষা করতেন।

মা'মার (র) বলেন ঃ আমাকে ইবন তাউস তাঁর পিতা তাউস (র)-এর বরাতে অবহিত করেছেন যে, নিজ কর্তৃত্বাধীন মহিলাদের ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত অন্য কোন মহিলার হাত স্পর্শ করে নি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٠٧-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَبْنَ حَوْشَبٍ قَالَ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ : قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ : مَا هٰذَا الْمَعْرُوْفُ الَّذِي لاَيَنْبَغِي لَنَاأَنْ نَعْصِيَكَ فِيْهِ ؟ قَالَ : لاَتَنُحْنَ ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ بَنِي فَلاَنٍ قَدْ أَسْعَدُوْنِيْ عَلَى عَمِّى وَلاَبُدَّلِي مِنْ قَضَائِهِنَّ ، فَأَبَى عَلَيَّ فَعَاتَبْتُهُ مِرَارًا فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ ، فَلَمْ أَنُحْ بَعْدُ قَضَائِهِنَّ وَلاَ غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَفِيْهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَبْنِ السَّكَنِ.

৩৩০৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... উম্মু সালামা আনসারীয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈকা মহিলা বলল ঃ আমাদের নাফরমানী করা উচিত নয় বলে যে সৎকাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই সৎকাজটি কি?

নবীজী বললেন ঃ তোমরা (মৃতের জন্য) বিলাপ করবে না।

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুক গোত্রের মেয়েরা আমার চাচার (বিলাপের) ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিল। আমাকেও তো তাদের এই কাজের বদলা দিতে হবে।

কিন্তু নবীজী আমাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। আমি বার বার তাঁকে অনুরোধ করতে থাকলে শেষে তিনি আমাকে এর বদলা দিতে অনুমতি দেন। সেই গোত্রের বদলা হয়ে যাওয়ার পর থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কারো জন্য আর বিলাপ করিনি। ঐ মহিলাদের মধ্যে আমি ছাড়া এমন কেউ ছিল না যে বিলাপ করেনি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই বিষয়ে উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মু সালামা আনসারিয়্যা (রা) হলেন আসমা বিনত ইয়াযীদ ইবন সাকান।

٣٣٠٨-حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ . حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ

الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِى نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ لِتُسْلِمَ حَلَّفَهَا بِاللّٰهِ مَاخَرَجَتُ مِنْ بُغْضِ زَوْجِى مَاخَرَجَتُ إِلاَّ حُبًّالِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

৩৩০৮. সালামা ইবন শাবীব (র)... ইবন আব্বাস (রা) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ). প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে সকল মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট আসতেন, তিনি তাদের আল্লাহ্‌র নামে শপথ করাতেন যে, আমি আমার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বের হইনি। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যে বের হইনি।

হাদীসটি গারীব।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা সাফফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٠٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَذَاكَرْنَا، فَقُلْنَا : لَوْ نَعْلَمُ أَىِّ الْاَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ لَعَمِلْنَاهُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوالِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ) قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلاَمٍ . قَالَ يَحْيَى : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ . قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْاَوْزَاعِىُّ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيْرٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ خُوْلِفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ فِى إِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْاَوْزَاعِى.

وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَن يَحيى بنِ ابى كَثيرٍ عن هلال بن أبى مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطاءِ بنِ بسار عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ ، أَوْ عَنْ أَبِى سلمةَ عَنْ عبدِ اللّٰهِ بنِ سلاَمٍ .

وَرَوَى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ كَثِيْرٍ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩০৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী একবার একসঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি তা যদি জানতে পারতাম তবে তা আমরা করতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّموات وَما فِى الاَرْضِ وَهُوَ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوالِمْ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ)

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? (সূরা সাফফ ৬১ ঃ ১-২)

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়াতগুলো আমাদের পাঠ করে শুনান। আবূ সালামা (রা) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আবূ সালামা (র) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইবন কাছীর (র) বলেন, আওযাঈ (র) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ ইবন কাছীর (র) আমাদের তা পাঠ করে শুনিয়েছেন।[১]

আওযাঈ (র) থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে এই হাদীসটির সনদে মুহাম্মদ ইবন কাছীরের বৈপরীত্য রয়েছে। আওযাঈ-ইয়াহইয়া ইবন আবূ কাছীর-হিলাল ইবন মায়মূনা-আতা ইবন ইয়াসার কিংবা আবূ সালামা -আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) সূত্রে ইবন মুবারক বর্ণনা করেছেন।

ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (র) এই হাদীসটি আওযাঈ (র)-এর বরাতে মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-জুমু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣١٠-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِى ثَوْرُ بْنُ زَيْدِ الدِّيْلِيُّ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلاهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ (وَ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ) قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُ قَالَ : وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فِيْنَا قَالَ : فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الاِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلاَءِ.

وقد روى هذا الحديث عن ابى هريرة عن النبىّ ﷺ من غير هذا الوجه.

وَأَبُو الغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمُ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعٍ مَدَنِىٌّ ثِقَةٌ وَثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَدَنِىٌّ ، وَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ الشَّامِىُّ .

---

১. এই হাদীছটি "মুসালসাল কিরাআতি সূরাতিস সাফফ" হিসাবে প্রসিদ্ধ।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ ابْنِ الْمَدِيْنِيِّ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১০. আলী ইবন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন সূরা জুমু'আ নাযিল হয় তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাদের তা তিলাওয়াত করে শুনালেন ঃ (وَ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যও (তিনি এই রাসূলকে পাঠিয়েছেন) যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। (সূরা জুমু'আ ৬২ ঃ ৩) আয়াতটিতে পৌঁছলে জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা যারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হন নি?

তিনি এ ব্যাপারে কিছু বললেন না। রাবী বলেন ঃ আমাদের মাঝে সে সময় সালমান ফারসী (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঈমান যদি ছুরাইয়্যা নক্ষত্রেও চলে যায়, তাদের কিছু লোক সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্য সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

রাবী আবুল গায়ছ (র)-এর নাম হল সালিম। তিনি আবদুল্লাহ ইবন মুতী'-এর আযাদকৃত গোলাম। ছাওর ইবন যায়দ (র) হলেন মাদানী। ছাওর ইবন ইয়াযীদ (র) হলেন শামদেশীয়।

হাদীসটি গারীব।

আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (র) হলেন আলী ইবন মাদীনী (র)-এর পিতা। ইয়াহ্ইয়া ইবন মাঈন তাঁকে যঈফ বলেছেন।

٣٣١١-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذْ قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِيْنَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فِيهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، وَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ (وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا) .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩১১. আহমদ ইবন মানী' (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় মদীনার তেজারতী কাফেলার আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

সাহাবীরা তখন সে দিকে দ্রুত ছুটে যান। তাঁদের মধ্য থেকে বারজন ছাড়া আর কেউ বাকী থাকলেন না, এঁদের মধ্যে আবূ বকর-উমার (রা) ছিলেন অন্যতম।

এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ (وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا) .

যখন তারা দেখল কোন তেজারত বা কৌতুককর বিষয়, তখন তারা সেদিকে ছুটে গেল। (সূরা জুমু'আ ৬২ ঃ ১৯)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আহমদ ইবন মানী' (র)... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُنَافِقُوْنَ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মুনাফিকূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣١٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِى ابْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ، وَ (لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ) فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّى فَذَكَرَ ذٰلِكَ عَمِّى لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَى وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوْا مَا قَالُوا ، فَكَذَّبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِى شَيْئٌ لَمْ يُصِبْنِى قَطُّ مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ ، فَقَالَ عَمِّى : مَا أَرَدْتَ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ) فَبَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার চাচার কাছে ছিলাম। এমন সময় শুনলাম আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল তার সঙ্গীদের বলছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের কিছুই দিবে না যতক্ষণ না তারা (তাঁকে ছেড়ে) সরে পড়ে। আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবলরা দুর্বলদের (মুসলিমদের) অবশ্যই বের করে দিবে।

আমি আমার চাচার কাছে এ কথাটি বললাম। তিনি নবী ﷺ-কে বিষয়টি গোচরীভূত করলেন। তখন নবী ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন আমি তাঁর নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। তারা কসম করে বলল যে, তারা এরূপ কথা বলেনি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী এবং তাকে সত্য বলে সাব্যস্ত

করলেন। এতে আমার এমন কষ্ট লাগল যে, এরূপ কষ্ট আর কিছুতে কোন দিন পাই নি। আমি আমার ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন ঃ নবী ﷺ -এর ক্রোধ ও তৎকর্তৃক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়াই কি তোমার অভিপ্রায় ছিল!

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ)

যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে .... (সূরা আল-মুনাফিকূন ৬৩ ঃ ১)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনলেন। আমাকে সূরাটি পড়ে শুনালেন। পরে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সত্যবাদিতার ঘোষণা দিলেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٢١٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْاَزْدِيِّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَعَنَا أُنَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ وَكَانَ الْاَعْرَابُ يَسْبِقُوْنَ إِلَيْهِ فسبق الاعرابى أصحابَهُ ، فَيَسْبَقُ الْاَعْرَابِيُّ فِى مَلَأِ الْحَوْضِ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً وَ يَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيْءَ اصحابُهُ . قَالَ : فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ أَعْرَابِيًا . فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِيَشْرَبَ ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ ، فَانْتَزَعَ قِبَاضَ الْمَاءِ ، فَرَفَعَ الْاَعْرَابِيُّ خَشَبَتَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْاَنْصَارِيِّ فَشَجَّهُ ، فَاَتَى عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اُبَىٍّ رَأْسَ الْمُنَافِقِيْنَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَغَضِبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أُبَىٍّ ثُمَّ قَالَ (لَا تُنْفِقُوْا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا) يَعْنِى الْاَعْرَابَ ، وَكَانُوْا يَحْضُرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : إِذَا انْفَضُّوْا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَأْتُوْا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ (لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ) قَالَ زَيْدٌ : وَأَنَا رِدْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَىٍّ فَأَخْبَرْتُ عَمِّى ، فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَفَ وَجَحَدَ . قَالَ : فَصَدَّقَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَّبَنِى قَالَ : فَجَاءَ عَمِّى إِلَىَّ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ مَقَتَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ ، قَالَ : فَوَقَعَ عَلَىَّ مِنَ الْهَمِّ مَالَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ . قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِى مِنَ الْهَمِّ ، إِذْ أَتَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَكَ أُذُنِى وَضَحِكَ فِى وَجْهِى ، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِى أَنَّ لِى بِهَا الْخُلْدَ فِى الدُّنْيَا . ثُمَّ إِنَّ أَبَابَكْرٍ لَحِقَنِى فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قُلْتُ : مَا قَالَ لِى شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِى وَضَحِكَ فِى وَجْهِى . فَقَالَ : أَبْشِرْ ، ثُمَّ

لَحِقَنِي عُمَرُ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৩১৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক অভিযানে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে কিছু মরুবাসী আরবও ছিল।

আমরা পানির জন্য দ্রুত ছুটে যেতাম কিন্তু মরুবাসীরা আমাদের আগে পানির কাছে চলে যেত। একবার জনৈক মরুবাসী সবার আগে চলে গিয়ে একটি হাউয পানি ভর্তি করল। এর চতুর্দিকে পাথর দিয়ে বেষ্টনী দিল এবং একটি চামড়া এর উপর রেখে দিল। এর মধ্যে বাকী সঙ্গীরা চলে এল। জনৈক আনসারী উক্ত মরুবাসীর কাছে এল এবং পানি পানের জন্য তার উটনীটির লাগাম ঢিলা করে দিল। কিন্তু মরুবাসীটি তাকে পানি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন উক্ত আনসারী পানির বেষ্টনীটি ফেলে দিল। মরুবাসীটি একটি কাঠ নিয়ে আনসারীর মাথায় আঘাত করে যখম করে দিল। সে তখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই-এর কাছে যেয়ে তাকে বিষয়টি জানাল। এই আনসারীটি ছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর সাথীদের অন্যতম। বিষয়টি শুনে আবদুল্লাহ ইবন উবাই অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ে। এরপর সে বলল ঃ রাসূলুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্ব থেকে এই মরুবাসীরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত যারা তার নিকট আছে, তাদের কিছু দিবে না।

এই মরুবাসীরা আহারের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে হাযির হত। আবদুল্লাহ্ বলল ঃ মুহাম্মদের কাছ থেকে এরা সরে গেলে পরে তোমরা মুহাম্মদের সামনে খানা আনবে। তিনি এবং তার সাথীরাই কেবল তা আহার করবেন। এরপর সে তার সঙ্গীদের বলল ঃ তোমরা যখন মদীনায় ফিরে যাবে তখন সম্মানিতেরা অবশ্যই হীনদের (মু'মিনদের) মদীনা থেকে বের করে দিবে।

যায়দ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাহনের পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর কথাবার্তা আমি শুনে ফেললাম। আমি আমার চাচাকে তা অবহিত করলাম। তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা জানালেন। তিনি আবদুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন। সে কসম করে তা অস্বীকার করল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সত্যবাদী এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেন। আমার চাচা আমার কাছে এলেন। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলিমদের ক্রোধ ও তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করাই কি তোমার অভিপ্রায় ছিল!

জাবির (রা) বলেন ঃ ফলে এত চিন্তা ও পেরেশানী আমার উপর আপতিত হল যা আর কারো উপর আপতিত হয় নি। আমি সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে চলছিলাম। চিন্তায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়েছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং (আদর করে) আমার কান মলে দিলেন ও আমার সামনে হাসলেন। এর বদলায় দুনিয়ায় চিরদিনের জন্য থাকাও আমাকে আনন্দিত করত না।

এরপর আবূ বাকর (রা) আমার কাছে এলেন। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? আমি বললাম ঃ আমাকে কিছু বলেন নি, তবে আমার কান মলে দিলেন এবং আমার সামনে হাসলেন।

তিনি বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ কর।

তারপর উমার (রা) এলেন। আবূ বাকর (রা)-কে যে কথা বলেছিলাম, তাঁকেও আমি সেইরূপ কথা বললাম। পরে যখন ভোর হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা আল মুনাফিকূন পাঠ করে শুনালেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣١٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ . أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ) قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلاَمَنِي قَوْمِي فَقَالُوا : مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذِهِ ، فَأَتَيْتُ الْبَيْتَ وَنِمْتُ كَئِيبًا حَزِينًا ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ . قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ গাযওয়ায়ে তাবূকে[১] আবদুল্লাহ ইবন উবাই বলেছিল, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি তবে সম্ভ্রান্তরা নিকৃষ্টদেরকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসি এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। কিন্তু সে কসম করে বলে যে, এমন কথা সে বলেনি। এতে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে খুবই নিন্দাবাদ করে। তারা বলল ঃ তুমি এরূপ করতে গেলে কেন?

আমি আমার বাড়ি চলে এলাম এবং ক্ষোভে-দুঃখে-চিন্তায় শুয়ে রইলাম। শেষে নবী ﷺ আমার কাছে এলেন অথবা আমিই তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সত্যবাদিতা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا) (সূরা মুনাফিকূন ৬৩ ঃ ৭)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣١٥-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ : يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلأَنْصَارِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ ، فَقَالَ : أَوَقَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ (لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ) فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لاَ تَنْقَلِبُ

---

১. সাহীহ হল গাযওয়ায়ে মুরায়সী।

حَتّٰى تقرَّ اَنَّكَ الذَّلِيْلُ وَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْعَزِيْزُ ، فَفَعَلَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৩১৫. ইবন আবূ 'উমার (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা এক গাযওয়া অভিযানে ছিলাম। বর্ণনাকারী সুফয়ান (র) বলেন, এটি ছিল বানূ মুস্তালিক (মুরায়সী) যুদ্ধ। ঘটনাক্রমে একজন মুহাজির জনৈক আনসারীর নিতম্বে ঘুষি মারে। আনসারী ব্যক্তিটি তখন (সাহায্যের জন্য) আনসারীদের আহ্বান জানায়। এ দিকে মুহাজির ব্যক্তিটি মুহাজিদেরকে আহবান জানায়। নবী ﷺ তা শুনে বললেন ঃ এ জাহিলী ডাক কেন? সাহাবীরা বললেন ঃ জনৈক মুহাজির ব্যক্তি জনৈক আনসারীর নিতম্বে ঘুষি মেরেছে।

নবী ﷺ বললেন ঃ ছেড়ে দাও তা। এতো পুঁতিগন্ধময় কথা।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলও তা শুনল। সে বলল ঃ এরা এমন করেছে না কি? আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যদি মদীনা ফিরে যেতে পারি, তবে সম্ভ্রান্তরা (মদীনাবাসীরা) নিকৃষ্টদের (মুহাজিরদের) অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে।

'উমার (রা) বললেন ঃ আমাকে ছেড়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দেই।

নবী ﷺ বললেন ঃ ছেড়ে দাও ওকে। মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করেছে — এই কথা যেন মানুষ না বলে।

আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীরা বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তুমি নিজে হীন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই হচ্ছেন সম্মানিত, এই কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তুমি ফিরে যেতে পারবে না। শেষে তাকে তা স্বীকার করতে হল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣١٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَّابٍ الْكَلْبِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْيَجِبُ عَلَيْهِ فِيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ اللّٰهَ ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ ؟ قَالَ سَأَتْلُوا عَلَيْكَ بِذٰلِكَ قُرْاٰنًا (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) (وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَا وَرَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إِلٰى قَوْلِهِ (وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) قَالَ : فَمَا يُوْجِبُ الزَّكَاةَ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ : فَمَايُوْجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَ الْبَعِيْرُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ حَيَّةَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَقَالَ : هٰكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ جَنَّابٍ عَنِ

الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبُوْ جَنَّابٍ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى حَيَّةَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِى الْحَدِيْثِ.

৩৩১৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কারো যদি এত পরিমাণ সম্পদ থাকে যদ্বারা সে তার বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করতে পারে বা তার উপর যাকাত ফরয হতে পারে, আর যদি সে তা না করে, তবে মৃত্যুর সময় সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে।

জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ হে ইবন আব্বাস! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, দুনিয়ায় তো কাফিররা ফিরে আসতে চাইবে।ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ এই বিষয়ে আমি তোমাকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاتُلْهِكم أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ...وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ)

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে; যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই; অন্যথায় মৃত্যুতে সে বলবে ঃ হে আমার রব! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা দিতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ কখনও কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুনাফিকূন ৬৩ ঃ ৯-১১)

লোকটি বলল ঃ কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়?

ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ দু'শো বা ততোধিক পরিমাণ দিরহাম হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়।

লোকটি বলল ঃ হজ্জ কিসে ওয়াজিব হয়?

ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ পাথেয় এবং যানবাহনের ব্যবস্থা হলে।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবন উওয়ায়না প্রমুখ (র) এই হাদীসটিকে আবূ জানাব-যাহহাক-ইবন আব্বাস (রা) থেকে ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটিকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি।

এ রিওয়ায়াতটি আবদুর রাযযাক (র)-এর রিওয়ায়াত থেকে (৩৩১৬ নং) অধিক সাহীহ।

আবূ জানাব কাসসাব (র)-এর নাম হল ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ হায়য়া। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ التَّغَابُنِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আত্-তাগাবুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣١٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ . حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْ

هُمْ) قَالَ : هٰؤُلاَءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِىَّ ﷺ فَأَبٰى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ أَنْ يَدَعُوْهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَوُا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوْا فِى الدِّيْنِ هَمُّوْا أَنْ يُعَاقِبُوْهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ) الاية.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি "হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের বিষয়ে সতর্ক থাক" (সূরা তাগবুন ৬৪ ঃ ১৪) আয়াতটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ মক্কাবাসীদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে আসতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসার জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শেষে তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হিজরত করে আসতে সক্ষম হলেন, দেখতে পেলেন যে, লোকেরা দীনের বিষয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান হয়ে গেছে। এতদ্দর্শনে তাঁরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ التَّحْرِيْمِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আত্-তাহরীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣١٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بن أبى ثَوْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) حَتّٰى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ . فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ (إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاَهُ) فَقَالَ لِى : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ الزُّهْرِىُّ : وَكَرِهَ وَاللّٰهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ ، فَقَالَ : هِىَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ . قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِى الْحَدِيْثَ فَقَالَ :

كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاءُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَيَأْتِيْنِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : فَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا . قَالَ : فَجَاءَنِي يَوْمًا عِشَاءً فَضَرَبَ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ . قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا كَائِنًا : قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا مَنْزِلٌ فِي هٰذِهِ الْمَشْرُبَةِ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، قَالَ : فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُوْنَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ، قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْضًا فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ ، فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ : فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِي ، فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ قَدْ رَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ لَا . قُلْتُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، لَقَدْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَنَحْنُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ؟ فَوَاللّٰهِ إِنْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : أَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ

. . مِنْكُنَّ وَ خَسِرَتْ ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : لَا تُرَاجِعِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ لَا تَسْأَلِيْهِ شَيْئًا وَ سَلِيْنِي مَا بَدَا لَكِ ، وَ لَا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ فَتَبَسَّمَ أُخْرٰى ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَسْتَأْنِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْبَةً ثَلَاثَةً قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلٰى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَ الرُّوْمِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَهُ ، فَاسْتَوٰى جَالِسًا ، فَقَالَ أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . قَالَ : وَ كَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَعَاتَبَهُ اللّٰهُ فِي ذٰلِكَ وَ جَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ بَدَأَ بِي فَقَالَ : يَاعَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا فَلَا تَعْجَلِي حَتّٰى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قَالَتْ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ) الاية . قَالَتْ : اعلَمَ وَاللّٰهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ : أَفِي هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيْدُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوْبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ. يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّيْ اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا بَعَثَنِي اللّٰهُ مُبَلِّغًا وَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فقد صغت قلو بُكُمَا) (যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে তাই তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ ৪) আয়াতটিতে নবী ﷺ -এর যে দুইজন সহধর্মিণীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা কারা সে সম্পর্কে ‘উমার (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি অনেক দিন থেকে লালায়িত ছিলাম। শেষে ‘উমার (রা) একবার হজ্জ করতে গেলেন আমিও তাঁর সঙ্গে সেই হজ্জে ছিলাম। একদিন তিনি উযূ করছিলেন আর আমি পাত্র থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন!

(إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فقد صغت قلو بُكُمَا) (আয়াতটিতে নবী ﷺ -এর যে দুই স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা কারা?

তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ইবন আব্বাস, আশ্চর্য!

যুহরী (র) বলেন, 'উমার (রা) জিজ্ঞাস্য বিষয়টি পছন্দ করেন নি, তবে তিনি বিষয়টি গোপনও করলেন না। যা হোক, তিনি বললেন ঃ এরা হল আয়িশা ও হাফসা। এরপর তিনি আমাকে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ আমরা কুরায়শী সম্প্রদায় ছিলাম স্ত্রীদের উপর প্রবল। কিন্তু মদীনায় এসে দেখতে পেলাম যে, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রবল। এখানে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের স্ত্রীদের আচরণ শিখতে শুরু করে। একদিন একটি বিষয়ে আমার স্ত্রীর উপর আমি রাগ করি। সে তখন আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়। তার সে প্রত্যুত্তর করাটা আমি অপছন্দ করি। তখন সে বলল ঃ এটা আপনি মন্দ ভাবছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীরাও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন এবং তাঁদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে রাখেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি মনে মনে বললাম, তাঁদের যে জন এই ধরনের কাজ করে, সে তো লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

'উমার (রা) বলেন ঃ মদীনার আওয়ালী অঞ্চলে বানূ উমায়্যায় ছিল আমার বাস। আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাযিরী প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা পালা নির্ধারণ করে নিই। তিনি একদিন সেখানে হাযির হতেন এবং সেদিনের ওয়াহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবরাদি আমার কাছে নিয়ে আসতেন। আরেক দিন আমি হাযির হতাম আর তাঁর কাছে অনুরূপ খবরাদি নিয়ে আসতাম। তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাসসানীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অশ্বসমূহে নাল লাগিয়ে তৈরী করে রাখছে। যা হোক, আমার ঐ প্রতিবেশী একদিন ইশার সময় আমার বাড়ি আসে এবং দরজায় করাঘাত করে। আমি তাঁর কাছে বের হয়ে এলাম। তিনি বললেন ঃ একটি ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে।

আমি বললাম ঃ গাসসানীরা কি এসে গেছে?

তিনি বললেন ঃ এর চেয়েও ভীষণ ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন!

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি মনে মনে বললাম, হাফসা নিরাশ হল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হল। আমারও ধারণা ছিল যে, এমন একটি বিষয় কোন দিন ঘটতে পারে।

ফজরের সালাত আদায় করে আমি কাপড়-চোপড় পরলাম। রওয়ানা হয়ে হাফসা-র কাছে পৌঁছলাম। সে তখন কাঁদছিল। আমি বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন?

সে বলল ঃ আমি জানি না। এই তো তিনি ঐ চিলেকোঠায় আলাদা হয়ে আছেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি সে দিকে গেলাম। কৃষ্ণবর্ণের একটি গোলামকে সেখানে পেলাম। বললাম ঃ 'উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর।

সে ভেতরে গেল, পরে আমার কাছে বের হয়ে এল। বলল ঃ আপনার কথা তাঁকে বলেছি কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি।

আমি মসজিদে চলে এলাম। মিম্বরের চারপাশে বসে কিছু লোক কাঁদছেন। আমি তাঁদের কাছে বসে গেলাম। কিন্তু পুনঃ আমার মনের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল। গোলামটির কাছে এলাম। বললাম ঃ 'উমারের জন্য অনুমতি নিয়ে এস। সে ভিতরে চলে গেল। এরপর আমার কাছে বের হয়ে এসে বলল ঃ আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

আমি আবার মসজিদে চলে এলাম এবং বসে পড়লাম। পরে আবার আমার ভিতরের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল। গোলামটির কাছে এলাম এবং বললাম ঃ 'উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে ভিতরে গিয়ে পুনর্বার বের হয়ে এল। বলল ঃ আপনার কথা তো তাঁকে বললাম কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি পিছন ফিরে চলে এলাম। এমন সময় গোলামটি আমাকে ডাকতে লাগল। বলল ঃ ভিতরে যান, তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি ভিতরে গেলাম। দেখতে পেলাম, নবীজী ﷺ একটি বুননকৃত চাটাইয়ে ঠেস দিয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে তাঁর দুই পার্শ্বদেশে।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন?

তিনি বললেন ঃ না।

আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অবস্থা যদি লক্ষ্য করতেন যে, আমরা কুরায়শী সম্প্রদায় ছিলাম স্ত্রীদের উপর প্রবল। কিন্তু মদীনায় এসে এমন এক সম্প্রদায় পেলাম যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রবল। এখানে আমাদের স্ত্রীরা তাদের স্ত্রীদের আচরণ শিখতে থাকে। একদিন কোন এক বিষয়ে আমি আমার স্ত্রী উপর রাগ করি কিন্তু সে আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়। আমি বিষয়টি খুবই না-পসন্দ করলাম। সে বলল ঃ আপনি কেন তা না-পসন্দ করছেন? আল্লাহ্‌র কসম, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করেন এবং কোন কোন সময় তাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

পরে আমি হাফসাকে বললাম ঃ তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার প্রত্যুত্তর কর?

সে বলল ঃ হাঁ, আমাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে থাকে।

আমি বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে যে এমন কাজ করে, সে তো লাঞ্ছিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ক্রোধের কারণে তার উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে তোমাদের কেউ কি নিজেকে নিরাপদ মনে কর? এমতাবস্থায় তো সে ধ্বংসই হয়ে গেল।

তখন নবী ﷺ স্মিত হাসলেন।

আমি বললাম ঃ হাফসাকে বলেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার প্রত্যুত্তর করবে না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু চাইবে না। তোমার যা মন চায়, আমার কাছেই চেয়ো। তোমার যে সখী (আয়িশা) তোমার চেয়েও সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অধিক প্রিয়, তার অবস্থা যেন তোমাকেও ধোকায় না ফেলে।

নবীজী ﷺ আরেকবার স্মিত হাসলেন।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আরো স্বচ্ছন্দ হব?

তিনি বললেন ঃ হাঁ।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি মাথা উঠালাম। সারা ঘরে তিনটা চামড়া ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়ল না। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন। তিনি যেন আপনার উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। পারস্য ও রোমবাসীরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না অথচ তিনি তাদের কত অর্থ-বৈভব দিয়েছেন!

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোজা হয়ে বসলেন। বললেন ঃ হে খাত্তাব পুত্র! তুমি কি সন্দেহে আছ নাকি? এরা তো এমন সম্প্রদায় যাদের ত্বরা করে পার্থিব জীবনেই তাদের ভাল প্রতিদানসমূহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'উমার (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ কসম করেছিলেন যে, এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীদের কাছে যাবেন না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সোহাগভরে ভর্ৎসনা করেন এবং কসমের কাফফারা প্রদানের বিধান দেন।

যুহরী (র) বলেন ঃ উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আমার থেকে (থাকা না থাকার এক্তিয়ার প্রদান বিষয়টি) শুরু করেন। বললেন ঃ হে আয়িশা! আমি তোমাকে একটি বিষয় বলছি। তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ

ব্যতিরেকে এই ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করবে না।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ)

হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন। তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এর ভূষণ কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদিগের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ২৮-২৯)

আয়িশা (রা) বলেন ঃ তিনি জানতেন, কসম আল্লাহ্‌র, আমার পিতামাতা তাঁকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ আমাকে কখনও দিবেন না।

আমি বললাম ঃ এই বিষয়ে আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে কি পরামর্শ করব? আমি তো অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের আবাসই কামনা করি।

মা'মার (র) বলেন ঃ আয়্যুব বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) নবী ﷺ-কে বলেছিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার স্ত্রীদের অবহিত করবেন না যে, আমি আপনাকেই গ্রহণ করেছি।

নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তো আমাকে এক মুবাল্লিগ (বাণী প্রচারক) করে পাঠিয়েছেন, কষ্টদানকারী হিসেবে আমাকে পাঠান নি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইবন আব্বাস (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ نْ وَالْقَلَمِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা নূন ওয়াল-কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣١٩–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ . قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ : يَاأَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَاسًا عِنْدَنَا يَقُوْلُوْنَ فِي الْقَدَرِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ فَجَرَى بِمَاهُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩১৯. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)... আবদুল ওয়াহিদ ইবন সুলায়ম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি মক্কায় এলাম এবং 'আতা ইবন আবী রাবাহ (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললাম ঃ হে আবূ মুহাম্মদ! আমাদের এখানে কিছু লোক তাকদীর বিষয়ে নানা কথা বলে থাকে।

তখন 'আতা (র) বললেন ঃ ওয়ালীদ ইবন উবাদা ইবনুস সামিত-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি

বললেন ঃ তাঁর পিতা উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ব- শুনেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সবার আগে সৃষ্টি করেন কলম। এরপর তিনি সেটিকে লিখতে হুকুম করলে সেটি অনন্তকাল অবধি যা ঘটবে, সব কিছুই লিখে নিল।

হাদীসটিতে আরো ঘটনা আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَاقَّةُ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-হা...

...م اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ ...صَابَةٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيهِمْ ، إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ...نْ تَدْرُوْنَ مَااِسْمُ هٰذِهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، هٰذَا السَّحَابُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَالْمُزْنُ ؟ قَالُوا : وَالْمُزْنُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَ الْعَنَانُ ؟ قَالُوا: وَالْعَنَانُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هَلْ تَدْرُوْنَ كَمْ بُعْدَ ...ابَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ؟ فَقَالُوا:لاَ ، وَاللّٰهِ مَانَدْرِى ، قَالَ فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَا وَاحِدَةٌ وَ إِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ وَ ...عُوْنَ سَنَةً ، وَالسَّمَاءِ الَّتِي فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ كَذٰلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مَا بَيْنَ ...اءَ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ فَوْقَ ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَ اللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ . ...عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ : أَلاَ يُرِيْدُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ أَنْ يَحُجَّ حَتّٰى يَسْتَمِعَ مِنْهُ ...ـ الْحَدِيْثَ.

...الَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَى الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ مِنْ سِمَاكٍ نَحْوَهُ وَرَفَعَهُ . ...وَى شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَأَوْقَفَهُ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ ...ازِيٌّ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩২০. 'আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন তি-

এক দল লোকের সাথে বাতহা নামক স্থানে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁদের উপর দিয়ে একটা মেঘ উড়ে গেল। তাঁরা সে দিকে তাকান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি জান এর নাম কি?

তারা বলল ঃ হ্যাঁ, এটি হল সাহাব (মেঘ)।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মুয্ন (জলদ)-ও।

তারা বলল ঃ মুয্নও।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আনান (নীরদ)-ও।

তারা বলল ঃ আনানও।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কতটুকু দূরত্ব কি তা কি তোমরা জান?

তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা তা জানি না।

তিনি বললেন ঃ এতদুভয়ের মাঝে দূরত্ব হল একাত্তর বা বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের পথ। এর উপর আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। এইভাবে তিনি সাত আসমানের উল্লেখ করলেন। পরে বললেন ঃ সপ্তম আকাশের উপরে আছে সাগর। এর উপর ও নিচের দূরত্ব হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের অনুরূপ। এর উপর হল আটটি মেষ (আকৃতির ফিরিশ্তা) এগুলোর খুর থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত হল এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্বের সমান। এগুলোর পিঠের উপর হল আরশ। এর নিচ থেকে উপরের ব্যবধান হল দুই আকাশের মাঝের ব্যবধানের অনুরূপ। এরও উর্ধ্বে হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

সিমাক (র)-এর বরাতে ওয়ালীদ ইবন আবী ছাওর (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটি মারফূ' করেছেন। সিমাক (র) থেকে শারীক (র)-ও এই হাদীসটির কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারফূ'রূপে নয়, মাওকূফরূপে এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

আবদুর রহমান (র) হলেন ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ রাযী।

٣٣٢١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ وَعَنْ وَالِدِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ الرَّازِيُّ وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَخْبَرَهُ كَذَا قَالَ أَخْبَرَهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَيَقُولُ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৩২১. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর্-রাযী বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ রাযী বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন সা'দ রাযী বলেছেন ঃ বুখারায় খচ্চরের উপর উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি। তাঁর মাথায় ছিল কাল এক পাগড়ী। তিনি বলেছেন ঃ এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছেন।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ سَأَلَ سَائِلٌ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা সাল সাইল (মাআরিজ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٢٢-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِى السَّمْحِ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ : كَعَكَرِ الزَّيْتِ ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلٰى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩২২. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (كَالْمُهْلِ) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ তেলের গাদের মত হবে। জাহান্নামীরা যখন তা মুখের কাছে নিবে, তার চেহারার চামড়া গলে তাতে পড়ে যাবে।

এ হাদীসটি গারীব। রিশদীন (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْجِنِّ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা জিন্ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٢٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنِى أَبُو الْوَلِيْدِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَاقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَ لاَ رَاهُمْ ، انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا : مَالَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيْلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ ، فَقَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا يَبْتَغُوْنَ مَا هٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَانْصَرَفَ أُولٰئِكَ النَّفَرُ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ وَ هُوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا

الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوا لَهُ ، فَقَالُوْا: هٰذَا وَ اللّٰهِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ . قَالَ : فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلٰى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّهِ - (قُلْ أُحْىَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ) وَ إِنَّمَا أُوْحِىَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ قَالَ : وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمْ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا) قَالَ : لَمَّا رَأَهُ يُصَلِّى وَاَصْحَابُهُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوتِهِ وَيَسْجُدُوْنَ بِسُجُوْدِهِ ، قَالَ : تَعْجِبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا) .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

৩৩২৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিন্নদের কাছে তিলাওয়াত করেন নি এবং তাদের তিনি দেখেনও নি। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের একদল নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন আসমান থেকে খবর সংগ্রহের পথ শয়তান জিন্নদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের দিকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হত। তাই শয়তান জিন্নরা স্বসম্প্রদায়ে ফিরে আসে। তারা এদের বলল ঃ তোমাদের কি ব্যাপার?

এরা বলল ঃ আসমান থেকে খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বাধা পাচ্ছি। আমাদের উপর উল্কাপিণ্ড ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এরা বলল ঃ নতুন কোন ব্যাপার ঘটেছে বলেই আসমান থেকে খবর সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। যমীনের পূর্ব-পশ্চিম সব দিকে বেরিয়ে পড়। দেখ সেটি কি — যা আমরা ও আমাদের আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে।

তারপর তারা রওয়ানা হল এবং পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সব দিক ঘুরে তালাশ করতে লাগল কি সে বস্তু, যদ্দরুন আকাশের খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের বাধা হচ্ছে। (আরবের) তিহামা অঞ্চলের দিকে যে দলটি যাত্রা করেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে এল। তিনি উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবী নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিন্নদের এই দল যখন কুরআনের আওয়াজ শুনল, তখন তারা এই দিকে কান পাতল এবং পরস্পর বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এই জিনিসই তোমাদের এবং আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করছে।

এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমে ফিরে যায় এবং বলে ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রব্বের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।

এতদপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -এর উপর নাযিল করেন ঃ

(قُلْ أُوْحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا)

বলুন, আমার কাছে ওয়াহী এসেছে যে, জিন্নদের একটি দল (আমার তিলাওয়াত) কান পেতে শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি .... (সূরা জিন্ন ৭২ ঃ ১)

নবী ﷺ -এর কাছে জিন্নদের বক্তব্য ওয়াহী করা হয়েছিল।

এ সনদে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট জিন্নদের বক্তব্যের মাঝে ছিল ঃ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا)

আল্লাহ্‌র বান্দা (নবী ﷺ) যখন তাঁকে ডাকতে (সালাতে) দণ্ডায়মান হল, তখন তারা তাঁর নিকট ভিড় করল। (সূরা জিন্ন ৭২ ঃ ১৯) জিন্নরা যখন দেখল নবী ﷺ সালাত আদায় করছেন এবং সাহাবীরা তাঁর সঙ্গে তাঁর সালাত অনুসারে সালাত আদায় করছেন, তাঁর সিজদা অনুসারে সিজদা করছেন, তারা নবী ﷺ -এর প্রতি সাহাবীগণের এই আনুগত্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে এসে বলে ঃ আল্লাহ্‌র বান্দা যখন তাঁকে ডাকতে (সালাতে) দণ্ডায়মান হল, তখন তারা তাঁর নিকট ভিড় করল।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٢٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ .حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُوْنَ الْوَحِيَ ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيْهَا تِسْعًا، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُوْنُ حَقًّا ، وَأَمَّا مَازَادَ وهِ فَيَكُوْنُ بَاطِلاً ، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِاِبْلِيْسَ وَلَمْ تَكُنِ النُّجُوْمُ يُرْمٰى بِهَا قَبْلَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيْسُ : مَا هٰذَا إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِى الْأَرْضِ ، فَبَعَثَ جُنُوْدَهُ فَوَجَدُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّى بَيْنَ جَبَلَيْنِ أُرَاهُ قَالَ بِمَكَّةَ ، فَلَقُوْهُ فَأَخْبَرُوْهُ ، فَقَالَ : هٰذَا الْحَدَثُ الَّذِى حَدَثَ فِى الْأَرْضِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩২৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জিন্নরা আকাশে চড়ত এবং ওয়াহী শুনার প্রয়াস পেত। একটা কথা শুনতে পেলে এতে তারা নয়টি কথা আরো নিজের থেকে বাড়িয়ে দিত। একটা কথা তো হত সত্য, আর তাদের বর্ধিতগুলো হত মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়ার পর তাদের এই উৎপাত রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা এই বিষয়টি (তাদের নেতা) ইবলীসকে অবহিত করে। এরপূর্বে কখনও তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হত না। ইবলীস তাদের বলল ঃ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটেছে বলেই এই ধরনের বিষয় ঘটছে।

তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেল। পরে তারা ইবলীসের সাথে সাক্ষাত করে তাকে এই বিষয়ে অবহিত করে। সে বলল ঃ নতুন এই ঘটনাই পৃথিবীতে ঘটেছে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُدَثِّرْ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা মুদ্দাছ্ছির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٢٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ .عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، فَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِثْتُ رُعْبًا ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي فَدَثَّرُوْنِي ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) إِلَى قَوْلِهِ (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلٰوةُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَ قَدْ رَوَاهُ يَحْيٰى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرٍ . أَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩২৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাময়িকভাবে ওয়াহী অবতরণ বন্ধ থাকা (ফাতরাতুল ওয়াহী) সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন ঃ আমি হাঁটছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার মাথা উপরে তুললাম। দেখি, হেরা গুহায় যে ফিরিশ্‌তা আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। পরে ঘরে ফিরে আসলাম। বললাম ঃ আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বাড়ির লোকেরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন নাযিল করলেন ঃ يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন সতর্কবাণী প্রচার করুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (সূরা মুদ্দাছ্ছির ৭৪ ঃ ১-৪) এ ছিল সালাত ফরয হওয়ার আগের ঘটনা।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ কাছীর (র) এ হাদীসটি আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

٣٣٢٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ثُمَّ يَهْوِي بِهِ كَذٰلِكَ أَبَدًا.

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَقَدْ رُوِيَ شَيْئٌ مِنْ هٰذَا عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْقُوْفًا .

৩৩২৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আস সাঊদ الصَّعُودُ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। তাতে চড়বে সত্তর বছর সময়ে এবং নামবেও সে পরি... সময়ে সর্বদা।

এ হাদীসটি গারীব। ইবন লাহীআ (র)-এর হাদীস হিসাবে কেবল এটিকে মারফূ' হিসাবে আমরা জ... 'আতিয়্যা... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে এ ধরনের কিছু বিষয় মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে।

٣٣٢٧–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالُوا: لَا نَدْرِى حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ غُلِبَ أَصْحَابَكَ الْيَوْمَ . قَالَ : وَبِمَا غُلِبُوْا؟ قَالَ : سَأَلَهُمْ يَهُوْدُ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ: فَمَاقَالُوْا؟ قَالَ : قَالُوْا لَانَدْرِى حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا . قَالَ : أَفَغُلِبَ قَوْمٌ سُئِلُوا عَمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ؟ فَقَالُوا: لَا نَعْلَمُ حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا ، لٰكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ ،فَقَالُوا: أَرِنَا اللّٰه جَهْرَةً، عَلَىٰ بِأَعْدَاءِ اللّٰهِ ، إِنِّى سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِىَ الدَّرْمَكَ ،فَلَمَّا جَاءُوْا قَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ : قَالَ : هٰكَذَا وَ هٰكَذَا فِى مَرَّةٍ عَشْرَةٌ ، وَ فِى مَرَّةٍ تِسْعٌ ، قَالُوا : نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ : مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالُوا : أَخُبْزَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أُخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ.

৩৩২৭. ইবন আবূ 'উমার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীদের কিছু লোক একবার কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বলল ঃ তোমাদের নবী কি জানেন জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা ক... সাহাবীরা বললেন ঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তো আমরা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

এক ব্যক্তি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীরা তো আজ পরাজি... হয়ে গেল।

তিনি বললেন ঃ কিসে তারা পরাজিত হল?

লোকটি বলল ঃ ইয়াহূদীরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের নবী কি জানেন জাহান্নামের রক্ষীদের সং... কত?

তিনি বললেন ঃ তারা কি জওয়াব দিল?

লোকটি বলল, তারা বলল, আমাদের নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তো আমরা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

তিনি বললেন ঃ যে বিষয়ে তারা জানে না সে বিষয়ে যদি কোন সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন যদি তারা বলে, আমরা আমাদের নবীকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত কিছু বলতে পারব না — তবে তাতে কি এ লোকদেরকে পরাজিত বলা যায়? তারা তো তাদের নবীকেও প্রশ্ন করেছিল। বলেছিল ঃ আল্লাহ্‌কে আমাদের চাক্ষুস দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্‌র এই দুশমনদের আমার কাছে আসতে বল। আমি তাদেরকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। আর তা হল ময়দার মত।

এরা যখন এল, তখন বলল ঃ হে আবুল কাসিম! জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা কত?

তিনি বললেন ঃ এত এবং এত। প্রথমবার দশ এবং দ্বিতীয়বার নয় বলে ইঙ্গিত করলেন।

তারা বলল ঃ ঠিক।

নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ জান্নাতের মাটি কিসের?

তারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পরে বলল ঃ এতো রুটির মত।

নবী ﷺ বললেন ঃ ময়দার রুটির মত।

হাদীসটি গারীব। মুজালিদের রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

٣٣٢٨-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُطَعِيُّ وَهُوَ أَخُو حَـزْمِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقٰى ، فَمَنِ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلٰهًا فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَسُهَيْلٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ قَدْ تَفَرَّدَ سُهَيْلٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ ثَابِتٍ .

৩৩২৮. হাসান ইবন সাব্বাহ বায্যার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ)

একমাত্র তিনিই ভয়যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। (সূরা মুদ্দাছ্‌ছির ৭৪ ঃ ৫৬) আয়াতটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমিই ভয় করার যোগ্য; যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করবে, সে আমার সঙ্গে অন্য ইলাহকে শরীক করবে না। তখন আমিই তাকে ক্ষমা করে দিব।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী সুহায়ল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। ছাবিত (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুহায়ল একা।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْقِيَامَةِ .

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-কিয়ামা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٢٩.–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ : فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ ، وَ حَرَّكَ سُفْيَانُ شَفَتَيْهِ.

قَالَ إِبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ عَلِى بْنِ الْمَدِنِى : قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىّ يَحْسُنُ الثَّنَاءَ عَلٰى مُوْسٰى ابْنِ أَبِى عَائِشَةَ خَيْرًا.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩২৯. ইবন আবূ 'উমার (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন কুরআন নাযিল হত তখন তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁরা জিহ্‌বা নাড়াতে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ)

তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্‌বা এর সাথে সঞ্চালন করবেন না। (সূরা কিয়ামা ৭৫ ঃ ১৬)

তিনি তাঁর ঠোঁট নাড়তেন। রাবী সুফয়ান (র)-ও তাঁর ঠোঁট নেড়ে দেখিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান (র) বলেছেন যে, সুফয়ান ছাওরী (র) মূসা ইবন আবূ আয়িশা (র)-এর প্রশংসা করতেন।

٣٣٣٠–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنِى شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ أَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلٰى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ، وَاَكْرَمُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلٰى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَ عَشِيَّةً ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَ قَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ مِثْلَ هٰذَا مَرْفُوْعًا .

وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْحَرَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

وَرَوَى الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ غَيْرَ الثَّوْرِيِّ .

৩৩৩০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সবচেয়ে কম দরজার জান্নাতী যে, সেও যখন তার উদ্যান, সঙ্গিণী ও চাকর-নফরদের এবং আনন্দ-সুখের দিকে লক্ষ্য করবে, তখন তাও পাবে হাজার বছরের পথ জুড়ে বিস্তৃত। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে জান্নাতী সবচেয়ে সম্মানিত হবে, সে সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর চেহারার দীদার লাভ করবে। এরপর নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন ঃ (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)

সে দিন বহু চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা তাকিয়ে থাকবে তাদের রব্বের দিকে। (সূরা কিয়ামা ৭৪ ঃ ২২-২৩)

হাদীসটি গারীব। এটিকে ইসরাঈল (র)-এর বরাতে একাধিক রাবী মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল মালিক ইবন জাবির (র) এটি 'ছুওয়ায়র — ইবন 'উমার (রা) সূত্রে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি মারফূ' করেন নি।

আশজাঈ (র) এটি সুফয়ান-'ছুওয়ায়র-মুজাহিদ — ইবন 'উমার (রা) সূত্রে ইবন 'উমার (রা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি মারফূ' করেন নি। ছাওরী (র) ছাড়া আর কেউ এই সনদে মুজাহিদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابٌ : وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আবাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٣١–حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : هٰذَا مَا عَرَضْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُنْزِلَ (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْأَعْمَى ، أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرْشِدْنِي ، وَعِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُوْلُ : أَتَرَى بِمَا أَقُوْلُ بَأْسًا ، فَيَقُوْلُ لَا ، فَفِي هٰذَا أُنْزِلَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُنْزِلَ (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩১. সাঈদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-উমাবী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আবাসা" সূরাটি ইবন উম্ম মাকতূম (রা) প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সত্যপথের সঠিক পথ-নির্দেশ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কয়েকজন মুশরিক অধিপতি ছিল। তাই তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য একজনের দিকে মনোযোগী হয়ে লোকটিকে বলছিলেন ঃ আপনি আমার বক্তব্যে দোষের কিছু দেখছেন কি?

লোকটি বলছিল ঃ না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটিকে হিশাম ইবন উরওয়া — তাঁর পিতা উরওয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আবাসা ওয়াতাওয়াল্লা সূরাটি ইবন উম্ম মাকতূমের ঘটনায় নাযিল হয়েছে। এই সনদে আয়িশা (রা)-এর উল্লেখ নেই।

٣٣٣٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : أَيُبْصِرُ أَوْيَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ ؟ قَالَ يَا فُلَانَةُ (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ)

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩৩৩২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ খালি পা, বিবস্ত্র এবং খাতনাহীন অবস্থায় তোমাদের হাশর হবে।

কোন এক মহিলা তখন বললেন ঃ আমাদের একজন আরেকজনের গুপ্তস্থান দেখে ফেলবে না?

তিনি বললেন ঃ হে অমুক! (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ) সে দিন প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে (নিজের ব্যাপারে) ব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা ৮০ ঃ ৩৭)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ইযাশ-শামসু কুওবিরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٣٣–حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَحِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وَ (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) وَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ).

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩৩. আব্বাস ইবন আবদুল আযীয আল-আম্বারী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কিয়ামত দিবসের দৃশ্য চাক্ষুস দেখার মত দেখতে পছন্দ করে, সে যেন (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت) এবং (إِذَا السماء انفطرت) আর (إِذَا السماء انشقت). সূরাগুলো পাঠ করে।

بَابٌ : وَ مِنْ سُوْرَةِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ওয়াইলুল-লিল-মুতাফ্‌ফিফীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٣٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَ إِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩৪. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা যখন কোন গুনাহ্ করে তখন তার হৃদয়ে একটি কাল দাগ পড়ে। পরে যখন সে গুনাহ্ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে, তখন তার হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে কাল দাগ বৃদ্ধি পায়। এমন কি তার হৃদয়ের উপর তা প্রবল হয়ে উঠে। এই অবস্থাটিকেই আল্লাহ্ তা'আলা রা'ন (মরচে পড়া) বলে উল্লেখ করেছেন ঃ (كلا بل ران على قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يكسبُونَ).
কখনও নয়, বরং এদের কৃতকর্মের দরুন এদের হৃদয়ে জং ধরেছে। (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ ঃ ১৪)
এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٣٥–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : هُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوْعٌ (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ : يَقُوْمُوْنَ فِى الرَّشْحِ إِلٰى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ قَالَ حَمَّادٌ.

৩৩৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন দুরুস্ত বাসরী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ
(يَوْمَ يقـوم الناس لرب العـالـمينَ) - যে দিন সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ ঃ ৬) প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামের মাঝে তারা এক-একজন দাঁড়িয়ে থাকবে।

বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, হাদীসটি আমাদের কাছে মারফূ'।

٣٣٣٦-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ : يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِى الرَّشْحِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَفِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

৩৩৩৬. হান্নাদ (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ যে দিন সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে (৮৩ ঃ ৪) প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামের মাঝে এরা দাঁড়িয়ে থাকবে।

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ্। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابٌ : وَ مِنْ سُوْرَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ইযাস-সামাউন শাক্‌কাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٣٧-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَقُوْلُ (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ ، إِلٰى قَوْلِهِ : يَسِيْرًا) قَالَ : ذٰلِكَ الْعَرْضُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْأَسْوَدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যার হিসাবের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তো বলছেন ঃ

(فَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ ، إِلٰى قَوْلِهِ : يَسِيْرًا)

যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব হবে অতি সহজ। (৮৪ ঃ ৭-৮)

তিনি বললেন ঃ এ হবে পেশ করা মাত্র।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সুয়াইদ ইবন নসর (র)... উছমান ইবন আসওয়াদ (র) একই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন আবান প্রমুখ (র)-আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٣٣٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৩৩৮. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ হামদানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার হিসাবে কড়াকড়ি করা হবে, তাকে আযাব দেওয়া হবে।

কাতাদা-আনাস (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া কাতাদা (র)-এর বরাতে আনাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْبُرُوْجِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা বুরূজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٣٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ لاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ ، فِيهِ سَاعَةٌ لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللّٰهَ بِخَيْرٍ إِلاَّ اَسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ ، وَلاَ يَسْتَعِيذُ مِنْ شَئٍ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ.

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْن تَمَامٍ الاَسَدِىُّ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

وَ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِىُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، وَ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ يَحْيٰى وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَ الثَّوْرِىُّ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الاَئِمَّةِ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ يَحْيٰى ابْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৩৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

اليوم الموعود প্রতিশ্রুত দিন হল কিয়ামতের দিন। اليوم المشهود হল আরাফা দিবস এবং الشاهد হল জুমু'আর দিন।

তিনি আরও বলেন ঃ এই (জুমু'আর) দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নাই যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। এ দিনের মাঝে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোন মু'মিন বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহ্র কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করেন। কোন বিষয়ে যদি সে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চায়, তবে তিনি তা থেকে তাকে পানাহ দেন।

মূসা ইবন উবায়দা (রা)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মূসা ইবন উবায়দা (র) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ। ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ প্রমুখ (র) তাঁর স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে তাঁকে যঈফ বলেছেন। শু'বা, সুফয়ান ছাওরী ও আরো অনেক হাদীছের ইমাম মূসা ইবন উবায়দা (র)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করছেন।

আলী ইবন হুজর (র)... মূসা ইবন উবায়দা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মূসা ইবন উবায়দা আর-রাযী (র)-এর উপনাম হল আবদুল আযীয। ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ কাত্তাল প্রমুখ তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করেছেন।

٣٣٤٠–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ وَالْهَمْسُ فِى قَوْلِ بَعْضِهِمْ تَحَرُّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ قَالَ : إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ كَانَ أَعْجَبَ بِأُمَّتِهِ فَقَالَ : مَنْ يَقُوْمُ لِهٰؤُلَاءِ ؟ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَ بَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ، فَاخْتَارُوا النِّقْمَةَ ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِى يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا . قَالَ : وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْاٰخَرِ . قَالَ : كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ وَكَانَ لِذٰلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَكْهَنُ لَهُ ، فَقَالَ الْكَاهِنُ : اُنْظُرُوْا لِىَ غُلَامًا فَهِمًا أَوْ قَالَ فَطِنًا لَقِنًا فَأُعَلِّمَهُ عِلْمِى هٰذَا ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ أَمُوْتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هٰذَا الْعِلْمُ وَلَا يَكُوْنُ فِيْكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ . قَالَ : فَنَظَرُوْا لَهُ عَلٰى مَا وَصَفَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ ذٰلِكَ الْكَاهِنَ وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَ كَانَ عَلٰى طَرِيْقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِى صَوْمَعَةٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِيْنَ .- قَالَ : فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذٰلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّبِهِ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّٰى أَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَعْبُدُ اللّٰهَ . قَالَ : فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَ يَبْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلٰى أَهْلِ الْغُلَامِ إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِى ، فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ : عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ أَيْنَ كُنْتَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ كُنْتَ

عِنْدَ الْكَاهِنِ . قَالَ : فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيْرٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتْ أَسَدًا ، قَالَ : فَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا فَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُوْلُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَهَا . قَالَ : ثُمَّ رَمَى فَقَتَلَ الدَّابَّةَ. فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ قَتَلَهَا؟ قَالُوا الْغُلَامُ ، فَفَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوْا : لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ ، قَالَ : فَسَمِعَ بِهِ اَعْمٰى ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ بَصَرِى فَلَكَ كَذَا وَ كَذَا . قَالَ لَهُ : لاَأُرِيْدُ مِنْكَ هٰذَا ، وَلٰكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصَرُكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِىْ رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَدَعَا اللّٰهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَاٰمَنَ الْاَعْمٰى ، فَبَلَغَ الْمَلِكَ أَمْرُهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَأُتِىَ بِهِمْ ، فَقَالَ : لَاَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لاَ أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ ، فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِىْ كَانَ أَعْمٰى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلٰى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ وَ قَتَلَ الْاٰخَرَ بِقِتْلَةٍ أُخْرٰى . ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوْا بِهِ إِلٰى جَبَلِ كَذَا وَ كَذَا فَأَلْقُوْهُ مِنْ رَأْسِهِ ، فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلٰى ذٰلِكَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا بِهِ إِلٰى ذٰلِكَ الْمَكَانِ الَّذِى أَرَادُوْا أَنْ يُلْقُوْهُ مِنْهُ جَعَلُوا يَتَهَافَتُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ الْجَبَلِ وَ يَتَرَدَّوْنَ، حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ الْغُلَامُ. قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَيُلْقُوْنَهُ فِيْهِ ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ ، فَغَرَّقَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ وَأَنْجَاهُ ، فَقَالَ الْغُلَامُ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لاَ تَقْتُلُنِى حَتّٰى تَصْلُبَنِى وَتَرْمِيَنِى وَ تَقُوْلَ إِذَا رَمَيْتَنِى : بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلَامِ : قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ ، فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلَامِ . قَالَ: فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِيْنَ رُمِىَ ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ اُنَاسٌ : لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا الْغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هٰذَا الْغُلَامِ. قَالَ : فَقِيْلَ لِلْمَلِكِ أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلاَثَةٌ ، فَهٰذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوْكَ. قَالَ : فَخَدَّ أُخْدُوْدًا ثُمَّ أَلْقٰى فِيْهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ. فَقَالَ : مَنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ تَرَكْنَاهُ ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِى هٰذِهِ النَّارِ ، فَجَعَلَ يُلْقِيْهِمْ فِى تِلْكَ الْاُخْدُوْدِ ، قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ) حَتّٰى بَلَغَ (الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ) قَالَ : فَأَمَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ قَالَ: فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ أُصْبُعُهُ عَلٰى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِيْنَ قُتِلَ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৩৪০. মাহমূদ ইবন গায়লান ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে ঠোঁট নাড়াচাড়া করতেন। তিনি যেন কথা বলছেন। তাঁকে বলা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আসরের সালাত শেষে আপনি যেন চুপে চুপে কথা বলেন?

তিনি বললেন ঃ নবীগণের কোন একজন তাঁর উম্মত নিয়ে গৌরববোধ করছিলেন। বলেছিলেন ঃ এদের মুকাবিলায় কে দাঁড়াতে পারবে! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠালেন ঃ আমি তাদের শাস্তি দিব বা তাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিব। এ দু'য়ের একটি গ্রহণ করার জন্য তাদের ইখতিয়ার দিন।

তারা শাস্তিকেই গ্রহণ করে নিল। সে মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দিলেন। ফলে একদিনেই তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হল।

এ হাদীসটি বর্ণনার সাথে তিনি পরবর্তী এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন ঃ কোন এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল একজন গণক। সে তার জন্য ভবিষ্যত গণনা করত। একবার তাকে ঐ গণক বলল ঃ একটা বুদ্ধিমান ধীশক্তিসম্পন্ন বালক তালাশ করুন, আমি তাকে আমার এই জ্ঞান শিক্ষা দিব। কারণ, আমার আশংকা হয়, যদি আমি মারা যাই তবে আপনাদের থেকে এই জ্ঞান খতম হয়ে যাবে। এই জ্ঞানের অধিকারী আপনাদের মধ্যে কেউ থাকবে না।

তাদের বর্ণনানুযায়ী এক বালক তারা তালাশ করে বের করল। তারা তাকে গণকের কাছে হাযির হতে নির্দেশ দিল এবং তার কাছে আসা-যাওয়া করতে বলল। সে মতে বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। আসা-যাওয়ার পথে এক গীর্জায় একজন পাদ্রী থাকত। [বর্ণনাকারী মা'মার (র) বলেন, তৎকালে গীর্জার উপাসনাকারিগণ সত্য দীনে বিশ্বাসী ছিলেন]। বালকটি যখনই সেখান দিয়ে যেত, সে পাদ্রীকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। শেষে পাদ্রী তাকে জানাল ঃ আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি।

বালকটি পাদ্রীর কাছে সময় দিতে লাগল এবং উক্ত গণকের কাছে যেতে দেরী করতে লাগল। এতে গণক বালকটির পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠায় যে, সে প্রায়ই হাযির হয় না। বালকটি পাদ্রীকে এ বিষয়টি অবহিত করে। পাদ্রী তাকে বলল ঃ গণক যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোথায় ছিলে, তবে তুমি বলবে যে, তুমি তোমার পরিবারের লোকদের কাছেই ছিলে। আর তোমার পরিবারের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন বলবে তুমি গণকের কাছে ছিলে।

এভাবেই চলছিল। একদিন বালকটি মানুষের এক বিরাট ভিড়ের নিকট দিয়ে পথ-অতিক্রম করছিল। লোকদেরকে একটা হিংস্র জন্তু পথ আটকে রেখেছিল। কোন কোন রাবী বলেছেন, এই জন্তুটি ছিল একটা সিংহ। বালকটি একটা পাথর হাতে নিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্! পাদ্রী যা বলে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আমি যেন জন্তুটিকে হত্যা করতে পারি। এরপর সে পাথরটি ছুঁড়ে মারল এবং জন্তুটি মারা গেল। লোকেরা বলতে লাগল, কে এই জন্তুটি হত্যা করেছে? অন্যেরা জবাব দিল, এই বালকটি। মানুষের মাঝে এতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, এই বালকটি এমন কিছু জ্ঞান শিখেছে যা অন্যরা শিখেনি। এক অন্ধও বালকটির কথা শুনতে পায়। সে তাকে বলল ঃ তুমি যদি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার, তবে তুমি অমুক অমুক জিনিস পাবে।

বালকটি বলল ঃ আমি তোমার কাছে এই অর্থ চাই না। কিন্তু তুমি যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও তবে কি তুমি সেই সত্তার উপর ঈমান আনবে — যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবেন?

সে বলল ঃ হ্যাঁ।

তখন বালকটি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করল। আল্লাহ্ এই অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর এই অন্ধ ঈমান গ্রহণ করে। সেই বাদশাহর কাছে তাদের এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছল। সে তখন লোক পাঠিয়ে তাদের ধরে আনল। বলল ঃ তোমাদের প্রত্যেককে আমি এমনভাবে হত্যা করব যে, কাউকে এমনভাবে আমি আর হত্যা করিনি।

তার নির্দেশে পাদ্রী এবং অন্ধ লোকটির একজনকে তো মাথার সিঁথি থেকে করাত দিয়ে চিরে শহীদ করে দেওয়া হল এবং অন্যজনকে অন্য একভাবে হত্যা করা হল।

পরে বালকটি সম্পর্কে সে নির্দেশ দিয়ে বলল ঃ তাকে নিয়ে অমুক পহাড়ে যাও এবং চূড়া থেকে তাকে ফেলে দিবে। লোকেরা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গেল। যে স্থান থেকে তাকে তারা ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সে স্থানে তারা পৌছার পর নিজেরাই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল; বালকটি ছাড়া আর কেউ তাদের বাকী রইল না। শেষে বালকটি ফিরে এল। বাদশাহ্ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে নির্দেশ দেয়। তদনুসারে তাকে সাগরে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ ডুবিয়ে দিলেন আর বালকটিকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শেষে বালকটি বাদশাহকে বলল ঃ শূলীতে ঝুলিয়ে তীর নিক্ষেপ করে মারা ভিন্ন তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যখন তীর নিক্ষেপ করবে তখন বলবে ঃ 'এই বালকটির প্রতিপালক আল্লাহ্র নামে।'

যা হোক, বাদশাহ উক্ত মর্মে নির্দেশ জারি করে এবং বালকটিকে শূলীতে ঝুলিয়ে 'এই বালকটির রব্ব আল্লাহ্র নামে' বলে তাকে তীর ছোড়া হল। তীর নিক্ষেপের সময় বালকটি তার হাত কানপট্টিতে স্থাপন করে রেখেছিল।

লোকরা বলল ঃ এই বালকটি এমন এক জ্ঞানের অধিকারী — যা আর কেউ জানে না। এই বালকের রব্বের উপর আমরাও ঈমান আনলাম।

বাদশাহকে বলা হল, মাত্র তিন ব্যক্তি তোমার বিরোধিতা করায় তুমি ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলে আর এখন পৃথিবীর সবাই তোমার বিরোধী হয়ে উঠেছে।

তারপর এই বাদশাহ অনেকগুলো গর্ত খনন করে এবং এতে লাকড়ি ফেলে আগুন জ্বালায়। পরে সে লোকদের একত্রিত করে বলল ঃ যে এই ধর্ম থেকে ফিরে আসবে, তাকে ছেড়ে দিব আর যে ব্যক্তি ফিরে আসবে না, তাকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব। তারপর সে মু'মিনদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ) (الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)

ধ্বংস হয়েছে কুণ্ড অধিপতিরা, ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি ..... যিনি পরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত। (সূরা বুরূজ ৮৫ ঃ ৪-৮)

বালকটিকে পরে দাফন করা হয়। বর্ণনা করা হয় যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁর লাশ বের করা হয়। শহীদ হওয়ার সময় তাঁর আঙুলগুলি যে কানপট্টিতে রাখা ছিল, তখনও ঠিক তেমনই ছিল।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَاب : وَمِنْ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-গাশিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

٣٣٤١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَ هُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪১. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর স্বীকৃতি প্রদান না করা পর্যন্ত আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত হয়েছি। যখন তারা এই কথার স্বীকৃতি দিবে, তখন আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। কিন্তু হকের দাবী স্বতন্ত্র, আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(إنما أنتَ مذكر لست عليهم بمصيطرٍ) আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি এদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন (সূরা গাশিয়া ৮৮ ঃ ২১-২২)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-ফাজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٤٢-حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فَقَالَ : هِيَ الصَّلٰوةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَ بَعْضُهَا وَتْرٌ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ.

وَ قَدْ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ أَيْضاً عَنْ قَتَادَةَ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪২. আবূ হাফস আমর ইবন আলী (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে الشفع و الوتر জোড় ও বেজোড়-এর কসম (সূরা ফাজর ৮৯ ঃ ৩) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এ হল সালাত; এর কিছু তো জোড় আর কিছু বেজোড়।

হাদীসটি গারীব। কাতাদা (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। খালিদ ইবন কায়স (র) এটিকে কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ وَالشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ওয়াশ-শামসি ওয়া যুহাহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٤٣-حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ زَمْعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ : (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ : إِلَى مَا يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ - قَالَ : ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ : إِلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৩. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র)... আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন [সালিহ (আ.)-এর] উষ্ট্রী এবং এর হত্যাকারী সম্পর্কে নবী ﷺ-কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) যখন (উষ্ট্রীটিকে বধ করার জন্য) সবচেয়ে হতভাগ্য লোকটি উঠল (সূরা আশ-শামস ৯১ ঃ ১২) কঠিন হৃদয়, কঠোর এবং আবূ যামআর মত স্বীয় গোষ্ঠীর মাঝে প্রতিপত্তিশালী এক ব্যক্তি এর জন্য তৎপর হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এরপর তাঁকে আমি মহিলাদের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ এ কি ধরনের আচরণে উদ্যত হয়? গোলামের মত স্ত্রীদের মারতে শুরু করে দেয় অথচ এই দিনের শেষভাগেই হয়ত সে তার সাথে সঙ্গত হবে!

আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ এরপর নবী ﷺ কারো বাৎকর্মের দরুন হাসার বিষয়ে তাদের নসীহত করলেন। বললেন ঃ কি বিষয়ে তোমাদের লোকেরা হাসে! অথচ নিজেই তো এটা করে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ওয়াল-লায়লি ইযা ইয়াগশা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

٣٣٤٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي الْبَقِيعِ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَدْخَلُهَا، فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ ؟ قَالَ : بَلِ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ

الشِّقَاءِ ، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা 'বাকী'তে এক জানাযার সাথে ছিলাম। নবী ﷺ এলেন। তিনি বসলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম। তাঁর সঙ্গে একটি গাছের ডাল ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাটি ঠোকাচ্ছিলেন। অনন্তর আসমানের দিকে তিনি তাঁর মাথা তুললেন এবং বললেন ঃ এমন কোন প্রাণ নেই যার প্রবেশস্থল লিখে না রাখা হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে আমরা কি আমাদের ভাগ্যলিপির উপরই নির্ভর করব? যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য সৌভাগ্যজনক অনায়াসসাধ্য কর্ম হবে আর যে হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য তা আয়াসসাধ্য কর্ম হবে?

তিনি বললেন ঃ তোমরা আমল করতে থাক। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে; যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে আর যে হবে দুর্ভোগ্যের অধিকারী, তার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ সহজসাধ্য করে দেওয়া হবে।

তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)

সুতরাং যে দান করে, মুত্তাকী হয় এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর যে কার্পণ্য করে, নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করে এবং যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। (সূরা ওয়া-লায়ল ৯২ ঃ ৫-১০)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ وَالضُّحٰى

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা যুহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٤٥–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِي قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ فَدَمِيَتْ أُصْبُعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ .هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ . قَالَ: وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ : قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৫. ইবন আবূ উমার (র)... জুন্দুব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে এক অভিযানে ছিলাম। এমন সময় তাঁর একটি আঙুল যখমী হয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ

তুই তো একটি আঙুলই মাত্র;

রক্তাক্ত হয়েছ আজ,

আল্লাহ্‌র পথেই তো তোর এই মসীবত।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ একবার তাঁর কাছে জিবরীল (আ) আসতে দেরী করেন। তখন মুশরিকরা বলল ঃ মুহাম্মদকে (তাঁর প্রভু) ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى).

তোমার রব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি। (৯৩ ঃ ৩)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

শু'বা ও ছাওরী (র) এটিকে আসওয়াদ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : وَمِنْ سُورَةِ الْمُنْشَرِحْ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আলাম নাশরাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

٣٣٤٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنِ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَ الْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ : أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مَاءُ زَمْزَمَ فَشَرَحَ صَدْرِيْ إِلَى كَذَا وَكَذَا . قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ ، مَا يَعْنِى (قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَا يَعْنِى) ؟ قَالَ : إِلَى أَسْفَلَ بَطْنِى فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى ، فَغُسِلَ قَلْبِى بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ، ثُمَّ حُشِىَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً . وَفِى الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَ فِيهِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আনাস (রা) সূত্রে তাঁর স্বগোত্রীয় ব্যক্তি মালিক ইবন সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি বায়তুল্লাহ্‌র কাছে ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম।

হঠাৎ শুনি কেউ একজন বলছে, তিনজনের মাঝে একজন .... তারপর সোনার একটি খাঞ্চা আমার কাছে আনা হল। এতে ছিল যমযমের পানি। এখান থেকে ওখান পর্যন্ত আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হল।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-কে বললাম ঃ ওখান পর্যন্ত বলতে কি বুঝিয়েছেন?

তিনি বললেন ঃ পেটের নিচ পর্যন্ত।

নবী ﷺ বলেন ঃ তারপর আমার হৃদয় বের করে আনা হয় এবং তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে পুনরায় স্ব-স্থানে স্থাপন করা হয়। আর ঈমান ও হিকমত দ্বারা তা ভরে দেওয়া হয়।

হাদীসটিতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবূ যারর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ التِّيْنِ
পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ত্বীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٤٧–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً بَدَوِيًّا أَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ يَقُوْلُ : مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (وَالتِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ) فَقَرَأَ (أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ) فَلْيَقُلْ : بَلٰى وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا يُرْوَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ هٰذَا الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَلَا يُسَمَّى.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৭. ইবন আবূ উমার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ওয়াত-তীন ওয়ায যায়তূন তিলাওয়াত করতে গিয়ে, (أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ)

আল্লাহ্ কি সব বিচারকের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (সূরা ত্বীন ৯৫ ঃ ৮) তিলাওয়াত করে তখন যেন সে বলে, (بَلٰى وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ) অবশ্যই, আমি এর অন্যতম সাক্ষী।

এ হাদীসটি এ সনদে এই মরুবাসী — আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। এই মরুবাসী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নি।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ইকরা বিসমি রাব্বিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٤٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا (سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ : لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لَأَطَأَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْفَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৪৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে, (سَنَدع الزبانية) আমরাও আহ্‌বান করব জাহান্নামের প্রহরিগণকে ... (সূরা আলাক ৯৬ ঃ ১৮) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আবূ জাহল বলল ঃ মুহাম্মদকে সালাত আদায় করতে যদি দেখি, তবে অবশ্যই তার গর্দানে পা মাড়িয়ে ধরব।

নবী ﷺ (শুনে) বললেন ঃ সে যদি এমন করে তবে ফিরিশতারা অবশ্যই তাকে প্রকাশ্যে পাকড়াও করবে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٣٤٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي ، فَجَاءَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا؟ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَزَبَرَهُ ، فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّي ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللّٰهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللّٰهِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

وَفِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৩৩৪৯. আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আশাজ্জ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহল এল। বলল ঃ আমি কি তোমাকে এই কাজ থেকে নিষেধ করিনি? তোমাকে আমি এ বিষয়ে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করিনি? ﷺ

নবী সালাত শেষে ফিরে তাকালেন এবং তাকে শাসালেন।

আবূ জাহল বলল ঃ তুমি অবশ্যই জান আমার চেয়ে বেশী লোক এই শহরে আর কারো নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ)

সে তার পার্শ্বচরদের আহ্‌বান করুক। আমিও আহ্‌বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। (সূরা আলাক ৯৬ ঃ ১৭-১৮) ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সে যদি তার পার্শ্বচরদের আহ্‌বান করত, তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহ্‌র প্রহরী ফিরিশ্‌তারা পাকড়াও করত।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَدْرِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা লায়লাতুল-ক্বাদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٥٠–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَانِيُّ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا بَايَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : سَوَّدْتَ وُجُوْهَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَوْ يَامُسَوِّدَ وُجُوْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَقَالَ : لاَ تُؤَنِّبْنِيْ رَحِمَكَ اللّٰهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ بَنِيْ أُمَيَّةَ عَلٰى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ ، فَنَزَلَتْ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) يَا مُحَمَّدُ ، يَعْنِي نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ، وَنَزَلَتْ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) يَمْلِكُهَا بَعْدَكَ بَنُوْ أُمَيَّةَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ الْقَاسِمُ : فَعَدَدْنَاهَا فَإِذَا هِيَ أَلْفُ شَهْرٍ لاَ يَزِيْدُ يَوْمًا وَلاَ تَنْقُصُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ.

وَقَدْ قِيْلَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَازِنٍ . وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَانِيُّ هُوَ ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَيُوْسُفُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ ، وَلاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৫০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... ইউসুফ ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণের পর হাসান ইবন আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ তুমি মু'মিনদের মুখে কালি মেখে দিয়েছ (বর্ণনান্তরে সে বলল ঃ) হে মু'মিনদের মুখে কালি লেপনকারী!

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন, এমনভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করবে না। নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখান হল যে, বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাঁর মিম্বরে চড়ে বসেছে। এটা তাঁর কাছে খারাপ লাগে। তখন নাযিল হয় ঃ (إنا أعطَيْنَاكَ الكوثَرَ)

হে মুহাম্মদ! আপনাকে তো আমি জান্নাতের নহর কাওছার দান করেছি। আরো নাযিল হল ঃ

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ)

আমি তা (আল কুরআন) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জান? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মুহাম্মদ! আপনার ইনতিকালের পর বনূ উমাইয়ারা এই পরিমাণকাল সিংহাসনের অধিকারী থাকবে।

কাসিম (র) বলেন ঃ আমরা গুণে দেখেছি বানূ উমাইয়ার শাসনকাল ছিল এক হাজার মাস। এর একদিন কম বা বেশী নয়।

এ হাদীসটি গারীব। কাসিম ইবন ফাযল (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কাসিম ইবন ফাযল-ইউসুফ ইবন মাযিন (র) হিসাবেও কথিত আছে। কাসিম ইবন ফাযল হাদ্দানী (র) ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য। ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র) তাঁকে ছিকাহ্ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইউসুফ ইবন সা'দ (র) একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। উল্লিখিত শব্দে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٣٥١-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ وَعَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ ، سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ ، وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ ، يَقُوْلُ : قُلْتُ : لِأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ : إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لأَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِى الْعَشْرَةِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بِأَيِّ شَىْءٍ ، تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ :بِالْآيَةِ الَّتِى أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، أَوْ بِالْعَلاَمَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৩৫১. ইবন আবূ উমার (র)... যিরর ইবন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বললাম ঃ আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলে থাকেন যে, সারা বছর যে ব্যক্তি রাত জেগে ইবাদত করবে, সে লায়লাতুল কাদর পাবে।

তিনি বললেন ঃ আবূ আবদুর রহমানকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। তিনি অবশ্যই জানেন এ রাত হল রমযানের শেষ দশ দিনের মাঝে এবং তা হল সাতাশ তারিখের রাত। কিন্তু তিনি চান যে, মানুষ যেন ভরসা করে বসে না থাকে। এরপর তিনি দ্ব্যর্থহীন হলফ করে বললেন ঃ এই রাত অবশ্যই সাতাশের রাত।

আমি বললাম ঃ হে আবুল মুনযির! আপনি কি করে এই কথা বলছেন?

তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্পর্কে যে আলামত আমাদের বলেছেন, সে অনুসারে আমি তা বলছি। সূর্য এই দিন এমনভাবে উদিত হয় যে, এর কোন কিরণোজ্জ্বল্য থাকে না।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ لَمْ يَكُنْ
পরিচ্ছেদ ঃ সূরা লাম ইয়াকুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٥٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ :

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : ذٰلِكَ إِبْرَاهِيْمُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৫২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ!

তিনি বললেন ঃ এতো হলেন ইবরাহীম (আ)।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ إِذَازُلْزِلَتِ الْأَرْضُ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ইযা যুলযিলাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٢٣٥٣–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوْا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا ، تَقُوْلُ : عَمِلَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَكَذَا ، فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৫৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)

— "সেইদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।" (সূরা যিলযাল ৯৯ ঃ ৪) তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান পৃথিবীর বৃত্তান্ত বর্ণনা কি?

সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এর বৃত্তান্ত বর্ণনা হল প্রত্যেক বান্দা নারী ও পুরুষ তার উপরে যে কাজ করবে, তারই সে সাক্ষ্য দিবে। বলবে ঃ অমুক দিন সে অমুক কাজ করেছে, তমুক কাজ করেছে। এই হল পৃথিবীর বৃত্তান্ত বর্ণনা।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ التَّكَاثُرِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আলহাকুমুত-তাকাছুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٢٣٥٤–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) : قَالَ : يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ : مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৫৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... মুতাররিফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন শিখ্‌খীর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন, তিনি তখন পাঠ করছিলেন ঃ

(أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) - প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে (সূরা তাকাছুর ১০২ ঃ ১)।

তিনি বললেন ঃ আদম-সন্তান বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। অথচ তুমি সাদাকা করে যা ব্যয় করলে, খেয়ে যা শেষ করলে, কাপড় পরে যা পুরাতন করলে তা ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছুই নেই।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٥٥-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا حَكَامُ بْنُ أَسْلَمَ الرَّازِيُّ عَنْ عَمْرِوبْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَازِلْنَا نَشُكُّ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتّٰى نَزَلَتْ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ مَرَّةً عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ : عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنِ الْمِنْهَالِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৩৩৫৫. আবূ কুরায়ব (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যতদিন না আল-হাকুমুত-তাকাছুর নাযিল হয়েছে, কবরের আযাব বিষয়ে আমরা সন্দেহে ছিলাম।

আবূ কুরায়ব (র) এক সময় আমর ইবন আবূ কায়স-ইবন আবূ লায়লা-মিনহাল (র) সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটি গারীব।

٣٣٥٦-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ) قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفَأَيُّ النَّعِيْمِ نُسْأَلُ عَنْهُ ، وَ إِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءِ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ سَيَكُوْنُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩৩৫৬. ইবন আবূ উমার (র)... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র ইবন আওওয়াম তাঁর পিতা যুবায়র ইবন আওওয়াম (রা) সূত্রে বর্ণিত যে ঃ (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ) — সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে

অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে (সূরা তাকাছুর ১০২ ঃ ৮) আয়াতটি নাযিল হলে যুবায়র (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে? নিয়ামত তো মাত্র দুটো কাল বস্তু — খেজুর আর পানি।

তিনি বললেন ঃ শোন, অচিরেই তোমাদের তা হবে।

এ হাদীসটি হাসান।

٣٣٥٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ أَيِّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ ؟ فَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ وَسُيُوفُنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا . قَالَ : إِنَّ ذٰلِكَ سَيَكُونُ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ هٰذَا ،سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ وَأَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ.

৩৩৫৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে ঃ (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)

তারপর তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। আয়াতটি নাযিল হলে লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে? নিয়ামত তো কেবল দুটি খেজুর ও পানি। আর এদিকে শত্রু সব সময় মাথার উপর। আর তলওয়ার হল ঘাড়ে।

তিনি বললেন ঃ অচিরেই তা হবে।

ইবন উয়ায়না-মুহাম্মদ ইবন আমর (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আমার কাছে এটি থেকে অধিকতর সাহীহ। আবূ বকর ইবন আয়্যাশ (র)-এর তুলনায় সুফয়ান ইবন উয়ায়না হাদীছের ক্ষেত্রে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী।

٣٣٥٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ :أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالضَّحَّاكُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ ، وَ يُقَالُ ابْنُ عَرْزَمٍ، وَابْنُ عَرْزَمٍ أَصَحُّ.

৩৩৫৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দাকে সবার আগে যে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তা হল — তাকে বলা হবে, আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি? আমি কি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিনি?

এ হাদীসটি গারীব।

যাহ্হাক (র) হলেন, ইবন আবদুর রহমান ইবন আরযাব এবং তিনি ইবন আরযাম বলেও কথিত। ইবন আরযামই অধিক সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَوْثَرِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা কাওছার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٥٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ .حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ . قُلْتُ : مَاهٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ : هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ قَدْ أَعْطَاكَهُ اللّٰهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৫৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে, (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) — আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কাওছার হল জান্নাতের একটি নহর।

রাবী বলেন ঃ নবী ﷺ আরো বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি নহর দেখেছি। এর উভয় তীরে মতির গম্বুজ বিশিষ্ট ঘরসমূহ স্থাপিত। আমি বললাম ঃ হে জিবরাঈল, এটি কি?

তিনি বললেন ঃ এটি কাওছার, আল্লাহ্ তা'আলা এটি আপনাকে দান করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٦٠–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ. حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ .حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ .إِذَا عَرَضَ لِيْ نَهْرٌ. حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ. قُلْتُ لِلْمَلَكِ. مَا هٰذَا؟ قَالَ : هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَهُ اللّٰهُ. قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلٰى طِيْنَةٍ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا ، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُوْرًا عَظِيْمًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ.

৩৩৬০. আহমদ ইবন মানী' (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে পায়চারি করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটি নহর আমার সামনে পড়ল এর উভয় তীরে মতির গম্বুজ। ফিরিশ্তাকে বললাম ঃ এটি কি?

তিনি বললেন ঃ এটি কাওছার। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যা দান করেছেন।

নবী ﷺ বলেন ঃ এরপর তিনি এর মাটিতে হাত মেরে মিশক-আম্বর বের করে নিয়ে এলেন। তারপর আমার সামনে সিদরাতুল-মুন্তাহা উপস্থাপিত হল। সেখানে আমি মহাজ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আনাস (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

٣٣٦١–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ . وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৩৬১. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাওছার হল জান্নাতের একটা নহর। এর দুই তীর হল স্বর্ণের, মতি ও ইয়াকূতের উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হয়। এর মাটি মিশক-আম্বর থেকে সুগন্ধময়। এর পানি মধু থেকে মিষ্ট এবং তুষার থেকে শুভ্র।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : وَمِنْ سُوْرَةِ النَّصْرِ
পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আন-নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٦٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِي مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُوْنَ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ هٰذِهِ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ)، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ ، وَقَرَأَ السُّوْرَةَ إِلَى اٰخِرِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَ اللّٰهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَ مَا تَعْلَمُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، إِلاَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ ؟

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৬২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উমার (রা) সাহাবীদের সঙ্গে আমাকেও জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি একেও জিজ্ঞাসা করেন অথচ এর মত আমাদের সন্তান রয়েছে।

উমার (রা) তখন তাঁকে বললেন ঃ সে কে, আপনি তা ভাল করেই জানেন। তারপর তিনি তাঁকে (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ) আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

শেষে আমি বললাম ঃ এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের ইঙ্গিত রয়েছে — যা তাঁকে জানানো হয়েছে।

এরপর তিনি সূরাটির শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

উমার (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যা জান, এ বিষয়ে আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আবূ বিশর (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আছে, আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) তাঁকে বললেন ঃ একেও আপনি জিজ্ঞাসা করেন অথচ এর মত আমাদের সন্তান রয়েছে?

بَابُ : وَمِنْ سُوْرَةِ تَبَّتْ يَدَا

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা তাব্বাত ইয়াদা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٦٣-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا فَنَادَى : يَا صَبَاحَاهُ ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ : أَنَا نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، أَرَأَيْتُمْ لَوْأَنِّى أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُمَسِّيكُمْ أَوْمُصَبِّحُكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِى؟ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ : أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًّالَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (تَبَّتْ يَدَاأَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ).

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৬৩. হান্নাদ ও আহমদ ইবন মানী' (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং ডাক দিলেন ঃ ইয়া সাবাহা, ওহে বিপজ্জনক ভোর!

এতে (প্রথানুসারে) কুরায়শরা তাঁর কাছে এসে জমায়েত হল। তিনি তাদের বললেন ঃ আমি তোমাদের সতর্ককারী, আগত কঠিন আযাব থেকে। যদি আমি তোমাদের অবহিত করি যে, শত্রুবাহিনী সন্ধ্যায় বা সকালে তোমাদের উপর চড়াও হচ্ছে, তোমরা কি মনে কর, তোমরা কি আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে?

আবূ লাহাব তখন বলেছিল ঃ তোমার জন্য ধ্বংস, এর জন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ). (আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হয়েছে আর সে নিজেও হল ধ্বংস।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٦٤-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْسَعْدٍ هُوَ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِى بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ) فَاْ لصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَىْءٌ يُوْلَدُ إِلَّاسَيَمُوْتُ ، وَلَاشَىْءٌ يَمُوْتُ إِلَّا سَيُوْرَثُ ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمُوْتُ وَلَا يُوْرَثُ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيْهٌ وَلَاعِدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩৩৬৪. আহমদ ইবন মানী' (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুশরিকরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলল ঃ আপনি আপনার প্রভুর নসব বয়ান করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন এ প্রসঙ্গে নাযিল করেন ঃ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ)

"বলুন, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সন্তান জন্ম দেন নি এবং তাঁকে কেউ সন্তান রূপে জন্ম দেয় নি।"

কেননা যার জন্ম আছে, তার অবশ্যই মৃত্যু আছে। আর যে মরে, সে তার উত্তরাধিকারী রেখে যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলার মৃত্যু নেই, তাঁর উত্তরাধিকারীও নেই।

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) — তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, তাঁর অনুরূপ, তাঁর সমান এবং তাঁর মত কিছুই নেই।

٣٣٦٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيْعِ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ اٰلِهَتَهُمْ فَقَالُوْا : اُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ . قَالَ : فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ).

فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِى بْنِ كَعْبٍ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى سَعْدٍ وَأَبُو سَعْدٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ.

৩৩৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার তাদের (কাফিরদের) ইলাহ্গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা বলল ঃ আপনার প্রভুর নসব বর্ণনা করুন। তখন জিবরীল (রা) এই সূরাটি নিয়ে আগমন করেন ঃ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ)।

এরপর বর্ণনাকারী আগের রিওয়ায়াতটির অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর উল্লেখ নাই। এটি আবূ সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত (নং ৩৩৬৪) থেকে অধিক সাহীহ। আবূ সা'দ (র)-এর নাম হল মুহাম্মদ ইবন মুইয়াস্সার।

بَابٌ : وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মু'আওওয়াযাতায়ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

٣٣٦٦-حَدَّثَنَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أُسْتَعِيْذِيْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا ؟ فَإِنَّ هٰذَا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

৩৩৬৬. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পরে বললেন ঃ হে আয়িশা! এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্র পানাহ্ চাও। কেননা এটি হল গাসিক (আঁধারের বস্তু যা আধাঁরে নিমজ্জিত হয়)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٦٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ . حَدَّثَنَا قَيْسٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اٰيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) إِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) إِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৩৬৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছেন যার কোন উদাহরণ দেখা যায় না।

(قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) সূরাটির শেষ পর্যন্ত এবং (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) সূরাটির শেষ পর্যন্ত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٣٦٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى . حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ ،اِذْهَبْ إِلٰى أُوْلٰئِكَ الْمَلاَئِكَةِ إِلٰى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوْسٍ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، قَالُوْا : وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى رَبِّهِ ، قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : اَللّٰهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اخْتَرْ اَيَّهُمَا شِئْتَ ، قَالَ : اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ وَ كِلْتَا يَدَيْ رَبِّيْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيْهَا ذُرِّيَّتُهُ ، فَقَالَ : أَىْ رَبِّ مَا هٰؤُلاَءِ؟ فَقَالَ : هٰؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَأُهُمْ أَوْمِنْ أَضْوَئِهِمْ . قَالَ : يَارَبِّ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً . قَالَ : يَارَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ . قَالَ ذَاكَ الَّذِيْ كَتَبْتُ لَهُ . قَالَ : أَىْ رَبِّ فَإِنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِيْ سِتِّيْنَ سَنَةً؟ قَالَ : أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ : ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، فَكَانَ اٰدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ . قَالَ : فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ : قَدْ عَجِلْتَ ، قَدْ كُتِبَ لِيْ اَلْفُ سَنَةٍ قَالَ: بَلٰى وَلٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لاِبْنِكَ دَاوُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً ، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ . قَالَ : فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ.

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৩৬৮. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মাঝে রূহ ফুঁকলেন। তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহ্‌রই জন্য।

তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিতে তাঁর তারিফ্ করলেন। পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে আদম! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহম করুন। সেখানে বসা একদল ফিরিশ্‌তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ ঐ ফিরিশ্‌তাদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বল, আস্‌সালামু আলাইকুম।

যাহোক, ফিরিশ্‌তারা বললেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পরে আদম তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফিরে এলেন। তাঁর প্রতিপালক বললেন ঃ এ হল তোমার এবং তোমার সন্তানদের পরস্পরের অভিবাদন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতী দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে বললেন ঃ যে কোনটি ইচ্ছা তুমি নাও।

আদম (আ) বললেন ঃ আমার প্রতিপালকের ডান হাতটি আমি গ্রহণ করলাম। আর আমার প্রতিপালকের উভয় হাতই ডান হাত এবং বরকতময়।

এরপর তিনি সেটি প্রসারিত করলেন। তাতে ছিল আদম ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের প্রতিকৃতি।

আদম (আ) বললেন ঃ হে প্রতিপালক! এ সব কি?

তিনি বললেন ঃ এ হল তোমার সন্তান-সন্ততি।

প্রতিটি মানুষের দুই চোখের মাঝে তার বয়স লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের মাঝে একজন ছিল সবচেয়ে জ্যোতির্ময়। আদম (আ) বললেন ঃ হে প্রতিপালক! ইনি কে?

তিনি বললেন ঃ তিনি হলেন আপনার সন্তান দাঊদ। তার বয়স লিখেছি চল্লিশ বছর।

তিনি বললেন ঃ হে প্রতিপালক! এর বয়স বৃদ্ধি করে দিন।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তাই থাকবে — যা লেখা হয়েছে।

তিনি বললেন ঃ আমি আমার বয়স থেকে একে ষাট বছর দিয়ে দিলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তুমি আর তোমার অঙ্গীকার যা, তা-ই ঘটবে।

এরপর আদম (আ) আল্লাহ্র যতদিন ইচ্ছা জান্নাতে বসবাস করলেন। পরে তাঁকে সেখান থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তাঁর নিজের বয়স গণনা করে রাখছিলেন। শেষে একদিন মৃত্যুর ফিরিশ্তা তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ বড় তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। আমার বয়স তো এক হাজার বছর লেখা হয়েছিল। ফিরিশ্তা বললেন ঃ হ্যাঁ ঠিকই, কিন্তু আপনি তো আপনার সন্তান দাঊদকে ষাট বছর দিয়ে দিয়েছিলেন।

আদম তা মানতে অস্বীকার করলেন। তাই তার সন্তানরাও আজ অস্বীকার করে। আদম ভুলে গেলেন, তাই তার সন্তানরাও আজ ভুলে যায়।

নবী ﷺ বলেন ঃ সে দিন থেকে চুক্তিপত্র লিখে রাখার এবং সাক্ষী রাখার বিধান দেওয়া হয়।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٣٦٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ ، فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوا: يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ : نَعَم الْحَدِيْدُ . قَالُوْا : يَارَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ النَّارُ. قَالُوْا: يَارَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ

شَىْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : نَعَمْ الْمَاءِ . قَالُوا : يَارَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ الرِّيْحُ، قَالُوا: يَارَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ابْنُ آدَمَ ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৩৬৯. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীন সৃষ্টির পর যখন সেটি কাঁপতে থাকে। তখন তিনি পাহাড় সৃষ্টি করেন এবং সেগুলিকে এর উপর স্থাপন করিয়ে দিলেন, ফলে তা স্থির হয়ে যায়। ফিরিশ্তারা পাহাড়ের কাঠিন্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারা বললেন ঃ হে রব্ব! পাহাড় থেকে সুদৃঢ় ও কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তা হল লোহা।

তারা বললেন ঃ হে রব্ব! লোহা অপেক্ষাও কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তা হল অগ্নি।

তারা বললেন ঃ হে রব্ব! আগুন থেকেও শক্ত কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, পানি।

তারা বললেন ঃ হে রব্ব! পানি থেকেও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, বায়ু।

তারা বললেন ঃ হে রব্ব! বায়ু অপেক্ষা শক্তিশালী আপনার কোন সৃষ্টি আছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সে হল আদম সন্তান, যে তার ডান হাতে সাদকা দেয়, বাম হাত থেকেও তা সে গোপন রাখে।

এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় : দু‘আ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় : দু'আ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত

بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত

٣٣٧٠-حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ نَحْوَهُ.

৩৩৭০. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কিছু নেই।

এ হাদীসটি গারীব। ইমরান আল-কাত্তান (র)-এর বর্ণনা ছাড়া এটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইমরান আল-কাত্তান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٣٧١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ.

৩৩৭১. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ ইবাদতের সারবস্তু দু'আ।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। ইব্‌ন লাহীআ (র)-এর রিওয়ায়াত ভিন্ন এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٣٧٢–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى مَنْصُورٌ وَ الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرٍّ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ذَرٍّ .

৩৩৭২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'আ হল ইবাদত। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

তোমাদের রব্ব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন ৪০ ঃ ৬০)

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মানসূর ও আ'মাশ (র)-ও এটি যারর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। যারর (র)-এর রিওয়ায়াত ভিন্ন এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٣٧٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :اَنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

قَالَ : وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ هٰذَا الْحَدِيثَ وَلَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৩৭৩. কুতায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি তার উপর রাগান্বিত হন।

ওয়াকী' (র) এ হাদীসটি একাধিক রাবী-আবুল মালীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٢٣٧٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلَا غَائِبَ ،هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُءُوسِ رِحَالِكُمْ. قَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْس أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ اسْمُهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُلٍّ ، وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عِيسَى .

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩৩৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সঙ্গে আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। ফেরার সময় মদীনা যখন আমাদের দৃষ্টি গোচর হল, তখন সাহাবীরা তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তাঁদের স্বর উচ্চ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের রব্ব তো বধিরও নন এবং তোমাদের থেকে দূরেও নন, তিনি তো আছেন তোমাদের এবং তোমাদের সাওয়ারী উট-এর মাথার মাঝামাঝি। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! তোমাকে কি জান্নাতের একটি গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব? (তা হল ঃ) লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ উছমান নাহদী (র)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্‌ন মুল্ল। আবূ নাআমা সা'দী (র)-এর নাম হল আমর ইব্‌ন ঈসা। ইসহাক ইব্‌ন মানসূর... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الذِّكْرِ
পরিচ্ছেদ ঃ যিকরের ফযীলত

٢٣٧٥–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ . قَالَ لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৩৭৫. আবূ কুরায়র (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বিশর (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামের বিধি-বিধান তো আমার জন্য অনেক হয়ে গেছে, তবে আমাকে এমন কিছু বিষয় বলে দিন যাকে আমি দৃঢ়ভাবে পালন করতে পারি।

তিনি বলেন ঃ তোমার যবান যেন সব সময় আল্লাহ্র যিকরে আর্দ্র থাকে।

এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٢٣٧٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ أَىُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مِنَ الْغَازِىْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : لَوضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَ يَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ دَرَّاجٍ.

৩৩৭৬. কুতায়বা (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে বান্দাদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়ে কে হবে শ্রেষ্ঠ?

তিনি বললেন ঃ যারা অধিক হারে আল্লাহ্র যিকর করে।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর চেয়েও?

তিনি বললেন ঃ কাফির ও মুশরিকদের আঘাত করতে করতে যদি তার তলওয়ার ভেঙ্গে যায় এবং রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়, তবুও অধিক হারে আল্লাহ্র যিকরকারীরাই তার তুলনায় মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ হবে।

এ হাদীসটি গারীব। দাররাজ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল আমরা এটি সম্পর্কে জানি।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٢٣٧٧–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى بَحْرِيَّةَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : أَلاَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌلَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا: بَلٰى . قَالَ : ذِكْرُاللّٰهِ تَعَالٰى ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: مَاشَىْءٌ أَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِاللّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ هٰذَا بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ.

৩৩৭৭. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব, যে আমল হবে তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, তোমাদের দরজা সমুচ্চকারী, সোনা ও রূপা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার চেয়েও তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এর চেয়েও মঙ্গলকর হবে যে, তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের গর্দানে আঘাত করবে আর তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে।

সাহাবীরা বললেন ঃ হাঁ, বলুন।

তিনি বললেন ঃ এ হল আল্লাহ্‌র যিকর।

মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকর অপেক্ষা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে অধিক মুক্তিদানকারী আর কোন বিষয় নেই।

কোন কোন রাবী এ সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ তাঁর বরাতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : مَاجَاءَ فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُوْنَ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ

পরিচ্ছেদ ঃ যে সম্প্রদায় কোন এক স্থানে বসে এবং আল্লাহ্‌র যিকর করে, তাদের ফযীলত

٣٣٧٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৩৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার (র)... আবূ হুরায়রা এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র যিকর করে, অবশ্যই ফিরিশতারা তাদের বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদের আবৃত করে আর তাদের উপর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটস্থ ফিরিশতাগণের কাছে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٧٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ. حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعَامَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ : اللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ قَالُوا : وَاللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي مَا أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لِي

وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِى مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَقَلَّ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّى ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قَالُوْا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَقَالَ : اللّٰهِ مَاأَجْلَسَكُمْ إِلَاذَاكَ؟ قَالُوا: اللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَ ذَاكَ. قَالَ: أَمَّا إِنِّى لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ لِتُهْمَةٍ لَكُمْ، إِنَّهُ أَتَانِى جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُوْ نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عِيْسَى ، وَأَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَلٍّ.

৩৩৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুআবিয়া (রা) একদিন বের হয়ে মসজিদে এসে বললেন ঃ তোমরা কি উদ্দেশ্যে বসে আছ?

লোকেরা বলল ঃ আমরা বসে আল্লাহ্‌র যিকর করছি।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা কি এ উদ্দেশ্যেই বসেছ?

তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছি।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রতি সন্দেহবশত আমি তোমাদের কসম দেই নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমার যে স্থান ছিল, সেই শ্রেণীর সাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নেই।

শোন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সাহাবীদের এক হালকায় (গোল হয়ে উপবিষ্ট লোকদের দল) বের হয়ে এলেন। বললেন ঃ তোমরা কি উদ্দেশ্যে বসেছ?

তাঁরা বললেন ঃ আমরা বসে আল্লাহ্‌র যিকর করছি, তাঁর প্রশংসা করছি। কেননা তিনিই আমাদের ইসলামের হেদায়াত দান করেছেন এবং এই নিয়ামত দ্বারা আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এখানে বসনি?

তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এখানে বসিনি।

তিনি বললেন ঃ শোন, তোমাদের প্রতি কোনরূপ সন্দেহবশত আমি তোমাদেরকে কসম দেই নি। আমার কাছে জিবরীল (আ) এসেছিলেন এবং আমাকে জানিয়ে গেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের কাছে তোমাদের নিয়ে মর্যাদা বর্ণনা করছেন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ না'আমা সা'দী (র)-এর নাম হল আমর ইব্‌ন ঈসা এবং আবূ উছমান নাহদী (র)-এর নাম হল আবদুর রাহমান ইব্‌ন মুল্ল।

بَابُ : فِى الْقَوْمِ يَجْلِسُوْنَ وَ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

পরিচ্ছেদ ঃ যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে কিন্তু আল্লাহ্‌র যিকর করে না

٣٣٨٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ

إلاَ كَانَ عَلَيهِمْ تِرَةً ، فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

৩৩৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন সম্প্রদায় যখন কোন মজলিসে বসে কিন্তু সেখানে তারা যদি আল্লাহ্র যিকর না করে এবং তাদের নবীর উপর দরূদ পাঠ না করে, তবে তা তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাদের তিনি মাফ করে দিবেন।

হাদীসটি হাসান।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ

পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমের দু'আ কবূল হয়

٣٣٨١-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلاَ أَتَاهُ اللهُ مَاسَأَلَ أَوْكَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ ، مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

৩৩৮১. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যদি কিছু দু'আ করে আর তা যদি কোন গুনাহ্ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সে যা চায় তা তাকে দেন কিংবা তার থেকে দূরীভূত হবে সে পরিমাণ মন্দ।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ ও উবাদা ইব্নুস-সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٣٨٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَطِيَّةَ اللَّيْثِي عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

৩৩৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন মারযূক (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি পছন্দ করে যে, কঠিন এবং দুঃখের সময়ে আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করবেন, তবে যেন সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশী করে দু'আ করে।

হাদীসটি গারীব।

٣٣٨٣–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ كَثِيرٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَتَ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مَنْ حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ إِبْرٰهِيْمَ.

وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ إِبْرَاهِيْمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

৩৩৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সর্বোত্তম যিকর হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আর সর্বোত্তম দু'আ হল 'আলহামদু লিল্লাহ্'।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মূসা ইব্ন ইবরাহীম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আলী ইব্নুল মাদীনী প্রমুখ (র) এই হাদীসটি মূসা ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨٤–حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ زَكَرِيَا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، الْبَهِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ.

৩৩৮৪. আবূ কুরায়ব এবং মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ আল-মুহারিবী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্র যিকর করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ যাইদা (র)-এর রিওয়ায়াত ভিন্ন এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। বায়হাকী (র)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্।

بَابُ : مَاجَاءَ أَنَّ الدَّاعِيَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ ঃ প্রার্থনাকারী দু'আর ক্ষেত্রে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে

٣٣٨٥–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُو قَطَنٍ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ.

৩৩৮৫. নাসর ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-কূফী (র)... 'উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি, বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কারো আলোচনা করতেন এবং তার জন্য দু'আ করতেন, তখন নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ। আবূ কাতন (র)-এর নাম হল আমর ইব্‌নুল্ হায়ছাম।

بَابَ : مَاجَاءَ فِى رَفْعِ الْاَيْدِى عِنْدَ الدُّعَاءِ

পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় হাত উঠানো

٣٣٨٦–حَدَّثَنَا اَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيْسَى الْجُهَنِىُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِى حَدِيْثِهِ : لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ عِيْسَى . وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ قَلِيْلُ الْحَدِيْثِ ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ ، وَحَنْظَلَةُ ابْنُ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِى ثِقَةٌ وَثَّقَهُ يَحْيٰى بْن سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ .

৩৩৮৬. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না, ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব প্রমুখ (র)... উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দু'আর সময় হাত উঠাতেন তখন উভয় হাতে চেহারা মাসেহ না করা পর্যন্ত হাত নামাতেন না। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না তাঁর বর্ণনায় বলেন ঃ উভয় হাত দিয়ে চেহারা মাসেহ না করা পর্যন্ত হাত ফিরিয়ে আনতেন না।

এ হাদীসটি গারীব। হাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। তিনি এটির রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে একক। তিনি খুব কম রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর বরাতে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী হানযালা ইব্‌ন আবূ সুফয়ান নির্ভরযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান (র) তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

بَابَ : مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَسْتَعْجِلُ فِى دُعَائِهِ

পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর ব্যাপারে যে ব্যক্তি ত্বরিৎ ফল চায়

٣٣٨٧–حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ ، يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ عُبَيْدَةِ اسْمُهُ سَعْدٌ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ ، وَيُقَالُ

مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৩৩৮৭. আল-আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো দু'আ কবূল করা হয়, যতক্ষণ সে ত্বরিৎ ফল না চায়। যেমন সে বলল ঃ আমি তো দু'আ করলাম কিন্তু তা কবূল করা হয়নি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আবূ উবায়দ (র)-এর নাম হল সা'দ। তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (র)-এর মাওলা এবং তাঁকে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর মাওলাও বলা হয়।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَاجَاءَ فِى الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَ إِذَا أَمْسَى

পরিচ্ছেদ ঃ সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ

٣٣٨٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِىُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَامِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِى صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَ مَسَاءَ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَىْءٌ. وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ ؟ أَمَا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنِّى لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِىَ اللّٰهُ عَلَىٰ قَدَرَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

৩৩৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উছমান ইব্ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় যে বান্দা তিনবার এ দু'আটি পাঠ করবে, কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না ঃ بسم اللهِ الذى لا يَضر مَعَ اَسمهِ شَئٌ فى الارض وَلا فى السمَاء وَهُوَ السميع العليمُ

"আল্লাহ্র নাম নিচ্ছি। যমীন ও আসমানের কোন কিছুই যাঁর নামের বরকতে ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

এ হাদীছের অন্যতম বর্ণনাকারী আবান (র) অর্ধাঙ্গে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হাদীস শ্রোতা ব্যক্তি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ কি দেখছ? তোমাকে যেমন বর্ণনা করেছি, হাদীসটি তদ্রূপই। তবে তাকদীরের ফায়সালা যাতে আমার উপর জারী হয়, সেজন্য দু'আটি আমি একদিনও পাঠ করিনি।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٣٨٩–حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ .حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِى سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَ

بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُرْضِيَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৩৮৯. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি সন্ধ্যায় (নিম্নের) এ দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহ্‌র উপর হক হয়ে যায় সেই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা ঃ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

আমি রব্ব হিসাবে আল্লাহ্‌র প্রতি, দীন হিসাবে ইসলামের প্রতি, আর নবী হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি সন্তুষ্ট।

এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٣٩٠-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَمْسَى قَالَ : اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَرَاهُ قَالَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَسْأَلُكَ خَيْرًا مَّا فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَ هَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّمَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اسْتَطَعْتُ ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوْءُ إِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ، وَ أَعْتَرِفُ بِذُنُوْبِى، فَاغْفِرْ لِى ذُنُوْبِى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، لَا يَقُوْلُهَا أَحَدُكُمْ حِيْنَ يُمْسِى فَيَأْتِى عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ الْجَنَّةُ، وَلَا يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُصْبِحُ فَيَأْتِى عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِى إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ أَبْزَى وَ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ هُوَ ابْنُ أَبِى حَازِمٍ الزَّاهِدُ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৩৩৯০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَرَاهُ قَالَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَسْأَلُكَ خَيْرًا مَّا فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَ هَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّمَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"আমাদের সন্ধ্যা হলো এবং সন্ধ্যা হলো রাজ্যের আল্লাহ্রই নিয়ন্ত্রণে। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। সব কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সব তারীফ তাঁরই জন্য। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তোমার কাছেই প্রার্থনা করি সেই সব কল্যাণ, যা কিছু আছে এই রাতে এবং সেই কল্যাণ যা কিছু আছে এই রাতের পরবর্তীতে। আর পানাহ চাই তোমার কাছে এই রাতের মন্দ থেকে এবং এ রাতের পরবর্তী সময়ের মন্দ থেকে। তোমারই কাছে পানাহ চাই আলস্য ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। তোমারই আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে।

সকালেও তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন। তবে أمسينا وَ أمسى الملك لله وَ الحمد لله-এর স্থলে বলতেন: أَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ

আমাদের ভোর হলো এবং ভোর হলো রাজ্যের আল্লাহ্রই নিয়ন্ত্রণে। সব প্রশংসা আল্লাহ্রই।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্ন উমর, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আবযা, বুরায়দা (রা.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। আর আবদুল আযীয ইব্ন আবূ হাযেম হলেন ইব্ন আবূ হাযেম যাহিদ।

শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) থেকে হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٩١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابِهِ يَقُوْلُ اِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيِي وَ بِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ . وَاِذَا أَمْسِي فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيِي وَ بِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩৩৯১. আলী ইব্ন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের শিখাতেন যে, তোমাদের যখন ভোর হয় তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نُحْيِي وَ بِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

হে আল্লাহ্! তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের সকাল হলো, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের বিকাল হলো, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের মরণ এবং তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

আর যখন সন্ধ্যা হবে তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نُحْيِي وَ بِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرِ

হে আল্লাহ্! তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের সন্ধ্যা হলো এবং তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের সকাল হলো। তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের জীবন, তোমারই কর্তৃত্বে আমাদের মরণ আর তোমারই দিকে আমাদের উত্থান।

এ হাদীসটি হাসান।

٣٣٩٢-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدُ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنُ

عَاصِمِ الثَّقَفِي يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اَبُوْبَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِشَيْءٍ اَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ : قُلْ اللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ كُلِّ شَيْئٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ قَالَ : قُلْهُ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجِعَكَ

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৩৯২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাকর (রা) একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু বিষয় বলুন যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতে পারি।

তিনি বললেন ঃ বল —

اَللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ كُلِّ شَيْئٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ . بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

হে আল্লাহ্! যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া। তোমারই পানাহ চাই আমার নফসের মন্দ থেকে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক থেকে।

তিনি বললেন ঃ সকাল-সন্ধ্যা এবং শয্যাগ্রহণের সময় তুমি এই দু'আ পাঠ করবে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٩٣–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ شَدَّادَ بْنُ اُوْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهٗ : اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى سَيِّدِ الْاِسْتِغْفَارِ (اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَ اَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَعْتَرِفُ بِذُنُوْبِى فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ) لَا يَقُوْلُهَا اَحَدُكُمْ حِيْنَ يُمْسِىْ فَاَتٰى عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُصْبِحُ فَيَاْتِى عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِى الا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَسعودٍ و ابنُ ابْزَى وَبُرَيْدَةَ.

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَعَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ هُوَ ابْنُ اَبِىْ حَازِمِ الزَّاهِدِ.

৩৩৯৩. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ আবদুল আযীয ইবন আবূ হাযেম (র)... শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন তাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার-এর সন্ধান দিব না? তা হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتَ وَ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاعْتَرِفُ بِذُنُوْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ .

হে আল্লাহ্! তুমিই আমার প্রতিপালক, কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তো তোমারই বান্দা আমি যথাসম্ভব তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর আছি।

আমি তোমারই পানাহ চাই আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে। আমার প্রতি তোমার নিয়ামত আমি স্বীকার করছি, আমি আমার সব অপরাধও স্বীকার করছি। তুমি মাফ করে দাও আমার সব অপরাধ। তুমি ছাড়া গুনাহ্ মাফ করার তো কেউ নেই।

তোমাদের কেউ যদি সন্ধ্যায় এটি পাঠ করে, আর ভোরের আগেই যদি তাকদীর অনুসারে তার মৃত্যু এসে যায়, তবে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব। সকালে যদি কেউ এটি পাঠ করে, আর সন্ধ্যার পূর্বেই যদি তার মৃত্যু এসে যায়, তবে তার জন্য জান্নাত হবে ওয়াজিব।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আবযা ও বুরায়দা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

রাবী আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) হলেন ইব্‌ন আবূ হাযিম যাহিদ।

بَابُ : مَاجَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

পরিচ্ছেদ ঃ শয্যাগ্রহণকালের দু'আ

٣٣٩٤–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلُهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى إِلاَّ إِلَيْكَ ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ الْبَرَاءُ : فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ، قَالَ : فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِيْ ، ثُمَّ قَالَ : وَ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْبَرَاءِ.

وَرَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوْءٍ.

৩৩৯৪. ইব্‌ন আবূ উমার (র)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ এমন কিছু কালিমা আমি কি তোমাকে শিখিয়ে দিব না যেগুলো তুমি শয্যাগ্রহণের সময় পাঠ করবে। তারপর তুমি যদি সেই রাত মারা যাও তবে দীনে ফিতরাতের উপর হবে তোমার মৃত্যু। আর যদি তোমার ভোর হয় তবে ভোর হবে এমন অবস্থায় যে তোমার সকাল হবে কল্যাণের।

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى إِلاَّ إِلَيْكَ ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ .

হে আল্লাহ্! আমি সমর্পণ করলাম নিজেকে তোমার কাছে। আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ করলাম। আমার সব বিষয় তোমাকে সোপর্দ করলাম তোমার প্রতি আগ্রহে ও তোমার ভয়ে। আমি তোমার প্রতি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তির পথ নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি — যা তুমি নাযিল করেছ এবং তোমার নবীর উপর যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ।

বারা' (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ وَبِرَسُلِكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ

তোমার রাসূলের প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ, তখন তিনি আমার বুকে খোঁচা দিয়ে বললেন ঃ

وَ نَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ — তোমার নবীর প্রতি, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। এ বিষয়ে রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

বারা' (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে।

মানসূর ইব্ন মু'তামির (র) এটিকে সা'দ ইব্ন উবায়দা—বারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ যখন তুমি উযূসহ শয্যা গ্রহণ করবে .....।

٣٣٩٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَخِى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، أُوْمِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৩৩৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি ডান কাতে শুয়ে এই দু'আ পাঠ করে আর সে যদি সেই রাতে মারা যায় তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। দু'আটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، أُوْمِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ .

হে আল্লাহ্! আমি সমর্পণ করলাম নিজেকে তোমার কাছে, আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকেই মুতাওয়াজ্জেহ করলাম, আমার সব বিষয় তোমাকে সোপর্দ করলাম, তোমার প্রতি আগ্রহে ও তোমার প্রতি ভয়ে, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও কোন মুক্তির পথ নেই। আমি ঈমান রাখি তোমার কিতাব ও রাসূলের প্রতি।

রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٣٩٦-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ .حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآ وَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩৩৯৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآ وَانَا ، وَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ.

সব তারীফ আল্লাহ্র, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের ঠিকানা দিয়েছেন। কত লোক এমন আছে যাদের নেই কোন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٣٩٧-حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَاللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ.

৩৩৯৭. সালিহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণের সময় কেউ যদি (নিম্নের) এই দু'আটি তিনবার পাঠ করে তবে গুনাহ্র সংখ্যা যদিও হয় সমুদ্রের ফেনার মত, গাছের পাতার মত, মরুভূমির ঘন বালুকারাশির মত, দুনিয়ার দিবসগুলোর মত, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তার সেই সব গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। দু'আটি এই ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لاَإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে আল্লাহ্র কাছে, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট, বিশ্বধাতা। আর আমি তার কাছে তাওবা করছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ওয়ালীদ ওয়াস-সাফী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٣٩٨-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْتَبْعَثُ عِبَادَكَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩৯৮. ইব্‌ন আবূ উমার (র)... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিদ্রায় যেতে ইচ্ছা করতেন তখন মাথার নীচে তাঁর হাত রাখতেন এবং বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْتَبْعَثُ عِبَادَكَ.

হে আল্লাহ্! যেদিন তোমার বান্দাদের একত্রিত করবে অথবা বলেছেন তাদের উঠাবে, সেই দিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِيْنَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ ثُمَّ يَقُوْلُ : رب قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا .

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَرَجُلٌ اٰخَرُ عَنِ الْبَرَاءِ .

وَرَوَاهُ شُرَيْكٌ اِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْبَرَاءِ وَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

৩৩৯৯. আবূ কুরায়ব (র)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নিদ্রার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত বালিশরূপে বানিয়ে নিতেন এবং বলতেন ঃ

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. — প্রতিপালক! যেদিন তোমার বান্দাদের উঠাবে সে দিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবে।

হাদীসটি হাসান এ সূত্রে গারীব।

ছাওরী (র) এই হাদীসটি আবূ ইসহাক-বারা' (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতদুভয়ের মাঝে অন্য কারো নাম তিনি উল্লেখ করেন নি।

শু'বা (র) এটি আবূ ইসহাক-আবূ উবায়দা ও জনৈক ব্যক্তি — বারা' (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল (র) এটি আবূ ইসহাক-আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ-বারা' (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ ইসহাক-উবায়দা-আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٠٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنِ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ نَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُ نَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُوْلَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ وَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ ، وَ أَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ ، اَقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِى مِنَ الْفَقْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৪০০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শয্যাগ্রহণের সময় (নিম্নের) এই দু'আটি পড়তে নির্দেশ দিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ وَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ ، وَ أَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ ، اَقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِى مِنَ الْفَقْرِ.

হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলীর প্রভু, যমীনসমূহের প্রভু, আমাদের এবং প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক, বীজ ও দানার উদ্গাতা, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, তোমারই কাছে পানাহ চাই প্রতিটি মন্দ বস্তুর ক্ষতি থেকে। সে নিয়ন্ত্রণ তোমারই হাতে। তুমিই প্রথম, তোমার আগে কিছুই নেই, তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে আর কিছুই নেই, তুমিই জাহির, তোমার উর্ধ্বে কিছুই নেই, তুমিই গুপ্ত তোমার চাইতে অতি গুপ্ত কিছুই নেই। তুমি পরিশোধ করে দাও আমার ঋণ, আর তুমি আমাকে অভাবমুক্ত কর।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٠١–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ :بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِي وَاَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ عَائِشَةَ . قَالَ : حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩৪০১. ইব্‌ন আবূ উমার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি বিছানা থেকে উঠে এবং পরে আবার ফিরে আসে তবে তহবন্দের এক কিনার দিয়ে সে যেন তিনবার ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না, সে চলে যাওয়ার পর কি পড়ে আছে পিছনে। তারপর যখন সে শোবে, তখন যেন সে বলে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

তোমার নামেই হে রব্ব! আমার পার্শ্বদেশ আমি রাখছি, তোমার নামেই তা উঠাব। তুমি যদি আটকিয়ে রাখ আমার প্রাণ, তবে রহম কর এর প্রতি; আর যদি ছেড়ে দাও তা, তবে হেফাজত কর এবং যেভাবে হেফাজত কর তোমার নেক বান্দাদের। আর যখন সে জাগবে, তখন যেন সে বলে ঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَى رُوْحِي وَاَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমার দেহের সুস্থতা রক্ষা করেছেন। আমার রূহ আমার কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর যিকরের অনুমতি আমাকে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জাবির, আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

بَابُ : مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ عِنْدَ الْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ শোয়ার সময় কুরআন থেকে কিছু পাঠ করা

٣٤٠٢–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَقَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ

أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

৩৪০২. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রতি রাতেই যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন তখন তাঁর দুই অঞ্জলী একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন। সে সময় কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল-ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন-নাস পাঠ করতেন। তারপর উভয় হাতে যথাসম্ভব দেহে মাসেহ করতেন, মাথা, চেহারা এবং শরীরের সামনের দিক থেকে তিনি তা শুরু করতেন। এ ভাবে তিনি তিনবার করতেন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

بَابٌ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُوْلُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي قَالَ : اِقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

قَالَ شُعْبَةُ: أَحْيَانًا يَقُوْلُ مَرَّةً وَ أَحْيَانًا لاَ يَقُوْلُهَا

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ . أَخْبَرَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَرَوَى زُهَيْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَهٰذَا أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ .

وَقَدِ اضْطَرَبَ أَصْحَابُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ، قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ أَخُوْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ.

৩৪০৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... ফারওয়া ইব্‌ন নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আমার শয্যাগ্রহণের সময় বলতে পারি।

তিনি বললেন ঃ 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' সূরাটি পাঠ করবে। কেননা এটি হল শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।

শু'বা (র) বলেন ঃ রাবী আবূ ইসহাক (র) কখনও কখনও 'একবার' শব্দটির উল্লেখ করেছেন, আর কখনও তা উল্লেখ করেন নি।

মূসা ইব্ন হিযাম (র)... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল তাঁর পিতা নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। এরপর রাবী পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ।

যুহায়র (র) এ হাদীসটি আবূ ইসহাক-ফারওয়া ইব্ন নাওফাল — তাঁর পিতা নাওফাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি শু'বা (র)-এর তুলনায় অধিক সামঞ্জস্যশীল ও অধিকতর সাহীহ।

আবূ ইসহাক (র)-এর শাগরিদগণ এ হাদীসটির সনদে ইযতিরাব করেছেন। অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইব্ন নাওফাল (র)-ও এটি তাঁর পিতা নাওফাল (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই আবদুর রহমান (র) হলেন ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (রা)-এর ভাই।

٣٤٠٤–حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ وَ تَبَارَكَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰكَذَا رَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَرَوَى زُهَيْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ ، إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ صَفْوَانَ أَوِ ابْنِ صَفْوَانَ.

وَرَوَى شَبَابَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَ حَدِيْثِ لَيْثٍ .

৩৪০৪. হিশাম ইব্ন ইউনুস আল-কূফী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তানযীল আস-সাজদা ও তাবারাক সূরাদ্বয় পাঠ না করে ঘুমাতেন না।

ছাওরী প্রমুখ (র) এ হাদীসটি লায়ছ-আবুয-যুবায়র—জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যুহায়র (র) আবুয-যুবায়র (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করে। বলেন, আমি আবুয-যুবায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি সরাসরি জাবির (রা) থেকে হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি সরাসরি জাবির (রা) থেকে এটি শুনি নাই। আমি সাফওয়ান কিংবা ইব্নুস সাফওয়ান (র) থেকে শুনেছি।

শাবাবা (র) এটিকে মুগীরা ইব্ন মুসলিম-আবুয-যুবায়র—জাবির (রা) থেকে লায়ছ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٠٥–حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الزُّمَرَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : أَبُولُبَابَةَ هٰذَا اسْمُهُ مَرْوَانُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَسَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ .

৩৪০৫. সালিহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সূরা আয-যুমার ও বানী ইসরাঈল পাঠ না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র) বলেন ঃ আবূ লুবাবা (র)-এর নাম হল মারওয়ান, যিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ (র)-এর মাওলা। আর তিনি আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তার নিকট থেকে হাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) হাদীস শুনেছেন।

٣٤٠٦–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ وَ يَقُولُ: فِيهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ.

قَالَ :هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪০৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আল মুসাব্বিহাত সূরাগুলো পাঠ না করে ঘুমাতেন না। আর তিনি বলতেন ঃ এগুলোতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত থেকেও শ্রেষ্ঠ।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٠٧–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ : قَالَ صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ مَاكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ . وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، قَالَ : وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلاَّ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ مَلَكًا فَلاَيَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَ أَبُو الْعَلَاءِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الشِّخِّيْرِ .

৩৪০৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... বানূ হানযালার জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এক সফরে শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের যা পাঠ করতে শিখাতেন আমি কি তা তোমাকে শিখাব? তা হল ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَأَسْئَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا ، وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ .

হে আল্লাহ্! আমি চাই তোমার কাছে দীনী বিষয়ে অবিচলতা, আর চাই তোমার কাছে হেদায়াতের উপর দৃঢ় সংকল্পতা, আমি যাঞ্চা করি তোমার কাছে নিয়ামতসমূহের শুকরগুযারী এবং তোমার উত্তম ইবাদত আর প্রার্থনা করি তোমার কাছে সত্যবাদী যবান, কলুষমুক্ত অন্তর। পানাহ চাই তোমার কাছে তুমি যা জান সে সব বিষয়ের মন্দ থেকে। আর চাই তোমার কাছে তুমি যা জান সে সব কিছুর কল্যাণ। ক্ষমা চাই তোমার কাছে সে সব পাপের যা তুমি জান। তুমিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

তিনি আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিম যখন শয্যা গ্রহণ করে আর সে আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন সূরা পাঠ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। ফলে যে সময়ই সে জাগ্রত হোক না কেন, কষ্টদায়ক কোন জিনিস তার কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

এ হাদীসটিকে এ সূত্রেই কেবল আমরা জানি। রাবী আবুল 'আলা (র)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখখীর।

بَابُ : مَاجَاءَ فِى التَّسْبِيْحِ وَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ عِنْدَ الْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ শয়নকালে সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠ করা

٣٤٠٨-حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَكَتْ إِلَى فَاطِمَةَ مَجَلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِيْنِ ، فَقُلْتُ : لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً ، فَقَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا تَقُوْلاَنِ ثَلاَثًا وَ ثَلاَثِيْنَ وَ ثَلاَثًا ثَلاَثِيْنَ وَأَرْبَعاً وَثَلاَثِيْنَ مِنْ تَحْمِيْدٍ وَ تَسْبِيْحٍ ، وَتَكْبِيْرٍ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ .

৩৪০৮. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহইয়া বাসরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা (রা) আমার কাছে আটা পেষার দরুন তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ করলেন। আমি বললাম ঃ তোমার পিতার কাছে গিয়ে যদি একটা খাদেমের আবদার জানাতে।

তিনি ﷺ বললেন ঃ তোমাদের জন্য কি খাদেমের চেয়ে উত্তম কিছু বলব না? (তা হল ঃ) তোমরা যখন তোমাদের শয্যা গ্রহণ করবে, তখন পাঠ করবে তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার।

এ হাদীসটিতে আরও বর্ণনা রয়েছে।

ইবন আওন (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

এটি আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٣٤٠٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُوْ مَجَلاً بِيَدَيْهَا فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيْحِ وَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ

৩৪০৯. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা (রা) তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠের নির্দেশ দিলেন।

بَابٌ مِنْهُ

এ বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤١٠-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَلاَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا . قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ ، قَالَ ، فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَ تُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَيْ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ ؟ قَالُوْا : فَكَيْفَ لاَ يُحْصِيْهِمَا ، قَالَ : يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَنْتَقِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ وَيَأْتِيْهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ هٰذَا الْحَدِيْثَ . وَرَوَى الْأَعْمَشُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

السَّائِبِ مُخْتَصَرًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

৩৪১০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এমন দুটো অভ্যাস রয়েছে যদি কোন মুসলিম সে দুটো আয়ত্ত করতে পারে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবে। জেনে রাখ, এ দুটো অভ্যাস খুবই সহজ কিন্তু এ অনুসারে আমলকারীর সংখ্যা খুবই কম। প্রত্যেক সালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ্, দশবার আলহামদু লিল্লাহ্ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাতের সাহায্যে তা গণনা করতে দেখেছি।

নবী ﷺ বলেন ঃ যবানে তো মোট হয় একশত পঞ্চাশবার কিন্তু মীযানের পাল্লায় হবে এক হাজার পাঁচশতবার।

আর যখন শয্যাগ্রহণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠ করবে একশতবার। এ যবানে তো হল একশ' কিন্তু মীযানের পাল্লায় হবে হাজার।

তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে রাত-দিনে দুই হাজার পাঁচশ' গুনাহ্ করে!

সাহাবীগণ বললেন ঃ আমরা এ দুটো অভ্যাস কেন আয়ত্ত করতে পারব না?

নবীজী বললেন ঃ তোমাদের একজন যখন সালাতে থাকে, তখন শয়তান আসে আর তাকে বলতে থাকে, এটা মনে কর, ওটা মনে কর। এমন কি সে সালাত শেষ করে ফেলে। হয়ত সে কারণে সে তা আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে তার শয্যাগ্রহণের সময় সে আসে এবং তাকে ঘুম পাড়াতে থাকে। শেষে সে ঘুমিয়ে যায়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

শু'বা ও ছাওরী (র) এই হাদীসটি আতা ইব্‌নুস সাইব (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ (র)-ও এটি আতা ইব্‌নুস সাইব (র) থেকে সংক্ষিপ্তাকারে রিওয়ায়াত করেছেন।

এই বিষয়ে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, আনাস ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤١١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

৩৪১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আঙ্গুলের নিচে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।

আ'মাশ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٤١٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ الْكُوفِي. حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ، تُسَبِّحُ اللّٰهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ ، وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِيْنَ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِي ثِقَةٌ حَافِظٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ فَرَفَعَهُ.

৩৪১২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সামুরা আহমাসী আল-কূফী (র)... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (সালাত) পরবর্তী এমন কতগুলো কালিমা আছে যে ব্যক্তি এগুলো পাঠ করলে, সে বিফল হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

হাদীসটি হাসান। বর্ণনাকারী আমর ইব্‌ন কায়স মুলাঈ আস্থাযোগ্য ও হাফিযুল হাদীস।

শু'বা (র) এই হাদীসটি হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে মারফু' করেন নি। মানসূর ইব্‌ন মু'তামির (র) এটি হাকাম (র) থেকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٤١٣–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَ نَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ. قَالَ : فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدُوا اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِيْنَ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: افْعَلُوا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

৩৪১৩. ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ (র)... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি স্বপ্নে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ্ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ্ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়তে? বললেন ঃ হ্যাঁ। বললেন ঃ পঁচিশবার পড় এবং তৎসঙ্গে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়। পরদিন বিষয়টি নবী ﷺ এর সামনে বলা হলে তিনি বললেন ঃ কর।

হাদীসটি সাহীহ।

بَابُ : مَاجَاءَ فِى الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম থেকে জেগে কি দু'আ পড়বে

٣٤١٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى رِزْمَةَ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِى عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ : حَدَّثَنِى جُنَادَةُ ابْنُ أَبِى أُمَيَّةَ. حَدَّثَنِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَبِّ اغْفِرْلِى ، أَوْقَالَ : ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ ، فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَأَ، ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৪১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ রিযমা (র)... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে বলে ঃ

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ . لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব, তাঁরই সব তারীফ, তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ সব ত্রুটি থেকে পবিত্র, আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা, আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া, আল্লাহ্ মহান; নেই কোন গতি আর না কোন শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া।

এরপর সে বলে ঃ হে আমার রব্ব! মাফ করে দাও আমাকে অথবা তিনি বলেছেন ঃ তারপর দু'আ করে, তবে তার দু'আ কবূল করা হবে। আর তার সংকল্প যদি দৃঢ় হয় এবং উযূ করে কিছু সালাত আদায় করে, তবে তার সালাতও কবূল করা হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٤١٥-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : كَانَ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ وَ يُسَبِّحُ مِائَةَ أَلْفِ تَسْبِيْحَةٍ.

৩৪১৫. আলী ইব্‌ন হুজর বলেন, মাসলামা ইব্‌ন আমর বর্ণনা করেছেন যে উমায়র ইব্‌ন হানী (র) প্রতি দিন এক হাজার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং এক লক্ষবার তাসবীহ পাঠ করতেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤١٦-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ . قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْاَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأُعْطِيْهِ وَضُوْءَهُ فَأَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَأَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৪১৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... রাবীআ ইব্‌ন কা'ব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর দরজার পার্শ্বে রাত অতিবাহিত করতাম। তাঁর উযূর পানি আমি দিতাম। রাতের অনেকক্ষণ আমি শুনতাম, তিনি বলছেন ঃ সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাতের বহুক্ষণ শুনতাম তিনি বলছেন ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤١٧-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ. الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَاىَ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَاىَ نَفْسِىْ بَعْدَ ما أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৪১৭. উমার ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুজালিদ ইব্‌ন সাঈদ হামদানী (র)... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শুতে ইচ্ছা করতেন তখন পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَى — হে আল্লাহ্! তোমার নামে ঘুমাই আবার জীবিত হই।

আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন তিনি বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَى نَفْسِىْ بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

সব তারীফ আল্লাহ্‌র, যিনি আমার প্রাণ যিন্দা করেছেন নিদ্রারূপ মৃত্যু দানের পর। আর তাঁরই দিকে তো আমাদের উত্থান।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلاَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ রাতে সালাতের জন্য দাঁড়ালে কী পাঠ করবে?

٣٤١٨–حَدَّثَنَا الاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، إِنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ، اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، إِنَّكَ إِلٰهِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪১৮. আনসারী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মধ্যরাতে সালাতের জন্য উঠে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، إِنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَامُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ، اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، إِنَّكَ إِلٰهِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! তোমারই সব তারীফ, তুমিই আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর নূর, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নিয়ন্তা, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতে যা কিছু আছে, সবারই রব্ব। তুমিই তো সত্য, তোমার ওয়াদা তো সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! তোমার জন্যই আত্মসমর্পিত আমি, তোমার উপরই ঈমান রাখি, তোমার উপরই করি ভরসা, তোমার দিকে মনোযোগী হই, তোমার বিষয়ে বিবাদ করি, তোমাকেই হাকিম মানি। ক্ষমা করে দাও যা আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই তো আমার মা'বূদ। কোন ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤١٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ابْنَ أَبِى لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى لَيْلٰى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِىٍّ هُوَ ابْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْاَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِى، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِى، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِى وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِىْ ، وَتَرْفَعُ بِهَاشَاهِدِى ، وَتُزَكِّى بِهَا عَمَلِى وَتُلْهِمُنِى بِهَا رُشْدِىْ ، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِى ، وَتَعْصِمُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِى إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْاَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِى وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِى وَضَعُفَ عَمَلِى افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَأَسْاَلُكَ يَاقَاضِىَ الْاُمُوْرِ وَيَاشَافِى الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ أَنْ تُجِيْرَنِى مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ . اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِى وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِى مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّى أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْاَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ،أَسْاَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَاتُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ ، سِلْمًا لِاَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِاَعْدَائِكَ ، مُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِى بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ . اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ ، وَهٰذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِى نُوْرًا فِى قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِى قَبْرِىْ، وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِى ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِى ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِى ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِى ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِى وَنُوْرًا فِى سَمْعِى ، وَنُوْرًا فِى بَصَرِىْ ، وَنُوْرًا فِى شَعْرِى وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ ، وَنُوْرًا فِى لَحْمِىْ ، وَنُوْرًا فِى دَمِى ، وَنُوْرًا فِى عِظَامِى . اَللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا ، وَأَعْطِنِىْ نُوْرًا ، وَاجْعَلْ لِى نُوْرًا ، سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ ، سُبْحَانَ الَّذِى لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ ، سُبْحَانَ الَّذِى لَايَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ إِلَّالَهُ ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِى لَيْلٰى الاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِطُوْلِهِ.

৩৪১৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে যখন ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে বলতে শুনেছি :

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِى، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِى، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِى وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِى، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِى، وَتُزَكِّى بِهَا عَمَلِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رَشَدِى، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِى، وَتَعْصِمُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِى إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِى وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِى وَضَعُفَ عَمَلِى افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَاقَاضِىَ الْأُمُوْرِ وَيَاشَافِىَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ أَنْ تُجِيْرَنِى مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ. اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِى وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِى وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِى مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّى أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ، سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ. اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ، وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِى قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِى قَبْرِى، وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَى، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِى، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِى، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِى، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِى، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِى وَنُوْرًا فِى سَمْعِى، وَنُوْرًا فِى بَصَرِى، وَنُوْرًا فِى شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِى بَشَرِىْ، وَنُوْرًا فِى لَحْمِى، وَنُوْرًا فِى دَمِى، وَنُوْرًا فِى عِظَامِى. اَللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا، وَأَعْطِنِى نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ،

سُبْحَانَ الَّذِى لَايَنْبَغِى التَّسْبِيحُ إِلَّالَهُ ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

হে আল্লাহ্! আমি যাঞ্ছা করি তোমার কাছে তোমার পক্ষ থেকে রহমত যদ্দারা হেদায়াত করবে তুমি আমার হৃদয়কে, একত্রিত করবে আমার বিষয়াদি, সমন্বিত করে দিবে আমার সব বিক্ষিপ্ততা, ঠিক করে দিবে আমার দৃষ্টির আড়ালে যা আছে তা, সমুচ্চ করে দিবে আমার সমক্ষে যা আছে তা, সংশোধন করে দিবে আমার আমল, ইলহাম করবে আমার হেদায়াত, ফিরিয়ে দিবে আমার প্রিয় সব বস্তু আর হেফাজত করবে আমাকে সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দাও ঈমান, দাও প্রত্যয় যার পর কুফরীর কোন স্পর্শও থাকবে না আর। দাও তুমি রহমত যদ্দারা পাই আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার প্রদত্ত সম্মানের সুউচ্চ আসন। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা করি ফায়সালায় সফলকামিতা, শহীদগণের মানযিল, সৌভাগ্যশীলদের জীবন, শত্রুদের উপর সাহায্য। হে আল্লাহ্! আমার সব হাজত নিয়ে নেমেছি তোমারই দরবারে যদিও ত্রুটিময় আমার প্রয়াস, ক্ষীণ আমার আমল। তোমার রহমত ও দয়ারই মুখাপেক্ষী আমি। তাই চাই তোমারই কাছে হে সকল বিষয়ের সম্পাদনকারী! হে হৃদয়ের শেফাদানকারী! যেমন সমুদ্রের মাঝে পরস্পর আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছ তুমি, তেমনি তুমি আমাকে আশ্রয় দাও জাহান্নামের আযাব থেকে, ধ্বংসকে আহ্বান জানানোর মত পরিণাম থেকে, কবরের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ্! আমার প্রয়াস ও সাধনার যে ত্রুটি, আমার নিয়্যাত তো ইখলাসের সেই স্তরে পারেনি পৌঁছাতে আমার প্রার্থনাও তো পারেনি সে স্তরে পৌঁছতে, তবুও দাও তুমি সব কল্যাণ যার ওয়াদা তুমি করেছ তোমার কোন সৃষ্টির সাথে — বা সেই কল্যাণ যা দিয়েছো তোমার বান্দাদের কাউকে। আমি এই বিষয়ে তোমারই সাতিশয় আগ্রহী। হে রাব্বুল আলামীন! তোমার রহমতের ওয়াসীলায়ই চাই তোমারই কাছে। হে আল্লাহ্! সুদৃঢ় রজ্জুর অধিকারী যিনি, সঠিক বিধানের মালিক যিনি, তোমার কাছেই চাই প্রতিশ্রুত দিনের ভয়াবহ হুমকি থেকে নিরাপত্তা, চাই অনন্ত দিনের জান্নাত তাদের সাথে, যারা নৈকট্যের অধিকারী তোমার দরবারে; যারা সব সময় সমুপস্থিত, বেশী রুকূ ও সিজদাবনত এবং চুক্তিপূরণকারী যারা। তুমিই তো দয়ালু প্রেমময়। তুমিই কর যা তোমার অভিপ্রায় তাই। হে আল্লাহ্! তুমি বানাও আমাদের হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা পথভ্রষ্টও নয় এবং পথ ভ্রষ্টকারীও নয় তোমার ওলীদের সঙ্গে আপসকারী ও তোমার দুশমনদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীরূপে।

তোমারই ভালবাসায় আমরা ভালবাসি তাদের, যারা ভালবাসে তোমাকে। তোমার শত্রুতার কারণেই আমরা শত্রুতা পোষণ করি তাদের প্রতি, যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। হে আল্লাহ্! এ তো প্রার্থনা তোমার দরবারে আর তোমার বিষয় হল তা কবূল করা।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে নূর দাও আমার হৃদয়ে, নূর দাও আমার কবরে, নূর দাও আমার সামনে, নূর দাও আমার পিছনে, নূর দাও আমার ডানে, নূর দাও আমার বামে, নূর দাও আমার উপরে, নূর দাও আমার নীচে, নূর দাও আমার কানে, নূর দাও আমার চোখে, নূর দাও আমার লোমে লোমে, নূর দাও আমার চামড়ায়, নূর দাও আমার গোশতে, নূর দাও আমার রক্তে, নূর দাও আমার সব হাড়ে। হে আল্লাহ্! আমার নূর করে দাও সুমহান, দাও আমাকে নূর। আমার জন্য দাও নূর।

পবিত্র তিনি, যিনি বেষ্টন করেছেন ইযযতের চাদর আর নিজের জন্যই খাস করে নিয়েছেন তা। মহাপবিত্র তিনি, যিনি মর্যাদার পোশাক করেছেন পরিধান এবং তদ্দারা অনুগ্রহিত করছেন বান্দাদের। পবিত্র তিনি, যিনি ছাড়া আর কারো জন্য সব দোষ-ত্রুটি পবিত্রতা নয় শোভন। পবিত্র তিনি, অনুগ্রহ নিয়ামতের

অধিকারী যিনি। পবিত্র তিনি, সম্মান ও দয়ার অধিকারী যিনি। পবিত্র তিনি, প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী যিনি।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া ইব্‌ন আবূ লায়লা-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

শু'বা ও সুফয়ান ছাওরী (র) সালামা ইব্‌ন কুহায়ল-কুরায়ব-ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটির কিছু বর্ণনা করেছেন। তবে এত দীর্ঘ করে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন নি।

بَابُ : مَاجَاءَ فِى الدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ: রাতের সালাত শুরুকালের দু'আ

٣٤٢٠–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ. قَالَ حَدَّثَنِى أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : بِأَى شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَ إِسْرَافِيْلَ ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ، اهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৪২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা প্রমুখ (র)... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতেন তখন কী পাঠ করে তাঁর সালাত শুরু করতেন?

তিনি বললেন ঃ তিনি রাতে যখন উঠতেন তখন তাঁর সালাত শুরু করতে গিয়ে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ إِسْرَافِيْلَ ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ، اِهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

হে আল্লাহ্! জিবরীল, মিকাইল ও ইসরাফীলের রব্ব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তুমিই তো তোমার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা দিবে তাতে, যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। হক নিয়ে যে মতবিরোধিতা করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে তোমার অনুমতিক্রমে তুমি আমাদের সত্য-ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করো। তুমি তো অবশ্যই আছ সীরাতে মুস্তাকীমে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٢١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ .اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا إِنْتَ، إِنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَايَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لَايَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا إِنْتَ ، اٰمَنْتُ بِكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَإِذَا رَكَعَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَمِلْءَ مَابَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ . فَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ ، لَكَ أَسْلَمْتُ . سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ يَكُونُ اٰخِرَمَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنْتُ وَمَاأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَاإِلٰهَ إِلَّاأَنْتَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবুশ্‌ শাওয়ারিব (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ .اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا إِنْتَ، إِنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَايَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لَايَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا إِنْتَ ، اٰمَنْتُ بِكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

আমি ফিরিয়ে রাখলাম আমার মুখ সেই সত্তার দিকেই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী একনিষ্ঠভাবে। আর আমি তো নই মুশরিকদের একজন। আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর শরীক নাই কেউ। এই বিষয়েই আমি নির্দেশিত। আর আমি তো মুসলিমদেরই একজন। হে আল্লাহ্! তুমিই তো আধিপতি, নেই ইলাহ্ তুমি ছাড়া। তুমিই তো আমার প্রভু, আমি তো তোমার দাস। আমি যুলুম করেছি আমার উপর। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। মাফ করে দাও আমাকে, আমার পাপরাশি সবই। গুনাহ্ তো মাফ করতে পারে না কেউ তুমি ছাড়া। হেদায়াত দাও আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের। সুন্দরতম আখলাকের পথ-নির্দেশনা করতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। আমার থেকে তুমি ফিরিয়ে রাখ মন্দ চরিত্রসমূহ। মন্দ চরিত্র থেকে ফিরাতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। ঈমান এনেছি তোমার উপর। বরকতময় তুমি, সমুচ্চ তুমি, তোমার কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করি আর তোমার দিকেই ফিরে আসি।

তিনি যখন রুকূতে যেতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي

হে আল্লাহ্! তোমার জন্যই আমি রুকূ করছি। তোমারই উপর এনেছি ঈমান, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত, বিনয়াবনত তোমার জন্য আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড়, আমার শিরা-উপশিরা সবই।

রুকূ থেকে মাথা তুলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ

হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব্ব! তোমারই জন্য এত প্রশংসা যাতে আকাশমণ্ডলী ও যমীনসমূহ এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা এবং তুমি যা কিছু চাও সবই হয়ে যায় ভরপুর।

যখন সিজদা দিতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ . سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য আমি সিজদাবনত, তোমারই উপর এনেছি ঈমান, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। আমার চেহারা সিজদারত সেই সত্তার উদ্দেশ্যে — যিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকৃতি দিয়েছেন তার এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন কান ও চোখ। কত বরকতময় আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

এরপর সর্বশেষে তাশাহহুদ ও সালামের মাঝে যা বলতেন তা হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমাকে যা আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি, আর যা সম্পর্কে তুমিই ভাল জান আমার চেয়েও। তুমিই সর্বাগ্রে, তুমিই সর্ব পশ্চাতে, নেই ইলাহ্ তুমি ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٢٢-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلاَّلُ - حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ وَيُوْسُفَ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ : حَدَّثَنِى عَمِّى . وَ قَالَ يُوْسُفُ : اَخْبَرَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ :وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا اَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّى وَاَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى ، فَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِى جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِى لِاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَيَهْدِى لِاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا اِلاَّ أَنْتَ . لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ ، اَنَا بِكَ وَ إِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ . فَإِذَا رَكَعَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَعِظَامِى وَ عَصَبِى ، فَإِذَا رَفَعَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاءِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْاءَ بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ، فَإِذَا سَجَدَ قَالَ :(اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ . ثُمَّ يَقُوْلُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ التَّسْلِمِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَإِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৪২২. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُم أَنْتَ الْمَلِكُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّى وَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى ، فَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِى جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِى لِاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَيَهْدِى لِاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّهَا اِلاَّ أَنْتَ . لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ ، اَنَا بِكَ وَ إِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

যখন রুকূ করতেন, তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبَصَرِىْ وَعِظَامِى وَ عَصَبِى

আর যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَءَ السَّمَاءِ وَمِلْاَءَ الْاَرْضِ وَمِلْاَءَ بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ

যখন সিজদা করতেন, তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

পরে তিনি তাশহহূদ ও সালামের মাঝে সব শেষে যা বলতেন, তা হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٢٣-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ . حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، وَلَايَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِّنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَاِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ فَكَبَّرَ ، وَيَقُوْلُ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ : وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلَاتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِى جَمِيْعًا إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِى لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِى لِاَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لَايَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَ أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ ، لَامَنْجَا مِنْكَ وَلَا مَلْجَا إِلَّا إِلَيْكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ثُمَّ يَقْرَأُ ،

فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامَهُ فِي رُكُوْعِهِ أَنْ يَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ ، خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُوْدِهِ : اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّيْ ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ، وَ يَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَ أَنْتَ إِلٰهِي لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ اَصْحَابِنَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ يَقُوْلُ هٰذَا فِيْ صَلٰوةِ التَّطَوُّعِ وَ لَا يَقُوْلُ فِي الْمَكْتُوْبَةِ. يَقُوْلُ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ يَقُوْلُ ، وَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ : هٰذَا عِنْدَنَا مِثْلُ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ.

৩৪২৩. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফরয সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন কাঁধ বরাবর তাঁর দুই হাত উঠাতেন। কিরাআত শেষ করে যখন রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তদ্রূপ করতেন, রুকূ' থেকে যখন মাথা উঠাতেন তখনও এইরূপ করতেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি তাঁর সালাতে হাত উঠাতেন না। যখন দুই সিজদা করে দাঁড়াতেন তখনও তিনি তাঁর দুই হাত সেভাবে উঠাতেন এবং আল্লাহু আকবার বলতেন। তাকবীরের পর যখন সালাত শুরু করতেন তখন পড়তেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّاأَنْتَ ، وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَايَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّاأَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ ، وَلَامَنْجَا وَلَا مَلْجَا إِلَّا إِلَيْكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ

এরপর তিনি কিরাআত করতেন। আর যখন তিনি রুকূ করতেন তখন তাতে তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَمْ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ ، خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

রুকূ' থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন বলতেন ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ،

এরপর বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর সিজদায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

সালাত শেষ করা কালে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَأَنْتَ إِلٰهِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র)-এবং আমাদের কোন কোন ইমাম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কূফাবাসী এবং অপরাপর কোন কোন আলিম বলেন ঃ এ দু'আগুলো নফল সালাতের মধ্যে পাঠ করবে, ফরযের মধ্যে পাঠ করবে না।

আবূ ইসমাঈল তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, আমি সুলায়মান ইব্ন দাউদ হাশিমী (র)-কে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলতে শুনেছি ঃ এই হাদীসটির সনদ আমাদের কাছে যুহরী-সালিম — তাঁর পিতা ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ (সবচে' নির্ভরযোগ্য) সনদ।

بَابُ : مَا يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

পরিচ্ছেদ ঃ সিজদা-এ তিলাওয়াতে কি বলা হবে

٣٤٢٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنُ خُنَيْسٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ:أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا ، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِي جَدُّكَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَ الرَّجُلُ مِنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ.

৩৪২৪. কুতায়বা (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। তখন দেখি যে, আমি যেন একটা গাছের

পিছনে সালাত আদায় করছি। আমি সিজদা করলাম, গাছটিও আমার সিজদার সাথে সিজদা করল। শুনলাম গাছটি তখন বলছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِى بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا ، وَضَعْ عَنِّى بِهَا وِزْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِى عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّى كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

হে আল্লাহ্! তুমি লিখ এর কারণে আমার জন্য তোমার কাছে ছওয়াব, এর দ্বারা আমার গুনাহ্ তুমি নিশ্চিহ্ন করে দাও। তোমার কাছে আমার জন্য এটিকে সঞ্চয় হিসাবে বানিয়ে দাও। তা আমার পক্ষ থেকে কবূল করে নাও, যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ থেকে কবূল করে নিয়েছিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পরে নবী ﷺ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং সিজদা করলেন। উক্ত বৃক্ষের যে কলিমাটি সেই ব্যক্তি বর্ণনা করেছিল, অনুরূপ দু'আ এই সিজদায় তাঁকে পাঠ করতে আমি শুনেছি।

এই হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٢٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ .حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىّ ﷺ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ : سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ بِحَوْلِه وَقُوَّتِه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৪২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন ঃ

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ بِحَوْلِه وَقُوَّتِه

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِه

পরিচ্ছেদ ঃ ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ

٣٤٢٦–حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ الْاُمَوِىُّ . حَدَّثَنَا أَبِى . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَالَ ، يَعْنِى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفِيْتَ وَ وُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৪২৬. সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ উমাবী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আটি পাঠ করে, তাকে (ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে) বলা হয় ঃ তুমি যথেষ্ট করে নিলে, বেঁচে গেলে, তোমার থেকে শয়তান দূর হয়ে গেল। দু'আটি হল ঃ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٢٧–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْنَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪২৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْنَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ اَوْنُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র উপরই করেছি ভরসা। হে আল্লাহ্! আমরা পানাহ চাই তোমারই (অনিচ্ছাবশতঃ) পদস্খলন থেকে বা পথভ্রষ্টতা থেকে বা অত্যাচার করা থেকে বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে বা মূর্খতা প্রদর্শন থেকে বা আমাদের উপর মূর্খ আচরণ হওয়া থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ السُّوْقَ

পরিচ্ছেদ ঃ বাজারে প্রবেশের দু'আ

٣٤٢٨–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ. قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي أَخِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ ، وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ قَهْرَمَانُ اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

৩৪২৮. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার তাঁর পিতা — তাঁর পিতামহ উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নোক্ত) এই দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখবেন, এক লক্ষ গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তার এক লক্ষ দরজা বুলন্দ করবেন। দু'আটি হল ঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হাদীসটি গারীব।

যুবায়র পরিবারের খাজাঞ্চী আমার ইব্‌ন দীনার (র) এই হাদীসটি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢٩–حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ قَهْرَمَانُ اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

৩৪২৯. আহমাদ ইব্‌ন আবদা আয-যাব্বী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এই দু'আ পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এক লক্ষ নেকী লিখবেন। এক লক্ষ গুনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন, দু'আটি হল ঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি এক, তাঁর শরীক নেই, তাঁরই সব সাম্রাজ্য। তাঁরই সব তারীফ। তিনি জীবিত করেন আর তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সব কল্যাণ। তিনি সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

بَابُ : مَايَقُولُ الْعَبْدُ إِذَا مَرِضَ

পরিচ্ছেদ ঃ কোন বান্দা অসুস্থ হলে সে কি পড়বে?

٣٤٣٠–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الاَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ وَ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ قَالَ :

يَقُوْلُ اللّٰه : لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنَا وَحْدِي ، وَإِذَا قَالَ: لاَإِلٰهَ إِلاَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ قَالَ اللّٰهُ : لاَإِلٰهَ إِلاَّأَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا قَالَ :لاَإِلٰهَ إِلاَاللّٰهُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّبِاللّٰهِ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَبِي . وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَهَافِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ .

قَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الاَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوِ هٰذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا .

৩৪৩০. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যখন বলে, ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া আর আল্লাহ্ মহান। তখন তার রব্ব আল্লাহ্ তা'আলা তার এই বক্তব্য সত্যায়ন করে বলেন ঃ হাঁ, আমি ছাড়া ইলাহ্ নাই আর আমি মহান। সে যখন বলে ঃ ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া তিনি তো একক। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া ইলাহ্ নেই, আমি একক। যখন সে বলে ঃ ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া ইলাহ্ নেই, আমি একক, আমার শরীক নেই।

যখন সে বলে ঃ ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। বাদশাহী তাঁরই আর তাঁরই সব তারীফ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া ইলাহ্ নেই। বাদশাহী আমারই। আমারই সব তারীফ।

যখন সে বলে ঃ ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া কারো সামর্থ্য নেই, কারো শক্তি নেই আল্লাহ্ ছাড়া।

আল্লাহ্ বলেন ঃ ইলাহ্ নেই আমি ছাড়া কারো সামর্থ্য নেই, কারো শক্তি নেই আমি ছাড়া।

নবী ﷺ আরো বলতেন ঃ কেউ যদি তার রোগশয্যায় এই কথাগুলো বলে, এরপর সে মারা যায়, তবে জাহান্নামের আগুন তাকে গ্রাস করবে না।

এই হাদীসটি হাসান।

শু'বা (র) এটিকে আবূ ইসহাক-আগার-আবূ মুসলিম-আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে শু'বা এটিকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার-মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার-শু'বা (র) সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : مَايَقُوْلُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى

পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে কি পড়বে?

٣٤٣١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً إِلاَّ عُوفِيَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ قَهْرُمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ تَفَرَّدَ بِأَحَادِيثَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ ذٰلِكَ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُسْمِعُ صَاحِبَ الْبَلَاءِ .

৩৪৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী' (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখে এই দু'আটি পাঠ করে, তবে সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত যে কোন ধরনের বিপদ হোক না কেন — আল্লাহ্ তাকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত রাখবেন। দু'আটি হল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً إِلاَّ عُوفِيَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلَاءَ .

সব তারীফ আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই বিপদ থেকে যে বিপদে তোমাকে তিনি নিপতিত করেছেন এবং তিনি তাঁর বহু সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন আমাকে।

হাদীসটি গারীব।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

যুবায়র পরিবারের খাজাঞ্চী আমর ইব্ন দীনার হলেন একজন বসরাবাসী শায়খ। তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য রাবী নন। তিনি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর থেকে একাকী কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে তা থেকে আল্লাহ্র পানাহ চাইবে। তবে মনে মনে তা বলবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তা শোনাবে না।

٣٤٣٢–حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَدِينِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ.

قَالَ أَبُوعِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৪৩২. আবূ জা'ফার সিমনানী প্রমুখ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে কেউ যদি এ দু'আটি পাঠ করে তবে তাকে এ বিপদে স্পর্শ করবে না। দু'আটি হল ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَايَقُوْلُ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

পরিচ্ছেদ ঃ মজলিস থেকে উঠে আসার সময় কী দু'আ পড়বে

٣٤٣٣–حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِى السَّفَرِ الْكُوفِى وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِى . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ جَلَسَ فِى مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَ غُفِرَلَهُ مَا كَانَ فِى مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ وَ عَائِشَةَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ إِلاَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৪৩৩. আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবূ সাফার কূফী, এঁর নাম হল আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হামদানী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন মজলিসে বসে আর তাতে সে অধিক অনর্থক কথাবার্তা বলে ফেলে, তবে মজলিস থেকে প্রস্থানের পূর্বে এই দু'আ পাঠ করলে সেই মজলিসে তার যে ত্রুটি হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া হবে। দু'আটি হল ঃ

سُبحَانَكَ اللهم وَ بِحَمدِكَ ، أشهَدُ أن لا إلهَ إلاَ أنتَ أستَغفرُكَ وَأتُوبُ اليه

এই বিষয়ে আবূ বারযা ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এই সূত্রে গারীব। সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٤٣٤–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكُوفِىُّ . حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِى عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَتَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ يُعَدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَقُومَ: رَبِّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيْبٌ.

৩৪৩৪. নাসর ইব্ন আবদুল্লাহ্ কূফী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা গণনা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বৈঠকে তা থেকে উঠবার আগেই শতবার নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

باب : مَاجَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ

পরিচ্ছেদ ঃ পেরেশানীর সময় কী দু'আ পড়বে

٣٤٣٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَإِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পেরেশানীর সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَإِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٣٦-حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِي الْمَدَنِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৪৩৬. আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী মাদীনী প্রমুখ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে যখন কোন ব্যাপারে চিন্তিত করে তুলত তখন তিনি আসমানের দিকে তাঁর মাথা তুলে বলতেন ঃ সুবহানাল্লাহিল আযীম।

আর যখন দু'আয় খুবই কাকুতি করতে থাকতেন তখন বলতেন ঃ ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুম।

হাদীসটি গারীব।

باب : مَاجَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

পরিচ্ছেদ ঃ কোন মনযিলে অবতরণের সময় কী দু'আ পড়বে

٣٤٣٧-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ الشَّامِيَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَئٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْاَشَجِّ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيثِ .

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجِّ وَ يَقُولُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُصَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ.

قَالَ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ .

৩৪৩৭. কুতায়বা (র)... খাওলা বিনত হাকীম শামিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন মনযিলে অবতরণের পর এই দু'আ পড়ে তবে পুনরায় যাত্রা না করা পর্যন্ত তাকে কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। দু'আটি হল ঃ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহ্ পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওয়াসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টসমূহ থেকে (তাঁর কাছে) পানাহ চাই।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তাঁর নিকট ইয়াকূব ইবন আশাজ্জ (র)-এর বরাতে পৌঁছেছে যে. .... এরপর তিনি উক্ত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আজলান (র) থেকেও হাদীসটি ইয়াকূব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আশাজ্জ (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) খাওলা (রা) সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে।

লায়ছ (র)-এর রিওয়ায়াতটি (৩৪৩৭ নং) ইব্‌ন আজলান (র)-এর রিওয়ায়াত থেকে অধিক সাহীহ।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিররূপে বের হওয়ার সময় কী দু'আ পড়বে

٣٤٣٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، قَالَ بِأَصْبُعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةُ بِأَصْبُعِهِ قَالَ : اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ ، وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ . اللّٰهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ .

৩৪৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আলী মুকাদ্দামী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করতেন তখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন এবং তা লম্বা করতেন। তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ ، وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ . اللّٰهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ.

হে আল্লাহ্! তুমিই সঙ্গী আমার এই সফরে আর স্থলাভিষিক্ত আমার পরিবারে। হে আল্লাহ্! তোমারই হেফাযতে তুমি আমাদের হেফাযত কর আর তোমারই যিম্মায় তুমি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো। হে আল্লাহ্! ভূমিকে আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও আর আমাদের জন্য এই সফর সহজ করে দাও। হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই তোমারই কাছে সফরের কঠোরতা থেকে এবং দুঃখিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন থেকে।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র)... শু'বা (র) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এই হাদীসটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আবূ আদী-শু'বা (র)-এর সনদ ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٤٣٩-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ .اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ. وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ : وَيُرْوَى اَلْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ أَيْضًا قَالَ : وَ مَعْنَى قَوْلِهِ اَلْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ اَوِ الْكَوْرِ وَكِلاهُمَا لَهُ وَجْه ، اِنَّمَا هُوَ الرُّجُوعِ مِنَ الاِيْمَانِ اِلَى الْكُفْرِ ، اَوْمِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا يَعْنِي الرُّجُوعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الشَرِّ.

৩৪৩৯. আহমাদ ইব্‌ন আবদা যাব্বী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন সফর করতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحَبْنَا فِي سَفَرِ نَا، وَاُخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .

হে আল্লাহ্! তুমিই সফরে আমার সঙ্গী, পরিবার-পরিজনে আমার স্থলবর্তী। হে আল্লাহ্! তুমি সঙ্গী হও আমাদের সফরে আর তুমিই স্থলবর্তী হও পরিবারে। হে আল্লাহ্! তোমারই কাছে পানাহ চাই সফরের কঠোরতা থেকে, কষ্টে নিপতিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন থেকে, আনুগত্য বন্ধনের পর তা ছিন্ন করা থেকে, মযলূমের বদ দু'আ থেকে এবং পরিবার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে মন্দ দৃশ্য অবলোকন থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। الحور-এর স্থলে الكور বর্ণিত আছে। উভয় রিওয়ায়াতেরই তাৎপর্য রয়েছে। তা হল, ঈমান গ্রহণের পর কুফরীর দিকে বা বন্দেগী গ্রহণের পর নাফরমানীর দিকে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ কোন কল্যাণময় অবস্থা থেকে অকল্যাণকর অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ سَفَرِ

পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে এসে কী দু'আ পড়বে

٣٤٤٠–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنِ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ.قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ قَالَ : اَئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَصَحُّ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

৩৪৪০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন বলতেন ঃ اَيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ছাওরী (র) এই হাদীসটি আবূ ইসহাক-বারা' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি রাবী' ইব্‌ন বারা (র)-এর উল্লেখ করেন নি। শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতটি (৩৪৪০ নং) অধিক সাহীহ।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আনাস ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٤١–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৪৪১. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন আর মদীনার প্রাচীরসমূহের দিকে যখন তাঁর দৃষ্টি পড়ত, তখন এর প্রতি ভালবাসায় তাঁর উটটিকে দ্রুত চালাতেন আর যদি ঘোড়ার উপর আরোহী হতেন তবে সেটির গতিও দ্রুততর করে দিতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

باب : مايَقُولُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَانًا

পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে বিদায় জানাতে গিয়ে কী দু'আ পড়বে

٣٤٤٢–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ السَّلَمِى الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِىِّ ﷺ ، وَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

৩৪৪২. আহমাদ ইব্‌ন আবূ উবায়দুল্লাহ্ সালীমী বাসরী (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কোন ব্যক্তিকে যখন বিদায় জানাতেন তখন নিজ হাতে তার হাত ধরতেন। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ না নিজে নবী ﷺ -এর হাত ছাড়ত, ততক্ষণ তিনি তাঁর হাত ছাড়তেন না। এই সময় তিনি বলতেন ঃ أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ

আল্লাহ্‌রই হেফাজতে হাওয়ালা করছি তোমার দীন, তোমার আমানতদারী এবং তোমার শেষ আমল।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

এটি ইব্‌ন উমার (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٣٤٤٣–حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِىُّ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَيْثَمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أُدْنُ مِنِّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ

وَأَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ.

৩৪৪৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ফাযারী (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত যে, কোন ব্যক্তি যদি সফরের ইচ্ছা করত, ইব্‌ন উমার (রা) তাকে বলতেন ঃ আমার কাছে আস, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ভাবে আমাদের বিদায় জানাতেন, আমিও তোমাকে সে ভাবে বিদায় জানাই। এরপর তিনি বলতেন ঃ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ-

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র রিওয়ায়াত হিসেবে এই সূত্রে এটি গারীব।

باب مِنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٤٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا سَيَّارٌ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي . قَالَ : زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى . قَالَ: زِدْنِي . قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ . قَالَ : زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . قَالَ : وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৪৪৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পাথেয় হিসাবে তাকওয়া দান করুন।

লোকটি বলল ঃ আরও কিছু বাড়িয়ে দান করুন।

তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহ্‌র মাগফিরাত দান করুন।

লোকটি বলল ঃ আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, আরো বৃদ্ধি করুন।

তিনি বললেন ঃ যেখানেই তুমি থাক না কেন, তোমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণ সহজলভ্য করে দিন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

باب مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ

٣٤٤٥-حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِي. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ .قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي .

قَالَ : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৩৪৪৫. মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী কূফী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সফরের ইরাদা করেছি, আমাকে কিছু নসীহত করুন।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করবে। প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তার জন্য দূরত্ব হ্রাস করে দিন এবং তার জন্য সফর সহজ করে দিন।

হাদীসটি হাসান।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً
পরিচ্ছেদ ঃ সওয়ারীতে আরোহণের সময় কী দু'আ পড়বে

٣٤٤٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ . قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৪৬. কুতায়বা (র)... আলী ইব্ন রাবীআ (র) থেকে বর্ণিত, আমি আলী (রা)-এর কাছে হাযির ছিলাম। তখন আরোহণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে একটি সওয়ারী আনা হল। তারপর যখন তিনি তাঁর পা রেকাবে রাখলেন তখন বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ্, এরপর যখন তার পীঠে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ্, পরে বললেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

পবিত্র মহান তিনি যিনি এদের আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদের বশীভূত করতে। আমরা আমাদের রব্বের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

এরপর তিনি তিনবার আলহামদু লিল্লাহ্ বললেন। এরপর বললেন ঃ

سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

এরপরে তিনি হাসলেন। আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন। কী কারণে আপনি হাসলেন?

তিনি বললেন ঃ আমি যেরূপ করলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কেও সেরূপ করার পর হাসতে দেখেছি। আমি তখন তাঁকে বললাম ঃ কী কারণে হাসলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি বললেন ঃ তোমার রব্ব তাঁর সে বান্দার প্রতি অত্যন্ত খুশী হন যখন সে বলে ঃ হে আমার রব্ব! মাফ করে দাও আমার গুনাহ্সমূহ, তুমি ছাড়া আর কেউ তো গুনাহ্ মাফ করার নেই।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٤٧-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ اِبْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلاَثًا وَيَقُولُ (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) ثُمَّ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هٰذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيرَ وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ : اَللّٰهُمَّ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِ نَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا . و كَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ : اَيِبُونَ اِنْ شَاءَ اللهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৪৪৭. সুওয়ায়াদ ইব্ন নাসর (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সফর করতেন তখন সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, পরে বলতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

এরপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هٰذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيرَ وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ : اَللّٰهُمَّ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِ نَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا

হে আল্লাহ্! আমার এই সফরে এমন নেকী, তাকওয়া ও আমল প্রার্থনা করি যার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে আল্লাহ্! সহজ করে দাও আমাদের প্রতি এই সফর। সংকুচিত করে দাও আমাদের জন্যে যমীনের দূরত্ব।

হে আল্লাহ্! তুমিই আমার সফরের সাথী আর পরিজনদের মাঝে স্থলবর্তী। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরে তুমি আমাদের সঙ্গী হও আর আমাদের পরিজনদের মধ্যে আমাদের স্থলবর্তী হও।

আর যখন তিনি পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে আসতেন, বলতেন ঃ

آئِبُونَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

হাদীসটি হাসান।

باب

পরিচ্ছেদ

٣٤٤٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَا دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَزَادَ فِيهِ : مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ هٰذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنُ وَلاَنَعْرِفُ اُسْمَهُ.

৩৪৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি দু'আ মকবূল ঃ মাযলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ, সন্তানের জন্য তার পিতার দু'আ।

আলী ইব্‌ন হুজর (র)... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাছীর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে ঃ এগুলো মকবূল হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীসটি হাসান।

এই আবূ জা'ফার হলেন তিনি, যাঁর বরাতে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর রিওয়ায়াত করে থাকেন। তাঁকে আবূ জা'ফার মুআযযিন বলা হয়। তাঁর নাম আমাদের জানা নেই।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِيحُ

পরিচ্ছেদ ঃ ঝড় বায়ু প্রবাহিত হলে কী পড়বে

٣٤٤٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى الرِّيحَ قَالَ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ

مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৪৪৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ আবূ আমর বাসরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন ঝঞ্ঝা বায়ু বইতে দেখতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا خَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এর কল্যাণ, এতে যা আছে সেই কল্যাণ এবং এটিকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে সেই কল্যাণ। আর পানাহ চাই তোমার কাছে এর অনিষ্ট থেকে। এতে যা আছে সেই অনিষ্ট থেকে এবং এটিকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে।

এই বিষয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

পরিচ্ছেদ ঃ বজ্রধ্বনি শুনলে কী পড়বে

٣٤٥٠–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى مَطَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৪৫০. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মেঘের ও বজ্রের আওয়াজ শুনতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ .

হে আল্লাহ্! তোমার গযব দিয়ে আমাদের হত্যা করো না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিও না। এর আগেই তুমি আমাদের নিরাপদে রাখ।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

باب : ما يَقُولُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

পরিচ্ছেদ ঃ নতুন চাঁদ দেখার সময় কী পড়বে

٣٤٥١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ .قَالَ حَدَّثَنِي

بِلاَلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৪৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নয়া চাঁদ দেখলে বলতেন : اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

হে আল্লাহ্! আমাদের উপর এই চাঁদ উদিত কর বরকত ও ঈমানের সাথে, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ!) আমার ও তোমার রব্ব আল্লাহ্।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

باب : مَا يَقُولُ عِنْدَ الْغَضَبِ

পরিচ্ছেদ : রাগান্বিত হলে কী পড়বে

٣٤٥٢-حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ،

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، مَاتَ مُعَاذُ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلاَمٌ بْنُ سِتِّ سِنِينَ ، وَ هٰكَذَا رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَآهُ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يُكْنَى أَبَا عِيسَى ، وَأَبُو لَيْلَى اسْمُهُ يَسَارٌ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَ مِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪৫২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

নবী ﷺ -এর সম্মুখে দুই ব্যক্তি পরস্পর গালিগালাজ করছিল। এমনকি একজনের চেহারায় ক্রোধের আভাস ফুটে উঠে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি এমন একটা কালিমা জানি যদি সে তা পাঠ করে তবে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাবে। তা হল ঃ أعُوذ بِالله مِنَ الشيطَانِ الرجِيمِ

এই বিষয়ে সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সুফয়ান (র)-থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীসটি মুরসাল।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) সরাসরি মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে কোন হাদীস শুনেন নি। মুআয (রা) মারা যান উমার (রা)-এর খিলাফতকালে। আর উমার (রা) যখন শহীদ হন তখন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা ছয় বছর বয়সের শিশু মাত্র।

শুবা (র)-ও এটি হাকাম সূত্রে-আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁকে দেখেছেনও। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র)-এর কুনিয়াত আবূ ঈসা। আর আবূ লায়লা (র)-এর নাম হল ইয়াসার। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর একশত বিশজন আনসারী সাহাবীকে পেয়েছি।

باب : مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

পরিচ্ছেদ ঃ খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী পড়বে

٣٤٥٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَارَىٰ ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَتَضُرُّهُ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَابْنُ الْهَادِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الْمَدَنِيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيثِ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالنَّاسُ.

৩৪৫৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ভাল কোন স্বপ্ন দেখলে বুঝবে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এ জন্য আল্লাহ্র হামদ করবে এবং যা দেখেছ তা (অন্যকে) বলতে পার। আর যদি এর বিপরীত অপছন্দনীয় কিছু দেখ, তবে বুঝবে এ হল শয়তানের পক্ষ থেকে। তখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র পানাহ চাইবে আর কাউকে তা বলবে না। তা হলে এ স্বপ্ন তার অনিষ্ট করবে না।

এই বিষয়ে আবূ কাতাদা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ এ সূত্রে গারীব।

ইব্‌ন হাদ (র)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন হাদ মাদীনী। মুহাদ্দিসীনের কাছে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। মালিক (র)-সহ বহু বর্ণনাকারী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب : مَا يَقُوْلُ إِذَا رَأَى الْبَاكُوْرَةَ مِنَ الثَّمَرِ

পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম ফল দেখলে কী পড়বে

٣٤٥٤–حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا . اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَادَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৪৫৪. আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবীরা যখন প্রথম ফল দেখতে পেতেন তখন তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হাতে নিয়ে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا . اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَادَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

হে আল্লাহ্! বরকত দাও আমাদের ফলে, বরকত দাও আমাদের মদীনায়, বরকত দাও আমাদের (পরিমাপ) সা' ও মুদ্দে। হে আল্লাহ্! ইবরাহীম (আ) তো তোমার বান্দা, তোমার খালীল এবং তোমার নবী আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন আর আমি তোমার কাছে মদীনার জন্য দু'আ করছি যেরূপ তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ আরো।

এরপর তিনি সবচেয়ে কম বয়সের যে বালকটিকে দেখতেন, তাকে ডেকে এই ফলটি দিয়ে দিতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب : مَا يَقُوْلُ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا

পরিচ্ছেদ ঃ যখন খানা খাবে তখন কী পড়বে

٣٤٥٥–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ ابْنُ اَبِي حَرْمَلَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِنَا وَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى يَمِيْنِهِ وَخَالِدٌعَلَى شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ اَثَرْتَ بِهَا خَالِدًا ، فَقُلْتُ : مَاكُنْتُ أُوْثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَافِيْهِ وَ أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ، و قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ شَيْئٌ يُجْزِى مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَمْرُو بْنُ حَرْمَلَةَ . وَلَايَصِحُّ

৩৪৫৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমি ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মায়মূনা (রা)-এর ঘরে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে একটি দুধ ভর্তি পাত্র নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুধ পান করলেন। আমি ছিলাম তাঁর ডান পার্শ্বে আর খালিদ ছিলেন তাঁর বাম পার্শ্বে। নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ এখন তা পান করার অধিকার তো তোমার, তবে ইচ্ছা করলে তুমি খালিদকে প্রাধান্য দিতে পার।

আমি বললাম ঃ আপনার পানের অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত নই।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন খাদ্য আহার করালে সে যেন বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَافِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

হে আল্লাহ্! তুমি বরকত দাও এতে আর এর চেয়েও ভাল কিছু আমাদের আহার করাও।

আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুধ পান করান সে যেন বলে ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

হে আল্লাহ্! আমাদের এতে বরকত দাও এবং তা আরো বেশি করে দাও আমাদের।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খাদ্য ও পানীয় উভয়টির স্থলে যথেষ্ট হতে পারে দুধ ছাড়া এমন কিছু আর নেই।

এই হাদীসটি হাসান।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটি আলী ইব্ন যায়দ (র) সূত্রে উমার ইব্ন হারমালা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন আবার কেউ কেউ আমর ইব্ন হারমালা বলেছেন কিন্তু তা ঠিক নয়।

بَابٌ : مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ
পরিচ্ছেদ ঃ খাওয়া শেষ হওয়ার পর কী পড়বে

٣٤٥٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا ثَوْرِىُّ بْنُ يَزِيْدَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَرَكًا فِيْهِ غَيْرُ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنىً عَنْهُ رَبَّنَا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৪৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে থেকে যখন দস্তরখানা উঠানো হত তখন তিনি বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَرَكًا فِيْهِ غَيْرُ مُودعٍ وَلاَ مُسْتَغنىً عَنْهُ رَبَّنَا.

আল্লাহ্‌রই জন্য অনেক তারীফ — যা পবিত্র ও বরকতময়; যা বর্জনীয় নয় এবং যা থেকে আমরা অমুখাপেক্ষী নই, — হে আমাদের রব্ব!

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٥٧–حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَ أَبُو خَالِدٍ الاحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ . قَالَ حَفْصُ : عَنْ إِبْنِ أَخِى أَبِى سَعِيْدٍ . وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ : عَنْ مَوْلَى لِاَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

৩৪৫৭. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কিছু আহার করতেন বা পান করতেন তখন বলতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

সব তারীফ আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, আমাদের পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলিম করেছেন।

٣٤٥٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ . قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِى هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَأَبُو مَرْحُومٍ أَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ.

৩৪৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... মুআয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি খাওয়ার পর এই দু'আ পাঠ করে তবে তার পূর্বের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে। দু'আটি হল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ .

হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী আবূ মারহূম (র)-এর নাম হল আবদুর রহীম ইব্ন মায়মূন।

بَابٌ :مَا يَقُوْلُ إِذَا سَمِعَ نَهِيْقَ الْحِمَارِ

পরিচ্ছেদ ঃ গাধার ডাক শুনলে কী বলবে

٣٤٥٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَت مَلَكًا ، وَ إِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৪৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে, কেননা সে ফেরেশতা প্রত্যক্ষ করেছে; আর গাধার ডাক শুনলে শয়তান থেকে আল্লাহ্র পানাহ চাইবে। কেননা সে শয়তানকে দেখেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَاجَاءَ فِى فَضْلِ التَّسْبِيْحِ وَ التَّكْبِيْرِ وَ التَّهْلِيْلِ وَ التَّحْمِيْدِ

পরিচ্ছেদ ঃ সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠ করার ফযীলত

٣٤٦٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ الْكُوفِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ السَّهْمِىُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِى صَغِيْرَةَ عَنْ أَبِى بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ إِلاَ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَرَوَىَ شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِى بَلْغِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ، وَأَبُوْ بَلْجٍ اَسْمُهُ يَحْيَى بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ، وَيَقَالُ ابْنُ سُلَيْمٍ أَيْضًا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩৪৬০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ কূফী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

পৃথিবীর যে কেউ পাঠ করবে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ্ হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

শু'বা (র) এই হাদীসটি আবূ বালজ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি। আবূ বালজ (র)-এর নাম হল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ সুলায়ম। কেউ কেউ ইব্‌ন সুলায়মও বলেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)-আবূ বালজ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তা তিনি মারফূ' করেন নি।

٣٤٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلاَ غَائِبٍ ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُسِ رِحَالِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلٍّ وَأَبُو نَعَامَةَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُوسَى . وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رُؤُسِ رِحَالِكُمْ يَعْنِي عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ .

৩৪৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সঙ্গে আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। ফেরার সময় মদীনা যখন আমাদের দৃষ্টি গোচর হল, তখন সাহাবীরা তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তাঁদের স্বর উচ্চ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের রব্ব তো বধিরও নন এবং তোমাদের থেকে দূরেও নন, তিনি তো আছেন তোমাদের এবং তোমাদের সাওয়ারী উট-এর মাথার মাঝামাঝি। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! তোমাকে কি জান্নাতের একটি গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব? (তা হল ঃ) লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ উছমান নাহদী (র)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্‌ন মুল্ল। আবূ নাআমা (র)-এর নাম হল আমর ইব্‌ন ঈসা।

তিনি তো আছেন তোমাদের এবং তোমাদের সওয়ারী উটের মাথার মাঝামাঝি এর মর্ম হল তাঁর জ্ঞান ও কুদরত এখানে বিরাজমান।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٦٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ ﷺ : لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ.

قَالَ : وَ فِى الْبَابِ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ .

৩৪৬২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র)... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মিরাজের রাতের সফরে ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদের জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানিও সুমিষ্ট। তবে তা ফাঁকা ময়দান। এর ছায়া হল সুবহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদু লিল্লাহ্, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

এই বিষয়ে আবূ আয়্যুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٤٦٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ . قَالَ حَدَّثَنِى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : ايَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ اَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُ نَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট কিছু লোককে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক হাজার নেকী অর্জনে অক্ষম?

উপবিষ্টদের একজন প্রশ্ন করলেন ঃ কেমন করে আমাদের একজন এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে?

তিনি বললেন ঃ তোমরা একশবার তাসবীহ পাঠ করবে। এতে এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং এক হাজার গুনাহ্ মুছে ফেলা হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٤٦٤–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.

৩৪৬৪. আহমাদ ইব্ন মানী' প্রমুখ (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর চারা লাগান হয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবুয যুবায়র-জাবির (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٤٦٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৩৪৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর চারা রোপণ করা হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٤٦٦–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৪৬৬. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কূফী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি একশতবার 'সুবহানাল্লাহি আজীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ্ হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٦٧–حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৬৭. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুটি কলিমা এমন যা উচ্চারণে খুব হালকা কিন্তু পাল্লায় খুব ভারি এবং দয়াময় আল্লাহ্র কাছে খুব প্রিয় ঃ 'সুবহানাল্লাহিল আযীম এবং সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٤٦٨–حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ .

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৬৮. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এই কালিমাটি দিনে একশবার পাঠ করে তবে দশজন গোলাম স্বাধীন করা ছওয়াব তার হবে এবং তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে, একশটি গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে আর ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষার একটি উপায় বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি এই আমলটিই সবচেয়ে বেশী করেছে, সে ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক ফযীলত সম্পন্ন আমলের অধিকারী হবে না।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ কেউ যদি একশ'বার 'সুবহানাল্লাহি

ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে তার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনা অপেক্ষা বেশী হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٦٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّاجَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اوزَادَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৪৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তবে কিয়ামাতের দিন সে যে আমল নিয়ে আসবে তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না — ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তার অনুরূপ বা তার চাইতে বেশী পাঠ করেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٤٧٠-حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ الزِّبْرِ قَانِ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لأَصْحَابِهِ : قُوْلُوا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا ، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرًا كُتِبَتْ لَهُ مِائَةَ ، وَمَنْ قَالَهَا مِائَةَ كتِبَتْ لَهُ الفًا ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللّٰهُ ، وَمَنِ أَسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : " هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৪৭০. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ একশতবার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে। যে ব্যক্তি একবার পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, যে ব্যক্তি দশবার পাঠ করবে তার জন্য একশ নেকী লেখা হবে। যে ব্যক্তি একশ'বার পাঠ করবে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। যে ব্যক্তি আরো বেশী বার পাঠ করবে তদনুসারে আল্লাহ্ তা'আলাও তার ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٧١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ ، وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالَ غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ ، وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৪৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র)... আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করল সে যেন একশ' হজ্জ আদায় করল; কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'আলহামদু লিল্লাহ্' পাঠ করল সে যেন আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য একশটি ঘোড়া সওয়ারীর জন্য দিল; অথবা বলেছেন সে যেন একশটি জিহাদ করল, কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করলে সে যেন ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একশজন গোলাম আযাদ করল। আর কেউ সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করলে সে যে আমল করেছে, সে দিন এর চাইতে বেশী আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না; ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে অনুরূপ বা তদপেক্ষা বেশী বার তা পাঠ করেছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٤٧٢–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ.

৩৪৭২. হুসায়ন ইব্ন আসওয়াদ ইজলী বাগদাদী (র)... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রমাযানে একবার তাসবীহ্ পাঠ করা অন্য সময়ে এক হাজারবার তাসবীহ পাঠ করার চাইতে উত্তম।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٧٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ اَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ إِلٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ و خَلِيْلُ بْنُ مَرَّةٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ :هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

৩৪৭৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)... তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই কালিমাটি দশবার পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার, হাজার নেকী লেখা হবে। কলেমাটি হল ঃ

اَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ إِلٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হাদীসবিদগণের কাছে খালীল ইব্‌ন মুররা নির্ভরযোগ্য রাবী নন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র) বলেন ঃ ইনি হাদীছের ক্ষেত্রে মুনকার।

٣٤٧٤–حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَلِى بْنُ مَعْبَدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ للّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ أَبِى ذَرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ فِى دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، مُحِيَى عَنْهُ عَشْرِ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ فِى حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِى ذٰلِكَ الْيَوْمِ إِلاَ الشِّرْكَ بِاللّٰهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩৪৭৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... আবূ যারর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফজরের সালাত শেষে কোনরূপ কথা বলার আগে পা ফিরানোর পূর্বে যদি কেউ দশবার لا اِلٰهَ اِلاَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এই দু'আটি পাঠ করে তবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ্ মাফ করা হবে, তার দশটি দরজা বুলন্দ করা হবে, পুরো দিনটিতে সে সব ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাযতে থাকবে; শয়তান থেকে প্রহরা দিয়ে রাখা হবে আর শিরক ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ্ তাকে ঐ দিন কাবু করতে পারবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : جَامِعِ الدَّعْوَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সম্মিলিত দু'আসমূহ

٣٤٧٥–حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى قَالَ زَيْدٌ فَذَكَرْتُهُ لِزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ . قَالَ زَيْدٌ : ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَ عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ .

৩৪৭৫. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইমরান ছা'লাবী কূফী (র)... বুরায়দা আসলামী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দু'আ করতে শুনলেন। সে বলছিল ঃ

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

নবী ﷺ তখন বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে এমন ইসমে আজমের মাধ্যমে দু'আ করছে যার ওয়াসীলায় দু'আ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন এবং যার ওয়াসীলায় যাঞ্চা করা হলে তিনি দান করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

শারীক এই হাদীসটিকে আবূ ইসহাক সূত্রে ইব্‌ন বুরায়দা-তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক (র) মূলত হাদীসটি মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র) থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٧٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . قَالَ : بَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي ، فَقَالَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّى ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَ صَلِّ عَلَىَّ ثُمَّ ادْعُهُ

قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : أَيُّهَا الْمُصَلِّى اُدْعُ تُجَبْ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِى هَانِئٍ وَأَبُو هَانِئٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ وَأَبُو عَلِىٍّ الْجَنْبِىُّ ، اِسْمُهُ عَمْرُوبْنُ مَالِكٍ .

৩৪৭৬. কুতায়বা (র)... ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সেখানে সালাত আদায় করল এরপর এ দু'আ করল ঃ

اللهم اغفرلى وارحمنى — হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মাফ করে দাও এবং তুমি আমার প্রতি রহম কর।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে সালাত আদায়কারী! তুমি বেশ তাড়াহুড়া করে ফেললে। তুমি সালাত আদায় করে যখন বসবে, তখন আগে আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত তারীফ করবে এবং আমার উপর দরূদ পাঠ করবে এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে।

ফাযালা (রা) বলেন ঃ এরপর আরেক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করে। আল্লাহ্‌র হামদ করল এবং নবী ﷺ-এর উপর সালাত ও দরূদ পাঠ করল। তখন নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে সালাত আদায়কারী! এখন দু'আ কর। তোমার দু'আ কবূল হবে।

হাদীসটি হাসান।

হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (র) এটি আবূ হানী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ হানী (র)-এর নাম হল হুমায়দ ইব্‌ন হানী। আবূ আলী জান্‌বী (র)-এর নাম হল আমর ইব্‌ন মালিক।

٣٤٧٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا الْمقرِئُ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ. حَدَّثَنِى أَبُو هَانِئٍ اَنَّ عَمْرو ابن مالك الجنبىَّ اخبرَه انَّه سمع فضالة بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ : سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رجلا يدعو فى صلاته فلم يصلِّ على النَّبِىِّ ﷺ ، فقال النَّبِىُّ ﷺ : عَجِلَ هٰذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فليبدا بتحميد اللّٰه والثَّناء عليه ، ثُمَّ لِيُصَلِّ على النَّبِىِّ ﷺ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَاشَاءَ. ﷺ

قال ابُو عِيسى : هٰذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

৩৪৭৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতে দু'আ করতে শুনতে গেলেন। কিন্তু সে নবী ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ করে নি। তিনি তখন বললেন ঃ এতো বড় তাড়াহুড়া করে ফেলল। এরপর তিনি তাকে ডাকলেন। তাকে বা অন্যকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে তখন যেন সে (দু'আর পূর্বে)

শুরুতে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা সিফাত বর্ণনা করে পরে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে, এরপর যেন সে তার যা চায় সে দু'আ করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٤٧٨-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ . حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ الْقَدَّاحِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِسْمُ اللّٰهِ الْأَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الاٰيَتَيْنِ (وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) وَفَاتِحَةِ اٰلِ عِمْرَانَ (الم اللّٰهُ لا إِلٰهَ إِلاَّهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৭৮. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ এই দুইটি আয়াতে ইসমে আযম বিদ্যমান ঃ

(একটি হল) وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (অপরটি হল ঃ) সূরা আলে ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াতটি ঃ الم اللّٰهُ لا إِلٰهَ إِلاَّهُوَ الحىُّ الْقَيُّوْمُ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٧٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِى . حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৪৭৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া জুমাহী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কবূলের দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। জেনে রাখ, উদাসীন ও অমনোযোগী মনের দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٨٠-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ عَافِنِى فِى جَسَدِى ، وَعَافِنِى فِى بَصَرِى وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ

مِنِّي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا .

৩৪৮০. আবূ কুরায়ব (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আয় বলতেন ঃ

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي جَسَدِي ، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র) সরাসরি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে কিছুই শোনেন নি।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٤٨١–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا: قُوْلِي اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَهٰكَذَا رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ هٰذَا .

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلاً ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৪৮১. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন ঃ একবার ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে একটি খাদেম চাইতে এলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ

فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

হাদীসটি হাসান-গারীব।

আ'মাশ (র)-এর কোন কোন শাগরিদ আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আর কোন কোন রাবী আ'মাশ-আবূ সালিহ (র) সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

باب
পরিচ্ছেদ

٣٤٨٢–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ .

قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩৪৮২. আবূ কুরায়ব (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দু'আয়) বলতেন:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَدُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، أَعُوذُ . بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعِ .

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত নয়, এমন দু'আ থেকে যা কবূল হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন ইলম থেকে যা উপকার করে না, আমি তোমার কাছে এই চারটি থেকে পানাহ চাই।

এই বিষয়ে জাবির, আবূ হুরায়রা ও ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٤٨٣–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِى : يا حُصَيْنُ كَم تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلهًا؟ قَالَ أَبِى : سَبْعَةً سِتَّةً فِى الأَرْضِ وَ وَاحِدًا فِى السَّماء . قَالَ : فَأَيُّهُمْ تُعِدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ ؟ قَالَ : الَّذِى فِى السَّمَاء . قَالَ : يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْن قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِّمْنِى الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِى ، فَقَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِى رُشْدِى ، وَأَعِذْنِى مِنْ شَرِّ نَفْسِى.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حسنٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৪৮৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ হে হুসায়ন! আজকাল কয়জন মা'বূদের পূজা কর?

আমার পিতা বললেন ঃ সাত জনের; ছয়জন যমীনের, আরেকজন আসমানের।

তিনি বললেন ঃ তোমার আশা ও ভয়ের সময় কাকে তুমি গণ্য মনে কর?

আমার পিতা বললেন ঃ যিনি আসমানে আছেন, তাঁকে।

নবী ﷺ বললেন ঃ হে হুসায়ন! শোন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমাকে আমি এমন দুটি কালিমা শিখিয়ে দেব যা তোমার উপকারে আসবে।

ইমরান (রা) বলেন ঃ (আমার পিতা) হুসায়ন যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন নবী ﷺ -কে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সেই দুটো কালিমা শিখিয়ে দিন, যে দুটোর ওয়াদা আপনি আমার সঙ্গে করেছিলেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি দু'আ করবে ঃ اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِى رُشْدِى ، وَأَعِذْنِى مِنْ شَرِّ نَفْسِى.

হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দিন আর আমাকে পানাহ দিন আমার নফসের অনিষ্ট থেকে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٨٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِىَّ ﷺ يَدْعُو بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ الْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو .

৩৪৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, বহুবার নবী ﷺ -কে এই কালিমাসমূহের মাধ্যমে দু'আ করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ عَنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ و الْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই চিন্তা থেকে, বিষণ্ণতা থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, কৃপণতা থেকে, ঋণের চাপ থেকে এবং লোকদের অত্যাচার থেকে।

হাদীসটি হাসান এবং আমর ইব্‌ন আবূ আমরের এ সূত্রে এটি গারীব।

٣٤٨٥–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৪৮৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দু'আয় বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে অলসতা থেকে, বার্ধক্যজনিত জরাগ্রস্থতা থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَا جَاءَ فِيْ عَقْدِ التَّسْبِيْحِ بِالْيَدِ

পরিচ্ছেদ ঃ হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করা

٣٤٨٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى . حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ.

فَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ .

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِي هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِطُوْلِهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ يُسَيْرَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৪৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে তাঁর হাত দ্বারা তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।

আ'মাশ (র)-আতা ইব্‌ন সাইব (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

শু'বা এবং ছাওরী (র) এই হাদীসটি আতা ইব্‌ন সাঈব (র) থেকে দীর্ঘ করে রিওয়ায়াত করেছেন।

এই বিষয়ে ইউসায়রা বিনত ইয়াসির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٨٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً قَدْ جَهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ فَرخٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ مَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ : اَللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْاَخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سُبْحَانَ اللهِ ، اِنَّكَ لاَ تُطِيقُهُ اَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ ، أَفَلاَ كُنْتَ تَقُولُ : اللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে এলেন। রোগে সে ব্যক্তি পাখির ছানার মত (কৃশ) হয়ে পড়েছিল। তিনি লোকটিকে বললেন ঃ তুমি দু'আ করছ না, তোমার রব্বের কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করছ না?

সে বলল ঃ আমি দু'আয় বলে থাকি ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আখিরাতে আমাকে যে শাস্তি দিবে, দুনিয়াতেই তুমি আমাকে সত্বর তা দিয়ে দাও।

নবী ﷺ বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তুমি তো তা বইতে সক্ষম নও এবং তা সহ্য করতে পারবে না। তুমি এই কথা কেন বললে না যে, হে আল্লাহ্! দুনিয়াতেও তুমি আমাকে দাও কল্যাণ, আখিরাতেও দাও কল্যাণ। আর রক্ষা কর জাহান্নামের আযাব থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এই সূত্রে গারীব।

আনাস (রা) ... নবী ﷺ থেকে ভিন্ন সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٨٨-حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَنٍ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ (رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً) قَالَ : فِي الدُّنْيَا الْعِلْمَ وَالْعِبَادَةَ ، وَ فِي الْاٰخِرَةِ الْجَنَّةَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَهُ.

৩৪৮৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ বাযযার (র)...হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ দুনিয়ার কল্যাণ হলো জ্ঞান ও ইবাদত এবং আখিরাতের কল্যাণ জান্নাত।

মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... আনাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

باب

পরিচ্ছেদ

٣٤٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ غَيْلاَنَ .حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الاحَوصُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৪৮৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দু'আয় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

হে আল্লাহ্! আমি চাই তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, বিপদমুক্ততা এবং অভাবমুক্ততা।
হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيعَةَ الدِّمَشْقِيِّ .قَالَ حَدَّثَنِي عَائِذُ اللّٰهِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ .قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ– إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ .

قَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৪৯০. আবূ কুরায়ব (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাঊদ (আ.)-এর অন্যতম দু'আ ছিল এই যে, তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

হে আল্লাহ্! আমি যাঞ্চা করি তোমার মুহব্বত, যারা তোমাকে মুহাব্বত করে, তাদের মুহাব্বত আর চাই সেই আমল যা আমাকে পৌঁছিয়ে দেয় তোমার ভালবাসা। হে আল্লাহ্! কর তোমার মুহাব্বত আমার কাছে অধিক প্রিয় আমার প্রাণ থেকে, আমার পরিজন থেকে এবং শীতল পানি থেকেও।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দাঊদ (আ)-এর আলোচনা করতেন তখন বলতেন ঃ তিনি ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী।
হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩١–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْخَطْمِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَاءِه : اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِى حُبُّهُ عِنْدَكَ .اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِى فِيمَا تُحِبُّ . اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً فِرَاغًا فِى مَا تُحِبُّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِىُّ اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُمَاشَةَ .

৩৪৯১. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ খাতমী আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ

.اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِى فِيمَا تُحِبُّ . اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً فِرَاغًا فِىْ مَا تُحِبُّ

হে আল্লাহ্! আমাকে সৌভাগ্যবান কর তোমার মুহাব্বত দ্বারা এবং তাদের মুহাব্বত দ্বারা যাদের মুহাব্বত তোমার কাছে আমার উপকারে আসবে। হে আল্লাহ্! আমি যা পছন্দ করি তার যা তুমি দিয়েছ আমাকে তা তুমি যা পছন্দ কর তাতে ব্যবহারের শক্তি দাও আমাকে। আর আমার পছন্দীয় যা কিছু তুমি আমার থেকে সরিয়ে রেখেছ, এ সরিয়ে রাখাকে তুমি যা ভালবাস তাতে নিয়োজিত থাকার অবকাশ স্বরূপ বানিয়ে দাও।
হাদীসটি হাসান-গারীব। আবূ জা'ফার খাতমী (র)-এর নাম উমায়র ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খুমাশা।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩٢–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِى .قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ . قَالَ : فَأَخَذَ بِكَفِى فَقَالَ : قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى ، وَ مِنْ شَرِّ لِسَانِى

وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّ : يَعْنِي فَرْجَهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى .

৩৪৯২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... শাকল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে পানাহ চাওয়ার একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি পানাহ্ চাইব।

তিনি তখন আমার হাত ধরে বললেন, বল ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَ مِنْ شَرِّ لِسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট থেকে, দর্শনেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট থেকে, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার জননেন্দ্রিয়ের অনিষ্ট থেকে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। সা'দ ইব্‌ন আওস-বিলাল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩٣–حَدَّثَنَا الاَنصَارِي . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَوَقَعَ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ قَدْرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

وَزَادَ فِيهِ : وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ .

৩৪৯৩. আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পার্শ্বে ঘুমিয়ে ছিলাম। কোন এক রাতে আমি তাঁকে পাচ্ছিলাম না। আমি হাতড়িয়ে তালাশ করতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর পায়ের তলায় লাগল। তিনি তখন সিজদারত অবস্থায় বলছিলেন ঃ

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

(হে আল্লাহ্!) আমি পানাহ চাই তোমার সন্তুষ্টির ওয়াসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার হেফাজতের

ওয়াসীলায় তোমার শাস্তি থেকে। তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারছি না তুমি তেমনই যেমন তোমার নিজের তারীফ করেছ তুমি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

কুতায়বা (র)... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আছে ঃ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ .

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩٤-حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِي عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৪৯৪. আনসারী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ভাবে এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন যে ভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ.

হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই তোমার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং পানাহ চাই তোমার কাছে জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٤٩٥-حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِي . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. اَللّٰهُمَّ أَغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৪৯৫. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন এই কালিমাসমূহ দ্বারা ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ . اَللّٰهُمَّ اَغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا اَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ،

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।[১]

٣٤٩٦–حَدَّثَنَا هَارُوْنُ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ وَفَاتِهِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى ، وَأَلْحِقْنِى بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৪৯৬. হারূন (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইনতিকালের সময় বলতে শুনেছি ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى ، وَأَلْحِقْنِى بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى .

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩٧–حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقُوْلُ أَحَدُكُمُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى إِنْ شِئْتَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৪৯৭. আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছা হলে আমার উপর রহম কর। বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে চায়, কেননা তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

---

১. وانق (নির্মল কর); بماء الثلج و البرد (বরফ ও শিশির পানি); الدنس (ময়লা থেকে); الهرم (জ্বরা); باعدت (দূর করে দাও); المغرم (দায়); المأثم (পাপ)।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٤٩٨–حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَاسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ وَ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَلَهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ اِسْمُهُ سَلْمَانُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِي سَعِيْدٍ وَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَرِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ وَاَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ .

৩৪৯৮. আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতি রাতেই শেষ রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের পরওয়ারদিগার দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ কে আছে আমাকে ডাকার আমি তার ডাক কবূল করব। কে আছে আমার কাছে চাইবার আমি তাকে তা দান করব, কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ আবদুল্লাহ্ আগারর (র)-এর নাম হল সালমান।

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, আবূ সাঈদ, জুবায়র ইব্ন মুতইম, রিফাআ জুহানী, আবুদ দারদা ও উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٩٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . بْنِ سَابِطٍ عَنْ اَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوٰتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ الدُّعَاءُ فِيْهِ أَفْضَلُ وَ أَرْجَى و نَحْوَ هٰذَا .

৩৪৯৯. মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ দু'আ বেশী কবূল হয়?

তিনি বললেন ঃ শেষ রাতের মাঝে আর ফরয সালাতের পরে।

হাদীসটি হাসান।

আবূ যরর এবং ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শেষ রাতের মাঝে দু'আ করা সর্বোত্তম ও আশাব্যঞ্জক।

٣٥٠٠–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ عُمَرَ الْهِلاَلِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ ، فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي . قَالَ : فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا .

وَأَبُو السَّلِيلِ اسْمُهُ ضُرَيْبُ بْنُ نُفَيْرٍ، وَيُقَالُ بْنُ نُقَيْرٍ.قَالَ :هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫০০. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার রাতের দু'আ আমি শুনেছি। এ থেকে যে সব শব্দ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, তা ছিল যে আপনি বলছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي .

হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমার গুনাহ্, প্রশস্ত করে দাও আমার ঘর, বরকত দাও আমাকে যে রিয্‌ক দিয়েছ তাতে।

তিনি বললেন ঃ এতে কি কিছু ছুটেছে বলে দেখতে পাচ্ছ?

আবুস সালীল (র)-এর নাম হল যুরায়ব ইব্‌ন নুফায়র। ইব্‌ন নুফায়র বলেও কথিত আছে।

হাদীসটি গারীব।

٣٥٠١–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ بَقِيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُسْلِمٍ ... قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللّٰهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ غَفَرَاللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذٰلِكَ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ .

قَالَ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩৫০১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি এই দু'আ ঃ اَللّٰهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ — হে আল্লাহ্! আমাদের ভোর বেলা সাক্ষী করছি তোমাকে এবং সাক্ষী করছি তোমার আরশ বহনকারীদের, তোমার ফিরিশতাদের এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে যে, হে আল্লাহ্, নেই মাবুদ তুমি ব্যতীত, তুমি একক, তোমার অংশীদার নেই, আর যে, মুহাম্মাদ ﷺ তোমার বান্দা ও তোমার রাসূল।

সকালে পাঠ করে তবে তার ঐদিনের গুনাহ্সমূহ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দেন আর যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তবে তার ঐ রাতের গুনাহ্সমূহ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিবেন।

হাদীসটি গারীব।

باب

পরিচ্ছেদ

٣٥٠٢-حَدَّثَنَا عَلِي بنُ حُجرٍ .أخبَرَنَاابن المبارَكِ . حدثنا يحيى بن أيوبَ عَن عُبَيدِ اللهِ بن زحرٍ عَن خَالد بن أبِي عـمـرَ ان أن ابن عُمَرَ قَالَ قلمـا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقـوم مِن مـجلِسٍ حَتى يدعُو بهـولاء الكلمـاتِ لأصحَابِهِ : اللهم أقسم لنا مِن خشيَتِكَ مَا يَحُولُ بَينَنَا وَ بَينَ مَعَاصِيكَ ، ومَن طاعتِكَ مَا تُبَلِّغنَا بِهِ جنَّتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تهونُ بِهِ عَلينَا مُصيبَاتِ الدنيَا ، وَمَتـعنَا باسمَاعِنا وَ أبصَارِنَا وقوتنا مَاأحييتنا، وَاجعَلَهُ الوَارِثَ منا، واجعل ثَارنا عَلى مَن ظَلَمَنَا ، وَانصُرنَا عَلَى مَن عَادَانَا ، وَلاتَجعَل مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجعَلِ الدُّنيَا أكبرَ همنَا وَلا مَبلَغَ علمنا، وَلاَ تُسلط عَلَينَا مَن لايَرحَمُنَا .

قَالَ أبُو عِيسى : هذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب.

وَقَد روَى بَعضُهُم هذَا الحَدِيث عَن خَالِد بن أبِي عِمرَانَ عَن نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ.

৩৫০২. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নিম্নের এই কালিমাসমূহে সাহাবীদের জন্য দু'আ না করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মজলিস থেকে খুব কমই উঠেছেন। কালিমাগুলো হল ঃ

اللهم أقـسم لنا مِن خـشـيَتِكَ مَا يَحُولُ بَينَنَا وَ بَينَ مَعَاصِيكَ ، ومَن طاعتِكَ مَا تُبَلِّغنَا بِهِ جنَّتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تهونُ بِهِ عَلينَا مُصيبَاتِ الدنيَا ، وَمَتعنَا باسمَاعِنا وَ أبصَارِنَا وقوتنا مَاأحيَيتنَا، وَاجعَلَهُ الوَارِثَ منَّا ، واجـعل ثَأرنا عَلى مَن ظَلَمَنَا ، وَانصُرنَا عَلَى مَن عَادَانَا ، وَلاتَجـعَل مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجـعَلِ الدُّنيَا أكبرَ همنَا وَلا مَبلَغَ علمنا، وَلاَ تُسلط علينَا مَن لايَرحَمُنَا .

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য বন্টন কর তোমার ততটুকু ভয় যতটুকু আমাদের মাঝে এবং তোমার নাফরমানীর মাঝে যেন আমাদের জন্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়. তোমার ততটুকু ফরমাবরদারী দাও যতটুকু আমাদের পৌঁছে দেবে তোমার জান্নাতে। ততটুকু ইয়াকীন দাও যতটুকু দ্বারা সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য দুনিয়ার বিপদাপদ। উপভোগের অবকাশ দাও আমাদের শ্রবণ শক্তির, আমাদের দৃষ্টির, আমাদের শক্তির। যতদিন তুমি আমারে জীবিত রাখবে ততদিন এগুলো তুমি বজায় রেখো। যারা আমাদের উপর যুলম করেছে তাদের উপর বদলা তুমিই নিও, যারা আমাদের শত্রুতা করে তাদের মুকাবিলায় তুমিই আমাদের সাহায্য করো। আমাদের দীনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিপদাপন্ন করো না। দুনিয়ার চিন্তাই তুমি আমাদের বড় চিন্তায় পরিণত করো না, এটিকেই তুমি আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত বানিও না, আর যারা আমাদের দয়া করবে না তাদেরকে তুমি আমাদের উপর আধিপত্য দিও না।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এই হাদীসটি খালিদ ইব্‌ন আবূ ইমরান-নাফি'-ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٠٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا عثمان الشحامُ . حَدَّثنا مُسلِمُ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعْنِى أَبِى وَأَنَا أَقُولُ : اللّهُمَ إِنِى أَعُوذُ بِكَ مِن الهم وَالْكسلِ وَعَذَابَ القبر . قَالَ : يَا بُنَى ممن سَمِعتَ هَذَا ؟ قُلْتُ : سَمِعْتُكَ تَقُولهن ، قَالَ الزمهن ، فَإِنِى سَمِعتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُهن.

قَالَ : هٰذَا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৫০৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... মুসলিম ইব্ন আবূ বাকরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে বলতে শুনলেন ঃ اللّهُمَّ إِنِى أَعُوذُ بِكَ مِن الهمّ وَالْكسلِ وَعَذَابَ القبر

হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, অলসতা ও কবর-আযাব থেকে।

তিনি বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কার কাছ থেকে শুনেছ?

আমি বললাম ঃ আপনাকে এগুলো বলতে শুনেছি।

তিনি বললেন ঃ সব সময়ের জন্য এগুলো ধারণ করে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এগুলো বলতে শুনেছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٠٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ .حَدَّثَنَا الْفَضلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بنِ وَاقدٍ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْحارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَإِن كُنتَ مَغْفُورًا لَكَ ؟ قَالَ : قُلْ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : وَأَخْبَرَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِى اٰخِرِ هَا : اَلْحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيب لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِن حَدِيْثِ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْحرِثِ عَنْ عَلِيِّ .

৩৫০৪. আলী ইব্ন খাশরাম (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে কি এমন কতক কলিমা শিখিয়ে দিব না যেগুলি পাঠ করলে আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করে দিবেন আর তুমি হয়ে যাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তুমি বলবে ঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

আলী ইব্ন খাশরাম (র)... আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর শেষে الحمد لله رب العالمين বলেছেন।

হাদীসটি গারীব। আবূ ইসহাক-হারিছ-আলী (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٠٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِى بَطْنِ الْحُوْتِ : لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِى شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اُسْتُجَابَ اللّٰهُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدُ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحٰقَ فَقَالُوْا: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ .فَحْوَ رِوَايَتَ مُحَمَّدَ بْنَ يُوْنُسَ.

৩৫০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুন্নূন (মাছ-ওয়ালা) ইউনুস (আ) মাছের পেটে দু'আ করেছিলেন। 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায-যালিমীন'। কোন মুসলিম যখনই এই দু'আ করে আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবূল করে থাকেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র) কোন কোন সময় ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ-সা'দ (রা) সূত্রের কথা বলেছেন।

একাধিক রাবী এই হাদীসটি ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক-ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ-সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদের পিতা মুহাম্মাদ (র)-এর উল্লেখ করেন নি।

কতক রাবী এবং আবূ আহমাদ যুবায়রী (র)-ও এটিকে ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ — তাঁর পিতা মুহাম্মাদ-সা'দ (রা) সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٠٦–حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

قَالَ يُوْسُفُ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩৫০৬. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ বাসরী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ' নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো পাঠ করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে।

ইউসুফ (র) এটিকে আবদুল আ'লা-হিশাম ইব্ন হাসসান-মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

আবূ হুরায়রা (রা)—নবী ﷺ থেকে ভিন্ন সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٠٧–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ . حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَق الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِيُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ

ذُو الجلالِ وَالإكرامِ، المُقسِطُ الجامِعُ الغَنِيُّ ... النَّافِعُ النُّورُ الهادِي ... البَاقي الوَارِثُ الرشيدُ الصبورُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، حَدَّثَنَا بِهِ غَيرُ وَاحِدٍ عَن صف... وَلاَنَعرِفُهُ إلاَّ مِن حَدِيثِ صَفوَانَ بنِ صَالِحٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِندَ اهلِ الحَدِيثِ.

وَقَد رُوِيَ هذَا الحَدِيثُ مِن غَيرِ وَجهٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نَعلَمُ ... من الروايات له إسنَاد ذِكرَ الأسمَاءِ إلاَّ فِي هذَا الحَدِيثِ.

وَقَد رَوَى آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ هذَا الحَدِيثَ بإسنَادٍ غَيرِ هذَا عَن أَبِي هُرَيرَةَ عن النبي ﷺ ... وَلَيسَ لَهُ إسنَادٌ صَحِيح .

৩৫০৭. ইবরাহীম ইবন ইয়াকূব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি, অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে সেগুলি পাঠ করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সেগুলো হল ঃ আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আর-রাহমান-দয়াময়, আর-রাহীম-দয়ালু, আল-মালিক-অধিপতি, আল-কদ্দুস-নিষ্কলুষ, আস-সালাম-শান্তিময়, আল-মুমিন-নিরাপত্তাবিধায়ক, আল-মুহায়মিন-রক্ষাবাবস্থাকারী, আল-আযীয-প্রবল, আল-জাব্বার-পরাক্রমশালী, আল-মুতাকাব্বির-অহংকারের অধিকারী, আল-খালিক-সৃষ্টিকর্তা, আল-বারী-উন্মেষকারী, আল-মুসাওবির-রূপদানকারী, আল-গাফ্ফার-মহাক্ষমাশীল, আল-কাহহার-মহাপরাক্রান্ত, আল-ওয়াহহাব-মহাবদান্য, আর-রাযযাক-জীবিকাদাতা, আল-ফাত্তাহ-মহাবিজয়ী, আল-আলীম-মহাজ্ঞানী, আল-কাবিয-সংকোচনকারী, আল-বাসিত-সম্প্রসারণকারী, আল-খাফিয-অবলম্বনকারী, আর-রাফি'-উন্নয়নকারী, আল-মুইয্য-সম্মানদাতা, আল-মুযিল্ল-অপমানকারী, আস-সামী'-সর্বশ্রোতা, আল-বাসীর-সর্বদ্রষ্টা, আল-হাকাম-মীমাংসাকারী, আল-আদল-ন্যায়নিষ্ঠ, আল-লাতীফ-সূক্ষ্ম দক্ষতাসম্পন্ন, আল-খাবীর-সর্বজ্ঞ, আল-হালীম-সহিষ্ণু, আল-আযীম-মহিমাময়, আল-গাফুর-ক্ষমাশীল, আশ-শাকূর-গুণগ্রাহী, আল-আলী-সমুচ্চ, আল-কাবীর-মহৎ, আল-হাফীয-মহারক্ষক, আল-মুকিত-আহার্যদাতা, আল-হাসীব-মহাপরীক্ষক, আল-জালীল-প্রতাপশালী, আল-কারীম-মহামান্য, আর-রাকীব-নিরীক্ষণকারী, আল-মুজীব-প্রত্যুত্তরদাতা, আল-ওয়াসি'-সর্বদানী, আল হাকীম-বিচক্ষণ, আল-ওয়াদূদ-প্রেমময়, আল-মাজীদ-গৌরবময়, আল-বাইছ-পুনরুত্থানকারী, আশ-শাহীদ-প্রত্যক্ষকারী, আল-হাক্ক-সত্য, আল-ওয়াকীল-তত্ত্বাবধায়ক, আল-কাবী'-শক্তিশালী, আল-মাতীন-দৃঢ়তাসম্পন্ন, আল-ওয়ালী-অভিভাবক, আল-হামীদ-প্রশংসিত, আল-মুহ্সী-হিসাব গ্রহণকারী, আল-মুবদী-আদি স্রষ্টা, আল-মুঈদ-পুনঃসৃষ্টিকারী, আল-মুহঈ-জীবনদাতা, আল-মুমীত-মরণদাতা, আল-হায়্যু চিরঞ্জীব, আল-কায়্যুম-স্বয়ং স্থিতিশীল, আল-ওয়াজিদ-অবধায়ক, আল-মাজিদ-মহান, আল-ওয়াহিদ-একক, আস-সামাদ-অভাবমুক্ত, আল-কাদির-ক্ষমতাশালী, আল-মুকতাদির-প্রবল, আল-মুকাদ্দিম-অগ্রবর্তীকারী, আল-মুআখখির-পশ্চাৎবর্তীকারী, আল-আওয়াল-অনাদি, আল-আখির-অনন্ত, আয-যাহির-প্রকাশ্য, আল-বাতিন-গুপ্ত, আল-ওয়ালী-কার্যনির্বাহক, আল-মুতাআলী-সুউচ্চ, আল-বাররু-ন্যায়বান, আত-তাওওয়াব-

তওবা কবূলকারী, আ[illegible]ুন্তাকিম[illegible]শোধ গ্রহণকারী, আল-আফুউ-ক্ষমাকারী, আর রাঊফ-কোমল-হৃদয়, মালিকুল মূলক-রাজ্যের মালি[illegible] ইক[illegible]-মহিমান্বিত, মাহাত্ম্যপূর্ণ, আল-মুকসিত-ন্যায়পরায়ণ, আল-জামি'-এক[illegible]কারী, আ[illegible]নী-অভাবমুক্ত, আল-মুগনী-অভাবমোচনকারী, আসমানি'-প্রতিরোধকারী, আয-যার-অকল্যা[illegible] আন-নাফি'-কল্যাণকর্তা, আন-নূর-জ্যোতি, আল-হাদী-পথপ্রদর্শক, আল-বাদী'-অভিনব সৃষ্টি[illegible]রী, আল-বাকী [illegible], আল-ওয়ারিছ-উত্তরাধিকারী, আর-রাশীদ-সত্যদর্শী, আস-সাবূর-ধৈর্যশীল।

হাদীসটি গারীব। একাধিক রাবী এটিকে সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য।

এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এটি ছাড়া আরো বেশী রিওয়ায়াতে এই নামসমূহের উল্লেখ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস অপর এক সনদে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে আসমাউল হুস্‌না-এর উল্লেখ আছে। তবে এর কোন সাহীহ সনদ নেই।

٣٥٠٨–حَدَّثَنَا بنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى ﷺ قَالَ : إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسماً مَنْ أَحصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ ، قَالَ : وَلَيسَ فِى هَذَا الحَدِيثِ ذِكرُ الأَسمَاءِ.

قَالَ : وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ورواه ابو اليمان عن شعيب بن ابى حمزة عن ابى الزناد ولم يذكر فيه الاسماء .

৩৫০৮. ইব্‌ন আবূ উমার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এইগুলো আবৃত্তি করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।

এই হাদীসটিতে নামসমূহের উল্লেখ নেই।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবুল ইয়ামান (র)... আবূ যিনাদ (রা) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে নামসমূহের উল্লেখ নেই।

٣٥٠٩–حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ . حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حبَّاب ان حُمَيد المكى مَولَى ابنِ عَلقمَةَ حَدَّثَهُ أَن عَطَاءَ بنَ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا مَرَرتُم بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا . قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ ؟ قَالَ : المَسَاجِدُ، قُلتُ : وَمَا الرتعُ يَارَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ سُبحَانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

৩৫০৯. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা জান্নাতের বাগান দিয়ে পথ অতিক্রম করবে তখন তাতে বিচরণ করে নিও।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতের বাগান কি?

তিনি বললেন ঃ মসজিদসমূহ।

আমি বললাম ঃ এতে বিচরণ করা মানে কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'।

হাদীসটি গারীব।

٣٥١٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوْا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ..

৩৫১০. আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন জান্নাতের বাগান দিয়ে পথ অতিক্রম করবে তখন তাতে বিচরণ করো।

সাহাবীরা বললেন ঃ জান্নাতের বাগান কি?

তিনি বললেন ঃ যিকরের হালকাসমূহ।

ছাবিত-আনাস (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

باب

পরিচ্ছেদ

٣٥١١-حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ (إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِى فَاجُرْنِى فِيهَا وَأَبْدِلْنِى مِنْهَا خَيْرًا ، فَلَمَّا احْتَضَرَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَخْلُفْ فِى أَهْلِى خَيْرًا مِنِّى ، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) . عِنْدَ اللّٰهِ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِى فَأْجُرْنِى فِيْهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَرُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ.

৩৫১১. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র)... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো কোনরূপ বিপদ আসে তখন বলবে ঃ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ،اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِى فَأْجُرْنِى فِيْهَا وَابْدِلْنِى مِنْهَا خَيْرًا

আমরা তো আল্লাহ্‌রই আর তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ্! তোমার কাছেই আমি আমার এই মুসীবতের ছওয়াব আশা করি। তুমিই আমাকে এর ছওয়াব দাও এবং একে কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিবর্তিত করে দাও।

পরে আবূ সালামা (রা)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ فِى أَهْلِ خَيْرًا مِنِّى

হে আল্লাহ্! আমার পরিবারের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে ভাল কাউকে আমার স্থলবর্তী কর।

তাঁর মৃত্যুর পর (তদীয় পত্নী) উম্মু সালামা (রা) এই দু'আটি পড়লেন ঃ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও উম্মু সালামা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

আবূ সালামা (রা)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল আসাদ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥١٢–حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُم أَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ . قَالَ : فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَأُعْطِيْتَهَا فِى الْاٰخِرَةِ فَقَدْأَفْلَحْتَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ.

৩৫১২. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এল। বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম?

তিনি বললেন ঃ তোমার রব্বের কাছে যাচঞ্া করবে সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদমুক্তি।

লোকটি দ্বিতীয় দিন আবার এল। বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম দু'আ কোন্‌টি?

তিনি এই দিনও তাকে আগের মতই জওয়াব দিলেন। পরে সে তৃতীয় দিনও এল। এবারও তিনি তাকে আগের মতই জওয়াব দিলেন এবং বললেন ঃ দুনিয়াতে তুমি যদি বিপদমুক্ত থাক আর আখিরাতেও তা পাও, তবে তো তুমি সফলকাম হলে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। সালামা ইব্ন ওয়ারদান (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٥١٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ : قُوْلِي : اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৫১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ রাতটি লায়লাতুল ক্বাদর, এই কথা যদি আমি জানতে পারি তবে সে রাতে কি দু'আ করব?

তিনি বললেন, বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

হে আল্লাহ্! তুমি তো খুবই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাই তুমি ভালবাস। সুতরাং ক্ষমা করে দাও আমাকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥١٤–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ ، فَقَالَ لِي : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

৩৫১৪. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করব।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে তুমি নিরাপত্তার দু'আ করবে।

আমি কিছু দিন অপেক্ষা করে আবার এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমন কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি আল্লাহ্‌র কাছে চাইব।

তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রিয় চাচা, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের আফিয়াত (নিরাপত্তা) প্রার্থনা করুন।

হাদীসটি সাহীহ। রাবী আবদুল্লাহ্ (র) হলেন ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন নাওফাল। তিনি সরাসরি আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন।

٣٥١٥–حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْكُوْفِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْمُلَيْكِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا سُئِلَ

شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الْمُلَيْكِىِّ .

৩৫১৫. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন প্রার্থনা নেই।

হাদীসটি গারীব। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর মুলাইকী বর্ণিত হাদীসটি ছাড়া এতদসম্পর্কিত কো কিছু আমাদের জানা নেই।

পরিচ্ছেদ

٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِى الْوَزِيْرِ . حَدَّثَنَا زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُوْ عَبْدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ : أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ لِى وَاخْتَرْلِى .

أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَنْفَلٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ، وَيُقَالُ لَهُ زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَرَفِىُّ ، وَكَانَ يَسْكُنُ عَرَفَاتٍ ، وَ تَفَرَّدَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَلاَ يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

৩৫১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ব নবী ﷺ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ اللهم خرلِى وَ اخترلِى .

হে আল্লাহ্! আমার কাজ কল্যাণমূলক করুন এবং কল্যাণমূলক কাজ আমার জন্য নির্ধারণ করুন।

হাদীসটি গারীব। যানফাল (র)-এর সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। মুহাদ্দিছগণে মতে তিনি যঈফ। তাঁকে যানফাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ আরাফী বলা হয়। তিনি আরাফায় বসবাস করতেন। এ হাদীসটি তিনি একাই বর্ণনা করেছেন, তাঁর কোন সমর্থক নেই।

٣٥١٧-حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَلاَمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْوُضُوْءُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلأُ الْمِيْزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلأَنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْعَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৫১৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... আবূ মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উযূ হল ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ্ পূর্ণ করে দেয় মীযান (পাল্লা)। সুবহানাল্লাহ্ এবং আলহামদু লিল্লাহ্ পূর্ণ করে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান। সালাত হল নূর সাদাকা হল দলীল, ধৈর্য হল জ্যোতি আর কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ সকাল করে এবং নিজেকে বিক্রী করে। অনন্তর কেউ নিজেকে মুক্ত করে আর কেউ নিজেকে ধ্বংস করে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

পরিচ্ছেদ

٣٥١٨–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَأُهُ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا دُوْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

৩৫১৮. হাসান ইব্‌ন আরাফা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাসবীহ হল পাল্লার অর্ধেক, আলহামদু লিল্লাহ্ পরিপূর্ণ করে পাল্লা। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু — এমন কালিমা যার মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই; সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে যায়।

এই সূত্রে হাদীসটি গারীব। এর সনদটি মজবুত নয়।

٣٥١٩–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جُرَيٍّ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ : عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي يَدِي أَوْفِي يَدِهِ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَأُهُ ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ، وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

৩৫১৯. হান্নাদ (র)... বানূ সুলায়মের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাতে গুণে গুণে (বর্ণনান্তরে) তাঁর নিজের হাতে গুণে গুণে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্ হল মীযানের অর্ধেক, আলহামদু লিল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেয়, আল্লাহ্ আকবার আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সিয়াম হল সবরের অর্ধেক আর পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক।

হাদীসটি হাসান। শু'বা ও ছাওরী (র)-ও এটি আবূ ইসহাক (র)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ . حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَكَانَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ الأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أَكْثَرُ مَا دَعَابِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآبِي ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

৩৫২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম মুআদ্দিব (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ওয়াকূফ স্থানে আরাফা দিবসের বিকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় যে দু'আ করেছেন তা হল ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ.

হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সব তারীফ যেরূপ তুমি বল আর আমরা যা বলি তা থেকে উত্তম। হে আল্লাহ্! তোমার জন্যই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, তোমার দিকেই তো আমার প্রত্যাবর্তন, তোমার জন্যই তো হে আমার রব্ব! তুমি আমার উত্তরাধিকারী। হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, মনের ওয়াসওয়াসা থেকে, কাজের বিশৃঙ্খলা থেকে। হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই বায়ু যা বয়ে নিয়ে আসে তার অনিষ্ট থেকে।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব। এর সনদও মজবুত নয়।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ تَقُوْلُ؟

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫২১. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম মুআদ্দিব (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত বেশী দু'আ করলেন যে, আমরা এর কিছু স্মরণ রাখতে পারলাম না। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো অনেক দু'আ করেছেন কিন্তু আমরা তো তার কিছুই স্মরণ রাখতে পারলাম না।

তিনি বললেন ঃ এক দু'আ তোমাদের বলব কি যা এই সবকিছু সমন্বিত করে নিবে? বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সেই সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। যে সব কল্যাণের প্রার্থনা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ করেছেন। আর সেই সব অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই যেসব অকল্যাণ থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ পানাহ চেয়েছেন। তুমিই তিনি যার কাছে সাহায্য পাওয়া যায়। তোমারই উপর নির্ভর যথেষ্ট। কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহ্ ছাড়া।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢٢-حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ صَاحِبِ الْحَرِيْرِ قَالَ. حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِيْنِكَ ؟ قَالَ : يَاأُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ اٰدَمِي إِلاَ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ ، فَتَلاَ مُعَاذُ (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا).

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَانَسٍ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৫২২. আবূ মূসা আনসারী (র)... শাহর ইব্ন হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বললাম ঃ হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কি দু'আ করতেন?

তিনি বললেন ঃ তাঁর অধিকাংশ দু'আ ছিল ঃ . يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয় তুমি তোমার দীনে সুদৃঢ় রাখ।

তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অধিকাংশ সময় এই দু'আ কেন করেন যে, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিকা?

তিনি বললেন ঃ হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নাই যার হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতী অঙ্গুলীসমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে নেই। যাকে তিনি ইচ্ছা তাকে তিনি দীনের উপর কায়েম রাখেন, যাকে ইচ্ছা তিনি সরিয়ে দেন।

রাবী মুআয (র) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

হে আমাদের রব্ব! হেদায়তের পর তুমি আমাদের হৃদয় বক্র করে দিও না। (আল-ইমরান ৩ ঃ ৮)

এই বিষয়ে আয়িশা, নাওওয়াস ইব্ন সামআন, আনাস, জাবির, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, নুআয়ম ইব্ন আম্মার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ . حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : شَكَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُوْمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ ، وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْأَنْ يَبْغِي ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ قَدْ تَرَكَ حَدِيْثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَيُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ

৩৫২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম মুআদ্দিব (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ নবী ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করলেন, বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনিদ্রা রোগে আমি ঘুমাতে পারি না।

নবী ﷺ বললেন ঃ যখন তোমার শয্যাগ্রহণ করবে তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ ، وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْأَنْ يَبْغِي ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! সপ্ত আকাশ এবং যা কিছুর উপর তা ছায়া দেয় সে সব কিছুর রব্ব! যমীনসমূহ এবং যা কিছু সে বহন করছে সে সব কিছুর রব্ব! শয়তান ও যাদের সে গুমরাহ্ করে তাদের রব্ব! তোমার সব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তুমিই আমার আশ্রয় হও, এদের কেউ যেন আমার উপর কোন বাড়াবাড়ি করতে না পারে। সম্মানিত তোমার আশ্রয়প্রার্থী, মহিমান্বিত তোমার প্রশংসা, তুমি ছাড়া ইলাহ্ নেই, তুমি ব্যতীত মা'বূদ নেই।

হাদীসটির সনদ মজবুত নয়। কোন কোন হাদীস বিশারদ হাকাম ইব্ন যুহায়র (র)-এর হাদীস পরিত্যাজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাদীসটি অন্য সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الرُّحَيْلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَخِي زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أَلِظُّوا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ هٰذَا وَجْهٍ.

৩৫২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে যখন কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত তখন তিনি বলতেন ঃ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

এই সনদেই বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলা সব সময়ের জন্য দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

হাদীসটি গারীব।

আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٥٢٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَلِظُّوا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هٰذَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهٰذَا أَصَحُّ ، وَالْمُؤَمَّلُ غَلِطَ فِيهِ فَقَالَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَلَا يُتَابَعُ فِيهِ .

৩৫২৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

হাদীসটি গারীব। হাদীসটি সঠিক ভাবে রক্ষিত নয়।

এটি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা-হুমায়দ-হাসান বাসরী (র) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এটিই অধিক সাহীহ্‌। এর সনদে মুআম্মাল (র) ভুল করেছেন যে, এতে 'হুমায়দ-আনাস (রা) কথাটি উল্লেখ করেছেন। এতে তাঁর কোন সমর্থক নেই।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٢٦–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا أَيْضًا عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى ظَبْيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৫২৬. হাসান ইব্‌ন আরাফা (র)... আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি পাক-সাফ অবস্থায় শয্যাগ্রহণ করে আর আল্লাহ্‌র যিকর করতে করতে তার নিদ্রা এসে যায়, তবে রাতের কোন মুহূর্তে সে জেগে উঠে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌ তাকে অবশ্যই তা দান করবেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এটি শাহর ইব্‌ন হাওশাব-আবূ ইয়া-আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٢٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى الْوَرْدِ عَنِ الْجَلاَجِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ ، فَقَالَ : أَىُّ شَىْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ؟ قَالَ : دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا أَرْجُوْبِهَا الْخَيْرَ . قَالَ : فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَ الْفَوْزَ مِنَ النَّارِ. وَسَمِعَ رَجُلاً وَهُوَ يَقُوْلُ : يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ، فَقَالَ : قَدْ أُسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلْ . وَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ ، فَقَالَ سَأَلْتَ اللّٰهَ الْبَلاَءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩৫২৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি দু'আয় বলছে ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে নিয়ামতের পূর্ণতা চাই।

তিনি বললেন ঃ নিয়ামতের পূর্ণতা কি?

লোকটি বলল ঃ একটি দু'আ করলাম আর এতে আমি কল্যাণ আশা করি।

তিনি বললেন ঃ নিয়ামতের পূর্ণতার মানে হল জান্নাতে দাখিল হওয়া এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির সাফল্য লাভ করা।

নবী ﷺ একদিন আবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'।

তিনি বললেন ঃ তোমার দু'আ অবশ্যই কবূল হবে; প্রার্থনা কর।

নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ধৈর্যধারণের তওফীক চাই।

তিনি বললেন ঃ তুমি তো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুসীবতের প্রার্থনা করছ, তাঁর কাছে তোমরা নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।

আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... যুরায়রী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢٨–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ . قَالَ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৫২৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি ঘুমে ভয় পায় তবে যেন সে এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে তার কোন অনিষ্ট হবে না ঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওয়াসীলায় আমি পানাহ চাইছি তাঁর গযব, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে (আরো পানাহ চাইছি) শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও উপস্থিতি থেকে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) তাঁর বালেগ সন্তানদের এই দু'আটি শিখাতেন আর যারা বালেগ হয়নি, একটি পাতায় তা লিখে এটি তাদের গলায় বেঁধে দিতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٥٢٩-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ. قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَلْقَى إِلَى صَحِيْفَةً فَقَالَ : هٰذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَإِذَا فِيْهَا: إِنَّ أَبَابَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي مَاأَ قُوْلُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَ إِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : يَا أَبَابَكْرٍ قُلْ : اَللّٰهُمَّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ اقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوْءًا وَاَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৫২৯. হাসান ইব্‌ন আরাফা (র)... আবূ রাশিদ হুবরানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর কাছে এসে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি তখন আমার দিকে একটি পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এই হল তা, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে লিখে দিয়েছিলেন।

আবূ রাশিদ (র) বলেন ঃ আমি এতে দেখি যে, আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল এবং বিকালে পাঠ করব।

তিনি বললেন ঃ হে আবূ বাকর! বল ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ اقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوْءًا أَوْاَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ইলাহ্ নেই তুমি ছাড়া, প্রত্যেকটি বস্তুর যিনি রব্ব ও মালিক, আমি তোমার কাছেই পানাহ চাই আমার নাফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে, আমার ব্যাপারে অকল্যাণকর কোন কিছু করা থেকে বা অন্য কোন মুসলিমের ক্ষতি করা থেকে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٥٣٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاوَائِلٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قُلْتُ : لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ

مَدَحَ نَفْسَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৫৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত যে, (নবী ﷺ বলেছেন ঃ) আল্লাহ্ অপেক্ষা আত্মগরিমাসম্পন্ন আর কেউ নেই। আর তাই তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব অশ্লীল কর্ম হারাম করেছেন। আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই। আর তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٣١–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِى دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِى صَلَاتِى . قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَهُوَ حَدِيْثُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاَبُو الْخَيْرِ اسْمُهُ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىُّ.

৩৫৩১. কুতায়বা (র)... আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদিন নবীজীকে) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটা দু'আ শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি সালাতে দু'আ করি।

তিনি বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

হে আল্লাহ্! আমি তো যুলম করেছি আমার নিজের উপর, অনেক যুলম, তুমি ছাড়া গুনাহ্ মাফ করার নেই কেউ, তাই মাফ করে দাও আমাকে তোমার পক্ষ থেকে, রহম কর আমার উপর, তুমি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এ হল লায়ছ ইব্ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত। আবুল খায়র (র)-এর নাম হল মারছাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী।

٣٥٣٢–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَرْثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا ، فَقَامَ النَّبِىُّ

ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : مَنْ إِنَا ؟ فَقَالُوا : أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ . قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِ هِمْ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ ، فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩৫৩২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... মুত্তালিব ইব্‌ন ওয়াদা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্বাস (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। (তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল) তিনি যেন (অনভিপ্রেত) কিছু শুনে এসেছেন। তখন নবী ﷺ মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ আমি কে?

সাহাবীগণ বললেন ঃ আপনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। সালাম আপনার উপর।

তিনি বললেন ঃ আমি হলাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ তা'আলা সব মাখলূক পয়দা করে আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তমের মাঝে। এরপর তাদের দুই ভাগ করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অংশে। এরপর তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর বানালেন বিভিন্ন গৃহ পরিবেশ আর আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তম গৃহ পরিবেশে এবং করেছেন আমাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

হাদীসটি হাসান।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٢٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوْبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هٰذَا الشَّجَرَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৩৫৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ রাযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার একটি গাছের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, এর পাতা ছিল শুষ্ক। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে এতে আঘাত করলেন, ফলে পাতা ঝরে পড়তে লাগল। এরপর তিনি বললেন ঃ এই গাছটির পাতা যেভাবে ঝরে পড়ছে, তেমনিভাবে 'আলহামদু লিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' (পাঠের) দ্বারাও বান্দার গুনাহ্‌সমূহ ঝরে পড়ে।

হাদীসটি গারীব।

٣٥٢٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْجُلَاحِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِى عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيْبٍ السَّبَائِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

اَلْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ مُسَلَّحَةً يَحْفَظُوْنَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوْجِبَاتٍ ، وَمَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوْبِقَاتٍ ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رَقَبَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِعِمَارَةَ بْنِ شَبِيْبٍ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

৩৫৩৪. কুতায়বা (র)... উমারা ইব্‌ন শাবীব আস-সাবাঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি মাগরিবের পর দশবার (নিম্নের) এই দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী ফিরিশ্‌তা দল পাঠাবেন যারা তাকে ভোর পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষা করবে। এতে তার জন্য তিনি লিখবেন দশটি অবশ্য প্রাপ্য নেকী, মাফ করে দিবেন তার জন্য ধ্বংসকর দশটি গুনাহ্ এবং তাতে তার দশজন মু'মিন দাস আযাদ করার সমতুল্য ছওয়াব হবে।

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হাদীসটি হাসান-গারীব।

লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। উমারা ইব্‌ন শাবীব (রা) সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন বলেও আমরা জানি না।

بَابٌ : فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ لِعِبَادِهِ

পরিচ্ছেদ ঃ তওবা ও ইস্তিগফারের ফযীলত এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের বিবরণ

٣٥٣٥-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ أَسْأَلُهُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ : مَاجَاءَ بِكَ يَازِرُّ ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، فَقَالَ : الْمَلاَئِكَةِ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَا بِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ : إِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَنْ لاَ نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ قَالَ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوٰى شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ يَامُحَمَّدُ ، فَأَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ فَقُلْنَا لَهُ : وَيْحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا ،

فَقَالَ : وَاللّٰهِ لاَ أَغْضُضُ . قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : اَلْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَق بِهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى عَرْضِهِ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا . قَالَ سُفْيَانُ : قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوْحًا يَعْنِى لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৫৩৫. ইব্‌ন আবূ উমার (র)... যিরর ইব্‌ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সাফওয়ান ইব্‌ন আসসাল মুরাদী (রা)-এর কাছে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্ করার বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য এলাম। তিনি বললেন ঃ হে যিরর! কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?

আমি বললাম ঃ ইলমের অন্বেষণে।

তিনি বললেন ঃ তালেবুল ইলমের জন্য ফিরিশতারা তাদের পাখনা বিছিয়ে দেন তার ইলম সন্ধানের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশে।

আমি বললাম ঃ প্রস্রাব-পায়খানার পর (উযূর ক্ষেত্রে) চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করার বিষয়টি আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। আপনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের একজন। তাই আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে এলাম যে, এই বিষয়ে আপনি তাঁকে কিছু বলতে শুনেছেন কি?

তিনি বললেন ঃ হাঁ, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যখন মুসাফির থাকি তখন যেন গোসল ফরযজনিত কারণ ব্যতীত (উযূ করার) তিন দিন তিন রাত আমাদের চামড়ার মোজা না খুলি, প্রস্রাব-পায়খানা ও নিদ্রা ইত্যাদি কারণের বেলায়ও নয়।

আমি বললাম ঃ মুহাব্বতের বিষয়ে তাঁকে কিছু বলতে শুনেছেন কি?

তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর কাছে ছিলাম এমন সময় এক বেদুঈন উচ্চৈস্বরে তাঁকে ডাক দিয়ে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মত আওয়াজে উত্তর দিলেন ঃ এস।

আমরা তাকে বললাম ঃ ওহে! তোমার আওয়াজ একটু নীচু কর। কেননা তুমি তো নবী ﷺ -এর কাছে এসেছ। আর তাঁর কাছে এরূপ করতে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার আওয়াজ নীচু করতে পারব না। পরে ঐ বেদুঈন বলল ঃ কোন ব্যক্তি এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি?

নবী ﷺ বললেন ঃ যে যাকে ভালবাসবে, কিয়ামতের দিন সে তার সঙ্গেই থাকবে।

যিরর (র) বলেন ঃ সাফওয়ান (রা) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে করতে পশ্চিম প্রান্তের (সুফয়ানের বর্ণনায় সিরিয়ার প্রান্তে) একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন। এই ফটকটির প্রশস্ততা হল চল্লিশ বা (অপর বর্ণনায়) সত্তর বছরের সওয়ারী অতিক্রম করার পথ। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে ঐটিও সৃষ্টি করেছেন। তওবার জন্য এটি সদা উন্মুক্ত। পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٣٦-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ لِيْ مَاجَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : أَبْتِغَاءَ الْعِلْمِ . قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ حَاكَ أَوْ حَكَّ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَ بَوْلٍ وَ نَوْمٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْهَوَى شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، كُنَّامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَار ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍ أَعْرَابِيٌّ حَلَفَ خَافٍ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَهْ إِنَّكَ قَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا ، فَأَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ نَحْوَ مِنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ . قَالَ زِرٌّ : فَمَابَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثَنِي أَنَّ اللّٰهَ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا) اَلْآيَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৫৩৬. আহমাদ ইব্‌ন আবদা দাববী (র)... যিরর ইব্‌ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সাফওয়ান ইব্‌ন আসসাল মুরাদী (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ কেন এসেছ?

আমি বললাম ঃ ইলমের তালাশে।

তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, 'ইলম তালাশকারী যা করে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতারা তাঁর জন্য তাঁদের পাখনা বিছিয়ে দেন।

তিনি বলেছেন ঃ আমি বললাম ঃ চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করার বিষয়ে আমার মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে। এই বিষয়ে কি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে কি কিছু সংরক্ষণ করেছেন?

তিনি বললেন ঃ হাঁ, গোসল ফরযজনিত কারণ ব্যতীত, পায়খানা-প্রস্রাব ও নিদ্রাজনিত কারণে উযূর ব্যাপারে না ধোয়ার জন্য মুসাফির অবস্থায় তিন দিন চামড়ার মোজা না খুলতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি বললাম ঃ মুহাব্বাত বিষয়ে কিছু নবী ﷺ থেকে সংরক্ষণ করেছেন কি?

তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। মজলিসের শেষদিকে অবস্থানরত এক বেদুঈন তখন চিৎকার করে তাঁকে বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ!

উপস্থিত লোকেরা তাকে বলল ঃ চুপ কর, এভাবে ডাকা নিষেধ। নবী ﷺ তার মত আওয়াজে জওয়াব দিলেন ঃ আস।

লোকটি বলল ঃ কোন ব্যক্তি এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু সে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গেই অবস্থান করবে।

যিরর (র) বলেন, সাফওয়ান (রা) আমাদের হাদীস বর্ণনা করতে থাকলেন। শেষে তিনি বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চিমে একটি তওবার দ্বার তৈরী করেছেন। এর প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না ঘটা পর্যন্ত তা কখনও রুদ্ধ হবে না।

আল্লাহ্র এই কালামে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا)

যে দিন তোমার রব্বের কিছু নিদর্শনের আবির্ভাব ঘটবে, সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না — যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি। (সূরা আনআম ৬ ঃ ১৫৮)

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٣٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

৩৫৩৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রূহ কণ্ঠায় না পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা অবশ্যই কবূল করবেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

৩৫৩৮. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তি পেলে যত খানি খুশী হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একজনের তওবায় এর চেয়ে বেশী আনন্দিত হন।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, নু'মান ইব্ন বাশীর ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ এই সূত্রে গারীব।

মাকহূল... আবূ যর-নবী ﷺ থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٣٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : قَدْ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩৫৩৯. কুতায়বা (র)... আবূ আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শোনা একটি বিষয় তোমাদের কাছে থেকে এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের যদি পাপ সংঘটিত না হত তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সৃষ্টি পয়দা করতেন যাদের পাপ হত আর তিনি তাদের মাফ করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব-আবূ আয়্যুব (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র)-আবূ আয়্যুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٤٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحٰقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ فَائِدٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৫৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসহাক জাওহারী বাসরী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে তোমার পাপ যাই হোক না

কেন, আমি তা ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও, আর আমার সঙ্গে যদি কিছুর শরীক না করে থাক, তবে আমি সেই পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমাকে দান করব।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ خَلَقَ اللّٰهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন

٣٥٤١–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : خَلَقَ اللّٰهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُوْنَ بِهَا وَعِنْدَ اللّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ رَحْمَةً.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَجُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৪১. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একশ' রহমত সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে একটি রহমত রেখেছেন যদ্বারা তারা একে অন্যের প্রতি রহম করে থাকে। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে নিরানব্বইটি রহমত।

এই বিষয়ে সালমান এবং জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুফয়ান আল-বাজালী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٤٢–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৫৪২. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে কি শাস্তি আছে তা যদি মু'মিনরা জানত তবে কেউ জান্নাতের ব্যাপারে আশা করত না, আর আল্লাহ্র কাছে কি রহমত আছে তা যদি কাফিররা জানত তবে কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

হাদীসটি হাসান। আলা ইব্ন আবদুর রহমান — তাঁর পিতা আবদুর রহমান-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٥٤٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ حِيْنَ خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِي .

قَالَ أَبُوعِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৫৪৩. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর সৃষ্টিসমূহ পয়দা করেন তখনই তাঁর হাতে লিখে রাখেন ঃ আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٤٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الثَّلْجِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَرْبِي عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللّٰهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا اللّٰهَ ؟ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ.

৩৫৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ ছালজ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ মসজিদে এসে প্রবেশ করলেন। তখন সেখানে এক ব্যক্তি সালাত শেষ করে দু'আ করছিল। সে তার দু'আয় বলছিল ঃ اللهم لاَ إِلهَ إِلاَّ انتَ المنَّانُ بَدِيْع السموٰاتِ وَالأرضِ ذَاالجَلاَلِ وَالإكرَامِ

হে আল্লাহ্! আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই। তুমিই তো অনুগ্রহদাতা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উপমাহীন সৃষ্টিকর্তা, প্রতাপশালী ও মর্যাদাবান।

নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, সে কিসের ওয়াসীলায় দু'আ করছে? এতো আল্লাহ্ তা'আলার ইস্‌মে আ'যমের মাধ্যমে দু'আ করছে। এর ওয়াসীলায় দু'আ করলে অবশ্যই তা কবূল করা হয়, যাঞ্চা করা হলে অবশ্যই তা প্রদান করা হয়।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

بَابٌ : قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ)

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী (ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক)

٣٥٤٥-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : وَأَظُنُّهُ قَالَ أَوْ أَحَدُهُمَا .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَرِبْعِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ .

وَيُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مَرَّةً فِى الْمَجْلِسِ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا كَانَ فِى ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ .

৩৫৪৫. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার কাছে আমার উল্লেখ করা হল অথচ আমার উপর দরূদ পাঠ করল না। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার জীবনে রমযান মাস এল কিন্তু তাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত না করেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতামাতাকে (বা তাদের একজনকে) বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সে জান্নাতী হতে পারল না।

আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি মনে করি, তিনি বলেছেন তাদের (পিতামাতার) একজনকে পেল।

এই বিষয়ে জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান এই সূত্রে গারীব।

রিবঈ ইব্ন ইবরাহীম (র) হলেন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উলাইয়্যা-এর ভাই। ইনি নির্ভরযোগ্য।

কোন কোন আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি নবী ﷺ -এর উপর মজলিসে একবার দরূদ পাঠ করে, তবে ঐ বৈঠকের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

٣٥٤٦-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْبَخِيلُ الَّذِى مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৫৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা ও যিয়াদ ইব্ন আয়্যূব (র)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পাঠ করল না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : فِى دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর দু'আ

٣٥٤٧–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ . اَللّٰهُمَّ نَقِّ قَلْبِى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৫৪৭. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দু'আয়) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ . اَللّٰهُمَّ نَقِّ قَلْبِى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

হে আল্লাহ্! আমার হৃদয় শীতল করে দাও বরফ ঠাণ্ডা ও শীতল পানি দিয়ে। হে আল্লাহ্! সাদা কাপড়কে যেমন ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় তেমনি তুমি আমার হৃদয়কে পাপরাশি থেকে নির্মল করে দাও।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٥٤٨–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ . وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ الْمُلَيْكِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِى الْحَدِيثِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

النَّبِىُّ ﷺ قَالَ : مَاسُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِى . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْكُوْفِى عَنْ إِسْرَائِيْلَ بِهٰذَا

৩৫৪৮. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে যার জন্য দু'আর দ্বার উন্মোচিত হয়, তার জন্য জান্নাতের দ্বারসমূহও উন্মোচিত হয়। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় যাচঞা হল সুস্থতা প্রার্থনা করা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয় নাই সবক্ষেত্রেই দু'আয় উপকার হয়। সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমাদের দু'আ করা উচিত।

হাদীসটি গারীব। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর কুরাশী (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইনি যঈফ। কোন কোন হাদীসবিদ তাঁর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

ইসরাঈল (র) এই হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর-মূসা ইব্ন উকবা-নাফি' ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে যে সব প্রার্থনা করা হয় সে সবের মাঝে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনার চেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর কাছে আর কিছু নেই।

কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র)—ইসরাঈল (র) সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٤٩-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِى عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللّٰهِ ، وَمَنْهَاةٌ الْاِثْمِ وَتَكْفِيْرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَ مَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ بِلَالٍ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ .

قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ الْقُرَشِىُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الشَّامِىُّ وَهُوَ ابْنُ أَبِى قَيْسٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ حَسَّانٍ وَقَدْ تُرِكَ حَدِيْثُهُ .

وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِى عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِى عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَ مَنْهَاةٌ لِلْاِثْمِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى إِدْرِيْسَ عَنْ بِلَالٍ .

৩৫৪৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেননা, এ হলো তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অবলম্বিত রীতি। রাতের সালাত আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ ও গুনাহ্ থেকে বাঁচার উপায়; মন্দকাজের কাফ্ফারা এবং শারীরিক রোগের প্রতিরোধক।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া বিলাল (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সনদের দিক থেকে এটি সাহীহ্ নয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদ কুরাশী হলেন মুহম্মাদ ইব্ন সাঈদ শামী। ইনি ইব্ন আবূ কায়স; আর ইনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাসসান। তাঁর বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য।

মুআবিয়া ইব্ন সালিহ (র) এই হাদীসটি রাবীআ ইব্ন ইয়াযীদ-আবূ ইদরীস খাওলানী-আবূ উমামা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেননা, এ হল তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের রীতি। এ হল তোমাদের রব্বের নৈকট্য লাভের উপায়, মন্দ কাজসমূহের কাফফারা ও পাপসমূহের জন্য প্রতিরোধক।

আবূ ইদরীস-বিলাল (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে এই রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ্।

٣٥٥٠–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ سِتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ . وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُاوِزُ ذٰلِكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৫৫০. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতদের বয়স হল ষাট ও সত্তরের মাঝে। তাদের খুব কম সংখ্যকই এই সীমা অতিক্রম করতে পারবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর-আবূ সালামা-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর হাদীস হিসাবে এটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

بَابٌ : فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর দু'আ

٣٥٥١–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَضَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُوْلُ : رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ

عَلَى، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَى ، وَامْكُرْلِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ لِي الْهُدَى . وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ مُخْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي .

قَالَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِي عَنْ سُفْيَانَ هٰذَا الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৫৫১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দু'আয় বলতেন :

رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَى، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَى ، وَامْكُرْلِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَى ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي . وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ مُخْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَصَدِّدْ لِسَانِي ، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي .

হে আমার রব্ব! তুমিই আমায় সহযোগিতা কর, আমার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করো না, আমায় সাহায্য কর আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না, আমার পক্ষে কৌশল অবলম্বন কর, আমার বিরুদ্ধে কৌশল করো না, আমাকে হেদায়াত কর, আমার জন্য হেদায়াত সহজ করে দাও। যারা আমার উপর যুলুম করে তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে পারওয়ারদিগার! আমাকে বানাও তোমার প্রতি শুকুর গুযার, তোমার যিকরকারী, তোমার প্রতি ভয় পোষণকারী, তোমার প্রতি আনুগত্যশীল, তোমার প্রতি বিনয়াবনত, তোমার প্রতি মিনতিপূর্ণ ও প্রত্যাবর্তনশীল। হে আমার রব্ব! আমার তওবা কবূল কর, ধুয়ে দাও আমার সব গুনাহ্, জবাব দাও আমার দু'আর, প্রতিষ্ঠিত কর আমার দলীলাদি, সঠিক রাখ আমার যবান, হেদায়াত কর আমার অন্তরকে আর বের করে দাও আমার হৃদয় থেকে সব হিংসা ও বিদ্বেষ।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান-মুহাম্মাদ ইব্‌ন বশির আবদী-সুফয়ান ছাওরী (র) থেকে এই সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٥٢ ـ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدْ انْتَصَرَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي حَمْزَةَ ، وَهُوَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৩৫৫২. হান্নাদ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুলুম করেছে তার বিরুদ্ধে যে বদদু'আ করল সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিল।

হাদীসটি গারীব। আবূ হামযা (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

কোন কোন আলিম আবূ হামযা (র)-এর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইনি হলেন মায়মূন আ'ওয়ার।

কুতায়বা (র)... আবূ হামযা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٥٣–حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ – كَانَتْ لَهُ عَدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْقُوفًا .

৩৫৫৩. মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী কূফী (র)... আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ি ও ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন কাদীর' — কালিমাগুলি দশবার পাঠ করে, তবে ইসমাঈল বংশের চারজন গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে।

আবূ আয়্যূব (রা) থেকে এই হাদীসটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত আছে।

٣٥٥٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا هَاشِمٌ هُوَ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا. قَالَ : لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهٰذِهِ ، فَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ ؟ فَقُلْتُ :بَلَى عَلِّمْنِي ، فَقَالَ : قُولِي : سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ

الْكُوفِيِّ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمَعْرُوفٍ.

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৫৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার (র)... সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন। আমার সামনে তখন চার হাজার খেজুর বীচি ছিল। এগুলো দ্বারা আমি তাসবীহ্ পাঠ করছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তো এগুলোর মাধ্যমে তাসবীহ্ পাঠ করছ। যে পরিমাণ তাসবীহ্ তুমি পাঠ করেছ, তদপেক্ষা বেশী পরিমাণের উপায় কি আমি তোমাকে শিখিয়ে দিব?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই আমাকে শিখিয়ে দিন।

তিনি বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ.

সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যকবার সুবহানাল্লাহ্

হাদীসটি গারীব। হাশিম ইব্‌ন সাঈদ কূফী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া সাফিয়্যা (রা) বর্ণিত হাদীসরূপে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তাঁর এই সনদ মা'রূফ নয়।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٥٥٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، وَهُوَ شَيْخٌ مَدَنِي ثِقَةٌ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْمَسْعُودِي وَسُفْيَانُ الثَّوْرِى هٰذَا الْحَدِيثَ.

৩৫৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... জুওয়ায়রিয়্যা বিনত হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার তাঁর ইবাদতখানায় ছিলেন, এমতাবস্থায় নবী ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। পরে আবার প্রায় দুপুরের সময়ও তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি কি এতক্ষণ তোমার আগের অবস্থায়ই ছিলে?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

নবী ﷺ বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কতকগুলো কালিমা শিখিয়ে দিব না যা তুমি পাঠ করবে? সেগুলো হল ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্; আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আরশের ওজন পরিমাণ সুবহানাল্লাহ্, আরশের ওজন পরিমাণ সুবহানাল্লাহ্, আরশের ওজন পরিমাণ সুবহানাল্লাহ্; আল্লাহ্র কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্র কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্র কালিমার পরিমাণ সংখ্যক সুবহানাল্লাহ্।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান হলেন তালহা পরিবারের আযাদকৃত দাস। তিনি একজন মাদীনী শায়খ এবং নির্ভরযোগ্য। মাসঊদী এবং ছাওরী (র)-ও তাঁর বরাতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٥٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ : أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও পরম দয়ালু। কোন বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত তোলে, তখন তাকে বঞ্চিত করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে তাঁর লজ্জা হয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

কেউ কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু মরফু' হিসেবে নয়।

٣٥٥٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أَحِّدْ أَحِّدْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِأَصْبُعَيْهِ فِى الدُّعَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لاَ يُشِيرُ إِلاَّ بِأَصْبُعٍ وَاحِدَةٍ .

৩৫৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি দুই আঙ্গুলে (তাশাহ্হুদে) ইশারা করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ একটা দ্বারা, একটা দ্বারা।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই হাদীসটির মর্ম হল, শাহাদাতের ক্ষেত্রে দু'আর সময় এক ব্যক্তি যখন দুই আঙ্গুলে ইশারা করে, তখন যেন সে এক আঙ্গুল ব্যতীত তা না করে।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٥٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ رِفَاعَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَامَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَا فَقَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الأَوَّلِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَا فَقَالَ : أَسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৩৫৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... মুআয ইব্ন রিফাআ তাঁর পিতা রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) মিম্বরে (খুত্বা দিতে) দাঁড়ালেন। এরপর কেঁদে উঠলেন। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হিজরতের) প্রথম বছরে মিম্বরে (খুত্বা দিতে) দাঁড়ালেন। এরপর কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে তোমরা ক্ষমা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে। কেননা ঈমানের পর এই আফিয়াত বা নিরাপত্তা অপেক্ষা উত্তম কাউকে আর কিছুই প্রদত্ত হয়নি।

আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٥٩–حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِىُّ . حَدَّثَنَا أَبُويَحْيَى الْحِمَّانِىُّ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِى نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى نُصَيْرَةَ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ.

৩৫৫৯. হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ কূফী (র)... আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দিনে সত্তরবারও যদি কেউ পাপ করে কিন্তু সে যদি ইস্তিগফার ও তওবা করে, তবে সে পাপের পুনরাবৃত্তিকারী বলে গণ্য হবে না।

হাদীসটি গারীব। আবূ নুসায়রার রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি। এর সনদও শক্তিশালী নয়।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٦٠–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا الأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي كَنَفِ اللّٰهِ وَفِي حِفْظِ اللّٰهِ وَفِي سَتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

৩৫৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা ও সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী‘ (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার উমার (রা) একটি নতুন কাপড় পরিধান করলেন। এরপর বললেন ঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي .

সব প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন যদ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থল আচ্ছাদিত করি এবং আমার জীবন করি শোভিত।

এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি নতুন কাপড় পরিধান করে এই দু'আ পাঠ করে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

পরবর্তীকালে কাপড়টি পুরাতন হওয়ার পর সেটি সাদাকা করে দেয়, তবে সে জীবনে ও মরণে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্র আশ্রয় এবং তাঁরই হেফাযতে ও আচ্ছাদনে অবস্থান করবে।

হাদীসটি গারীব।

ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যূব এটিকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যাহর-আলী ইব্ন ইয়াযীদ-কাসিম (র) সূত্রে আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٦١–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ ، مَارَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلاَ أَفْضَلَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيْمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً ؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُولٰئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيْمَةً.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَحَمَّادُ بْنُ أَبُو حُمَيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيْمَ الأَنْصَارِىُّ الْمَدَنِىُّ ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ فِى الْحَدِيْثِ .

৩৫৬১. আহমাদ ইব্‌ন হাসান (র)... উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ নাজদের দিকে একটা অভিযান প্রেরণ করেন। তারা সেখানে বহু গনীমতের মাল লাভ করেন এবং দ্রুত ফিরে আসেন। সেই অভিযানে শরীক ছিলেন না এমন একজন বললেনঃ এত দ্রুত এবং এত উত্তম গনীমত সম্পদ নিয়ে ফিরে আসতে আর কোন বাহিনীকে আমরা দেখেনি। তখন নবী ﷺ বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলব যারা আরো উত্তম গনীমত সম্পদ নিয়ে আরো দ্রুত ফিরে আসে? এরা হল এমন এক সম্প্রদায় যারা ফজরের জামায়াতে হাযির হয়। এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে আল্লাহ্‌র যিকর করতে থাকে। এরাই হল তারা — যারা আরো ভাল গনীমত সম্পদ নিয়ে আরো দ্রুত ফিরে এল।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হুমায়দ (র) হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হুমায়দ। আর ইনিই হলেন আবূ ইবরাহীম আনসারী মাদীনী। ইনি হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٦٢–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ فَقَالَ : أَىْ أُخَىَّ أَشْرِكْنَا فِى دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৫৬২. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ﷺ -এর কাছে উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রিয় ভাই! তোমার দু'আয় শরীক করবে এবং আমাদের ভুলে যাবে না।
হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٦٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّى قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَأَعِنِّى . قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ؟ قَالَ : قُلِ : اللّٰهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৫৬৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক মুকাতিব[১] গোলাম তাঁর কাছে এসে বলল ঃ আমি আমার চুক্তি অনুসারে বিনিময় মূল্য দিতে অপারগ হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

তিনি বললেন ঃ তোমাকে এমন কিছু কালিমা আমি শিখিয়ে দিব কি যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন? তোমার যিম্মায় যদি ছবীর পাহাড়[২] পরিমাণ ঋণও থাকে, তবে এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাও আদায় করে দিবেন। তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

হে আল্লাহ্! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : فِى دُعَاءِ الْمَرِيضِ
পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ

٣٥٦٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّبِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِى ، وَإِنْ كَانَ بَلاَءٍ فَصَبِّرْنِى . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ : قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ عَافِهِ أَوِاشْفِهِ ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ ، قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِى بَعْدُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

---

১. বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে মালিকের সঙ্গে আযাদীর চুক্তি করা।
২. তায় কাবীলায় অবস্থিত আরবের একটি বড় পাহাড়।

৩৫৬৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। আমি তখন বলছিলাম ঃ হে আল্লাহ্! আমার মৃত্যুর সময় যদি ঘনিয়ে এসে থাকে তবে (মৃত্যু দিয়ে) আমাকে শান্তি দাও। আর যদি তা আরো বিলম্বিত থাকে তবে আমার জীবনকে সুখময় করে দাও এবং যদি এটি পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকে তবে আমাকে ধৈর্য দাও।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি বলছ?

রাবী বলেন ঃ তিনি যা বলছিলেন তা তাঁকে পুনরাবৃত্তি করে শুনালেন। নবী ﷺ তখন তাকে তাঁর পা দিয়ে ঠেলা দিলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্! একে সুস্থ করে দাও।

আলী (রা) বলেন ঃ এর পর কখনও আমি এই অসুখে আর ভুগিনি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٦٥–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيضاً قَالَ : اللّٰهُمَّ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৫৬৫. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন ঃ

اللّٰهُمَّ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً .

এই অসুবিধা দূর করে দাও হে সব মানুষের প্রভু! সুস্থ করে দাও। তোমার সুস্থকরণ ছাড়া তো কারো সুস্থতা নেই। এমন সুস্থতা দাও যে, কোন রোগ-বালাই যেন এর আওতা বহির্ভূত না থাকে।

হাদীসটি হাসান।

بَابٌ : فِي دُعَاءِ الْوِتْرِ

পরিচ্ছেদ ঃ বিতরের দু'আ

٣٥٦٦–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي وِتْرِهِ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ .

৩৫৬৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী‘ (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর বিতর সালাতে পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

হাদীসটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ : فِى دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَعَوُّذِهِ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দু‘আ এবং প্রত্যেক সালাতের শেষে তাঁর তাআওউয পাঠ

٣٥٦٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالاَ : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : أَبُو إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ مُضْطَرِبٌ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ ، يَقُوْلُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ وَيَقُوْلُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَضْطَرِبُ فِيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৫৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... মুসআব ইব্‌ন সা‘দ এবং আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন ঃ সা‘দ (রা) তাঁর ছেলেদের এই কালিমাগুলো এমনভাবে শিখাতেন লিপিকার যেমন শিশুদেরকে লেখা শেখায়। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের পর এগুলো পাঠ করে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ আবূ ইসহাক হামদানী এই হাদীসটির ক্ষেত্রে ইযতিরাব-এ নিপতিত. তিনি সনদে কোন কোন সময়ে বলেছেন আমর ইব্‌ন মায়মূন-উমার সূত্রের কথা, আবার কোন কোন সময় বলেছেন অন্য একজনের কথা।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ।

٣٥٦٨–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ . أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ عَنْ أَبِيْهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ قَالَ حَصَاةٌ تُسَبِّحُ بِهَا ، فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَاهُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سَعْدٍ .

৩৫৬৮. আহমাদ ইব্‌ন হাসান (র)... আয়িশা বিনত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস তৎপিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক মহিলার কাছে গেলেন। উক্ত মহিলার সামনে তখন কিছু খেজুর-বীচি ছিল। এগুলো দিয়ে তিনি তাসবীহ পাঠ করছিলেন। নবীজী ﷺ তাকে বললেন ঃ এর চেয়ে সহজ ও উত্তম উপায় সম্পর্কে কি তোমাকে অবহিত করব? (তা হল ঃ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ

সা'দ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٥٦٩–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَزَيْدُ ابْنُ حُبَابٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى حُكَيْمٍ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ وَلاَ وَمُنَادٍ يُنَادِى : سَبِّحُوا الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৩৫৬৯. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ বান্দার এমন কোন সকাল হয় না যখন কোন আহ্‌বানকারী এই কথা বলে আহ্‌বান করে না।

سَبِّحُوا الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ. — 'তোমরা মহান নিষ্কলুষ রাজাধিরাজের পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

হাদীসটি গারীব।

بَابٌ : فِى دُعَاءِ الْحِفْظِ

পরিচ্ছেদ ঃ হেফজ করার দু'আ

٣٥٧٠-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْجَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى تَفَلَّتَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ مِنْ صَدْرِىْ فَمَا أَجِدُنِى أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَاأَبَا الْحَسَنِ ، أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِنَّ وَ يَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِى صَدْرِكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلِّمْنِى . قَالَ : إِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُوْمَ فِى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُوْدَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيْهَا مُسْتَجَابٌ، وَقَدْ قَالَ أَخِى يَعْقُوْبُ لِبَنِيْهِ : (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى) يَقُوْلُ : حَتّٰى تَأْتِىَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِى وَسَطِهَا ، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِى أَوَّلِهَا ، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُوْرَةِ يٰس ، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحٰمٓ الدُّخَانَ ، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَفِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللّٰهِ ، وَصَلِّ عَلَىَّ وَأَحْسِنْ ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْكَ بِالْإِيْمَانِ ، ثُمَّ قُلْ فِى اٰخِرِ ذٰلِكَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى بِتَرْكِ الْمَعَاصِى أَبَدًا مَّا أَبْقَيْتَنِى ، وَارْحَمْنِى أَن أَتَكَلَّفَ مَالاَ يَعْنِيْنِى ، وَارْزُقْنِى حُسْنَ النَّظَرِ فِى مَا يُرْضِيْكَ عَنِّى ، اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِى لاَتُرَامُ ، أَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلاَلِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِى حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِى ، وَارْزُقْنِى أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِى يُرْضِيْكَ عَنِّى . اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِى لاَ تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ بِجَلاَلِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِى ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِى ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِىْ ، وَاِنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِى ، فَإِنَّهُ لاَ يُعِيْنُنِى عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلاَيُؤْتِيْهِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . يَاأَبَا الْحَسَنِ تَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ أَوْخَمْسَ أَوْسَبْعَ تُجَابُ بِإِذْنِ اللّٰهِ ، وَالَّذِىْ بَعَثَنِى بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللّٰهِ مَالَبِثَ عَلِيٌّ إِلاَّخَمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ فِى مِثْلِ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنِّى كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا اٰخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ اٰيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِى تَفَلَّتْنَ وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِيْنَ اٰيَةً أَوْ نَحْوَهَا فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِى فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَ عَيْنِى ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيْثَ فَإِذَا ارَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ وَأَنَاالْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيْثَ فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

৩৫৭০. আহমাদ ইব্‌নুল হাসান (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ছিলাম এমন সময় আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমার হৃদয়ে কুরআন স্থির থাকে না। আমি তো এই বিষয়ে নিজেকে সক্ষম পাচ্ছি না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ হে হাসানের পিতা! এমন কিছু কালিমার কথা তোমাকে শিখিয়ে দিব কি যদ্দারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন এবং যাদেরকে তুমি তা শিখাবে তাদেরকেও উপকৃত করবেন আর তুমি যা শিখবে তা তোমার হৃদয়ে স্থিত হয়ে থাকবে।

তিনি বললেন ঃ অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনি তা শিখিয়ে দিন।

নবী ﷺ বললেন ঃ জুমু'আর রাতে তুমি সম্ভব হলে রাত্রির শেষ তৃতীয় ভাগে সালাতে দাঁড়াবে। কেননা এই ক্ষণটি হল রহমত সমুপস্থিতির সময়। এ সময়ে দু'আ অবশ্যই কবূল করা হয়ে থাকে। আমার ভাই ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন ঃ আমার পরওয়ারদিগারের নিকট তোমাদের জন্য অচিরেই আমি মাগফিরাত ভিক্ষা করব (অর্থাৎ জুমু'আর রাত এলে তোমাদের জন্য)। আর এই সময়ে যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে মাঝ রাতে আর তাও সম্ভব না হলে রাত্রির প্রথম ভাগে দাঁড়াবে এবং চার রাকআত সালাত আদায় করবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং সূরা হামীম আদ-দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা আলিফ-লাম-মীম তানযীল আস-সাজদা এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং তিওয়ালে মুফসসালের সূরা তাবারাকা পাঠ করবে। তাশাহহুদ পাঠ শেষে আল্লাহ্‌র হামদ করবে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। আমার উপর দরূদ পাঠ করবে এবং উত্তমরূপে তা করবে। এর সঙ্গে আম্বিয়ায়ে কিরাম সবার উপরই দরূদ পাঠ করবে। মু'মিন পুরুষ, মু'মিন নারী এবং তোমার যে সব ভাই ঈমানের ক্ষেত্রে তোমার অগ্রবর্তী, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এরপর বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى بِتَرْكِ الْمَعَاصِى أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِى ، وَارْحَمْنِى أَنْ أَتَكَلَّفَ مَالَا يَعْنِيْنِى ، وَارْزُقْنِى حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّى ، اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَمِ وَالْعِزَّةِ الَّتِى لَاتُرَامُ ، أَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِى حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِى ، وَارْزُقْنِى أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِى يُرْضِيْكَ عَنِّى . اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِى لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ

بِجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي ، وَأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي ، لأَنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيهِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

হে আল্লাহ্! তুমি যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ সব সময়ের জন্য ততদিন গুনাহ্ পরিত্যাগ করার শক্তি দিও। আমার উপর রহম কর। যে কাজে কোন উপকার নেই সেই কাজে আমার লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখে আমার উপর রহম কর। যে সব কাজ আমার উপর তোমাকে করে সন্তুষ্ট, সে সব কাজে সুদৃষ্টির তওফীক দান কর আমাকে। হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উদ্ভাবক, পরাক্রমসম্পন্ন ও প্রতিপত্তির মালিক যার কল্পনাও করতে পারে না কেউ। তোমার কাছেই যাচ্ঞা করি হে আল্লাহ্! হে দয়াময়! তোমারই পরাক্রমশীলতার ওয়াসীলায়, তোমার চেহারার জ্যোতির তুফায়লে তোমার কিতাবের হেফজ আমার হৃদয়ে সুস্থিত করে দাও যেমন তা তুমি শিখিয়েছ আমাকে। তাওফীক দান কর এমন পদ্ধতিতে যেন তিলাওয়াত করতে পারি তা, যা আমার উপর সন্তুষ্ট করবে তোমাকে। হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নব সৃষ্টিকারী, পরাক্রম, সম্মান এবং এমন প্রতিপত্তির অধিকারী যার ইচ্ছা পোষণও করা যায় না। তোমার কাছেই যাচ্ঞা করি হে আল্লাহ্! হে দয়াময়! তোমার পরাক্রমশীলতার ওয়াসীলায়, তোমার চেহারার নূরের তুফায়লে তোমার এই কিতাবের মাধ্যমে আলোময় করে দাও আমার দৃষ্টিশক্তি। প্রাঞ্জল করে দাও আমার যবান, বিকশিত করে দাও আমার হৃদয়। প্রশস্ত করে দাও আমার বক্ষ, ধুয়ে দাও আমার শরীর। কেননা সত্য বিষয়ে তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার আর নেই তো কেউ, তুমি ছাড়া তা দেওয়ার মত আর নেই তো কেউ। কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ্ ছাড়া।

হে হাসানের পিতা (আলী)! তিন বা পাঁচ বা সাত জুমু'আ তুমি তা করবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমার বাসনা পূরণ হবে। যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম! মুমিন এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যচ্যুত হবে না কখনও।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! পাঁচ কি সাত জুমু'আ বিরতির পর আলী (রা) অনুরূপ এক মজলিসে আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! অতীতে আমি চার বা অনুরূপ পরিমাণ আয়াতের বেশী মুখস্থ করতে পারতাম না। পরে যখন মনে মনে পড়তাম তখন দেখতাম সবই ছুটে গেছে। আর আজ চল্লিশ বা তৎপরিমাণ আয়াত শিখতে পারি। পরে যখন নিজে নিজে মুখস্থ পড়ি তখন দেখি আল্লাহ্র এই কিতাবটিই যেন আমার সমক্ষে বিদ্যমান। আমি হাদীস শুনতাম কিন্তু যখন আওড়াতাম, তখন দেখতাম সব ছুটে গেছে। কিন্তু আজ বহু হাদীস আমি শুনি এবং পরে যখন তা বর্ণনা করি, একটি হরফের ক্ষেত্রেও আমার কোন ত্রুটি হয় না।

এই সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ হে হাসানের পিতা! কা'বার রব্বের কসম! তুমি তো মু'মিন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ : فِي انْتِظَارِ الْفَرَجِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ ঃ সুদিনের অপেক্ষা করা ইত্যাদি

٣٥٧١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰكَذَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَ .

وَحَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَهُوَ عِنْدَنَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي نُعَيْمٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ .

৩৫৭১. বিশর ইব্‌ন মুআয আকদী বাসরী (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দু'আ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা ভালবাসেন। সর্বোত্তম ইবাদত হল (ধৈর্য ধরে) বিপদ মুক্তির অপেক্ষা করা।

হাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াকিদ (র) হাদীসটি এইরূপই বর্ণনা করেছেন।

হাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াকিদ হাদীস সংরক্ষণশীল নন।

আবূ নুআয়ম (র) এই হাদীসটি ইসরাঈল-হাকীম ইব্‌ন জুবায়র-জনৈক ব্যক্তি সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম (র)-এর রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ্ হওয়ার প্রতি অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।

٣٥٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ.

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৫৭২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এই বলে দু'আ করতেন ঃ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ.

উক্ত সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি জ্বরাগ্রস্ততা এবং কবর আযাব থেকেও আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٧٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللّٰهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهَا وَصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ ، قَالَ : اللّٰهُ أَكْثَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَابْنُ ثَوْبَانَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ الْعَابِدُ الشَّامِيُّ .

৩৫৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর উপর যত মুসলিম আছে তারা যখন আল্লাহ্‌র কাছে কোন দু'আ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত তাকে সে যা চেয়েছে তা দিয়ে দেন বা এর ফলে অনুরূপ কোন মন্দ পরিণাম তিনি দূরীভূত করে দেন যদি না সে কোন পাপকার্যের বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে।

উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তখন বলল ঃ তা হলে আমরা অনেক বেশী বেশী দু'আ করব।

নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাও আরো বেশী করে তা কবূল করবেন।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ্-গারীব।

ইব্‌ন ছাওবান (র) হলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন ছাওবান, ইনি একজন শামবাসী আবিদ-বুযর্গ ব্যক্তি।

٣٥٧٤–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ . قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوئَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ : اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ . قَالَ : فَرَدَّدْتُهُنَّ لِأَسْتَذْكِرَهُ ، فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَقَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَلاَ نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ ذُكِرَ الْوُضُوءُ إِلاَّ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ .

৩৫৭৪. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাও তখন সালাতের উযূর মত উযূ করে নিবে পরে তোমার ডান কাঁধে শয়ন করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً وَ إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

এই রাতে যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপরই হবে তোমার মৃত্যু।

মনে রাখার জন্য আমি পুনরায় এগুলো পাঠ করতে যেয়ে بِنَبِيِّكَ এর স্থলে بِرَسُوْلِكَ বলে ফেললাম।

নবী বললেন ঃ বল, آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

বারা' (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে, এই রিওয়ায়াতটি ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়াতে উযূর উল্লেখ নেই।

٣٥٧٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا ، قَالَ : فَأَدْرَكْتُهُ ، فَقَالَ : قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : قُلْ قُلْتُ : مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ : قُلْ (هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو سَعِيْدٍ الْبَرَّادُ هُوَ أَسِيْدُ بْنُ أَبِي أَسِيْدٍ مَدَنِي.

৩৫৭৫. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক বর্ষণমুখর রাতে গভীর অন্ধকারে আমাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তালাশ করতে বের হলাম। এক স্থানে গিয়ে আমি তাঁকে গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ বল, আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন ঃ বল, আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন ঃ বল। আমি বললাম ঃ কি বলব? তিনি বললেন ঃ সকাল-সন্ধ্যায় কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং মুআওওয়াযাতায়ন (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস) তিনবার পাঠ করবে; তবে তা সব কিছুর ক্ষেত্রে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব। আবূ সাঈদ বাররাদ (র) হলেন আসীদ ইব্‌ন আবূ আসীদ মাদানী।

٣٥٧٦–حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَبِي فَقَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُ وَيُلْقِي النَّوَى بِأُصْبُعَيْهِ جَمَعَ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ، قَالَ شُعْبَةُ : وَهُوَ ظَنِّي فِيهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ . وَأُلْقِيَ

النَّبِيَّ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ . ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ : اُدْعُ لَنَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم ، وَأَغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ .

৩৫৭৬. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদের মেহমান হলেন। আমরা তাঁর কাছে খাবার পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। এরপর খেজুর হাযির করা হল। তিনি তা খাচ্ছিলেন এবং মধ্যমা ও তর্জনী একত্রিত করে দুই আঙ্গুল দিয়ে বীচি নিক্ষেপ করছিলেন। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন ঃ আমার ধারণা হচ্ছে যে, তিনি হয়ত দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বীচি নিক্ষেপ করছিলেন।

এরপর তাঁর জন্য পানীয় আনা হল। তিনি তা পান করলেন এবং তাঁর ডান পার্শ্ববর্তী লোককে তা দিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসর (রা) বলেন ঃ আমার পিতা নবী ﷺ-এর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন ঃ আমাদের জন্য দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি বরকত দিন তাদের রিযকে, মাফ করে দিন তাদের এবং রহম করুন তাদের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٧٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ .حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّيُّ . حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৫৭৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ কেউ যদি (নিম্নের) এই দু'আটি পাঠ করে তবে সে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ্ করলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٧٨–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ أَتى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يُعَافِيَنِى قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قَالَ : فَادْعُهُ ، قَال : فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ – إِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّى فِى حَاجَتِى هٰذِهِ لِتُقْضَى لِىَ ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . مِنْ حَدِيْثِ أَبِى جَعْفَرٍ وَهُوَ الْخَطْمِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ هُوَ أَخُو سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

৩৫৭৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... উছমান ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন আমাকে যেন তিনি সুস্থ করে দেন।

তিনি বললেন ঃ তুমি যদি চাও তবে আমি দু'আ করতে পারি। যদি চাও তবে এর উপর সবর করতে পার। আর তা হবে তোমার জন্য কল্যাণকর।

লোকটি বলল ঃ দু'আ করে দিন।

তখন তিনি খুব উত্তমরূপে উযূ করে এই দু'আটি পড়তে তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ – إِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّى فِى حَاجَتِى هٰذِهِ لِتُقْضَى لِىَ ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ.

হে আল্লাহ্! আমি তো তোমার কাছেই প্রার্থনা করছি, তোমার দিকেই মনোনিবেশ করছি রহমতের নবী তোমার নবী মুহাম্মাদের ওয়াসীলায়। আমি তো মনোনিবেশ করছি তোমার ওয়াসীলায় আমার এই প্রয়োজনে আমার রব্বের কাছেই যেন পূরণ হয় আমার এই প্রয়োজন। হে আল্লাহ্! আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবূল কর।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবূ জা'ফর (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এই আবূ জা'ফর খিত্‌মী আর উছমান ইব্‌ন হুনায়ফ হলেন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ-এর ভ্রাতা।

٣٥٧٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ . اَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنِى مَعْنٌ . حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : أَقْـرَبُ مَايَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْـدِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ الاٰخِرِ ، فَاِنِ اسْـتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُاللّٰهُ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৫৭৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আমর ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, রাতের শেষভাগেই বান্দা তার রব্বের সর্বাধিক নৈকট্যলাভ করে। সেইক্ষণে যদি তুমি আল্লাহ্র যিকরকারীদের একজন হতে সক্ষম হও, তবে তা হবে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٥٨٠-حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيْـدِ الدِّمَـشْقِيُّ حَدَّثَنَا الوَلِيْـدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنِى عُفَيْـرُ بْنُ مَعْـدَ ان أَنَّهُ سَمِعَ أَبَادَوْسٍ اليَحْصَبِى يُحَدِّثُ عَنِ اَبِى عَائِذٍ اليَحْجَبِىِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : إِنَّ عَبْدِىَّ كُلَّ عَبْدِىَ الَّذِى يَذْكُرُنِى وَهُوَ مُلاَقٍ قِرْنَهُ يَعْنِى عِنْدَ الْقِتَالِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ .

৩৫৮০. আবুল ওয়ালীদ দিমাশকী (র)... ইমারা ইব্ন যা'কারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আমার প্রকৃত বান্দা হল সে, যে শত্রুর সম্মুখীন হয়েও অর্থাৎ যুদ্ধের সময়েও আমার কথা স্মরণ করে।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদও শক্তিশালী নয়।

بَابٌ : فِى فَضْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

পরিচ্ছেদ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ এর ফযীলত

٣٥٨١-حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ زَاذَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِى شَبِيْبٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَخْدُمُهُ قَالَ : فَمَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَضَرَبَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ : أَلاَأَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৫৮১. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র)... কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (সা'দ ইব্ন উবাদা) তাঁকে নবী ﷺ -এর কাছে তাঁর খিদমতের জন্য সমর্পণ করেছিলেন। কায়স (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন মাত্র সালাত শেষ করেছি। তিনি আমাকে

তাঁর কদম মুবারক দ্বারা আঘাত করলেন। বললেন ঃ জান্নাতের দ্বারসমূহের একটি দ্বারের কথা আমি তোমাকে বলব কি?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই।

তিনি বললেন ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : فِى فَضْلِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ

পরিচ্ছেদ ঃ তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস এর ফযীলত

٣٥٨٣–حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ هَانِى بْنَ عُثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ جَدَّتِهَا بُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ هَانِى بْنِ عُثْمَانَ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ هَانِئِ بْنِ عُثْمَانَ .

৩৫৮৩. মূসা ইব্ন হিযাম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ প্রমুখ (র)... বুসায়রা, ইনি মুহাজির মহিলাদের অন্যতমা ছিলেন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা সুবহানাল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পাঠ করবে। আর তা আঙ্গুলে গণনা করবে। কেননা এই আঙ্গুলগুলোকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, এদেরও কথা বলান হবে। তোমরা উদাসীন হবে, যদি না হও তবে রহমতের বিষয়েও তোমাদের ভুলে যাওয়া হবে।

হাদীসটি গারীব। হানী ইব্ন উছমান (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

মুহাম্মাদ ইব্ন রবীআ (র)-ও এটি হানী ইব্ন উছমান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : فِى الدُّعَاءِ إِذَا غَزَا

পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধকালীন দু'আ

٣٥٨٤–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ .أَخْبَرَنِى أَبِى عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا غَزَى قَالَ : اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى ، وَأَنْتَ نَصِيْرِى ، وَبِكَ أُقَاتِلُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৫৮৪. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যুদ্ধে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى ، وَأَنْتَ نَصِيْرِى ، وَبِكَ أُقَاتِلُ .

হে আল্লাহ্! আপনিই শক্তি, আপনিই আমার সাহায্যদাতা, আর আপনার তওফীকেই তো আমি লড়াই করি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : فِى دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ ঃ আরাফা দিবসের দু'আ

٣٥٨٥–حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عُمَرَ وَالْحَذَاءِ الْمَدَنِىُّ. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى : لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِىُّ الْمَدَنِىُّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

৩৫৮৫. আবূ আমর মুসলিম ইব্‌ন উমার (র)... আমর ইব্‌ন শুআয়ব তৎপিতা, তৎপিতামহ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম দু'আ হল আরাফা দিনের দু'আ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছেন তাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক ঃ

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হুমায়দ (র) হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হুমায়দ। ইনি আবূ ইবরাহীম আনসারী মাদীনী। হাদীসবিদগণের মতে ইনি শক্তিশালী নন।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٥٨٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى بَكْرٍ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِىِّ . عَنْ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلِ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِى خَيْرًا مِنْ عَلاَنِيَتِى ، وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِى صَالِحَةً . اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِى النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ، غَيْرِ الضَّالِّ وَلاَ الْمُضِلِّ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ.

৩৫৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে শিখিয়েছেন; তিনি আমাকে বলেছেন ঃ বল ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِى خَيْرًا مِنْ عَلاَ نِيَتِى ، وَاجْعَلْ عَلاَ نِيَتِى صَالِحَةً . اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِى النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ، غَيْرِ الضَّالِّ وَلاَ الْمُضِلِّ.

হে আল্লাহ্! তুমি আমার গোপনকে আমার প্রকাশ্য থেকে উত্তম বানিয়ে দাও আর আমার বাহিরকেও কর সৎ। হে আল্লাহ্! তুমি মানুষকে যে ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি দিয়েছ এর ভাল ও সৎ বস্তু আমাকে দাও। নিজেও যেন গুমরাহ্ না হয় এবং অন্যকেও যেন গুমরাহ্ না করে।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদও শক্তিশালী নয়।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٥٨٧–حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَبَسَطَ السَّبَابَةَ ، وَهُوَ يَقُوْلُ : يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৫৮৭. উকবা ইব্ন মুকররাম (র)... আসিম ইব্ন কুলায়ব জারামী তৎপিতা, তৎপিতামহ শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তিনি (বসা অবস্থায়) তাঁর বাম হাত রেখেছিলেন তাঁর বাম উরুতে আর ডান হাত রেখেছিলেন তাঁর ডান উরুতে এবং (ডান হাতের) আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে তর্জনীটিকে সোজা রেখে বলছিলেন ঃ

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ .

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ : فِى الرُّقْيَةِ إِذَا اشْتَكَى
পরিচ্ছেদ ঃ ব্যথার উপশম

٣٥٨٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ . حَدَّثَنِى أَبِى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِى قَالَ: قَالَ لِى يَا مُحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِىْ ، وَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ ، أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِى هٰذَا ، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدْ ذٰلِكَ وِتْرًا فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

حَدَّثَهُ بِذٰلِكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ هٰذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ .

৩৫৮৮. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ (র)... মুহাম্মাদ ইব্ন সালিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমাকে ছাবিত বুনানী (র) বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার যদি কোথাও কষ্ট হয় তবে যেখানে কষ্ট হচ্ছে সেখানে তোমার হাত রাখবে এবং বলবে ঃ

بَسْمِ اللّٰهِ ، أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِى هٰذَا

আল্লাহ্র নামে শুরু, আমি পানাহ চাই আল্লাহ্র ইযযত ও কুদরতের ওয়াসীলায় আমার এই ব্যথার যে অকল্যাণ ও কষ্ট, তা থেকে।

এরপর হাতটি সে স্থান থেকে তুলে নিবে এবং বেজোড় সংখ্যায় অনুরূপ আবার করবে। কেননা আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে এ কথাই বলেছেন।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। মুহাম্মদ ইব্ন সালেম হলেন শায়খে বসরী।

بَابٌ : دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ

পরিচ্ছেদ ঃ উম্মু সালামার দু'আ

٣٥٨٩–حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ .حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْهَا أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قُوْلِى : اللهم هذا استقبالُ لَيلكَ وَ إستدبارُ نَهارِكَ ، وَاصواتِ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَلِى .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ أَبِى كَثِيْرٍ لاَ نَعْرِفُهَا وَالْأَبَاهَا ،

৩৫৮৯. হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আসওয়াদ বাগদাদী (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি মাগরিবের আযানের সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اَسْتَقْبَالُ لَيْلِكَ وَ إِسْتَدْبَارُ نَهَارِكَ ، وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُوْرُ صَلَوَاتِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَلِى .

হে আল্লাহ্! এই তো হল তোমার রাতের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান, তোমার আহ্বানকারীদের ধ্বনি, তোমার সালাতের উপস্থিতি (এমন মুহূর্তে) তোমার কাছে ভিক্ষা চাই যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি। হাফসা বিনত আবূ কাছীরকে এবং তাঁর পিতা কাছীরকে আমরা চিনি না।

٣٥٩٠–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ الصُّدَائِى الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ

إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تَفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৫৯০. হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ সুদাঈ বাগদাদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা কবীরা গুনাহ্ থেকে দূরে থেকে যখনই ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে, তখনই আসমানের দরওয়াজাসমূহ তার জন্য খুলে দেওয়া হয়; এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٥٩١–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَعَمُّ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ هُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ

৩৫৯১. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা-এর চাচা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দু'আ) বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ .

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই মন্দ আখলাক, মন্দ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে।

এই হাদীসটি হাসান-গারীব। যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা (র)-এর চাচা হলেন নবী ﷺ-এর সাহাবী কুতবা ইব্‌ন মালিক (রা)।

٣٥٩٢–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ هُوَ حَجَّاجُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّوَّافُ وَيُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

৩৫৯২. আহমাদ ইবরাহীম দাওরাকী (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতরত ছিলাম এমন সময় মুসল্লিদের একজন বলল ঃ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কে এই দু'আ পাঠ করেছে?

উপস্থিত একজন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার খুব আশ্চর্য লেগেছে। এই কালিমাগুলোর জন্য আসমানের সব দরওয়াজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

ইব্ন উমার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এই কথা শোনার পর থেকে আমি এই কালিমাগুলো বলা কখনও পরিত্যাগ করিনি।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

হাজ্জাজ ইব্ন আবূ উছমান (র) হলেন হাজ্জাজ ইব্ন মায়সারা সাওওয়াফ। তাঁর উপনাম হল আবুস-সালত। হাদীসবিদগণের মতে তিনি ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য।

بَابٌ : أَيُّ الْكَلاَمِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় কালাম

٣٥٩٣–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْجَسْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَهُ ، أَوْ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ عَادَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَيُّ الْكَلاَمِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ؟ فَقَالَ : مَا اصْطَفَاهُ اللّٰهُ لِمَلاَئِكَتِهِ ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৫৯৩. আহ্‌মাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবূ যারর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অসুস্থতাকালে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন কিংবা তিনি নবী ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, যা হোক, এ সময় আবূ যারর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালাম কোনটি?

তিনি বললেন ঃ যে কালামটিকে তিনি তাঁর ফিরিশতাদের জন্য নির্বাচন করেছেন, সেটি। তা হল ঃ

سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ.

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : فِي الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা

٣٥٩٤–حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ .حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ الْيَمَانِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي اَيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّعَاءُ لاَيُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، قَالَ : فَمَاذَا نَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

قَالَ : أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ زَادَ يَحْيٰى بْنَ الْيَمَانِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ هٰذَا الْحَرْفَ ، قَالُوا : فَمَاذَا نَقُوْلُ ؟ قَالَ : سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ.

৩৫৯৪. আবূ হিশাম রিফাঈ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ কূফী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

সাহাবীগণ বললেন ঃ তখন আমরা কি দু'আ করব হে আল্লাহ্‌র রাসূল?

তিনি বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে।

এই হাদীসটি হাসান।

এ হাদীসটিতে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামান কিছু অতিরিক্ত বাক্য সংযোজন করেছেন। তাঁরা বললেন ঃ এ সময় আমরা কি বলবো! বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে।

٣٥٩٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الدُّعَاءِ لَايُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهٰكَذَا رَوَى أَبُو إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ الْكُوْفِى عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا . وَهٰذَا أَصَحُّ .

৩৫৯৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ রদ হয় না।

আবূ ইসহাক হামদানী এই হাদীসটি বুরায়দ ইব্ন আবূ মারয়াম কূফী-আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ।

٣٥٩٦–وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ ، قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِى ذِكْرِاللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৫৯৬. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্নুল আ'লা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুফাররিদগণ অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবীগণ বললেন ঃ মুফাররিদ কারা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকরে যারা আত্মবিভোর, যিকরই তাদের গুনাহ্‌র বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন হালকা হয়ে তাদের আগমন ঘটবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٥٩٧-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৫৯৭. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বল ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

আমার কাছে যে সব বস্তুর উপর সূর্যরশ্মি পড়ে, সব কিছু থেকে অধিক প্রিয়।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٥٩٨-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُدِلَّةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَ يَقُوْلُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَسَعْدَانُ الْقُمِّيُّ هُوَ سَعْدَانُ ابْنُ بِشْرٍ .

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ،

وَأَبُو مُجَاهِدٍ هُوَ سَعْدٌ الطَّائِي ، وَأَبُو مُدِلَّةَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ . وَيُرْوَى عَنْهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَطْوَلَ مِنْ هٰذَا وَ أَتَمَّ.

৩৫৯৮. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন. যাদের দু'আ রদ হয় না ঃ সিয়াম পালনকারী, যখন সে ইফতার করে, ন্যায়বান শাসক এবং মযলুমের দু'আ; আল্লাহ্ তা'আলা তার দু'আ মেঘের উপরে নিয়ে যান, এর জন্য আসমানের দরওয়াজাসমূহ করে দেওয়া হয় উন্মুক্ত আর পরওয়ারদিগার বলেন ঃ আমার ইযযতের কসম, কিছু দিন পরে হলেও অবশ্যই তোমাকে আমি সাহায্য করব।

হাদীসটি হাসান। সা'দান কুম্মী হলেন সা'দান ইব্ন বিশর।

ঈসা ইব্ন ইউনুস, আবূ আসিম প্রমুখ (র) বড় বড় হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ মুজাহিদ (র) হলেন সা'দ তাঈ। আবূ মুদিল্লাহ্ (র) হলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)-এর মাওলা

বা আযাদকৃত গোলাম, তাঁকে এই হাদীসটির মারফতেই আমরা চিনি। তাঁর নিকট থেকে এই হাদীসটি আরো দীর্ঘ আরো পরিপূর্ণ আকারে বর্ণিত আছে।

٣٥٩٩-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِى بِمَا عَلَّمْتَنِى ، وَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعُنِى ، وَزِدْنِى عِلْمًا . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৫৯৯. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আয় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِى بِمَا عَلَّمْتَنِى ، وَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعُنِى ، وَزِدْنِى عِلْمًا . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ .

হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে উপকৃত কর যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছ তা দ্বারা, আমাকে তুমি জ্ঞান দাও সেই বিষয়ের, যাতে আমার উপকার নিহিত, তুমি বৃদ্ধি করে দাও আমার জ্ঞান; সর্বাবস্থায়ই সব তারীফ আল্লাহ্র। জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আমি আল্লাহ্র পানাহ চাই।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ : مَاجَاءَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ .

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র কিছু ফিরিশতা রয়েছেন — যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন

٣٦٠٠-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الأَرْضِ فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوا : هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ ، فَيَجِيْئُوْنَ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِى يَصْنَعُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ . قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَهَلْ رَأَوْنِى ؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ ، قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْرَأَوْنِى ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : لَوْرَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيْدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيْدًا وَاشَدَّ لَكَ ذِكْرًا قَالَ : فَيَقُوْلُ : وَاىِ شَىْءٍ يَطْلُبُوْنَ ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : لا . فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : لَوْرَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا . قَالَ: فَيَقُوْلُ : مِنْ أَيِّ . شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالُوا : يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ . قَالَ : فَيَقُوْلُ : وَهَلْ

رَاوَهَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ قَالَ . فَيَقُوْلُ. فَكَيْفَ لَوْرَأَوْهَا . فَيَقُوْلُوْنَ : لَوْرَاوَهَا كَانُوَاشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا ، وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا ، وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا . قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَإِنِّىْ أُشْهِدُ كُمْ إِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ إِنَّ فِيْهِمْ فُلاَنًا الْخَطَّاءِ لَمْ يُرِدْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ هُمْ لِحَاجَةٍ . فَيَقُوْلُ : هُمُ الْقَوْمُ لاَيَشْقَى لَهُمْ جَلِيْسُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৬০০. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের আমলনামা যারা লেখেন সেই সব ফিরিশতা ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলার একদল বিচরণকারী ফিরিশতা রয়েছেন। তাঁরা যখন এমন সম্প্রদায় পান যারা আল্লাহ্র যিকর করছে তখন একজন আরেকজনকে ডাকেন ঃ তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দৌড়ে আস। তখন তাঁরা চলে আসেন এবং দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত এদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর যখন তারা আল্লাহ্র দরবারে ফিরে যান তখন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের কি কি কর্মরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?

তাঁরা বলেন ঃ আমরা তাদের আপনার হামদ করতে, মহত্ব বর্ণনা করতে এবং যিকর করার অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তারা আমাকে দেখেছে কি?

তারা বলেন ঃ না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি আমাকে তারা দেখত তবে কেমন করত?

তারা বলেন ঃ তারা যদি আপনাকে দেখত তবে আরো বেশী হামদ, আরো বেশী মহত্ব, আরো বেশী যিকর করত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি চায়?

তারা বলেন ঃ এরা জান্নাত চায়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে?

তারা বলেন ঃ না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ তা যদি দেখত তবে তারা কি করত?

তারা বলেন ঃ যদি তারা তা দেখত তবে অবশ্যই তারা এর জন্য আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠত, আরো বেশী তা তালাশ করত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি জিনিস থেকে পানাহ চায়?

তারা বলেন ঃ তারা জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চায়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি তা দেখেছে?

তারা বলেন ঃ না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ তা যদি দেখত তবে তারা কেমন করত?

তারা বলেন ঃ যদি তারা তা দেখত তবে তা থেকে আরো বেশী দূরে সরে থাকত, আরো বেশী ভয় করত এবং আরো বেশী তা থেকে পানাহ চাইত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

ফিরিশতারা বলেন ঃ এদের মাঝে অমুক এক গুনাহ্গার রয়েছে। এরা যে উদ্দেশ্যে মজলিসে এসেছে, সে উদ্দেশ্যে সে সেখানে আসেনি। সেতো অন্য কোনো প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছিল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ এরা এমন এক সম্প্রদায় যে, তাদের সঙ্গে উপবেশনকারী কেউ বঞ্চিত হয় না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

بَابٌ : فَضْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

পরিচ্ছেদ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-এর ফযীলত

٣٦٠١–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ . قَالَ مَكْحُوْلٌ : فَمَنْ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ وَ لاَ مَنْجَى مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ إِلَيْهِ : كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ أَدْنَاهَا الْفَقْرُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مَكْحُوْلٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৩৬০১. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ **لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ**

দু'আটি বেশি করে পাঠ করবে, এ হল জান্নাতের সঞ্চয়-ভাণ্ডার।

মাকহূল (র) বলেন ঃ **لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ**

দু'আটি যে ব্যক্তি পাঠ করবে, তার জন্য সত্তরটি অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। সর্বনিম্ন দরওয়াজাটি হল দারিদ্র্য।

হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। মাকহূল (র) সরাসরি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে কিছু শোনেন নি।

٣٦٠٢–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنِّي اَخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬০২. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটা বিশেষ মকবূল দু'আ রয়েছে। আমি আমার বিশেষ এই দু'আটি আমার উম্মতের জন্য শাফ'আত হিসাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কিছুর শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, ইনশাআল্লাহ্ তারাই এই শাফা'আত পাবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : فِى حَسَنِ الظَّنِّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি সু-ধারণা পোষণ

٣٦٠٣-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَىَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَيُرْوَى عَنِ الأَعْمَشِ فِى تَفْسِيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ : مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا يَعْنِى بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَهٰكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذَا الْحَدِيْثَ . قَالُوا : اِنَّمَا مَعْنَاهُ يَقُوْلُ : إِذَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ الْعَبْدُ بِطَاعَتِى وَمَا أَمَرْتُ تُسَارِعُ إِلَيْهِ بِمَغْفِرَتِى وَرَحْمَتِى .

وَرُوِىَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِى هٰذِهِ الآيَةِ (فَاذْكُرُوْنِى أَذْكُرْكُمْ) قَالَ : اُذْكُرُوْنِى بِطَاعَتِى أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِى .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى وَعَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الرَّمْلِىُّ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهٰذَا.

৩৬০৩. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার সম্পর্কে বান্দা যেমন ধারণা করবে, সে অনুসারে আমি তার সাথে আছি। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি আমাকে তার মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমার স্মরণ করে, তবে এরচেয়েও উত্তম এক সমাবেশে আমি তার স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে আধ হাত নিকটবর্তী হয়, তবে আমি এক হাত তার নিকটবর্তী হই। আর সে যদি এক হাত নিকটবর্তী হয়, তবে আমি তার প্রতি সম্প্রসারিত দুই বাহু পরিমাণ নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীসটির ভাষ্যে আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হই' — মর্ম হল রহমত ও মাগফিরাত নিকটবর্তী করি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এর মর্ম হল বান্দা যখন আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং আমার নির্দেশ পালন করে, নিকটবর্তী হয় তখন তার প্রতি আমার মাগফিরাত ও রহমত অতিদ্রুত অগ্রসর হয়।

(اذكرونى اذكركم) আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, (আল্লাহ্ বলেন ঃ) আমাকে স্মরণ কর আনুগত্যের দ্বারা তাহলে আমি স্মরণ করবো ক্ষমার দ্বারা।

আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ : فِى الْاِسْتِعَاذَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা

٣٦٠٤–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، اسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، اسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، اسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৬০৪. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা পানাহ চাবে, কবরের আযাব থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাবে, মসীহ দাজ্জাল থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাবে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাবে।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

كِتَابُ الْمَنَاقِبْ

অধ্যায় : মানাকিব

كِتَابُ الْمَنَاقِبِ
অধ্যায় : মানাকিব[১]

بَابٌ : فِى فَضْلِ النَّبِىِّ ﷺ
পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর মর্যাদা

٣٦٠٥–حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِى عَمَّارٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمٰعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمٰعِيْلَ بَنِى كِنَانَةَ ، وَصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا ،وَصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬০৫. খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম বোগদাদী (র)...ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের থেকে ইসমাঈল (আ)-কে করেছেন মনোনীত। ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মাঝে মনোনীত করেছেন বানূ কিনানাকে। বানূ কিনানার মাঝে মনোনীত করেছেন কুরায়শকে। কুরায়শ থেকে মনোনীত করেছেন বানূ হাশিমকে। আর বানূ হাশিম থেকে মনোনীত করেছেন আমাকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٠٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنِى شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ . حَدَّثَنِى وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّ اللّٰهَ

---

১. مناقب — ফযীলত, মর্যাদা ও গুণাবলীর বিবরণ।

اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمٰعِيْلَ ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

৩৬০৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... ওয়াছিলা ইব্ন আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল-বংশে মনোনীত করেছেন বানূ কিনানাকে, বানূ কিনানা থেকে মনোনীত করেছেন কুরায়শকে, কুরায়শদের থেকে মনোনীত করেছেন হাশিমকে আর বানূ হাশিম থেকে মনোনীত করেছেন আমাকে।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٦٠٧-حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : قُلْتُ . يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلُوا مَثَلَكَ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيْقَيْنِ ، ثُمَّ خَيْرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيْلَةٍ ، ثُمَّ خَيَّرَ الْبُيُوْتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوْتِهِمْ ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا ، وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ هُوَ أَبُوْنَوْفَلٍ.

৩৬০৭. ইউসুফ ইব্ন মূসা বাগদাদী (র)... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরায়শরা বসে নিজেদের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিল। যমীনের আস্তাকুঁড়ে গজিয়ে উঠা খেজুর গাছের মত তারা আপনার উদাহরণ দিচ্ছে।

তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মাখলূক সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম দল (মানুষ) থেকে। (মানুষের) দুটো শাখা (আরব-অনারব)-এর সর্বোত্তম শাখা (আরবদের) থেকে। এরপর গোত্রসমূহের মাঝে সর্বোত্তম গোত্র থেকে, এর পর গৃহসমূহের মাঝে সর্বোত্তম গৃহ-পরিবেশে আমাকে পয়দা করেছেন। সুতরাং আমি ব্যক্তি হিসাবেও তাদের মাঝে সর্বোত্তম আর গৃহ পরিবেশ হিসাবেও তাদের মাঝে সর্বোত্তম।

হাদীসটি হাসান।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ (র) হলেন আবূ নাওফাল।

٣٦٠٨-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا: أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ . قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا. قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৬০৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... মুত্তালিব ইব্‌ন ওয়াদা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্বাস (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। (তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল) তিনি যেন (অনভিপ্রেত) কিছু শুনে এসেছেন। তখন নবী ﷺ মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ আমি কে?

সাহাবীগণ বললেন ঃ আপনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। সালাম আপনার উপর।

তিনি বললেন ঃ আমি হলাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ তা'আলা সব মাখলূক পয়দা করে আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তমের মাঝে। এরপর তাদের দুই ভাগ করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অংশে। এরপর তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর বানালেন বিভিন্ন গৃহ পরিবেশ আর আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তম গৃহ পরিবেশে এবং করেছেন আমাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

হাদীসটি হাসান।

٣٦٠٩–حَدَّثَنَا أَبُوْ هَمَّامٍ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ ؟ قَالَ : وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৬০৯. আবূ হাম্মাম ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা' ইব্‌ন ওয়ালীদ বাগদাদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! কবে থেকে আপনার জন্য নবুওয়াত নির্ধারিত হয়েছে?

তিনি বললেন ঃ আদম যখন ছিলেন রূহ ও শরীরের মাঝে।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٦١٠–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا إِذَا بُعِثُوا ، وَأَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَأَنَا

مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৬১০. হুসায়ন ইব্‌ন ইয়াযীদ কূফী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুনরুত্থানের পর লোকদের মাঝে আমিই সর্বপ্রথম (কবর থেকে) বের হব, তারা যখন আল্লাহ্‌র সামনে প্রতিনিধি দলরূপে উপস্থিত হবে, তখন আমিই হব তাদের মুখপাত্র। তারা যখন নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই হব তাদের সুসংবাদদাতা। প্রশংসার নিশান থাকবে সেইদিন আমার হাতে। আমার প্রভুর কাছে আমিই হব আদম সন্তানদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান। এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٦١١-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُوْمُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِيْ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

৩৬১১. হুসায়ন ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (পুনরুত্থানকল্পে) আমার জন্যই প্রথম ভূমি বিদীর্ণ করা হবে। আমাকে জান্নাতের জোড়া পোশাক পরানো হবে। এরপর আমি আরশের ডান পাশে দাঁড়াব। এই স্থানে আমি ছাড়া সৃষ্টির আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٦١٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ وَهُوَ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبٌ . حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَكَعْبٌ لَيْسَ هُوَ بِمَعْرُوْفٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ.

৩৬১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার জন্য "ওয়াসীলা"-এর প্রার্থনা করবে।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওয়াসীলা কি?

তিনি বললেন ঃ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ তা লাভ করবে না। আমি আশা করি যে সেই ব্যক্তি আমিই হব।

হাদীসটি গারীব। বর্ণনাকারী কা'ব পরিচিত রাবী নন। লায়ছ ইব্ন সুলায়ম ব্যতীত আর কেউ তাঁর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٣٦١٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَثَلِىْ فِى النَّبِيِّيْنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَجَمَّلَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِالْبِنَاءِ وَيَعْجَبُوْنَ مِنْهُ ، وَيَقُوْلُوْنَ : لَوْتَمَّ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَأَنَا فِى النَّبِيِّيْنَ بِمَوْضِعِ تِلْكَ اللَّبِنَةِ .

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، غَيْرَ فَخْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৬১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নবীগণ (আ)-এর মাঝে আমার উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মত যে একখানা ঘর বানাল। তা অত্যন্ত সুন্দর করল, পরিপূর্ণ করল এবং মনোরম করে তৈরী করল। কিন্তু এতে একটি ইঁটের স্থান ছেড়ে দিল। লোকেরা ইমারতটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তারা খুবই বিস্মিত হল। আর তারা বলল ঃ এই ইঁটটির স্থান যদি পূর্ণ করে দেওয়া হত!

নবীগণের মাঝে আমি হলাম সেই (পরিপূর্ণকারী) ইঁটটির স্থানে।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি হব নবীগণের ইমাম, তাঁদের খতীব, শাফাআতের অধিকারী। এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦١٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ . أَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوْا لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِى إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ ، وَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ هٰذَا قُرَشِىٌّ وَهُوَ مِصْرِىٌّ مَدَنِىٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ شَامِىٌّ .

৩৬১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যখন মুআযযিনকে (আযান দিতে) শোন তখন তোমরাও তা বলবে যা সে বলছে। এরপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। এরপর আমার জন্য ওয়াসীলা-এর দু'আ করবে। এ হল জান্নাতের একটি স্থান। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই তা লাভ করবে। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন ঃ এই আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র (র) হলেন কুরাশী, তিনি মিসরী ও মাদানী। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) হলেন শামী।

٣٦١٥–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَفَخْرَ بِيَدِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّتَحْتَ لِوَائِي ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৬১৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই হব আদম-সন্তানদের সর্দার, এ কোন অহংকার নয়। আমারই হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা, এ কোন অহংকার নয়। ঐ দিন আদম এবং অপরাপর সকল নবী আমারই পতাকাতলে থাকবেন। আমার জন্যই সর্বপ্রথম ভূমি বিদীর্ণ করা হবে, এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটিতে আরো বর্ণনা রয়েছে। হাদীসটি হাসান।

٣٦١٦–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَهُ قَالَ : فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَامِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ فَسَمِعَ حَدِيْثَهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَجَبًا أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيْلاً ، اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً . وَقَالَ اٰخَرُ : مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلاَمِ مُوْسَى كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا ، وَقَالَ اٰخَرُ : فَعِيْسَى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ . وَقَالَ اٰخَرُ : اٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَمُوْسَى نَجِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ ، وَعِيْسَى رُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ ، وَاٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلاَفَخْرَ ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ

فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَفَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِيْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِيْ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ فَخْرَ ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَلاَفَخْرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৩৬১৬. আলী ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী বসে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। তিনি (ঘর থেকে) বের হয়ে তাদের কাছাকাছি যখন হলেন, শুনলেন তারা পরস্পর আলোচনা করছে। তিনি তাদের কথাবার্তাও শুনতে পেলেন। তাদের কেউ কেউ বলছিল ঃ কি আশ্চর্য! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে একজনকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন! ইবরাহীম (আ.)-কে তিনি তার খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে) গ্রহণ করেছেন।

অপর একজন বলল ঃ মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কালাম করা অপেক্ষা এটা আশ্চর্যের নয়। আল্লাহ্ তো মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বিশেষ কালাম করেছেন।

অন্য একজন বলল ঃ ঈসা (আ.) তো আল্লাহ্‌র কালিমা ও তাঁর (প্রদত্ত) রূহ।

আরেকজন বলল ঃ আদম (আ.)-কে তো আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সমক্ষে বের হয়ে এলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। পরে বললেন ঃ আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং বিস্ময়ের কথা শুনেছি। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র খালীল অবশ্যই তিনি এই, মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র সঙ্গে আলাপ করেছেন কথা ঠিক, ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র রূহ ও তার কালিমা, তিনি তাই, আদম (আ.) আল্লাহ্‌র মনোনীত, তিনি ঠিক তা-ই। তবে তোমরা শুনে রাখ, আমি হলাম হাবীবুল্লাহ্ — আল্লাহ্‌র হাবীব, এ কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রশংসার পতাকা বহনকারী, এ কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে, এ কোন অহংকার নয়। জান্নাতের আংটাসমূহ আমিই প্রথম পরাব। আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য খুলে দিবেন এবং আমাকে সেখানে প্রবেশ করাবেন। দরিদ্র মু'মিনরা আমার সঙ্গে থাকবে তখন, এ কোন অহংকার নয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবার তুলনায় আমি সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী, এ কোন অহংকার নয়।

হাদীসটি গারীব।

٣٦١٧-حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَوْدُوْدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ . قَالَ : فَقَالَ أَبُوْ مَوْدُوْدٍ : قَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

هٰكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، وَالْمَعْرُوْفُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَدِيْنِيُّ.

৩৬১৭. যায়দ ইব্‌ন আখযাম তাঈ বাসরী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাওরাতে মুহাম্মাদ ﷺ -এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ আছে। আরো আছে যে, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-কে তাঁর সঙ্গে দাফন করা হবে।

আবূ মওদূদ (র) বলেছেন ঃ ঘরে (যেখানে নবীজীকে দাফন করা হয়েছে) এখনো একটি কবরের স্থান বাকী আছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

উছমান ইব্‌ন যাহহাক (র) অনুরূপ বক্তব্যই রিওয়ায়াত করেছেন। প্রসিদ্ধ হল যাহহাক ইব্‌ন উছমান মাদীনী।

٣٦١٨-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

৩৬১৮. বিশর ইব্‌ন হিলাল সাওওয়াফ বাসরী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হিজরত করে) মদীনায় প্রবেশ করেন, সেই দিন এর প্রতিটি বস্তুই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। আর যে দিন তাঁর ইন্‌তিকাল হয়, সেদিন প্রতিটি বস্তু অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাফন করে হাত ঝাড়তেও পারিনি অর্থাৎ আমরা তাঁর দাফন কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এর মধ্যেই আমাদের হৃদয়ে ঈমানের নূরের অভাব অনুভব করলাম।

হাদীসটি গারীব সাহীহ।

بَابٌ : مَاجَاءَ فِي مِيلاَدِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বেলাদত

٣٦١٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ قَالَ وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمُرَ ابْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلاَدِ قَالَ : وَرَأَيْتُ خَذْقَ الْفِيلِ أَخْضَرَ مُحِيلاً.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

৩৬১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার আবদী (র)... কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়েরই জন্ম হয়েছে আমুল ফীলে।[১]

উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) একবার ইয়া'মার ইব্‌ন লায়ছ গোত্রের কুবাছ ইব্‌ন আশ্‌য়াম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনি বড়, না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বড়?

তিনি বললেন ঃ বড় তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তবে জন্মের তারিখ আমারটা আগে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি (আবাবীল) পাখির সবুজ রঙের পরিবর্তিত বিষ্ঠা দেখেছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নবুওয়াতের সূচনা

٣٦٢٠-حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِى أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَشْرَفُوْا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوْا فَحَلُّوْا رِحَالَهُمْ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ يَمُرُّوْنَ بِهِ فَلاَ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَلْتَفِتُ . قَالَ لَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ ، هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، يَبْعَثُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِيْنَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلاَ شَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَلاَ يَسْجُدَانِ إِلاَّ لِنَبِىٍّ ، وَإِنِّى أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِى رِعْيَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ إِلَى فَىْءِ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَىْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اُنْظُرُوْا إِلَى فَىْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ . قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لاَ يَذْهَبُوْا بِهِ إِلَى الرُّوْمِ ، فَإِنَّ الرُّوْمَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوْهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُوْنَهُ ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّوْمِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ : مَاجَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا : جِئْنَا أَنَّ هٰذَا النَّبِىَّ خَارِجٌ فِى هٰذَا الشَّهْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا إِلَى طَرِيْقِكَ هٰذَا ، فَقَالَ : هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا : إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيْقِكَ هٰذَا . قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ ؟ قَالُوا

---

১. আবরাহার হস্তী বাহিনী কর্তৃক পবিত্র কা'বা আক্রান্তের বৎসর।

لاَ . قَالَ : فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ . قَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ ؟ قَالُوا : أَبُو طَالِبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلاَلاً وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৬২০. ফাযল ইব্ন সাহল আবুল আব্বাস আ'রাজ বাগদাদী (র)... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ তালিব একবার শামে (বাণিজ্যের) উদ্দেশ্যে বের হলেন। নবী ﷺ ও আরো কতিপয় কুরায়শ দলপতিও তাঁর সঙ্গে বের হলেন। পথে এক খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর আশ্রমে যখন তারা পৌঁছলেন, তখন বিশ্রামের জন্য তাঁরা নামলেন। তাঁরা তাঁদের বাহন উটগুলো ছেড়ে দিলেন। ঐ সন্ন্যাসীও তাঁদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলেন। এর পূর্বেও তাঁরা এই আশ্রমের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতেন কিন্তু কখনও ঐ সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে আশ্রম থেকে বের হয়ে আসতেন না বা তাঁদের দিকে দৃকপাতও করেননি। তিনি বললেন ঃ এরা কারা এখানে কারাভাঁ থামিয়েছে। এরপর ঐ সন্ন্যাসী তাঁদের মাঝে পথ করে এগুতে লাগলেন। শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন এবং তাঁর হাত ধরে বললেন ঃ ইনিই হলেন সারা জাহানের সর্দার। ইনিই হলেন সারা জাহানের প্রভুর রাসূল। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করবেন।

কুরায়শ দলপতিরা তাঁকে বলল ঃ কি করে আপনি তা জানলেন?

তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন এই উপত্যকায় এসে থামলে, তখন কোন পাথর এবং কোন গাছই এমন ছিল না যা সিজদায় লুটিয়ে পড়েনি। এরা কখনও নবী ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করে না। আমি তাঁকে নবুওয়াতের মোহর মারফত চিনতে পেরেছি। সেটি হল তাঁর কাঁধের হাড়ের নীচে একটি সেবের ন্যায় দেখতে।

এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং এই কাফেলার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। তিনি যখন তা নিয়ে তাঁদের কাছে এলেন তখন নবী ﷺ উট চরাতে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। নবী ﷺ যখন আসছিলেন তখন তাঁর উপর একটি মেঘ ছায়া দান করছিল। তিনি কাফেলার লোকদের নিকট এসে দেখলেন যে তাঁরা তাঁর পূর্বেই গাছের ছায়ায় স্থান করে নিয়েছেন। যা হোক, তিনি বসলে গাছের ছায়া তাঁর দিকেই ঝুঁকে গেল।

তখন সন্ন্যাসী বললেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, গাছের ছায়া তাঁর উপরেই চলে এসেছে।

সন্ন্যাসী তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কসম দিয়ে বললেন যে, তারা যেন নবীজীকে নিয়ে রোমানদের এলাকায় না যায়। কেননা তারা তাঁকে দেখলে আলামত দর্শনে তাঁকে চিনে ফেলবে। ফলে তারা তাঁকে হত্যা করে বসবে।

অনন্তর তিনি (পথের দিকে) তাকিয়ে দেখেন, রোম সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল থেকে সাতজন লোক এদিকে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের সামনা-সামনি হলেন। বললেন ঃ আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

তারা বলল ঃ আমরা এসেছি। কারণ, শেষ নবী এ মাসেই আবির্ভূত হবেন। সুতরাং সব ক'টি রাস্তায় কিছু কিছু লোক প্রেরণ করা হয়েছে। আমরাও তাঁর খবর পেয়েছি। আমাদেরকে আপনার এই পথে খোঁজ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

সন্ন্যাসী বললেন ঃ তোমাদের পিছনে তোমাদের চেয়েও উত্তম কেউ আছে কি?

তারা বলল ঃ আপনার এই পথে তিনি আছেন বলে আমাদের খবর দেওয়া হয়েছে।

তিনি বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন কাজ সম্পাদন করতে চান তবে কোন মানুষ কি তা রদ করতে সক্ষম হবে?

তারা বলল ঃ না।

অনন্তর তারা তাঁর কাছে বায়'আত হল এবং তাঁর সঙ্গেই থেকে গেল।

পরে উক্ত সন্ন্যাসী কাফেলার লোকদের বললেন ঃ তোমাদের আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবীজীর) অভিভাবক কে?

ওঁরা বললেন ঃ আবূ তালিব।

সন্ন্যাসী তাঁকে বার বার কসম দিয়ে এমনভাবে অনুরোধ করতে থাকলেন যে, শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব নবীজীকে (মক্কায়) ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আবূ বাকর তাঁর সঙ্গে বিলালকেও পাঠিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে আটার পিঠা এবং যায়তুন তেল পাথেয় হিসাবে প্রদান করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ : فِى مَبْعَثِ النَّبِىِّ ﷺ ، وَابْنُ كَمْ كَانَ حِيْنَ بُعِثَ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নবীরূপে প্রেরিত হওয়া এবং প্রেরিত হওয়াকালে তাঁর বয়স

٣٦٢١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا بْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا ، وَتُوُفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ওয়াহী নাযিল হয় তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে। এরপর তিনি মক্কায় তের বৎসর এবং মদীনায় দশ বৎসর অবস্থান করেন। আর তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٢٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً وَهٰكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ ، وَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৩৬২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নবী ﷺ -এর ইন্‌তিকাল হয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) হাদীসটি একরূপই বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)-ও তাঁর বরাতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٢٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ .حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ ، وَلَا بِالْآدَمِ ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ ، الْقَطَطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬২৩. কুতায়বা ও আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না আবার গন্দুমী রঙেরও ছিলেন না। তাঁর চুল বেশী কোঁকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছরের মাথায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (নবীরূপে) প্রেরণ করেন। অনন্তর মক্কায় অবস্থান করেন দশ বৎসর এবং মদীনায় অবস্থান করেন দশ বৎসর। ষাট বছরের মাথায় তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে তখনও বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : فِي آيَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا قَدْ خَصَّهُ اللّٰهُ بِهِ

পরিচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের আলামতসমূহ এবং যে সব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছেন

٣٦٢٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا : أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَيَالِيَ بُعِثْتُ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৬২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মক্কায় একটি পাথর আছে। আমার নবুওয়াত প্রাপ্তিকালে সেটি আমাকে সালাম করত। এখনও আমি সেটিকে চিনি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٦٢٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ عَنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ تَقُومُ عَشَرَةٌ وَتَقْعُدُ عَشَرَةٌ .

قُلْنَا : فَمَا كَانَتْ تَمَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَاكَانَتْ تُمَدُّ الْأَمِنْ هٰهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُوالْعَلاَءِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ

৩৬২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি পেয়ালা থেকে ভোর হতে রাত পর্যন্ত পালাক্রমে আহার করেছি। দশজন উঠে যেত পরে অন্য দশজন এসে তাতে বসত।

আমরা বললাম ঃ কোথেকে এর খাদ্য বর্ধিত হত?

তিনি বললেন ঃ কিসের উপর তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ?

তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ঐখান থেকেই তো তা বর্ধিত হত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আবুল আ'লা (র)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিখখীর।

باب

পরিচ্ছেদ

٣٦٢٦-حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلاَ شَجَرٌ إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ وَقَالُوا : عَنْ عَبَّادٍ أَبِي يَزِيدَ.

৩৬২৬. আব্বাদ ইব্ন ইয়াকূব কূফী (র)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মক্কায় মুকাররামায় ছিলাম। একবার এর কোন এক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমরা বের হলাম। এ সময় যে কোন পাহাড় ও বৃক্ষ তাঁর সামনে পড়ছিল, সেটিই তাঁকে লক্ষ্য করে বলছিল ঃ আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

হাদীসটি হাসান-গারীব।

একাধিক রাবী এটিকে ওয়ালীদ ইব্ন আবূ সওর (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এর সনদে (আব্বাদ ইব্ন ইয়াযীদ-এর স্থলে) আব্বাদ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ উল্লেখ করেছেন।

٣٦٢٧-حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ إِلَى جِذْعٍ وَاتَّخَذُوا لَهُ مِنْبَرًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَّهُ فَسَكَنَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ وَبْنِ سَعْدٍ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬২৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের পাশে খুতবা দিতেন। পরে তাঁর জন্য সাহাবীগণ মিম্বার তৈরী করেন। তখন এর উপর দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দেন। তখন কাণ্ডটি উটনীর ন্যায় গোঙাতে থাকে। তিনি নেমে এসে সেটির উপর হাত বুলিয়ে দেন, তখন সেটি শান্ত হয়।

এই বিষয়ে উবাই, জাবির, ইব্‌ন উমর, সাহল ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন আব্বাস ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ।

٣٦٢٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : بِمَا أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ؟ قال : إِنْ دَعَوْتُ هٰذَا الْعِذْقَ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ فَعَادَ ، فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩৬২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ আমি কেমন করে জানব যে আপনি একজন সত্য নবী?

তিনি বললেন ঃ আমি এই খেজুর-ছড়াটিকে ডাকছি। সেটি সাক্ষী দিবে যে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।

এরপর তিনি এটিকে ডাকেন।

খেজুর ছড়াটি খেজুর গাছ থেকে নামতে শুরু করে। এমন কি নবী ﷺ -এর কাছে এসে পড়ে যায়। এরপর তিনি এটিকে ফিরে যেতে বলেন। ফলে সেটি পূর্বস্থানে ফিরে যায়।

(তা দেখে) বেদুঈন লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٦٢٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عِلْبَاءِ بْنُ أَحْمَرَ . حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَخْطَبَ قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَدَعَالِي ، قَالَ عَزْرَةُ : إِنَّهُ عَاشَرَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ إِلاَّ شَعَرَاتٌ بِيضٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو زَيْدٍ إِسْمُهُ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ .

৩৬২৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আবূ যায়দ ইবন আখতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুবারক আমার চেহারায় বুলিয়ে দেন এবং আমার জন্য দু'আ করেন।

আযরা (র) বলেন ঃ আবূ যায়দ (রা) একশ বিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর মাথায় সামান্য কটি চুল ব্যতীত কিছুই পাকে নি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

আবূ যায়দ (রা)-এর নাম হল আমর ইবন আখতাব (রা)।

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ فِي يَدِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ . قَالَ : فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ : بِطَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوا ، قَالَ فَانْطَلَقُوا، فَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ : قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ؟ فَأَتَتْهُ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ، ثُمَّ قَالَ : اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوا، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬৩০. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) (তাঁর স্ত্রী; আনাস-এর মা) একদিন উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বর খুব ক্ষীণ শুনতে পেলাম। এতে বুঝলাম যে, তিনি খুব ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কিছু আছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

এরপর তিনি যবের কয়েকটি রুটি বের করলেন এবং তাঁর একটি উড়নী বের করে এর কিয়দংশে রুটিগুলো জড়ালেন এবং সেটি আমার হাতের মুঠোয় দিয়ে দিলেন আর উড়নীটির বাকী অংশ দিয়ে আমার গা পেচিয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমাকে পাঠালেন। [আবূ তালহা এগুলি আনাস (রা)-এর হাতে দিলেন।] আনাস (রা) বলেন ঃ আমি এগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে মসজিদে উপবিষ্ট পেলাম। তাঁর সঙ্গে তখন আরো লোক ছিল। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ খাদ্যসহ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সঙ্গের সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা উঠ।

আনাস (রা) বলেন ঃ সকলেই উঠে চললেন। আমি তাঁদের সামনে এগিয়ে আবূ তালহার কাছে (আগেই) চলে এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম।

আবূ তালহা (রা) বললেন ঃ হে উম্মু সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের নিয়ে চলে এসেছেন অথচ তাঁদের খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের কাছে নেই।

উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

আবূ তালহা (রা) এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহাসহ সামনে এগুলেন। উভয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মু সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে নিয়ে এস।

উম্মু সুলায়ম সেই রুটি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরো টুকরো করা হল। উম্মু সুলায়ম তাঁর ঘিয়ের পাত্রটি চিপে যা আছে বের করলেন এবং তরকারী হিসাবে তাই দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় অনুসারে যে দু'আ পাঠ করার, তাতে সেই দু'আ পাঠ করলেন। পরে বললেন ঃ দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তখন দশজনকে অনুমতি দেওয়া হল। তাঁরা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন এবং বের হয়ে গেলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। দশজনকে অনুমতি দেওয়া হল। তাঁরাও পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে বের হয়ে গেলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ আরও দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হল। তাঁরাও পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে বের হয়ে গেলেন।

এইভাবে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তরজন অথবা আশিজন।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٣١--حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذٰلِكَ الإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ . قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ . فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَحَدِيْثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬৩১. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলাম, তখন আসরের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসছে। মানুষ উযূর পানি তালাশ করে তা কোথাও পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে কিছু উযূর পানি আনা হল। তিনি ঐ পানির পাত্রটিতে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোক্‌দেরকে তা থেকে উযূ করতে নির্দেশ দিলেন।

আনাস (রা) বলেন ঃ আমি দেখলাম তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উথলে বেরুচ্ছে। লোকেরা তা দিয়ে উযূ করল। এমন কি তাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও উযূ সম্পাদন করল।

এই বিষয়ে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন, ইব্‌ন মাসঊদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

٣٦٣٢-حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ ، قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا ابْتُدِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النُّبُوَّةِ حِيْنَ أَرَادَ اللّٰهُ كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ أَنْ لاَيَرَى شَيْئًا إِلاَّ جَائَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ ، فَمَكَثَ عَلَى ذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَمْكُثَ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৩২. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন নবুওয়াতের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সম্মানিত করতে এবং বান্দাদের প্রতি রহমত দান করতে চাইলেন তখন এর প্রথম সূচনা এরূপ হয় যে, নবী স্বপ্নে যা দেখতেন ভোরের আলোর ন্যায় তা স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হত। আল্লাহ্ যতদিন তাঁকে এ অবস্থায় রাখতে চাইলেন তিনি ততদিন এই অবস্থায়ই রইলেন। সে সময় প্রিয় হয়ে পড়ল তাঁর কাছে নির্জনতা। নির্জনতার চেয়ে অন্য কিছুই তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦٣٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : إِنَّكُمْ تَعُدُّوْنَ الآيَاتِ عَذَابًا وَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةً لَقَدْ كُنَّا نَأْكُلُ الطَّعَامَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ . قَالَ : وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِاِنَاءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْهِ فَجَعَلَ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَيَّ عَلَى الْوَضُوْءِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى تَوَضَّأْنَا كُلُّنَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা তো অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে আযাব বলে মনে কর কিন্তু আমরা এগুলোকে (অনেকগুলোকে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে বরকত বলে মনে করতাম। আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য আহার করতাম আর খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ পাঠ আমরা শুনতে পেতাম।

তিনি আরো বলেন ঃ নবী ﷺ -এর কাছে একটি পাত্র আনা হল। তিনি তাতে তাঁর হাত রাখলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে ফোয়ারার মত পানি বের হতে লাগল। নবী ﷺ বললেন ঃ বরকতময় এই উযূর পানির দিকে তোমরা শীঘ্র আস। আকাশ থেকে নেমেছে এই বরকত।

শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই তা দিয়ে উযূ সম্পন্ন করলাম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَاجَاءَ كَيْفَ كَانَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর কিভাবে ওয়াহী নাযিল হত

٣٦٣٤–حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ هُوَ ابْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩৬৩৪. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনার কাছে কিভাবে ওয়াহী আসে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কোন কোন সময় তো ঘন্টা ধ্বনির মত হয়। আর এই অবস্থাটি আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন। আর কোন কোন সময় ফিরিশতা কোন ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে আমার নিকট এসে কথা বলেন আর আমি তাঁর বক্তব্য সংরক্ষণ করে রাখি।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ খুব কঠিন শীতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর আমি ওয়াহী নাযিল হতে দেখেছি। এই অবস্থার যখন অবসান হত, তখন তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَاجَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর আকৃতি-প্রকৃতি

٣٦٣٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ

ذِى لِمَّةٍ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَ لاَ بِالطَّوِيْلِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬৩৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লালবর্ণ পোশাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সুন্দর বাবরী চুলের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধে এসে পড়ত। তাঁর বক্ষ ছিল সুপ্রশস্ত। তিনি না ছিলেন বেঁটে, না ছিলেন লম্বা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٣٦-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحٰاقَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ : أَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ ؟ قَالَ : لاَ مِثْلَ الْقَمَرِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩৬৩৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী‘ (র)... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা‘ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা কি তরবারির মত ছিল?

তিনি বললেন ঃ না, (তা ছিল) চাঁদের মত।

হাদীসটি হাসান।

٣٦٣٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، ضَخْمَ الرَّأْسِ، ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّياً كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ الْمَسْعُوْدِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৩৬৩৭. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর দুই হাতের তালু ও পায়ের তলা ছিল মাংসল। মাথা ছিল বড়, অস্থিগ্রন্থিগুলো ছিল মোটা। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ একটি সরু কেশ রেখা ছিল। পথ চলাকালে সম্মুখে ঝুঁকে দ্রুত হাঁটতেন, মনে হত নীচে কোথাও নামছেন। তাঁর মত পূর্বেও কাউকে দেখিনি পরেও কখনও দেখিনি (দরূদ ও সালাম তাঁরই উপর)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)-মাসঊদী (র) থেকেও এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٢٨–حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ مِنْ قَصْرِ الْأَحْنَفِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ . حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ ، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ ، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ أَجْرَدُ ، ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا ، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً ، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً ، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ : الْمُمَغَّطُ الذَّاهِبُ طُولًا . قَالَ وَسَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَلَامِهِ : تَمَغَّطَ فِي نَشَّابَتِهِ : أَيْ مَدَّهَا مَدًّا شَدِيدًا . وَأَمَّا الْمُتَرَدِّدُ : فَالدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ قِصَرًا . وَأَمَّا الْقَطَطُ . فَالشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ . وَالرَّجِلُ الَّذِي فِي شَعْرِهِ حُجُونَةٌ أَيْ يَنْحَنِي قَلِيلًا وَ أَمَّا الْمُطَهَّمُ ، فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ . وَأَمَّا الْمُكَلْثَمُ فَالْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ وَأَمَّا الْمُشْرَبُ : فَهُوَ الَّذِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ . وَالْأَدْعَجُ الشَّدِيدُ سَوَادِ الْعَيْنِ ، وَالْأَهْدَبُ ، الطَّوِيلُ الْأَشْفَارِ ، وَالْكَتَدُ ، مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ ، وَهُوَ الْكَاهِلُ وَالْمَسْرُبَةُ ، هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الَّذِي هُوَ كَأَنَّهُ قَضِيبٌ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ ، وَالشَّثْنُ الْغَلِيظُ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفَّيْنِ اوَالْقَدَمَيْنِ . وَالتَّقَلُّعُ أَنْ يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ وَالصَّبَبُ الْحُدُورُ ، تَقُولُ : انْحَدَرْنَا فِي صَبُوبٍ وَصَبَبٍ وَقَوْلُهُ جَلِيلُ الْمُشَاشِ ، يُرِيدُ رُؤُسَ الْمَنَاكِبِ وَالْعِشْرَةُ الصُّحْبَةُ وَالْعَشِيرُ الصَّاحِبُ . وَالْبَدِيهَةُ الْمُفَاجَأَةُ ، يُقُولُ بَدَهْتُهُ بِأَمْرٍ أَيْ فَجَئْتُهُ .

৩৬৩৮. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আবূ হালীমা প্রমুখ (র)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর বংশধর ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) যখন নবী ﷺ -এর বিবরণ দিতেন তখন বলতেন ঃ তিনি অত্যন্ত দীর্ঘকায় ছিলেন না এবং একেবারে খর্বকায়ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন লোকদের মাঝে মধ্যমাকৃতির। তাঁর কেশ অত্যধিক কুঞ্চিতও ছিল না আর একেবারে সোজাও ছিল না। তা ছিল ঈষৎ কোঁকড়ানো ও ঈষৎ সোজা। তিনি চর্বিময় মোটা ছিলেন না, তাঁর চেহারাও একেবারে গোলাকৃতির ছিল না। তাঁর চেহারা ছিল ঈষৎ গোলাকৃতির। তাঁর রং ছিল লোহিতাভ শুভ্র, চক্ষুদ্বয়ের তারকা ছিল ঘোরকৃষ্ণ। চোখের পাতার চুল ছিল দীর্ঘ। অস্থিগ্রন্থিগুলো ও কাঁধ ছিল প্রশস্ত। হাত-পা ছিল লোমশূন্য, বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটা সরু রেখা ছিল। হাত-পদদ্বয়ের তলা ছিল মাংসল। পথ-চলাকালে এমন দৃঢ়ভাবে পা উঠাতেন মনে হত যেন নীচে কোথাও নামছেন।

যখন কোন দিকে তাকাতেন তখন পূর্ণ ভাবে তাকাতেন। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ছিল নবুওয়াতের মোহর। তিনিই তো শেষ নবী। তিনিই ছিলেন অধিকারী সর্বাধিক দানশীল হৃদয়ের। সবচেয়ে সত্য যবানের। সর্বাধিক কোমল স্বভাবের, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সমাজের। প্রথমবার তাঁকে যে দেখত তার অন্তরে জাগত ভক্তি-মিশ্রিত ভয়। কিন্তু যে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত ও পরিচিত হত তাঁর সঙ্গে, সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত।

তাঁর সম্পর্কে বিবরণদানকারী বলত, তাঁর মত কাউকে পূর্বেও দেখিনি পরেও দেখিনি (দরূদ ও সালাম তাঁরই উপর)।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়।

আবূ জা'ফার (র) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর গুণাবলী (সম্বলিত শব্দাবলীর) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি আসমাঈ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ المغط। অত্যন্ত দীর্ঘ। জনৈক মরুবাসী আরবকে বলতে শুনেছি, تمغط في نشابة- তীরটি খুব জোরে টেনে ধরল। المتردد। খর্বকায় হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একটি আরেকটির মধ্যে যেন প্রবিষ্ট।

القطط। অত্যন্ত ঘন কুঞ্চিত।

الرجل। ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট হওয়া

المطهم। মোটা, অত্যন্ত মাংসল।

المكلثم। গোলাকৃতি চেহারা।

المشرب। লোহিতাভ শুভ্র।

الادعج। চোখের মণি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হওয়া।

الاهدب। চোখের পাতার চুল দীর্ঘ হওয়া।

الكتد। দুই কাঁধের সংযুক্তিস্থল। একে كاهلও বলা হয়।

المسربة। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ বাঁশের ছিলার মত সরু লোম-রেখা।

الشثن। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলগুলো মাংসল হওয়া।

التقلع। দৃঢ় পদে চলা।

الصبب। নীচু অঞ্চল। আমরা বলি ايحدر نا في صبوب و صبب। নিম্নাঞ্চলে নেমে এলাম।

المشاش। গ্রীবা মূল।

العشيرة। একত্রে বসবাস, একসঙ্গে উঠা-বসা। العشير। সঙ্গী।

البديهة। হঠাৎ, প্রথমবার। বলা হয়, بدهته بامر হঠাৎ উপস্থিত হলাম।

بَابُ : فِى كَلاَمِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কথাবার্তা

٣٦٣٩–حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ يُبَيِّنُه فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ .

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ.

৩৬৩৯. হুমায়দ ইবন মাসউদ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না। বরং তিনি সুস্পষ্ট করে আলাদা আলাদাভাবে কথা উচ্চারণ করতেন; যারা তাঁর কাছে বসা থাকত, তারা তা সংরক্ষণ করতে পারত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। যুহরী (র)-এর বর্ণনা ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-ও এটি যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٤٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى . عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى

৩৬৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে একজন তাঁর থেকে (কথা) বুঝে নিতে পারে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুছান্না (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি।

بَابٌ : فِى بَشَاشَةِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর হাসি

٣٦٤١–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِثْلُ هٰذَا .

৩৬৪১. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অধিক স্মীত হাসতে আর কাউকে আমি দেখিনি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব-আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন জায' (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٦٤٢–حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَلُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ : مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ تَبَسُّمًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৬৪২. আহমাদ ইব্ন খালিদ খাল্লাদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন জায' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্মীত হাসির বেশী হাসতেন না।

হাদীসটি সাহীহ গারীব। লায়ছ ইব্ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ : فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

পরিচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের মোহর

٣٦٤٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ، فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي رِمْثَةَ وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ وَعَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ وَأَبِي سَعِيْدٍ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৬৪৩. কুতায়বা (র)... সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন। বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এই ভাগ্নেটি অসুস্থ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর পানি থেকে পান করলাম। পরে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম। সেটি ছিল চাঁদোয়ার ঝালরের গোলকের মত।

এই বিষয়ে সালমান, কুররা ইব্‌ন আয়াস মুযনী, জাবির ইব্‌ন সামুরা, আবূ রামছা, বুরায়দা আসলামী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস, আমর ইব্‌ন আখতাব ও আবূ সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦٤٤–حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى الَّذِى بَيْنَ كَتِفَيْهِ غُدَّةٌ حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৪৪. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকূব তালেকানী (র)... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মোহর অর্থাৎ যেটি তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ছিল সেটি ছিল কবুতরের ডিমের মত একটি লোহিতাভ মাংসপিণ্ড।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب : فى صفة النبى ﷺ
পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর গুণাবলী

٣٦٤٥–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ . أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ فِى سَاقَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ إِلاَّ تَبَسُّمًا ، وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৬৪৫. আহমাদ ইবন মানী' (র)... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটুর নিম্নাংশ ততটা মাংসল ছিল না। তিনি স্মিত হাসির বেশী হাসতেন না। আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম মনে হত দুই চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তিনি সুরমা লাগান নি (দরূদও সালাত তাঁরই উপর)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦٤٦–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৪৬. আহমাদ ইবন মানী' (র)... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখের ফাঁক ছিল প্রশস্ত, আঁখি ছিল তাঁর ডাগর, গোড়ালী ছিল অমাংসল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٤٧–حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ ، مَنْهُوسَ العَقِبِ . قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسِمَاكٍ ، مَا ضَلِيعُ الْفَمِ ؟ قَالَ : وَاسِعُ الْفَمِ . قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ ؟ قَالَ : طَوِيلُ شَقِّ العَيْنِ . قُلْتُ مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ ؟ قَالَ : قَلِيلُ اللَّحْمِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৪৭. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... জাবির ইব্‌ন সামুরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ ছিল প্রশস্ত, আঁখি ছিল ডাগর, গোড়ালী ছিল অমাংসল। শু'বা (র) বলেন ঃ আমি সিমাক (র)-কে বললাম ঃ ضَلِيعُ الفَمِ কি?

তিনি বললেন ঃ প্রশস্ত মুখ।

আমি বললাম ঃ أَشْكَلُ العَيْنَيْنِ কি?

তিনি বললেন ঃ চোখের ফাঁক যাঁর দীর্ঘ।

আমি বললাম ঃ مَنْهُوسُ العَقِبِ কি?

তিনি বললেন ঃ অমাংসল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٤٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّمَا الأَرْضَ تُطْوَى لَهُ ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

৩৬৪৮. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সুন্দর কিছু আ[illegible] দেখিনি। সূর্য যেন তাঁর [illegible]হারায় ছিল প্রবাহিত। র[illegible]সূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা দ্রু[illegible] হাঁটতে কাউকে আমি দেখিনি। মনে হত যমীনকে বুঝি তাঁর জন্য সংকুচিত ক[illegible]রে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো খুবই চেষ্টা করতাম কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারেই বেপরোয়া।

হাদীসটি গারীব।

٣٦٤٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ نَفْسُهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا

أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৬৪৯. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছে নবীগণকে পেশ করা হল। মূসা (আ)-কে দেখলাম মেদহীন লোকদের মত; যেন শানুআ গোত্রের একজন পুরুষ। ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-কেও দেখলাম। আমি তাঁর সঙ্গে যাদের সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি, তাদের মাঝে উরওয়া ইবন মাসউদ হল সর্বাধিক নিকটবর্তী। আমি ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যাদের দেখি, তাদের মধ্যে তোমাদের এই সঙ্গী (অর্থাৎ তিনি নিজে) হলেন সর্বাধিক নিকটবর্তী। আমি জিবরীল (আ)-কেও দেখেছি। যাদের আমি তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি, তাদের মধ্যে দিহইয়া ইব্ন খালীফাতুল কালবী হল সর্বাধিক নিকটবর্তী।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ : فِي سِنِّ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ كَمْ كَانَ حِينَ مَاتَ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বয়স এবং ইন্তিকালের সময় তাঁর কত বছর হয়েছিল

٣٦٥٠–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ . حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

৩৬৫০. আহমাদ ইব্ন মানী' ও ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর ইন্তিকাল হয় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে।

٣٦٥١–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ . حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ.

৩৬৫১. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নবী ﷺ ইন্তিকাল করেছেন।

হাদীসটি হাসান। এর সনদ সাহীহ।

٣٦٥٢–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ يَعْنِي يُوحَى إِلَيْهِ ، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَلاَ يَصِحُ لِدَغْفَلٍ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

وَحَدِيْثُ بْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ .

৩৬৫২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মক্কায় ওয়াহী নাযিল হওয়া অবস্থায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তিনি ইনতিকাল করেন তেষট্টি বছর বয়সে।

এই বিষয়ে আয়িশা, আনাস (রা) ও দাগফাল ইব্‌ন হানযালা (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। দাগফাল (র) সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন বলে সাহীহ প্রমাণ নেই।

আমর ইব্‌ন দীনার (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে ইব্‌ন আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٦٥٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُوْلُ : مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৬৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... জারীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আর আবূ বাকর ও উমার (রা)-ও তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। আর আমিও (এরূপ আশা রাখি)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٥٤-حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِى وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىِّ الْبَصْرِى قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِى فِى حَدِيْثِهِ : ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هٰذَا .

৩৬৫৪. আব্বাস আমরাবী (র) ও হুসায়ন ইব্‌ন মাহদী বাসরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইব্‌ন আখিয্ যুহরী (র)-ও এটিকে যুহরী-উরওয়া-আয়িশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বাকর (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٦٥٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلِّهِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ، لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

৩৬৫৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সকল বন্ধুর খুল্লা (অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যার প্রেম প্রবিষ্ট এমন বন্ধুত্ব) থেকে সম্পর্কহীন। আমি যদি কাউকে খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করতাম তবে আবূ কুহাফা পুত্র (আবূ বাকর)-কেই সে হিসাবে গ্রহণ করতাম। তোমাদের এই সঙ্গী (নবীজী) তো আল্লাহ্র খালীল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস ও ইবনুয-যুবায়র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٥٦–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : أَبُوبَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَ أَحَبُّنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৬৫৬. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা) বলেছেন ঃ আবূ বাকর আমাদের সর্দার এবং সর্বোত্তম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমাদের সবার চেয়ে প্রিয় ছিলেন।

হাদীসটি সাহীহ-গারীব।

٣٦٥٧–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ : عُمَرُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ : ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : فَسَكَتَتْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৫৭. আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সাহাবীগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন কে?

তিনি বললেন ঃ আবূ বাকর।

আমি বললাম ঃ তাঁর পর কে?

তিনি বললেন ঃ উমার।

আমি বললাম ঃ তার পর কে?

তিনি বললেন ঃ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

আমি বললাম ঃ তার পর কে?

তিনি চুপ করে রইলেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٥٨-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ وَالْأَعْمَشِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَهْبَانَ وَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَكَثِيرِ النَّوَّاءِ كُلُّهُمْ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ .

৩৬৫৮. কুতায়বা (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে ভাবে আকাশের সীমানায় উদিত তারা দেখ, তেমনিভাবে নিচের দরজার জান্নাতীরা উর্ধ্ব দরজার জান্নাতীদের অবলোকন করবে। আবূ বাকর-উমারও উর্ধ্ব দরজার জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত বরং তারা আরো অতিরিক্ত মর্যাদা পাবে।

হাদীসটি হাসান। একাধিক সূত্রে এটি অতিয়্যা-আবূ সাঈদ (রা) সনদে বর্ণিত আছে।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٦٥٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيْشَ فِي الدُّنْيَا مَاشَاءَ أَنْ يَعِيْشَ وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَاشَاءَ أَنْ يَأْكُلَ وَ بَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ . قَالَ : فَبَكَى أَبُوبَكْرٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ : أَلاَ تَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا الشَّيْخِ إِذْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً صَالِحًا خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ . قَالَ : فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ

أَبُوبَكْرٍ : بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأَمْوَالِنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنَ النَّاسِ أَحَد اَمَنَّ عَلَيْنَا فِى صُحْبَتِه وَذَاتِ يَدِهِ مِنَ ابْنِ أَبِى قُحَافَةَ ، وَلَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَ تَخَذْتُ ابْنَ أَبِى قَحَافَةَ خَلِيْلاً ، وَلٰكِنْ وَدٌّ وَإِخَاءُ إِيْمَانٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র)... আবুল মুআল্লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন খুতবায় বললেন ঃ এক ব্যক্তিকে তার রব্ব ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, যতদিন সে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে চায়, ততদিন সে বেঁচে থাকতে পারবে এবং যতদিন সে আহার-বিহার করতে চায় ততদিন সে আহার করতে পারবে কিংবা সে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে আসবে। কিন্তু এই বান্দা তাঁর রব্বের মুলাকাতকেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

এই শুনে আবূ বাকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তখন সাহাবীগণ বলতে লাগলেন ঃ তোমরা এই শায়খের আচরণে কি আশ্চর্য বোধ করছ না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক নেক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন যাকে তার রব্ব দুনিয়া ও তার প্রভুর মুলাকাতের মাঝে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

আবুল মুআল্লা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্যের মর্ম সম্পর্কে আবূ বাকর (রা)-ই সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। অনন্তর তিনি বললেন ঃ আমরা আমাদের পিতা-পিতামহ ও ধন-সম্পদ আপনার জন্যই ফিদয়া দিচ্ছি হে রাসূল!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সাহচর্য ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রেই ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বাকর) অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। আমি যদি কাউকে খালীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে ইব্ন আবূ কুহাফাকেই খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। তবে ভালবাসা ও ঈমানী-ভ্রাতৃত্ব থাকবেই (দু'বার কি তিনবার তিনি এই কথা বললেন)। শোন, তোমাদের এই সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ্‌র খালীল।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি গারীব।

٣٦٦٠–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : فَدَيْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا : قَالَ : فَعَجِبْنَا ، فَقَالَ النَّاسُ : أَنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : إِنْ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهِ وَ

مَا لَهُ أَبُوبَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلاَمِ ، لاَ تَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِى بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬৬০. আহমাদ ইবনুল হাসান (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মিম্বরে বসে বললেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, পার্থিব সম্পদের চাকচিক্য যা ইচ্ছা তা গ্রহণের বা আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা গ্রহণের। সেই বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা আছে তাই গ্রহণ করে নিল।

আবূ বাকর (রা) তখন বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পিতা-পিতামহ আর মাতা-মাতামহী আপনার জন্য উৎসর্গ করছি।

রাবী বলেন ঃ আমরা এ শুনে আশ্চর্য বোধ করলাম। লোকেরা বলল ঃ এই শায়খের দিকে চেয়ে দেখ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার চাকচিক্যের যা ইচ্ছা গ্রহণের কিংবা আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছেন — আর ইনি বলছেন আমাদের পিতা-পিতামহ ও মাতা-মাতামহীদের উৎসর্গ করছি আপনার জন্য।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ই ছিলেন সেই ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা। আমাদের মাঝে আবূ বাকর (রা)-ই ছিলেন এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাহচর্য ও সম্পদের ক্ষেত্রে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহকারী ব্যক্তি হচ্ছে আবূ বাকর। আমি যদি কাউকে খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বাকরকেই খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব থাকবেই। মসজিদে আবূ বাকরের দরওয়াজা ছাড়া আর কোন বিশেষ দরওয়াজা বাকী থাকবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٦١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيْرِى عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الْأَوْدِى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَالِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَاخَلاَ أَبُوبَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيْهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا نَفَعَنِى مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً ، أَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ..

৩৬৬১. আলী ইব্ন হাসান কূফী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বাকর ব্যতীত এমন কারো অনুগ্রহ আমার উপর নেই যা আমি পরিশোধ করিনি। আবূ বাকরের অনুগ্রহ আমার উপর এমন, যার বদলা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নিজে দিবেন। কারো সম্পদ আমার এতটুকু উপকার করেনি যতটুকু উপকার আবূ বাকরের সম্পদ দ্বারা আমার

হয়েছে। আমি যদি কাউকে খালীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে অবশ্যই আবূ বাকরকেই খালীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। শোন, তোমাদের এই সঙ্গী হলেন আল্লাহ্‌র খালীল।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابٌ : فِى مَنَاقِبِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كِلَيْهِمْ

পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বাকর ও উমার (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٦٦٢–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ هُوَ ابْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ.

وَفِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِرِبْعِي عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ نَحْوَهُ . وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ ، فَرُبَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْفِيْهِ عَنْ زَائِدَةَ .

وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ هِلَالٍ مَوْلَى رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ أَيْضًا عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৬৬২. হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ বাযযার (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা আবূ বাকর ও উমার-এর অনুসরণ করবে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

সুফয়ান ছাওরী (রা) এই হাদীসটি আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র-রিবঈ-এর মাওলা-রিবঈ-হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র) প্রমুখ সুফয়ান ইব্‌ন উওয়ায়না-আবদুল মালিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফয়ান ইব্‌ন উওয়ায়না (র) এই হাদীসটির সনদে তাদলীস করেছেন। কোন কোন সময় এটিকে উল্লেখ

করেছেন যাইদা-আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র সনদে, কোন কোন সময় যাইদা-এর উল্লেখ করেননি।

ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) এই হাদীসটি সুফয়ান ছাওরী-আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র-রিবঈ-এর মাওলা হিলাল-রিবঈ-হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও রিবঈ-ইব্‌ন হিরাশ-হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٦٣-حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْأَمْوِيُّ . حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سَالِمِ الْعَلاَءِ . الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَدْرِي مَابَقَائِي فِيْكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

৩৬৬৩. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একবার নবী ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ জানি না কতদিন আর তোমাদের মাঝে আছি। এরপর আবূ বাকর ও উমার-এর দিকে ইশারা করে বললেন ঃ আমার পরে যারা থাকবে, তাদের অনুসরণ করবে।

٣٦٦٤-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ. لاَ تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ..

৩৬৬৪. হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ বাযযার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর ও উমার (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত পূর্ব ও পরবর্তী সকল যুগের প্রৌঢ় জান্নাতীদের সর্দার হলেন এই দুইজন। হে আলী! বিষয়টি এদের জানিও না।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٦٦٥-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالاخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ، يَاعَلِي لاَ تُخْبِرْهُمَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ

৩৬৬৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। এমন সময় আবূ বাকর ও উমর সেখানে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরা দুইজন হল নবী ও রাসূলগণ বাদে পূর্বাপর সকল যুগের প্রৌঢ় জান্নাতীদের সর্দার। হে আলী! বিষয়টি এঁদের অবহিত করো না।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ মূকারী হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলে গণ্য।

আলী (রা) থেকে এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আনাস ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٦٦–حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : ذَكَرَهُ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلاَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ، لا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ .

৩৬৬৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আলী (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত পূর্ব ও পরবর্তী সকল যুগের প্রৌঢ় জান্নাতীদের সর্দার হলেন আবূ বাকর ও উমার। হে আলী! তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করবে না।

٣٦٦٧–حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ : أَبُوبَكْرٍ ، وَهٰذَا أَصَحُّ.

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَهٰذَا أَصَحُّ.

৩৬৬৭. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ বাকর (রা) বলেছেন ঃ আমি কি এই বিষয়ে (খিলাফত) লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশী হকদার নই? আমি কি প্রথম মুসলিম নই? আমি কি অমুক নই, আমি কি তমুক নই?

হাদীসটি গারীব।

এই হাদীসটি কোন কোন রাবী শু'বা-জুরায়রী-আবূ নাযরা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকর (রা) বলেছেন যে, ...। এটিই অধিকতর সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ নাযরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ বাকর (রা) বলেছেন, ... এরপর তিনি উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আবূ সাঈদ (রা)-এর উল্লেখ নেই। এটিও অধিকতর সাহীহ।

٣٦٦٨–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ فَلاَ يَرْفَعُ اِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ اِلاَّ اَبُوبَكْرٍ وَعُمَرَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِى الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ .

৩৬৬৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মাঝে বের হয়ে আসতেন। তারা তখন বসা থাকতেন। আবূ বাকর ও উমার (রা)-ও তাদের মাঝে থাকতেন। আবূ বাকর ও উমার (রা) ছাড়া কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না। তাঁরা দুইজনই তাঁর দিকে তাকাতেন আর নবীজীও তাঁদের দুইজনের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। তাঁরা দুইজন তাঁর দিকে চেয়ে স্মিত হাসতেন আর তিনিও তাঁদের দিকে চেয়ে স্মিত হাসতেন।

হাদীসটি গারীব। হাকাম ইব্ন আতীয়া-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ হাকাম ইব্ন আতিয়া-এর সমালোচনা করেছেন।

٣٦٦٩–حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا ، وَقَالَ : هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْقَوِىِّ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

৩৬৬৯. উমার ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন (ঘর থেকে) বের হয়ে এলেন। তিনি আবূ বাকর ও উমার সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন তাঁর ডান দিকে আরেকজন ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে ছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন ঃ আমরা এভাবেই কিয়ামতের দিন উত্থিত হব।

হাদীসটি গারীব। মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে রাবী সাঈদ ইব্ন মাসলামা নির্ভরযোগ্য নন।

এই হাদীসটি নাফি'-ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

٣٦٧٠–حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ . قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيْرٌ أَبُو إِسْمَاعِيْلَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ ، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

৩৬৭০. ইউসুফ ইব্‌ন মূসা আল-কাত্তান বাগদাদী (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তুমি হাওযে কাওছারে হবে আমার সাথী আর তুমি তো ছাওর গুহায়ও ছিলে আমার সঙ্গী।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٦٧١–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ : هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ ، وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَنْطَبٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ .

৩৬৭১. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানতাব (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার আবূ বাকর ও উমর (রা)-কে দেখলেন। বললেন ঃ এরা দুইজন (আমার) কর্ণ ও চক্ষু।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি মুরসাল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানতাব (র) নবী ﷺ -কে পান নি।

٣٦٧٢–حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ أَبُو مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ هُوَ ابْنُ عِيْسَى . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَابَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأْمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقَالَ : مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَابَكْرٍ إِذَا قَامَ مِنْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأْمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ ، مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لِأُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي مُوْسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَالِمِ ابْنِ عُبَيْدٍ .

৩৬৭২. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (তাঁর রোগশয্যায়) বলেছিলেন ঃ আবূ বাকরকে আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও। সে যেন সালাতে লোকদের ইমামতি করে।

আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বাকর যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তবে কান্নার দরুন তিনি লোকদের কিরা'আত শোনাতে পারবেন না। তাই আপনি উমারকে সালাতে লোকদের ইমামতের নির্দেশ দিন। কিন্তু নবী ﷺ বললেন ঃ আবূ বাকরকে নির্দেশ জানিয়ে দাও সে যেন লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করে।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি হাফসা-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল, আবূ বাকর যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তবে কান্নার দরুন তিনি লোকদের কিরা'আত শোনাতে পারবেন না। তাই আপনি উমারকে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করেন। সে প্রেক্ষিতে হাফসা (রা) তা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তো দেখছি ইউসুফ (আ) (যুগের সেই মিসরীয়) মহিলাদের মত। আবূ বাকরকে নির্দেশ জানিয়ে দাও। সে যেন লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করে।

হাফসা (রা) পরে আয়িশা (রা)-কে বললেন ঃ আমি তোমার কাছ থেকে কোন দিন ভাল কিছু পাই নি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ মূসা, ইব্‌ন আব্বাস ও সালিম ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٧٣-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عِيْسٰى بْنِ مَيْمُوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَايَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيْهِمْ أَبُوْبَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৭৩. নাসর ইব্‌ন আবদুর রহমান কূফী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সম্প্রদায়ে আবূ বাকর রয়েছেন সেখানে আর কারো ইমামতি করা উচিত নয়।

হাদীসটি গারীব।

٣٦٧٤-حَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى اَلْأَنْصَرِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هٰذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ

الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৬৭৪. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জোড়া জোড়া করে দান করবে, জান্নাতে তাকে ডাক দিয়ে বলা হবে ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! এ তো এক সৎকাজ। যে ব্যক্তি সালাতের অধিকারী হবে তাকে 'বাবুস সালাত' (সালাত তোরণ) থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি হবে জিহাদের অধিকারী, তাকে ডাকা হবে বাবুল জিহাদ (জিহাদ তোরণ) থেকে; যে ব্যক্তি হবে সাদাকার অধিকারী, তাকে ডাকা হবে বাবুস সাদাকা থেকে। যে ব্যক্তি হবে সিয়ামের অধিকারী তাকে ডাকা হবে বাবুর রায়্যান (তৃষ্ণা তৃপ্তি তোরণ) থেকে।

আবূ বাকর (রা) বললেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। যদিও কোন ব্যক্তির জন্য সবক'টি তোরণ থেকে ডাকার কোন আবশ্যকতা নেই, তবুও এমন কেউ কি হবে যাকে সবক'টি তোরণ থেকেই ডাকা হবে?

নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ আছে, আমি আশা করি তুমি তাদের একজন হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٧٥–حَدَّثَنَا هَارُونَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذٰلِكَ عِنْدِي مَالًا ، فَقُلْتُ الْيَوْمَ : أَسْبِقُ أَبَابَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، قَالَ : فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ ، وَأَتَى أَبُوبَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَابَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ، قُلْتُ : لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৭৫. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ বায্যায বাগদাদী (র)... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাদের সদকা করতে নির্দেশ দিলেন। ঐ সময় আমার কাছে বেশ কিছু ধন-সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম ঃ যদি কোন দিন আবূ বাকরকে আমি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি তবে এই সময়েই আমি তাঁকে ডিঙ্গাতে পারব। তাই আমি আমার সম্পর্কের অর্ধেক নিয়ে এসে হাযির হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখেছ? আমি বললাম ঃ এর সমপরিমাণ সম্পদ।

আবূ বাকর (রা) নিয়ে এলেন তাঁর কাছে যা ছিল সব। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে আবূ বাকর! তোমার পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ?

তিনি বললেন ঃ আমি তাদের জন্য আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

আমি বললাম ঃ কোন বিষয়ই কখনও আমি তাঁর অগ্রবর্তী হতে পারব না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٦٧٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنْ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنْ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْئٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَابَكْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

৩৬৭৬. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল এবং কোন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলল. তিনি তাকে একটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি তখন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আপনাকে তখন আর না পাই?

নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে যদি না পাও তবে তখন আবূ বাকর-এর কাছে আসবে।

এই হাদীসটি সাহীহ।

٣٦٧٧-حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرٰهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبُ بَقَرَةٍ ، إِذْقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِهٰذَا ، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : آمَنْتُ بِذٰلِكَ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৭৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি এককালে একটা গাভীর উপর আরোহণ করলে গাভীটি বলে উঠল ঃ আমি তো এর জন্য সৃষ্টি হইনি। আমাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে ভূমিচাষের জন্য।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই বিষয়টি (গাভীর কথা বলা) আমি, আবূ বাকর এবং উমার বিশ্বাস করি।

আবূ সালামা (র) বলেন ঃ সে দিন আবূ বাকর ও উমার (রা) উপস্থিত লোকদের মাঝে ছিলেন না। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার (র)... শুবা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٧٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৬৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আবূ বাকর (রা)-এর দরওয়াজা ব্যতীত (মসজিদে নববীতে প্রবেশের) অন্য সবার (বিশেষ) দরওয়াজাগুলো বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

٣٦٧٩-حَدَّثَنَا الْإِنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ إِسْحٰقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَابَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَنْتَ عَتِيقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا.

هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْنٍ وَقَالَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

৩৬৭৯. আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ আপনি হলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আতীক বা জাহান্নাম থেকে মুক্ত। সেই দিন থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল আতীক।

এই হাদীসটি গারীব।

কেউ কেউ এ হাদীসটি মা'ন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মূসা ইব্ন তালহা... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٨٠-حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ .

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو الْجَحَّافِ إِسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ .

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا .

৩৬৮০. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই আকাশবাসীদের থেকে দুইজন পরামর্শদাতা এবং দুনিয়াবাসীদের

থেকে দুইজন পরামর্শদাতা থাকেন। আকাশবাসীদের থেকে আমার দুইজন পরামর্শদাতা হলেন জিবরাইল এবং মিকাঈল (আ) আর দুনিয়াবাসীদের মধ্যে হলেন আবূ বাকর ও উমার (রা)।

হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী আবুল জাহহাফ (র)-এর নাম হল দাঊদ ইবন আবূ আওফ।

সুফয়ান ছাওরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আবুল জাহহাফ (র) আমাদেরে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

بَابٌ : فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মর্যাদা

٣٦٨١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْبِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .

৩৬৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার এবং মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আবূ জাহল ও উমার ইব্ন খাত্তাবের মাঝে যে জন আপনার কাছে বেশী প্রিয়, সে জনের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এরা দু'জনের মাঝে আল্লাহ্র কাছে উমারই ছিলেন বেশী প্রিয়।

ইব্ন উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦٨٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَالْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ .قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَانَزَلَ بِالنَّاسِ إِمْرٌ قَطُّ فَقَالُوْا فِيهِ وَ قَالَ فِيهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيهِ شَكَّ خَارِجَةُ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَاقَالَ عُمَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَأَبِي ذَرٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَخَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ ثِقَةٌ .

৩৬৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উমারের যবান ও হৃদয়ে হক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ লোকদের যখন কোন বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, আর সে বিষয়ে অন্যান্যরা দিয়েছেন এক ধরনের মত, আর উমার (রা) প্রকাশ করেছেন অন্য এক মত, তখন উমার (রা)-এর অভিমতের অনুরূপই সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

এই বিষয়ে ফাযল ইব্‌ন আব্বাস, আবূ যারর এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

খারিজা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী হলেন ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছাবিত। তিনি নির্ভরযোগ্য।

٣٦٨٣–حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : فَأَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَسْلَمَ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ ، وَهُوَ يَرْوِي مَنَاكِيرَ .

৩৬৮৩. আবূ কুরায়ব (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম কিংবা উমার ইবনুল খাত্তাবের (ইসলাম গ্রহণের) মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পরদিন সকাল হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ভোরেই উমার এসে উপস্থিত। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

কোন কোন হাদীসবিদ রাবী নাযর আবূ উমার-এর এই মর্মে সমালোচনা করেছেন যে, তিনি বহু মুনকার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٨٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : يَاخَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

৩৬৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উমার (রা) একদিন আবূ বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি!

আবূ বাকর (রা) বললেন ঃ আপনি যখন এই কথা বললেন ঃ তখন শুনুন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, উমার অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয় না।

হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদটি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়।

এই বিষয়ে আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٨٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا أَظُنُّ رَجُلاً يَنْتَقِصُ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ يُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৬৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -কে ভালবাসে এমন কোন ব্যক্তি আবূ বাকর ও উমার (রা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে বলে আমি ধারণা করি না।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٦٨٦-حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ . حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ .

৩৬৮৬. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পর যদি কোন নবী হতেন তবে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তা হতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মিশরাহ ইব্‌ন হাআন (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٦٨٧-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيْتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوْا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الْعِلْمَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৮৭. কুতায়বা (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার কাছে যেন একটি দুধের পেয়ালা নিয়ে আসা হয়েছে। আমি তা থেকে দুধ পান করলাম এবং আমার উচ্ছিষ্ট যা ছিল তা উমার ইব্‌ন খাত্তাবকে দিলাম।

সাহাবীরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেন?

তিনি বললেন ঃ 'ইলম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦٨٨-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِشَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ : وَمَنْ هُوَ ؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৮৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখি, একটি স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ। আমি বললাম ঃ এই প্রাসাদটি কার?

জবাবে ফিরিশতারা বলল ঃ কুরায়শী এক যুবকের।

আমার ধারণা হল সেই যুবকটি আমি। বললাম ঃ সে কে?

জবাবে তারা বলল ঃ উমার ইব্‌ন খাত্তাব।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٨٩-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ : يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرَفٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَا عَرَبِيٌّ ، لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقُلْتُ : أَنَا قُرَيْشِيٌّ ، لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلّٰهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : بِهِمَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَمُعَاذٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا ؟ فَقِيلَ : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيثِ أَنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ ، يَعْنِي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، هٰكَذَا رُوِيَ فِي

بَعْضِ الْحَدِيْثِ .

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : رُؤْيَا الاَنْبِيَاءِ وَحْيٌ.

৩৬৮৯. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ আবূ আম্মার মাররুযী (র)... আবূ বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন ভোরে বিলাল (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন ঃ হে বিলাল! কি সে তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে রইলে? যতবারই আমি (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করেছি, ততবারই আমি আমার সামনে তোমার পায়ের খস খস আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

গতরাতে আমি জান্নাতে দাখিল হলাম আমার সামনে তোমার পায়ের খস খস আওয়াজ শুনলাম। স্বর্ণ নির্মিত বালাখানাসহ একটি চতুষ্কোণ প্রাসাদে এলাম।

বললাম ঃ এই প্রাসাদটি কার?

ফিরিশতারা বললেন ঃ জনৈক আরবের।

আমি বললাম ঃ আমিও তো আরবী। এই প্রাসাদটি কার জন্য?

ফিরিশতারা বললেন ঃ জনৈক কুরায়শ বংশীয় ব্যক্তির।

আমি বললাম ঃ আমিও তো কুরায়শী। কার এই প্রাসাদটি?

তারা বললেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ -এর জনৈক উম্মতের।

আমি বললাম ঃ আমিই তো মুহাম্মাদ। কার এই প্রাসাদটি?

তারা বললেন ঃ উমার ইব্‌ন খাত্তাবের।

বিলাল (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখনই আমি আযান দিতে গিয়েছি তখনই দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করেছি। যখনই আমার উযূ নষ্ট হয়েছে, তখনই আমি উযূ করে নিয়েছি এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই রাকআত সালাত আদায় আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ দু'টো বিষয়ের মাধ্যমেই (তুমি সেই ফযীলত লাভ করতে পেরেছ)।

এই বিষয়ে জাবির, মুআয, আনাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে আমি একটি স্বর্ণ-প্রাসাদ দেখে বললাম, এটি কার?

জবাবে বলা হল, এটি উমার ইব্‌ন খাত্তাবের।

হাদীসটি সাহীহ-গারীব।

"আমি গতরাতে জান্নাতে প্রবেশ করলাম" হাদীছোক্ত এই বাক্যটির মর্ম হল ঃ স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি।

কিছু হাদীছে এই ধরনের স্পষ্ট বর্ণনাও বিদ্যমান।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আম্বিয়া কিরামের স্বপ্নও ওয়াহী।

٣٦٩٠-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَائَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللّٰهُ صَالِحًا اَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى،

فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلاَّ فَلاَ ، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُوبَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِشَةَ

৩৬৯০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক অভিযানে বের হলেন। তিনি ফিরে এলে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসী তাঁর কাছে এসে হাযির হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মানত করেছিলাম আল্লাহ্ যদি আপনাকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে আনেন তবে আমি আপনার সামনে দফ বাজাব এবং গান গাব।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তখন বললেন ঃ তুমি যদি মানত করে থাক তবে দফ বাজাও। নইলে তা করবে না।

দাসীটি দফ বাজাতে শুরু করল। আবূ বাকর (রা) এলেন তখনও সে তা বাজাতে থাকল। এরপর আলী (রা) এলেন কিন্তু সে তা বাজাতে থাকল। উছমান (রা) এলেন তবুও সে তা বাজাতে থাকল। এরপর উমার (রা) সেখানে এলেন। দাসীটি তখন দফটি স্বীয় নিতম্বের পিছনে ফেলে দিল এবং তাতে বসে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন ঃ হে উমার! শয়তান তোমাকে ভারি ভয় পায়। আমি বসাছিলাম আর সে এটি বাজাচ্ছিল। আবূ বাকর এল তাও সে বাজাচ্ছিল, পরে আলী এল তবুও সে বাজাচ্ছিল এরপর উছমান এল তখনও সে তা বাজাচ্ছিল। কিন্তু হে উমার! তুমি যখন এখানে এলে সে দফটি ফেলে দিল।

বুরায়দা (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এই বিষয়ে উমার, 'সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٩١-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى : أَمَا شَبِعْتِ ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ لاَ لأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ ، قَالَتْ : فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا: قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : إِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِيْنِ وَالْجِنِّ وَ الأَنسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ . قَالَتْ : فَرَجَعْتُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৬৯১. হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ বাযযার (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমরা বাচ্চাদের চিৎকার ও শোরগোল শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, একটি হাবশী মেয়ে অঙ্গভঙ্গি করছে আর শিশুরা তাকে ঘিরে আছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আয়িশা! এসো, দেখ।

আমি এলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাঁধে আমার থুৎনী রেখে তাঁর কাধ ও মাথার ফাঁক দিয়ে ঐ দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

কিছু পরে তিনি আমাকে বললেন ঃ তৃপ্ত হয়েছ তো? তোমার আশ মিটেছে তো?

আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি বলতে লাগলাম ঃ না, না।

তাঁর কাছে আমার কি স্থান তা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

এমন সময় আচমকা উমার (রা) এসে সেখানে উদয় হলেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা সব ছুটাছুটি করে সেখান থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন ঃ আমি দেখলাম, জিন্ন ও মানুষ শয়তান সবাই উমারকে দেখে ভেগে গেল।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি ফিরে এলাম।

হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٦٩٢-حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ثُمَّ اَبُوبَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ آتِى أَهْلَ الْبَقِيْعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِىَ ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى هٰذا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِىُّ لَيْسَ بِالْحَافِظِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

৩৬৯২. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হাশরের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্যই ভূমি বিদীর্ণ করা হবে। এরপর আবূ বাকর, পরে উমার-এর ক্ষেত্রে তা হবে। এরপর আমি বাকী' গোরস্তানবাসীদের কাছে আসব। তারা আমার সঙ্গে জমায়েত হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের ইন্তিযার করব। শেষে দুই হারামের (মক্কা ও মদীনার) মাঝে আমাদের জমায়েত হবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। রাবী বলেন, আমার এবং অপরাপর হাদীসবিদগণের মতে, বর্ণনাকারী আসিম ইব্‌ন উমার উমারী (র) হাদীছের হাফেজ নন।

٣٦٩٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قَدْ كَانَ يَكُوْنُ فِى الأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ ، فَإِنْ يَكُ فِى أُمَّتِى أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ : اَخْبَرَنِى بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مُحَدَّثُونَ يَعْنِى مُفَهَّمُونَ.

৩৬৯৩. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সব উম্মতের মাঝেই মুহাদ্দাছ আবির্ভূত হতেন। আমার উম্মতের মাঝে যদি কেউ 'মুহাদ্দাছ'[১] থাকেন তবে তিনি হলেন উমার ইব্ন খাত্তাব।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইব্ন উওয়ায়না (র)-এর কিছু শাগিরদ সুফয়ান ইব্ন উওয়ায়না-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন 'মুহাদ্দাছ' হল যাদের বিশেষ প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।

٣٦٩٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ . حَدَّثَنَا اَلْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ أَبُوبَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ عُمَرُ.

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى مُوسَى وَجَابِرٍ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ

৩৬৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ রাযী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী আবির্ভূত হচ্ছেন।

এমন সময় আবূ বাকর (রা) এসে উপস্থিত হলেন।

এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতীর উদয় ঘটবে।

এমন সময় উমার (রা) এসে উপস্থিত হলেন।

এই বিষয়ে আবূ মূসা এবং জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইব্ন মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীসটি গারীব।

٣٦٩٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ إِذْ جَاءَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ الذِّئْبُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا يَوْمَ السَّبُعِ . يَوْمَ لاَ رَاعِىَ لَهَا غَيْرِى ؟ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : فَآمَنْتُ بِذٰلِكَ أَنَا وَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا فِى الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ .

---

১ মুহাদ্দাছ = যাদের বিশেষ প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৬৯৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার ছাগলের পাল চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ হামলা চালিয়ে একটি বক্রী নিয়ে গেল। তখন বক্রীর মালিক এসে নেকড়ের মুখ থেকে তা ছিনিয়ে আনল। নেকড়েটি বলল ঃ 'হিংস্র পশু দিবসে' (কিয়ামতের সময়) কি করবে তুমি? সে দিন তো আমি ছাড়া এর কোন রাখাল থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই বিষয়টি (পশুর কথা বলা) আমি, আবূ বাকর ও উমার বিশ্বাস করি।

আবূ সালামা (র) বলেন ঃ সেই দিন উপস্থিত লোকদের মাঝে তাঁরা দুইজন ছিলেন না।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)-সা'দ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : فِى مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ উছমান ইবন আফ্ফান রাদিআল্লাহু আনহু-র মর্যাদা

٣٦٩٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُوبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عَلِىٌّ وَ عُثْمَانُ وَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ :أَهْدَأْ، فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِىٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْشَهِيدٌ.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِىِّ وَهٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

৩৬৯৬. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেরায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবূ বকর, উমার, উছমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রা)-ও ছিলেন। তখন উপবিষ্ট পাথরটি প্রকম্পিত হয়ে উঠে। নবী ﷺ বললেন, স্থির হও, তোমার উপর তো নবী, সিদ্দীক এবং শহীদও রয়েছেন।

এই বিষয়ে উছমান, সাঈদ ইবন যায়দ, ইবন আব্বাস, সাহল ইবন সা'দ, আনাস ইবন মালিক ও বুরায়দা আসলামী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি সাহীহ।

٣٦٩٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اُثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৬৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। আবূ বাকর, উমার এবং উছমান (রা)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের নিয়ে পাহাড়টি প্রকম্পিত হয়ে উঠল। নবী ﷺ তখন বললেন ঃ উহুদ, স্থির হও। কারণ, তোমার উপরে আছেন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٦٩٨-حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

৩৬৯৮. আবূ হিশাম রিফাঈ (র)... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই একজন বিশেষ সহচর থাকে। জান্নাতে আমার বিশেষ সহচর হবে উছমান।

হাদীসটি গারীব। এটির সনদ শক্তিশালী নয়। এটি হল মুনকাতি বা ছিন্নসূত্র।

٣٦٩٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ : أُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ حِرَاءَ حِيْنَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُثْبُتْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْصِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ : أُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ : مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مُجْهَدُوْنَ مُعْسِرُوْنَ فَجَهَّزْتُ ذٰلِكَ الْجَيْشَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ :أُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ بِيْرَ رُوْمَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّابِثَمَنٍ فَابْتَعْتُهَافَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَابْنِ السَّبِيْلِ؟ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ ، وَأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৯৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উছমান (রা) যখন গৃহে অবরুদ্ধ তখন তিনি ঘরের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের আমি আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি যে, তোমরা কি জান হেরা পাহাড় যখন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, হেরা! স্থির হও. তোমার উপর তো রয়েছেন নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ?

লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাদের স্মরণ করাচ্ছি যে, তোমরা কি জান না জায়শুল উসরা (কষ্টের যুদ্ধ) তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, এমন ব্যয় কে করবে যা আল্লাহ্র কাছে হবে কবূল? লোকেরা অত্যন্ত কষ্ট এবং কঠিন অবস্থায় ছিল তখন। আমিই সে সময় উক্ত বাহিনীর রসদ সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম?

লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাদের স্মরণ করাচ্ছি যে, তোমরা কি জান না যে, রূমা কূপ থেকে মূল্য প্রদান না করে কেউ পানি পেত না। তাই আমি সেটি ক্রয় করে ধনী, গরীব, মুসাফির সবার জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম ?

লোকেরা বলল ঃ আল্লাহুম্মা, হ্যাঁ।

এইভাবে আরো কিছু বিষয়ে তিনি গুণে গুণে উল্লেখ করেছিলেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٧٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى لِآلِ عُثْمَانَ . قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مِائَةُ بَعِيْرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مِائَتَا بَعِيْرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : عَلَى ثَلَاثُمِائَةِ بَعِيْرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ : مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ .

৩৭০০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুর রহমান ইব্ন খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন জায়শুল উসরা-এর বিষয়ে লোকদের উৎসাহিত করছিলেন তখন আমি দেখেছি যে, উছমান

ইব্‌ন আফফান (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌র রাস্তায় হাওদা ও জিনের কাপড়সহ একশটি উট আমার যিম্মায়।

এরপর তিনি আবার যুদ্ধের বিষয়ে উৎসাহিত করলেন।

এবারও উছমান (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র পথে হাওদা জিনের কাপড়সহ দুইশটি উট আমার যিম্মায়।

এরপর পুনরায় নবী ﷺ যুদ্ধ-বাহিনীর বিষয়ে উৎসাহিত করলেন।

পুনরায় উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে হাওদা ও জিনের কাপড়সহ তিনশ উট আমার যিম্মায়।

আবদুর রহমান ইব্‌ন খাব্বাব (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে দেখলাম যে, তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসছেন আর বলছেন ঃ এরপর উছমান যে আমলই করুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। এরপর উছমান যে আমলই করুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই।

এই সূত্রে হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٠١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ . حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَلْفِ دِينَارٍ . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ : وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ كِتَابِي ، فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ : مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৭০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র)... আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন জায়শুল উসরা তাবুকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন উছমান (রা) কাপড়ের আঁচলে এক হাজার দীনার নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে সেগুলো তাঁর কোলে ছড়িয়ে দিলেন।

আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ আমি দেখতে পেলাম যে, নবী ﷺ সেগুলো তাঁর কোলে নিয়ে উলট-পালট করছেন আর বলছেন ঃ আজকের দিনের পর উছমান যাই করুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি এই কথা দুইবার বললেন।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٧٠٢-حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : فَبَايَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ ، فَضَرَبَ

بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيْهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৭০২. আবূ যুরআ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হুদায়াবিয়ার সন্ধির সময়) যখন বায়আত রিদওয়ানের নির্দেশ দিলেন, তখন উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত হিসাবে মক্কাবাসীদের কাছে গিয়েছিলেন।

আনাস (রা) বলেন, লোকেরা বায়আত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ উছমান তো আল্লাহ্‌র প্রয়োজনে এবং তাঁর রাসূলের প্রয়োজনেই গিয়েছে। এরপর তিনি তাঁর একটি হাতকে আরেকটি হাতের উপর রেখে (উসমানের পক্ষ থেকে বায়আত নিলেন)। উছমান (রা)-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত তাদের নিজেদের হাত অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٧٠٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمُنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِم عُثْمَانُ ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِصَاحِبَيْكُمْ لِلَّذَيْنِ أَلَّبَاكُمْ عَلَيَّ . قَالَ : فَجِيءَ بِهِمَا فَكَأَنَّهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ قَالَ : فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي ؟ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ . قَالُوا: اللّٰهُمَّ نَعَمْ : قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدَهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالُوا : اللّٰهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ ، هَلْ تَعلَمُوْنَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِن مَالِي ؟ قَالُوا:اللهم نعم ، ثم قَالَ :أَنْشُدُكُم بِالله وَالأِسلَامِ هَل تَعلَمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيْضِ ، قَالَ : فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : أَسْكُنْ ثَبِيْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ ؟ قَالُوا : اللّٰهُمَّ نَعَمْ. قَالَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيْدٌ ثَلَاثًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ

৩৭০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান, আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ দাওরী প্রমুখ (র)... ছুমামা ইব্ন হাযন কুশায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উছমান (রা) যখন (অবরুদ্ধ) বাড়িটি থেকে মাথা বের করে তাদের (অবরোধকারী বিদ্রোহীদের) দিকে তাকালেন, তখন আমি হাযির ছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমাদের সেই দুই সঙ্গীকে নিয়ে এস যারা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের জমায়েত করেছে।

ছুমামা (রা) বলেন ঃ তাদের দু'জনকে নিয়ে আসা হল যেন দুটো উট কিংবা দুটো গর্দভ। উছমান (রা) তাদের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ তোমাদের আমি আল্লাহ্ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন সেখানে তখন রূমা কূপ ছাড়া মিষ্টি পানির ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কে আছে যে রূমা কূপটি ক্রয় করে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু জান্নাতের বিনিময়ে এতে তার ও মুসলিমদের সমান অধিকার নিরূপণ করে (তা ওয়াক্ফ করে) দিবে? আমি তখন আমার নিজ মাল থেকে তা ক্রয় করে দেই, আর আজ তোমরা আমাকে এর পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি সমুদ্রের পানি (-এর মত লোনা পানি) আমাকে পান করতে হচ্ছে!

লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক।

উছমান (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে তোমাদের বলছি। তোমরা কি জান, মসজিদে নববী মুসল্লীদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ এমন কে আছে যে অমুক পরিবারের ভূখণ্ডটি কিনে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু জান্নাতের বদলায় সে তা দিয়ে মসজিদের সম্প্রসারণ করবে? আমি আমার মূলধন দিয়ে তা কিনে দিয়েছিলাম। আর আজ তোমরা আমাকে সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে বাধা দিচ্ছ!

লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের আমি আল্লাহ্ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি তা জান যে, আমার অর্থে আমি জায়শুল উসরার রসদ যুগিয়ে দিয়েছিলাম?

লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের আমি আল্লাহ্ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি তা জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মক্কার ছাবীর পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম আমি এবং আবূ বকর ও উমার? পাহাড়টি কাঁপতে লাগল এমন কি নীচে পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন পা দিয়ে আঘাত করে বললেন ঃ ছাবীর, স্থির হও। কেননা তোর উপর আছেন নবী, সিদ্দীক এবং দুই শহীদ?

তারা বলল ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক।

উছমান (রা) তখন তিনবার বললেন ঃ আল্লাহ্ আকবার। এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে। কা'বা-এর রব্বের কসম, আমি তো শহীদ।

হাদীসটি হাসান।

উছমান (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

٣٧٠٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّ خُطَبَاءَ قَامَتْ بِالشَّامِ وَفِيهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ

بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : لَوْلاَ حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاقُمْتُ وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِى ثَوْبٍ، فَقَالَ : هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . قَالَ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ حَوَالَةَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ .

৩৭০৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবুল আশআছ সানআনী (র) থেকে বর্ণিত যে, সিরিয়াতে কতিপয় খতীব ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাদের মাঝে নবী ﷺ -এর কিছুসংখ্যক সাহাবীও ছিলেন। তাঁদের সবার শেষে যিনি দাঁড়ালেন, তিনি হলেন মুররা ইব্ন কা'ব (রা)। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে যদি এই হাদীসটি না শুনতাম তবে আমি এখানে দাঁড়াতাম না। নবী ﷺ একদিন ফিতনার আলোচনা করলেন এবং তা নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কাপড়ে মাথা ঢেকে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তিটি সেদিন হেদায়তের উপর থাকবে।

মুররা ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ আমি উঠে লোকটির কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি হচ্ছেন উছমান ইব্ন আফফান। আমি তাঁর চেহারা নবী ﷺ -এর দিকে ফিরিয়ে অগ্রসর হলাম এবং বললাম ঃ ইনিই কি সেই ব্যক্তি?

নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, ইনিই।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার, আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা এবং কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٠٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا، فَإِنْ أَرَادُوْكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ . قَالَ : وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৭০৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে উছমান! সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। যদি এরা (লোকেরা) তা খুলে ফেলতে চায়, তবে তুমি তাদের কথামত তা খুলবে না। এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٧٠٦–حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ

مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوْسًا . فَقَالَ : مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قَالُوا : قُرَيْشٌ . قَالَ : فَمَنْ هٰذَا الشَّيْخُ ؟ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَىْءٍ فَحَدِّثْنِى ، أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَاسَأَلْتَ عَنْهُ : أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ ، . وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَانَ عُثْمَانَ ، بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَاذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ . قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ ، فَقَالَ : هٰذِهِ لِعُثْمَانَ ، قَالَ لَهُ اذْهَبْ بِهٰذَا الْآنَ مَعَكَ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৭০৬. সালিহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)... উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাওহিব (র) থেকে বর্ণিত যে, মিসরবাসী এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌য় হজ্জ করতে এল। একদল লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে সে বলল ঃ এরা কারা?

লোকেরা বলল ঃ এরা কুরায়শ।

লোকটি বলল ঃ এই শায়খ কে?

লোকেরা বলল ঃ ইনি হলেন ইব্‌ন উমার।

লোকটি ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে এল। বলল ঃ আমি আপনাকে একটি বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই; আমাকে সে বিষয়ে কিছু বর্ণনা করবেন বলে অনুরোধ করছি। এই বায়তুল্লাহ্‌র সম্মানের কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন উছমান উহুদের দিন পালিয়ে গিয়েছিলেন কিনা?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

লোকটি বলল ঃ আপনি কি জানেন যে, তিনি বায়আতে রিদওয়ানের সময় অনুপস্থিত ছিলেন? এতে তিনি হাযির ছিলেন না?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

লোকটি বলল ঃ আপনি কি জানেন তিনি বদরেও অনুপস্থিত ছিলেন, তাতেও তিনি হাযির হন নি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

লোকটি বলে উঠল ঃ আল্লাহ আকবার।

ইব্‌ন উমার (রা) লোকটিকে বললেন ঃ আস, তোমাকে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেই। উহুদ দিবসে উছমান (রা)-এর পলায়ন সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা

করে দিয়েছেন এবং তাঁর মাগফিরাত করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা (রুকায়্যা) ছিলেন তাঁর ঘরে। (তিনি ছিলেন অসুস্থ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ বদরে যারা শরীক হয়েছে, তুমিও তাদের পরিমাণ ছওয়াব এবং গনীমতের অংশ পাবে। আর বায়আতে রিদওয়ানে হাযির না থাকার কারণ ছিল এই যে, মক্কা উপত্যকায় উছমান (রা) অপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন আর কেউ যদি থাকত তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উছমান (রা)-এর স্থলে অবশ্যই তাকে মক্কায় প্রেরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উছমানকে (আলোচনার জন্য) মক্কায় প্রেরণ করেন। আর তিনি মক্কায় চলে যাওয়ার পর বায়আতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় ডান হাতটিকে বললেন ঃ এটি হল উছমানের হাত এবং এটিকে তাঁর অপর হাতে স্থাপন করে বললেন ঃ এই বায়আত হল উছমানের পক্ষ থেকে।

এরপর ইব্ন উমার (রা) লোকটিকে বললেন, এই (উত্তর)গুলোও এখন তুমি নিয়ে যাও।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

٣٧٠٧–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ. حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ : أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ . قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

৩৭০৭. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, আবূ বকর, উমার ও উছমান .....

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে গারীব বলে গণ্য করা হয়।

এ হাদীসটি ইব্ন উমার (রা) থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٧٠٨–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُونَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْنَةً ، فَقَالَ : يُقْتَلُ هٰذَا فِيهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭০৮. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন ফিতনার আলোচনা করলেন এবং উছমান ইবন আফফান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এতে ইনি মযলুম হয়ে নিহত হবেন।

হাদীসটি ইব্ন উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٧٠٩–حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ.

৩৭১০. আহমদ ইব্‌ন আবদা যাব্বী (র)... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ -এর সঙ্গে হেঁটে চললাম। তিনি পথে আনসারীদের এক (খেজুর) বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাজত সেরে নিলেন। এরপর আমাকে বললেন ঃ হে আবূ মূসা! তুমি দরজায় পাহারা দাও। কেউ যেন অনুমতি ভিন্ন আমার কাছে প্রবেশ করতে না পারে।

তারপর একজন এসে দরজায় টোকা দিল। আমি বললাম ঃ কে?

তিনি বললেন ঃ আবূ বাকর।

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বাকর অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদও দাও।

তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম।

এরপর আরেকজন এসে দরজায় টোকা দিলেন।

আমি বললাম ঃ কে?

তিনি বললেন ঃ উমার।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি হলেন উমার, অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন ঃ তার জন্যও দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

আমি দরজা খুলে দিলাম। তিনি প্রবেশ করলেন, আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম।

এরপর আরেকজন এসে দরজায় টোকা দিলেন।

আমি বললাম ঃ আপনি কে?

তিনি বললেন ঃ উছমান।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি হলেন উছমান, তিনি অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন ঃ তার জন্যও দরজা খুলে দাও এবং তিনি একটি মহাবিপদের সম্মুখীন হবেন, তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

অন্য সূত্রে আবূ উছমান নাহদী (র) থেকেও এটি বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে জাবির এবং ইব্‌ন উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧١١–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ . حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ .

৩৭১১. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আবূ সাহলা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে উছমান

(রা) গৃহে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় বলেছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। আমি এর উপরই ধৈর্য ধরে আছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। ইসমাইল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ : فِى مَنَاقِبِ عَلِىِّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর গুণাবলী

٣٧١٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِىُّ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَيْشًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ، فَمَضَى فِى السَّرِيَّةِ فَأَصَابَ جَارِيَةً فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا : إِذَا لَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِي ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ إِذَا رَجَعُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِىُّ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِى وَجْهِهِ . فَقَالَ : مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِىٍّ ؟ مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِىٍّ ؟ مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِىٍّ ؟ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِىُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ .

৩৭১২. কুতায়বা (র)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক অভিযানে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে এর আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি এই বাহিনীতে গেলেন এবং একটি দাসীকে নিজ অধিকারে নিয়ে নিলেন। সঙ্গীগণ বিষয়টিকে অপছন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের চারজন পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন এবং স্থির করলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত হবে, তখন আলী (রা)-এর কীর্তি সম্পর্কে আমরা তাঁকে অবহিত করব।

মুসলিমগণ যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যেতেন। তাঁকে সালাম দিয়ে নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে যেতেন। এ দলটিও যখন ফিরে এল তখন তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম জানান। এমন সময় ঐ চারজনের একজন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের প্রতি একটু লক্ষ্য দিন। ইনি তো এমন এমন কাজ করছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে প্রথমজনের মতই বক্তব্য রাখলেন। তার থেকেও নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর তৃতীয়জন দাঁড়িয়েও ঐ কথাই বললেন। তার

থেকেও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর চতুর্থজন দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে ফিরলেন। ক্রোধ তাঁর চেহারায় পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা আলীর বিষয়ে কি চাচ্ছ? আলীর বিষয়ে তোমাদের ইচ্ছাটা কি? আলীর বিষয়ে তোমরা কি করতে চাও? আলী তো আমার আর আমি তো আলীর। সে তো আমার পরবর্তী সব মু'মিনেরই বন্ধু।

হাদীসটি হাসান-গারীব। জা'ফর ইব্ন সুলায়মান (র)-এর সূত্র ছাড়া একটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧١٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيْحَةَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، شَكَّ شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَ رَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَيْمُوْنٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَأَبُوسَرِيْحَةَ : هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭১৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ সারীহা অথবা যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) (এই বিষয়ে রাবী শু'বা সন্দেহ করেছেন) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি যার বন্ধু, আলীও তাব বন্ধু।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

শু'বা (র) এ হাদীসটি মায়মূন-আবূ আবদুল্লাহ-যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

আবূ সারীহা (রা) হলেন হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ। নবী ﷺ -এর সাহাবী।

٣٧١٤-حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : رَحِمَ اللهُ أَبَابَكْرٍ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الهِجرَةِ ، وَأَعتَقَ بِلالا مِن مَالِه ، رَحِمَ اللهُ عُمَرَ ، يَقُولُ الحَقَّ وَإِن كَانَ مُرًّا ، تَرَكَهُ الحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيْقٌ . رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ ، تَسْتَحْيِيهِ الْمَلاَئِكَةُ . رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا ،اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَالْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ كَثِيْرُ الْغَرَائِبِ .

وَأَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ كُوْفِي وَهُوَ ثِقَةٌ.

৩৭১৪. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বাসরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন আবূ বাকর-এর প্রতি। তিনি তাঁর মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছেন। আমাকে হিজরতের স্থলে (মদীনায়) নিয়ে এসেছেন। বিলালকে তিনি তাঁর অর্থ ব্যয়ে আযাদ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন উমারের প্রতি। তিক্ত হলেও তিনি সদা হকের কথাই বলেন। হক তাঁকে বন্ধুহীন করে ছেড়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন উছমানের প্রতি। ফিরিশ্তারা পর্যন্ত তাকে লজ্জা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন আলীর প্রতি। হে আল্লাহ্! সে যে দিকে ঘুরবে, হক ও সত্যকেও তুমি সে দিকে ঘুরিয়ে দিও।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুখতার ইব্ন নাফি' (র) হলেন শায়খে বাসরী। অধিকাংশ গারীব হাদীস বর্ণনাকারী।

আবূ হায়্যান তায়মী (র)-এর নাম হলো ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন হায়্যান আত-তায়মী কূফী। তিনি নির্ভরযোগ্য।

٣٧١٥–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ بِالرَّحْبَةِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَأُنَاسٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا وَ إِخْوَانِنَا وَأَرِقَّائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا فِرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ سَنُفَقِّهُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّيْنِ ، قَدْ امْتَحَنَ اللّٰهُ قَلْبَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ . قَالُوا : مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرٍ : مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ وَقَالَ عُمَرُ : مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ ، وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِبْعِى عَنْ عَلِيٍّ .

৩৭১৫. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... রিবঈ ইব্ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমাকে কূফার রাহবায় (আঙ্গিনা — যেখানে বসে তিনি ফয়সালাদি দিতেন) বলেছেন ঃ হুদায়বিয়ার দিন আমাদের কাছে কিছু মুশরিক এল। তাদের মাঝে সুহায়ল ইব্ন আমর এবং আরো কতিপয় কুরায়শ দলপতি ছিল। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে আমাদের কিছু পুত্র-পৌত্র, ভাই-বেরাদর ও দাস-দাসী বেরিয়ে চলে এসেছে। এদের দীন সম্পর্কে কোন প্রজ্ঞা নেই। এরা কেবল আমাদের ধন-সম্পদ ও

ক্ষেত-খামারের কাজ থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছে। এদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। এদের যখন দীনের প্রজ্ঞা নেই, আমরা তাদের দীনের জ্ঞান দান করব।

নবী ﷺ বললেন ঃ হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা (দীনের বিরোধিতা করা থেকে) বিরত থাকবে। নইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর এমন জনকে পাঠাবেন, যে দীনের খাতিরে তরবারী দিয়ে তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে। ঈমানের জন্য তাদের হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলা নির্ভেজাল করে দিয়েছেন।

তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কে?

আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কে?

উমার (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কে?

নবী ﷺ বললেন ঃ সে জন হল জুতা সেলাইকারী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে তাঁর জুতা সেলাই করতে দিয়েছিলেন। তিনি সে সময় তা সেলাই করছিলেন।

রিবঈ ইব্ন হিরাশ (র) বলেন ঃ এরপর আলী (রা) আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানায়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। রিবঈ-আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٧١٦–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ إِسْرَائِيلَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ : أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ وَفِى الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭১৬. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র) ... বারা' ইব্ন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিবকে বলেছেন ঃ তুমি আমার এবং আমি তোমার জন্য। হাদীসটি অনেক দীর্ঘ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧١٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى هٰرُونَ الْعَبْدِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ .

قَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِى أَبِى هٰرُونَ الْعَبْدِىِّ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِى النَّصْرِ عَنِ الْمُسَاوِرِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلاَيَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ أَبُو نَصْرٍ الْوَرَّاقُ . وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ .

৩৭১৭. কুতায়বা (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের আলামত দিয়ে আমরা আনসার সম্প্রদায় মুনাফিকদের চিনতে পারতাম।

হাদীসটি গারীব। শু'বা (র) আবূ হারুন আবদী (র)-এর সমালোচনা করেছেন।

এ হাদীসটি আ'মাশ-আবূ সালিহ-আবূ সাঈদ (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে।

ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র)... উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ আলীকে ভালবাসবে না মুনাফিকরা, আর তাকে ঘৃণা করবে না মু'মিনরা।

এ বিষয়ে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) হলেন আবূ নাসর রাওয়াক। সুফয়ান ছাওরী (র) তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧١٨-حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ بْنُ بِنْتِ السُّدِّىِّ . حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِى رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِى بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ ، وَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِّهِمْ لَنَا ، قَالَ : عَلِىٌّ مِنْهُمْ ، يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ، وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ . وَسَلْمَانُ أَمَرَنِى بِحُبِّهِمْ ، وَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ .

৩৭১৮. ইসমাঈল ইব্ন মূসা ফাযারী ইব্ন বিনতুস সুদ্দী (র)... বুরায়দা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তিকে ভালবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনিও তাদের ভালবাসেন।

বলা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে তাদের নাম বলে দিন।

তিনি বললেন ঃ এঁদের একজন হল আলী। এই কথাই তিনি তিনবার বললেন। (আর তিনজন হল) আবূ যারর, মিকদাদ ও সালমান (রা)। বুরায়দা (রা) বলেন ঃ তাঁদের ভালবাসতে নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনিও তাদের ভালবাসেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। শুরায়ক (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧١٩-حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ حُبْشِىِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ : عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْ عَلِيٍّ ، وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلاَّ أَنَا أَوْعَلِيٌّ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৭১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা (র)... হাবাশী ইব্‌ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আলী আমার আর আমি আলীর। আমার পক্ষ থেকে আমি আর আলী ছাড়া আর কেউ আমার দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٧٢٠-حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنُ حَيٍّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُمَيْعِ ابْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اٰخَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اٰخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى .

৩৭২০. ইউসুফ ইব্‌ন মূসা কাত্তান বাগদাদী (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আলী তাঁর কাছে এলেন; চোখ বেয়ে তাঁর অশ্রু ঝরছিল। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সাহাবীদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কারো ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক করিয়ে দিলেন না।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমারই ভাই।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে যায়দ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٢١-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مُوْسَى عَنْ عِيْسٰى بْنِ عُمَرَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ : اللّٰهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هٰذَا الطَّيْرَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ السُّدِّيِّ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ ، وَالسُّدِّيُّ إِسْمُهُ إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ

مَالِكٍ ، وَرَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ .

৩৭২১. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর কাছে (রান্না করা) পাখি ছিল। তিনি তখন বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তোমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও সে যেন আমার সঙ্গে এ পাখিটি খেতে পারে।

এমন সময় আলী (রা) এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে আহারে শরীক হলেন।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া সুদ্দী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। সুদ্দী (র) নাম হল ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে পেয়েছেন এবং হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-কে দেখেছেন।

٣٧٢٢–حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭২২. খাললাদ ইব্‌ন আসলাম বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হিনদ হুবালী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যখন কিছু চাইতাম, তখন তিনি তা আমাকে দিতেন। আর যখন চাওয়া থেকে বিরত থাকতাম, তখন তিনি আমাকে দিয়ে শুরু করতেন।

এ সূত্র হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٧٢٣–حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّوْمِيِّ . حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مُنْكَرٌ.

رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شَرِيْكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ وَلَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرَ شَرِيْكٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৭২৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি হলাম প্রজ্ঞার ঘর আর আলী হল এর দ্বার।

হাদীসটি গারীব মুনকার।

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি শুরায়ক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা সুনাবিহী (র)-এর উল্লেখ করেননি। শুরায়ক (র) ছাড়া কোন ছিকাহ রাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٢٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَّرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَاتُرَابٍ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَنْ أَسُبَّهُ ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَنُبُوَّةَ بَعْدِي . سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ : لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَالَ : فَتَطَاوَلْنَا لَهَا ، فَقَالَ : أُدْعُوا لِي عَلِيًّا ، فَأَتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ ، فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ ، فَفَتَحَ اللّٰهُ ، وَأَنْزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةَ (قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ) اَلآيَةَ ، دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ أَهْلِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭২৪. কুতায়বা (র)... আমার ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা) সা'দ (রা)-কে আমীর বানালেন, আর বললেন ঃ আবূ তুরাব (আলী) (রা)-কে মন্দ বলতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে?

সা'দ (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আলী সম্পর্কে) যে তিনটি জিনিস বলেছেন, সেগুলো আমি স্মরণ করার কারণে আমি তাঁকে মন্দ বলতে পারি না। এর একটি জিনিসও যদি আমার মধ্যে হত, তবে লালবর্ণের উটের চাইতেও তা আমার কাছে অধিক প্রিয় হত।

কোন এক যুদ্ধে (তাবূক) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আলী (রা) নবী ﷺ-কে বলেছিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে মহিলা ও শিশুদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন?

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বললেন ঃ তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে মূসার কাছে হারূনের যে মর্যাদা ছিল, আমার কাছে তোমার সেই মর্যাদা! তবে (জেনে রাখবে) আমার পরে কোন নবী নেই।

সা'দ (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে খায়বার যুদ্ধের দিন বলতে শুনেছি ঃ আজ আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দিব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন।

সা'দ (রা) বলেন ঃ আমরা সবাই এর জন্য আগ্রহী হয়ে মাথা উঁচু করে তাকাতে লাগলাম।

নবী ﷺ বললেন ঃ আলীকে আমার কাছে ডেকে আন।

তিনি আসলেন। কিন্তু তাঁর চোখে ছিল অসুখ। নবী ﷺ তাঁর দুই চোখে থুথু দিয়ে দিলেন এবং তাঁর কাছে পতাকা দিলেন। শেষে তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করেন।

এস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের ... (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৬১) যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আলী, ফাতিমা এবং হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা আমার পরিবার।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٧٢٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ قَالَ : فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً ، فَكَتَبَ مَعِي خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشِيكِي بِهِ . قَالَ : فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ الْكِتَابَ ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَاتَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ . فَسَكَتَ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৭২৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবি যিয়াদ (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার দুটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এদের একটির আমীর বানালেন আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে আর আরেকটির আমীর বানালেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-কে। তিনি আরো বললেন ঃ সশস্ত্র লড়াই হলে তখন আমীর থাকবে আলী।

বারা' (রা) বলেন ঃ আলী (রা) একটি কেল্লা জয় করলেন। সেই যুদ্ধ থেকে তিনি একটি দাসী নিয়ে নিলেন। তখন এ বিষয় উল্লেখ করে খালিদ (রা) আমার সাথে নবীজীকে একটা চিঠি লিখে দিলেন। পরে আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তিনি চিঠিটি পড়লেন। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। পরে বললেন ঃ এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং যাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও ভালবাসেন।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র গযব ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আমি আল্লাহ্র পানাহ চাই। আমি তো একজন দূত মাত্র।

তখন তিনি নীরব হলেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧٢٦–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَا انْتَجَيْتُهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ حَدِيْثِ الْأَجْلَحِ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنُ فُضَيْلٍ أَيْضًا عَنِ الْأَجْلَحِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَلٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاهُ . يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِى أَنْ أَنْتَجِىَ مَعَهُ .

৩৭২৬. আলী ইবনুল মুনযির কূফী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাইফ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে গোপনে অনেক কথা আলোচনা করলেন।

লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, নবীজী তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ গোপনে কথাবার্তা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলিনি, বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তার সঙ্গে গোপনে কথা বলেছেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আজলাহ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইব্‌ন ফুযায়ল (র) ছাড়াও অন্যরাও আজলাহ (র) থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

'আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলেছেন' — কথাটির মর্ম হল আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٧٢٧-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ : يَا عَلِيُّ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبُ فِى هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِى وَ غَيْرُكَ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ : قُلْتُ لِضَرَارِ بْنِ صُرَدَ : مَامَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟ قَالَ : لاَ يَحِلُ لِاَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِى وَغَيْرُكَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ مِنِّى هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاسْتَغْرَبَهُ.

৩৭২৭. আলী ইবনুল মুনযির (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন ঃ হে আলী! এই মসজিদে জুনূবী (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় আমি আর তুমি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়।

আলী ইবনুল মুনযির (র) বলেন, আমি যিরার ইব্‌ন সুরাদ (র)-কে বললাম ঃ এই হাদীসটির মর্ম কি?

তিনি বললেন ঃ এর মর্ম হল, আমি এবং তুমি ছাড়া আর কারো জন্য জুনুবী অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করে যাওয়া বৈধ নয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ মহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র) আমার নিকট থেকে এ

হাদীসটি শুনে গারীব বলে মন্তব্য করেছেন।

٣٧٢٨–حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلاَئِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ، وَمُسْلِمٌ الأَعْوَرُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذٰلِكَ الْقَوِيِّ .

وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ حَبَّةَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَ هٰذَا.

৩৭২৮. ইসমাঈল ইব্ন মূসা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন সোমবার। আর আলী সালাত আদায় করেন মঙ্গলবারে।

হাদীসটি গারীব। মুসলিম আওয়ার (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে মুসলিম আ'ওয়ার শক্তিশালী রাবী নন।

এ হাদীসটি মুসলিম-হাব্বা-আলী (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٧٢٩–حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ .حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

৩৭২৯. খাল্লাদ ইব্ন আসলাম আবূ বাকর বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হিন্দ হুবালী (র) বলেন ঃ আলী (রা) বলেছেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু চাইতাম, তখন তিনি তা দিতেন। আর যখন চুপ থাকতাম, আমাকে দিয়ে শুরু করতেন।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে জাবির, যায়দ ইব্ন আসলাম, আবূ হুরায়রা ও উম্মে সালমা (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٣٠–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

৩৭৩০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন ঃ আমার ক্ষেত্রে তোমার স্থান হল মূসার ক্ষেত্রে হারূনের মত। তবে আমার পরে কেউ নবী নেই।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে সা'দ, যায়দ ইব্‌ন আরকাম, আবূ হুরায়রা এবং উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٣١–حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوفِي. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُسْتَغْرَبُ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ .

৩৭৩১. কাসিম ইব্‌ন দীনার আল-কূফী (র)... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন ঃ মূসার সঙ্গে হারূন-এর যে সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমারও সেইরূপ সম্পর্ক।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এটি একাধিক সূত্রে সা'দ (রা)-নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আনসারী (র)-এর বর্ণনা হিসাবে এটিকে গারীব বলে মনে করা হয়।

٣٧٣٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِي . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ আর-রাযী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীর দরওয়াজা ব্যতীত আর সব (মসজিদে প্রবেশের বিশেষ) দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

হাদীসটি গারীব। এ সনদ ছাড়া শু'বা (র) থেকে অন্য সূত্রে রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٧٣٣–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

جَدِّهِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هٰذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৩৩. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র)... আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ হাসান ও হুসায়নের হাত ধরে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে, এদেব দুইজন এবং এদের মাতাপিতাকে ভালবাসবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে আমার স্তরে অবস্থান করবে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧٣٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَأَبُو بَلْجٍ اِسْمُهُ يَحْيَى ابْنِ أَبِي سُلَيْمٍ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هٰذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُوبَكْرٍ ، وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلاَمٌ ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيْجَةُ .

৩৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম সালাত আদায় করেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন)।

হাদীসটি এ সূত্রে গারীব। শু'বা (র)-আবূ বালজ (রা)-এর বর্ণিত হাদীস হিসাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ বালজ (র)-এর নাম হল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ সুলায়ম।

এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন আলিম বলেছেন, পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। আর কেউ কেউ বলেন, আলী (রা)-ই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। আর কিছু আলিম বলেন, পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)। আলী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স হল আট বছর। আর মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদীজা (রা)।

٣٧٣٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ . قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ :

فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَأَبُو حَمْزَةَ اِسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ يَزِيْدَ.

৩৭৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (রা)... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমর ইব্‌ন মুররা (র) বলেন ঃ ইবরাহীম নাখঈ (র)-এর কাছে আমি উক্ত রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ হামযা (র)-এর নাম হল তালহা ইব্‌ন ইয়াযীদ।

٣٧٣٦-حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ اَخِي يَحْيَى بْنِ عِيْسَى . الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ ﷺ أَنَّهُ لاَيُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَبْغَضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ . قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْنَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৭৩৬. ঈসা ইব্‌ন উছমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উম্মী নবী ﷺ আমাকে বিশেষভাবে বলে গেছেন যে, তোমাকে মু'মিনই কেবল ভালবাসবে আর মুনাফিক তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

আদী ইব্‌ন ছাবিত (র) বলেন ঃ আমি এমন এক যুগের (অর্থাৎ আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী) মানুষ, যাদের জন্য নবী ﷺ দু'আ করে গিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٣٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرٰهِيْمَ وَ غَيْرُوَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ. قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صَبِيْحٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرَاحِيْلَ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِيٌّ ، قَالَتْ : فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ لاَتُمِتْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার এবং ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম প্রমুখ (র)... উম্ম আতিয়্যা (রা) থেকে

বর্ণিত, নবী ﷺ (কোন এক অভিযানে) এক সেনাদল প্রেরণ করেন। এদের মাঝে আলী (রা)-ও ছিলেন।

উম্ম আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি দুই হাত তুলে দু'আ করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! আলীকে পুনর্বার না দেখিয়ে আমার মৃত্যু দিও না।

এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

بَابٌ : مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٧٣٨–حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى اَسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : أَوْجَبَ طَلْحَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩৭৩৮. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গায়ে দুটো বর্ম ছিল। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর উঠতে গেলেন। কিন্তু সম্ভব হল না। তখন তালহাকে তাঁর নিচে বসিয়ে নবী ﷺ উপরে উঠে গেলেন এবং পাথরটির উপর অধিষ্ঠিত হলেন।

যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তালহা (জান্নাত) অবধারিত করে নিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٧٣٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيْدٍ يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الصَّلْتِ بْنِ دِيْنَارٍ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الصَّلْتِ بْنِ دِيْنَارٍ وَضَعَّفَهُ وَ تَكَلَّمُوْا فِى صَالِحِ بْنِ مُوْسَى .

৩৭৩৯. কুতায়বা (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যমীনের উপর বিচরণরত একজন শহীদকে দেখতে যার আনন্দ হয়, সে যেন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহকে দেখে।

হাদীসটি গারীব। সালত ইব্ন দীনার (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কোন কোন আলিম সালত ইব্ন দীনার-এর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে যঈফ বলেছেন।

হাদীসবিদগণ সালিহ্ ইব্ন মূসারও সমালোচনা করেছেন।

٣٧٤٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ .حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : أَلاَ أُبَشِّرُكَ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৪০. আবদুল কদ্দুস ইব্ন মুহাম্মদ আত্তার বাসরী (র)... মূসা ইব্ন তালহা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাকে একটা সুসংবাদ দিব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যারা উদ্দেশ্য পূরণ করেছে, তালহা তাদের একজন।

এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া মু'আবিয়া (রা)-এর রিওয়ায়াতরূপে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧٤١-حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجِّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ : طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৪১. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার এই কান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছে, তালহা ও যুবায়র হল আমার জান্নাতের দুই প্রতিবেশী।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧٤٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ مُوسٰى وَ عِيْسٰى ابْنَيْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِمَا طَلْحَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ : سَلْهُ عَمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ ؟ وَكَانُوالاَ يَجْتَرِئُوْنَ عَلٰى مَسْئَلَتِهِ يُوَقِّرُوْنَهُ وَ يَهَابُوْنَهُ ، فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِنِّيْ اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عَلَىَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، فَلَمَّا رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ ؟ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : هٰذَامِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى كُرَيْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِى كُرَيْبٍ بِهٰذَ الْحَدِيْثِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا عَنْ أَبِى كُرَيْبٍ ، وَ وَضَعَهُ فِى كِتَابِ الْفَوَائِدِ .

৩৭৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ এক অজ্ঞ বেদুঈনকে বললেন ঃ কেউ কেউ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে (আহযাব ৩৩ ঃ ২৩) তিনি কে এবং কারা? এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে তুমি জিজ্ঞাসা কর। কারণ, সাহাবীরা নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করতে সাহস পেতেন না। তাঁরা তাঁকে সম্মান করতেন ও ভয় করতেন।

নবী ﷺ -এর কাছে উক্ত বেদুঈন এ বিষয়ে প্রশ্ন করল। কিন্তু নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে আবার তাঁকে প্রশ্ন করল। কিন্তু নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে আবার নবী ﷺ -কে সে বিষয়ে প্রশ্ন করল কিন্তু তিনি মুখে ফিরিয়ে নিলেন। এর মধ্যে আমি মসজিদের দরওয়াজা দিয়ে এলাম। আমার গায়ে তখন ছিল সবুজ রঙের পোশাক। নবী ﷺ যখন আমাকে দেখলেন তখন বললেন ঃ এ সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?

বেদুঈন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির। নবী ﷺ বললেন ঃ যারা উদ্দেশ্য পূরণ করেছে তাদের মধ্যে ইনিও একজন।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। আবূ কুরায়ব-ইউনুস ইবন বুকায়র (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

বড় বড় হাদীসবিশারদদের অনেকেই আবূ কুরায়ব (র) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে আমি আবূ কুরায়ব (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি এবং এটিকে তিনি তাঁর কিতাবুল ফাওয়াইদ-এ স্থান দিয়েছেন।

بَابٌ : مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٤٣–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ بِأَبِى وَأُمِّى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৭৪৩. হান্নাদ (র)... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুরায়যা যুদ্ধের দিন 'আমার পিতামাতা উভয়ই তোমার জন্য কুরবান হোক', কথাটি বলেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

باب

পরিচ্ছেদ

٣٧٤٤–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى

طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ابْنُ الْعَوَّامِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَيُقَالُ الْحَوَارِيُّ هُوَ النَّاصِرُ .

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : الْحَوَارِيُّ هُوَ النَّاصِرُ .

৩৭৪৪. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) থাকেন। আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র ইব্ন 'আওওয়াম।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ্। বলা হয় 'হাওয়ারী'-এর অর্থ সাহায্যকারী।

রাবী বলেন ঃ আমি ইব্ন আবূ উমার (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেছেন, হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ

٣٧٤٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَضْرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ . وَزَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِيْهِ : يَوْمَ الْأَحْزَابِ .قَالَ : مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ . قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ، قَالَهَا ثَلاَثًا . قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৭৪৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকেন, আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র।

আবূ নু'আয়ম (র) তাঁর বর্ণনায় আরো বলেছেন ঃ আহযাব যুদ্ধের দিন নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ শত্রু বাহিনীর খবর আমাদের কাছে কে নিয়ে আসতে পারবে?

যুবায়র (রা) বললেন ঃ আমি।

নবী ﷺ তিনবার এ কথা বললেন আর তিনবারই যুবায়র বললেন, আমি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

٣٧٤٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللّٰهِ صَبِيْحَةَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مَامِنِّي عُضْوٌ إِلاَّ وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى ذٰلِكَ إِلَى فَرْجِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

৩৭৪৬. কুতায়বা (র)... হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জামাল যুদ্ধের (উষ্ট্র যুদ্ধ) দিন ভোরে যুবায়র (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে উপদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ আমার এমন কোন অঙ্গ নেই যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ এমন কি তাঁর লজ্জাস্থানও আঘাত থেকে রেহাই পায়নি।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٤٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَبُوبَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَ عُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ فِى الْجَنة ، وَسَعِيْدُ بْنِ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ.

قَالَ : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

৩৭৪৭. কুতায়বা (র)... আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বকর জান্নাতী 'উমার জান্নাতী, 'উছমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়র জান্নাতী, আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ জান্নাতী, সা'দ (ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস) জান্নাতী, সাঈদ (ইব্ন যায়দ) জান্নাতী, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।

আবূ মুসআব (র)... সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ সনদে আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-এর উল্লেখ নেই।

এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ — তাঁর পিতা হুমায়দ-সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ রিওয়ায়াতটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটি থেকে অধিক সাহীহ।

٣٧٤٨–حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِىُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِى نَفَرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : عَشَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ

: أَبُوبَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَطَلْحَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَ : فَعَدَّ هٰؤُلَاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : نَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ ؟ قَالَ : نَشَدْتُمُونِي بِاللّٰهِ ، أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : أَبُو الْأَعْوَرِ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

৩৭৪৮. সালিহ্ ইব্ন মিসমার মারওয়াযী (র)... সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদল লোকের মাঝে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ দশজন হল জান্নাতী। আবূ বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, 'আলী, উছমান, যুবায়র, তালহা, আবদুর রহমান, আবূ উবায়দা, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (জান্নাতী)।

সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) এ নয়জনের কথা গণনা করলেন এবং দশমজনের কথা বলা থেকে নীরব রইলেন।

উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি হে আবুল আ'ওয়ার, দশমজন কে?

তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন আমাকে আল্লাহ্রই দোহাই দিলে (তখন বলতেই হচ্ছে যে,) আবূল আ'ওয়ারও (সাঈদ ইব্ন যায়দ) জান্নাতী।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ ইনি হলেন সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা)।

মুহাম্মদ বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রথমোক্ত হাদীসটি থেকে এ রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ্।

٣٧٤٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَمْرَ كُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي ، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ . قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ ، فَسَقَى اللّٰهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩৭৪৯. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ আমার পরে তোমাদের কি হবে এ বিষয়টি আমাকে চিন্তিত করে। প্রকৃত ধৈর্যশীলরা ছাড়া তোমাদের (ব্যয় নির্বাহে) কেউ ধৈর্যের উপর কায়েম থাকতে পারবে না।

বর্ণনাকারী আবূ সালমা (র) বলেন ঃ এরপর আয়িশা (রা) আমাকে বললেন ঃ তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে আল্লাহ্ তা'আলা যেন জান্নাতের সালসাবীল নহর থেকে শরবত পান করান।

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণকে এক বড় সম্পদ দান করেছিলেন যেটি চল্লিশ হাজার (স্বর্ণমুদ্রায়) বিক্রি করা হয়েছিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٧٥٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِحُدَيْقَةٍ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِيْعَتْ بِأَرْبَعِمَائَةِ أَلْفٍ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৭৫০. আহমাদ ইব্ন উছমান বাসরী (র) এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন শাহীদ বাসরী... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) উম্মুল মু'মিনদের জন্য একটি উদ্যান ওয়াসীয়ত করেছিলেন। সেটি চার লাখ (রৌপ্য) মুদ্রায় বিক্রি হয়েছিল।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٧٥١-حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِىُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ ، وَهٰذَا أَصَحُّ.

৩৭৫১. রাজা' ইব্ন মুহাম্মদ আল-উদবী (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! সা'দ যখন তোমার কাছে দু'আ করবে, তখন তা তুমি কবূল করো।

এ হাদীসটি ইসমাঈল-কায়স (র) সূত্রে বর্ণিত আছে। নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! সা'দ যখনই তোমাকে ডাকবে, তখনই তার ডাক কবূল করো।

এটি অধিকতর সাহীহ।

٣٧٥٢-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ الأَشَجُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : أَقْبَلَ سَعْدٌ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : هٰذَا خَالِى فَلْيُرِنِى امْرُؤٌ خَالَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ.

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ مِنْ بَنِى زُهْرَةَ ، وَكَانَتْ أُمُّ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ بَنِى زُهْرَةَ فَلِذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا خَالِى.

৩৭৫২. আবূ কুরায়ব এবং আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সা'দ (রা)-কে সামনে আসতে দেখে নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ এই আমার মামা। কোন ব্যক্তি আমাকে তার (এমন এক) মামা দেখাক তো দেখি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মুজালিদ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সা'দ (রা) ছিলেন বানূ যুহরা গোত্রের। নবী ﷺ-এর মাতাও ছিলেন বানূ যুহরা গোত্রের। এই হিসাবেই নবী ﷺ তাকে 'ইনি আমার মামা' বলে উল্লেখ করেছেন।

٣٧٥٣-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : قَالَ عَلِيٌّ : مَاجَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِسَعْدٍ ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ : اِرْمِ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى ، وَقَالَ لَهُ : اِرْمِ أَيُّهَا الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ.

৩৭৫৩. হাসান ইবনুস সাব্বাহ আল-বাযযার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সা'দ ছাড়া আর কারো জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়ই কুরবান হোক — এ কথা উল্লেখ করেননি। উহুদ যুদ্ধের দিনে তিনি সা'দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ তীর নিক্ষেপ কর, 'আমার পিতামাতা উভয়েই তোমার জন্য কুরবান। তীর নিক্ষেপ কর হে শক্তিশালী তরুণ।

হাদীসটি হাসান সাহীহ।

এ বিষয়ে সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একাধিক রাবী এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ-সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব-সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٥٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৭৫৪. কুতায়বা (র)... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন "আমার জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়ই কুরবান হোক. এ কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন হাদ-আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

٣٧٥٥–حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُفَدِّىْ أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلاَّ لِسَعْدٍ ، فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ أُحُدٍ يَقُوْلُ : اِرْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِى وَ أُمِّى .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩৭৫৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সা'দ ছাড়া আর কারো জন্য 'পিতামাতা কুরবান হোক', এ কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনিনি। আমি উহুদের দিন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, হে সা'দ তীর ছোঁড়, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।

এ হাদীসটি সাহীহ।

٣٧٥٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَهِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً . قَالَ : لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ . قَالَتْ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السِّلاَحِ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَاجَاءَ بِكَ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ خَوْفٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ ، فَدَعَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৭৫৬. কুতায়বা (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একরাতে (কোন এক সফর থেকে) মদীনা আগমনের পথে নবী ﷺ জাগ্রত ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ কোন নেক বান্দা যদি আজ রাত আমার পাহারাদারি করত!

আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমরা এই আলোচনায় ছিলাম এমন সময় আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনতে পেলাম। নবী ﷺ বললেন, কে এ লোকটি? উত্তরে বলা হল ঃ সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কেন এসেছ?

সা'দ (রা) বললেন ঃ নবী সম্পর্কে আমার মনে শঙ্কা জাগল তাই তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَنَاقِبِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইবন নুফায়ল (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٥٧–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ إِنَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ اٰثَمْ . قِيْلَ : وَكَيْفَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحِرَاءَ ، فَقَالَ ، اُثْبُتْ حِرَاءَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّنَبِىٌّ وَ صِدِّيْقٌ و شَهِيْدٌ . قِيْلَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، اَبُوْبَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، وَعَلِىٌّ ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، قِيْلَ : فَمَنِ الْعَاشِرُ ؟ قَالَ أَنَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنِى شُعْبَةَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৭৫৭. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নয়জন সম্পর্কে আমি শাহাদত দিচ্ছি যে, তাঁরা অবশ্যই জান্নাতী। আর দশমজনের ক্ষেত্রেও যদি এই সাক্ষ্য দেই তবুও আমি গুনাহ্‌গার হব না।

বলা হল ঃ তা কি ভাবে?

তিনি বললেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হেরা পাহাড়ের উপর ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ হে হেরা তুমি স্থির থাক। তোমার উপর তো রয়েছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ।

বলা হল ঃ এরা কারা?

সাঈদ (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বাকর, উমার, উছমান, আলী, তালহা, যুবায়র, সা'দ, আবদুর রহমান ইবন আওফ।

বলা হল ঃ দশমজন কে?

তিনি বললেন ঃ আমি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে।

আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)-সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

بَابُ : مَنَاقِبِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٥٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : مَا أَغْضَبَكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا وَلِقُرَيْشٍ ، إِذَا تَلَاقَوْا بَيْنَهُمْ تَلَاقَوْا بِوُجُوْهٍ مُبْشِرَةٍ ، وَإِذَا لَقُوْنَا لَقُوْنَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ . ثُمَّ قَالَ : يَاأَيُّهَاالنَّاسُ ، مَنْ اٰذٰى عَمِّي فَقَدْ اٰذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৭৫৮. কুতায়বা (র)... আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। আমি তখন নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আপনি রাগ করেছেন কেন?

বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আর কুরায়শদের কি হল যে, তারা পরস্পরে মিলিত হলে আনন্দিত চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করে আর তারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয় অন্যভাবে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও এতে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এমন কি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। এরপর বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের খাতিরে তোমাদের ভালবাসবে।

এরপর তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! যে ব্যক্তি আমার চাচাকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। কেননা চাচা তার পিতার মত।

হাদীসটি হাসান।

٣٧٥٩–حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْعَبَّاسُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ.

৩৭৫৯. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আব্বাস আমার আর আমি আব্বাসের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইসরাঈল (র)-এর রিওয়ায়াত ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٧٦٠–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ فِي الْعَبَّاسِ : إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ، وَكَانَ عُمَرُ كَلَّمَهُ فِي صَدَقَتِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৭৬০. আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আব্বাস (রা) সম্পর্কে উমারকে বলেছিলেন ঃ কোন লোকের চাচা তার পিতার মত।

উমার (রা) এই সময় আব্বাস (রা)-কে তাঁর সাদাকা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

এ হাদীসটি হাসান।

٣٧٦١–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ أَوْ مِنْ صِنْوِ أَبِيهِ .

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৬১. আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আব্বাস হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর চাচা। আর কোন লোকের চাচা হল তার পিতার মত অথবা বলেছেন তার পিতার মূল থেকে উদ্ভূত।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। আবূ যিনাদ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

٣٧٦٢–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ : إِذَا كَانَ غَدَاةَ الْاِثْنَيْنِ فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُوَ لَهُمْ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا وَوَلَدَكَ ، فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ فَأَلْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لاَ تُغَادِرُ ذَنْبًا ، اللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৬২. ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ জাওহারী (র)... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেছিলেন ঃ সোমবার ভোরে আপনার সন্তানদের নিয়ে আপনি আমার কাছে আসবেন। আপনাদের জন্য এমন এক দু'আ করতে চাই যা আপনার ও আপনার সন্তানদের উপকারে আসবে।

তদনুসারে তিনি এবং আমরা ভোরে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে একটি চাদর আবৃত

করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আব্বাস ও তার সন্তানদের যাহিরী বাতিনী সব গুনাহ্ মাগফিরাত করে দাও। কোন গুনাহ্ই আর যেন অবশিষ্ট না থাকে। হে আল্লাহ্! তাঁর সন্তানদের বিষয়েও তাঁর হিফাযত কর।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ : مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٦٣–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَغَيْرُهُ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৭৬৩. আলী ইব্ন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জা'ফর (রা)-কে ফিরিশ্তাদের সঙ্গে জান্নাতে উড়তে দেখেছি।

আবূ হুরায়রা (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গারীব। আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফরকে যঈফ বলেছেন. ইনি হলেন আলী ইব্ন মাদীনী (র)-এর পিতা।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٦٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا أَحْتَذَى انِعَالَ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا وَ لَا رَكِبَ الْكُوْرَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلَ مِنْ جَعْفَرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

وَالْكُوْرُ : الرَّحْلُ.

৩৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর জা'ফর (রা) থেকে উত্তম কোন ব্যক্তি জুতা পরেন নি, উষ্ট্রারোহণ করেনি বা তিনি উপবিষ্ট হননি।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

اَلْكُوْرُ অর্থ হলো আরোহী।

٣٧٦٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি আকৃতি ও চরিত্রে আমার সাদৃশ। হাদীসটিতে আরো বর্ণনা রয়েছে।
হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٦٦-حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْاَشَجُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى الْيَتَمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحٰقَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَسْأَلُ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنْهُ ، مَا أَسْأَلُهُ إِلاَّ لِيُطْعِمَنِي شَيْئًا ، فَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يُجِبْنِي حَتَّى يَذْهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أَسْمَاءُ أَطْعِمِينَا شَيْئًا ، فَإِذَا أَطْعَمَتْنَا أَجَابَنِي ، وَكَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُكَنِّيهِ بِأَبِي الْمَسَاكِينِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَأَبُو إِسْحٰقَ الْمَخْزُومِيُّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَدَنِيُّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

৩৭৬৬. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি অনেক সময় নবী ﷺ-এর কোন সাহাবীকে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। অথচ এটি সম্পর্কে আমি ভালই জ্ঞাত। আমার এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাকে নিয়ে তিনি কিছু খাওয়াবেন। আমি যখন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, তখন তিনি আমাকে জওয়াব না দিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলতেন ঃ আসমা, আমাদের খানা দাও। খানা খাওয়ার পরে তিনি আমার প্রশ্নের জওয়াব দিতেন।

জা'ফর (রা) মিসকীনদের খুব ভালবাসতেন। তাদের কাছে বসতেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তারাও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কুনিয়াত দিয়েছিলেন, আবূ মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা।

এ হাদীসটি গারীব।

আবূ ইসহাক মাখযূমী (র) হলেন ইবরাহীম ইবন ফাযল মাদীনী। তাঁর স্মরণশক্তির বিষয়ে কোন কোন হাদীস বিশারদ সমালোচনা করেছেন।

٣٧٦٧-حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَاتِمُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نَدْعُو جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَبَا

الْمَسَاكِيْنِ فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ قَرَّبْنَا إِلَيْهِ مَاحَضَرَ فَأَتَيْنَاهُ يَوْمًا فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا فَأَخْرَجَ جَرَّةً مِنْ عَسَلٍ فَكَسَرَهَا فَجَعَلْنَا نَلْعَقُ مِنْهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ .

৩৭৬৭. আবূ আহমাদ হাতিম ইব্‌ন সায়্যার মারওয়াযী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমরা জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে মিসকীনদের পিতা বলে সম্বোধন করতাম। আমরা যখনই তাঁর কাছে যেতাম তিনি যা কিছু খাবার থাকতো আমাদের সামনে উপস্থিত করতেন। একদিন তাঁর কাছে গেলাম। সেদিন তাঁর দেবার মতো কিছুই ছিলো না। তিনি একটি মৌচাক ভাঙ্গলেন। আমরা তা থেকে চেটে খেলাম।

আবূ সালামা-আবূ হুরায়রা সূত্রে এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

পরিচ্ছেদ ঃ হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٦٨–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَابْنُ أَبِى نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى نُعْمٍ الْبَجَلِىُّ الْكُوْفِى ، وَيُكْنٰى أَبَا الْحَكَمِ.

৩৭৬৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হাসান ও হুসায়ন হল জান্নাতী যুবকদের সর্দার।

সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... ইয়াযীদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইব্‌ন আবূ নু'ম (র) হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ নুম বাজালী কূফী, তাঁর উপাধি ছিল আবুল-হাকাম।

٣٧٦٩–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ . قَالَ أَخْبَرَنِى مُسْلِمُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ النَّبَّالِ . أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : طَرَقْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَىْءٍ لَا أَدْرِىْ مَاهُوَ . فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِى . قُلْتُ : مَا هٰذَا

الَّذِى أَنْتَ مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ ؟ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنُ وَ حُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَى وَرِكَيْهِ ، فَقَالَ : هٰذَانِ أَبْنَاىَ وَأَبْنَا أَبْنَتِى ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৭৬৯. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কোন এক প্রয়োজনে গেলাম। নবী ﷺ কোন একটি বস্তু পেঁচিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। আমি বুঝতে পারলাম না বস্তুটি কি? আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি এটা কি পেঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন?

তিনি তাঁর চাদর উন্মোচন করলেন। তখন তাঁর দুই উরূতে হাসান আর হুসায়ন (রা) ছিলেন।

তিনি বললেন ঃ এরা দু'জন হলো আমার সন্তান ও আমার কন্যার সন্তান। হে আল্লাহ্! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি তুমি তাদের উভয়কে ভালবাস এবং যারা এ দু'জনকে ভালবাসে, তাদেরও তুমি ভালবাস।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٧٧٠–حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِىُّ الْعَمِّىُّ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ . حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى نُعْمٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : انظُرُوا إِلَى هذا يَسْأَلُ عَن دَمِ البَعُوْضِ وَقَد قَتَلُوا ابنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَسَمِعتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُما رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوْبَ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩৭৭০. উকবা ইব্‌ন মুকরাম বাসরী আম্মী (র)... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ নু'ম (র) থেকে বর্ণিত যে, ইরাকবাসী এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমার (রা)-কে কাপড়ে মশার রক্ত লাগা সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেছিল।

ইব্‌ন উমার (রা) বললেন ঃ এ লোকটিকে তোমরা লক্ষ্য কর, মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে অথচ এরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তান (হুসায়ন)-কে হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, হাসান-হুসায়ন হলেন দুনিয়ায় আমার দুইটি পুষ্প।

এ হাদীসটি সাহীহ।

শু'বা এবং মাহদী ইব্‌ন মায়মূন (র) এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ ইয়াকূব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٧١–حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . حَدَّثَنَا رَزِينٌ قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَلْمَى ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ ، مَا يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ : رَأَيْتُ : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ ، فَقُلْتُ : مَالَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ انِفًا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৭৭১. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... সালমা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম ঃ কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর মাথা ও দাড়ি ধূলি মলিন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি হয়েছে আপনার? তিনি বললেন ঃ এইমাত্র দেখে এলাম হুসায়নকে হত্যা করা হয়েছে।

এ হাদীসটি গারীব।

٣٧٧٢–حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِي لِي ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ

৩৭৭২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার আহলে বায়ত (পরিবারের)-এর মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?

তিনি বললেন ঃ হাসান ও হুসায়ন।

আনাস (রা) বলেন ঃ তিনি ফাতিমা (রা)-কে বলতেন, আমার দু'সন্তানকে ডাক। এরপর তিনি তাদের উভয়কে নাকে শুঁকতেন ও বুকে চেপে ধরতেন।

আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াতরূপে হাদীসটি গারীব।

٣٧٧٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فِئَتَيْنِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ .

৩৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র)... আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ আমার এই পুত্র (হাসান ইব্‌ন আলী) হলেন সর্দার। তার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা (বিবাদমান) দুই দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ পুত্র বলতে এখানে হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে বুঝান হয়েছে।

٣٧٧٤–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى أَبِى . حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى بُرَيْدَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْجَاءَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَ انِ يَمْشِيَانِ وَ يَعْثُرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللّٰهُ (إِنَّمَا أَمْوٰلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) نَظَرْتُ إِلَى هٰذَايْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ. وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْثِي وَرَفَعْتُهُمَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ.

৩৭৭৪. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা বুরায়দা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান ও হুসায়ন আসলেন। তাঁদের গায়ে ছিল লাল দুটো জামা। তারা হাঁটছিলেন আবার পড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাদের দু'জনকে উঠিয়ে নিয়ে সামনে বসালেন। পরে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই বলেছেন যে, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (সূরা তাগাবুন ৬৪ ঃ ১৫)। এই দুইটি শিশু হেঁটে আসছিল আর পড়ে যাচ্ছিল দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। এমনকি কথা বন্ধ করেও এদেরকে তুলে নিলাম।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব। হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ (র) সূত্রেই কেবল এটি আমরা জানি।

٣٧٧٥–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْلِى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : حُسَيْنٌ مِنِّى وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ، أَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا ، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ .

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ .

৩৭৭৫. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... ইয়া'লা ইব্ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হুসায়ন আমার আর আমি হুসায়নের। হুসায়নকে যে ভালবাসবে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসবেন। হুসায়ন তো হল সন্তান-সন্ততিদের একজন।

এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইব্ন উছমান ইব্ন খায়ছাম সূত্রে আমরা এটা জানি।

আবদুল্লাহ উছমান ইব্ন খায়ছাম কর্তৃক ভিন্ন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٧٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشْبَهَ بِرَسُوْلِ اللهِ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আহলে বায়তের মাঝে হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিক সদৃশ আর কেউ নেই। এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٧٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يُشْبِهُهُ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَ بْنِ عَبَّاسٍ وَ بْنِ الزُّبَيْرِ.

৩৭৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) ছিলেন তাঁর সদৃশ।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবূ বাকর সিদ্দীক, ইব্‌ন আব্বাস এবং ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٧٨–حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِئَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ بِقَضِيْبٍ فِى أَنْفِهِ وَيَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا حَسَنًا لَمْ يُذْكَرُ قَالَ ، قُلْتُ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৭৭৮. খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম বাগদাদী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি (কূফার আমীর) ইব্‌ন যিয়াদের কাছে ছিলাম। এমন সময় হুসায়ন (রা)-এর (কর্তিত) মাথা সেখানে নিয়ে আসা হল। ইব্‌ন যিয়াদ একটি খেজুরের ডাল দিয়ে তাঁর নাকে ইশারা করে বলল ঃ এর সৌন্দর্যের এত আলোচনা কেন। এর মত সুন্দর বুঝি আর দেখিনি।

আনাস (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ সাবধান! তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٧٧٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : اَلْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৭৭৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ বুক থেকে মাথা

পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হল হাসান আর এর নীচের অংশের ক্ষেত্রে হুসায়ন হল তাঁর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٧٨٠-حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِدَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحْبَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ جَاءَتْ ، قَدْ جَاءَتْ ، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ الرُّؤُسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْئَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ . ثُمَّ قَالُوا : قَدْ جَاءَتْ ، قَدْ جَاءَتْ ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭৮০. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র)... উমারা ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ও তার সঙ্গীদের মাথা কেটে এনে কুফার ময়দানে অবস্থিত মসজিদে একটার উপর একটা রাখা হল। আমিও দর্শকদের মধ্যে সেখানে গেলাম। হঠাৎ লোকেরা বলতে লাগল ঃ এসে গেছে, এসে গেছে। দেখি একটি সাপ এসে মাথাগুলোর মাঝে ঢুকে গেল এবং উবায়দুল্লাহ্ ইবন যিয়াদ-এর নাক দিয়ে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ রইল এবং পরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার লোকেরা বলতে লাগল ঃ এসে গেছে, এসে গেছে। সাপটি এসে আগের মতই আচরণ করল। এইভাবে দুইবার কি তিনবার করল।

বর্ণনাটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ
পরিচ্ছেদ

٣٧٨١-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : سَأَلَتْنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ : مَالِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَتْ مِنِّي ، فَقُلْتُ لَهَا : دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأُصَلِّي مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ ، فَسَمِعَ صَوْتِي ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا حُذَيْفَةُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ . قَالَ : إِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اِسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ .

৩৭৮১. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান এবং ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তাঁর অর্থাৎ নবী ﷺ-এর সঙ্গে কবে তোমার সাক্ষাত হয়েছিল?

আমি বললাম ঃ এত এত দিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত নেই।

মা তখন আমাকে কিছু গালমন্দ করলেন। আমি বললাম ঃ আমাকে ছেড়ে দিন তো! আমি নবী ﷺ -এর কাছে যাব এবং তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে আমার ও আপনার জন্য ইস্তিগফার করতে অনুরোধ জানাব।

এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি (নফল) সালাত আদায় করতে থাকলেন। শেষে ইশার সালাত আদায় করে ফিরলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি আমার আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন ঃ কে? হুযায়ফা?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ কি দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার মাকে মাফ করুন।

তারপর তিনি বললেন ঃ এক ফিরিশ্তা এলেন। আজকের এই রাতের পূর্বে আর কখনও তিনি দুনিয়ায় অবতরণ করেননি। তিনি তার প্রভুর কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন আমাকে সালাম পেশ করতে এবং এই সুসংবাদ দিতে যে, ফাতিমা হল জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী আর হাসান ও হুসায়ন হল জান্নাতী যুবকদের দুই প্রধান।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব। ইসরাঈল (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٧٨٢–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৭৮২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন হাসান ও হুসায়নকে দেখলেন। বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও তাদের ভালবাসুন।

হাদীসটি হাসান।

٣٧٨٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ .

৩৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর কাঁধে হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে উঠিয়ে বলছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তো একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আর এটি ফুযায়ল ইব্ন মারযূক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ।

٣٧٨٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ : نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَاغُلَامُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

৩৭৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তাঁর কাঁধে তুলে হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-কে নিয়ে আসছিলেন।

এক ব্যক্তি তখন বলল ঃ ও হে বালক! তুমি কতো উত্তম বাহনে আরোহণ করেছ!

নবী ﷺ বললেন ঃ আর আরোহীটিও তো কত উত্তম।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কোন কোন হাদীস বিশারদ যামআ ইব্‌ন সালিহ (র)-কে স্মরণশক্তির দিক থেকে যঈফ বলেছেন।

٣٧٨٥–حَدَّثَنَا بْنِ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَثِيْرِ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نُجَبَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ أَوْ نُقَبَاءَ وَ أُعْطِيْتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، قُلْنَا : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : أَنَا وَأَبْنَاىَ وَ جَعْفَرُ وَحَمْزَةُ وَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ بِلاَلٌ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَأَبُو ذَرٍّ وَ عَمَّارُ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوْف .

৩৭৮৫. ইব্‌ন আবূ উমার (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্ তা'আলা সাতজন করে 'নাজীব' (উত্তম সঙ্গী) দান করেছেন। আর আমাকে প্রদান করা হয়েছে বারজন।

রাবী মুসায়্যাব বলেন, আমরা বললাম ঃ এঁরা কারা?

আলী (রা) বললেন ঃ আমি, আমার দুই পুত্র (হাসান ও হুসায়ন), জা'ফর, হামযা, আবূ বকর, উমার, মুসআব ইব্‌ন উমায়র, বিলাল, সালমান, আম্মার, মিকদাদ, হুযায়ফা এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)।

হাদীসটি এ সূত্র হাসান-গারীব।

আলী (রা) থেকে এ হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَنَاقِبِ أَهْلَ بَيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ পরিবারের গুণাবলী

٣٧٨٦-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِى تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تُضِلُّوا : كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَزَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৩৭৮৬. নাসর ইব্‌ন আবদুর রহমান কূফী (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হজ্জের সময় আরাফা দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে খুতবারত অবস্থায় দেখেছি। তাঁকে তখন আমি বলতে শুনেছি ঃ হে লোক সকল! আমি এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি তা যদি তোমরা ধারণ কর, তবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত।

এ বিষয়ে আবূ যার, আবূ সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন আরকাম ও হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান গারীব।

যায়দ ইব্‌ন হাসান (র)-এর বরাতে সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান প্রমুখ (র) হাদীসবিদগণও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٧٨٧-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِى عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا) فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِى خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِى فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ؟ قَالَ : أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِى الْحَمْرَاءِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)... উমার ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে অবস্থানকালে নবী ﷺ -এর কাছে এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো চান, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৩)।

তখন নবী ﷺ ফাতিমা এবং হাসান ও হুসায়নকে ডেকে আনলেন এবং তাঁদেরকে একটি চাদরে আবৃত করলেন। আলী ছিলেন তাঁর পিছনে। তাঁকেও চাদরে আবৃত করে নিলেন। এরপর বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এরাই আমার আহলে বায়ত। এদের থেকে তুমি অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং এদেরকে তুমি পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দাও।

উম্ম সালামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও তাঁদের সঙ্গে আছি।

নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তো তোমার স্থানে আছই। তুমিও আমার কাছে উত্তম।

এ বিষয়ে উম্ম সালামা, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার, আবুল হামরা ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব।

٣٧٨٨-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَال :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ . وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৭৮৮. আলী ইব্‌ন মুনযির কূফী (র)... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে এমন কিছু বস্তু রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি সেসব ধারণ করে রাখ, তবে আমার পরে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না তোমরা। এর একটি আরেকটির চেয়ে মহান — তা হল আল্লাহ্‌র কিতাব। আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদৃঢ় রজ্জু; আর আমার পরিবার — আমার আহলে বায়ত। হাওযে কাওছারে আমার কাছে আগমন করা পর্যন্ত এরা আর বিচ্ছিন্ন হবে না কখনও। তোমরা লক্ষ্য রাখবে এতদুভয়ের ব্যাপারে তোমরা আমার পর কিরূপ ব্যবহার করছ।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٧٨٩-حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ .حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللّٰهِ ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৭৮৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশআছ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে, কারণ তিনি তোমাদের তাঁর নিয়ামত ভোগ করাচ্ছেন। আর আমাকে ভালবাসবে আল্লাহ্‌র ভালবাসায়। আমার আহলে বায়তকে ভালবাসবে আমার ভালবাসায়।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্রেই কেবল এটিকে আমরা চিনি।

بَابٌ : مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

পরিচ্ছেদ ঃ মু'আয ইব্‌ন জাবাল, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, উবাই ইব্‌ন কা'ব এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর গুণাবলী

٣٧٩٠-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ دَاوُدَ الْعَطَّارِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ،

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৭৯০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের বিষয়ে আমার উম্মাতের মাঝে সবচাইতে দয়ালু ব্যক্তি হল আবূ বাকর, আল্লাহ্‌র বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর হল উমার, সবচেয়ে লজ্জাশীল হল উসমান ইবন আফফান, হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হল মুআয ইব্‌ন জাবাল, ফারাইয সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ হল যায়দ ইবন ছাবিত, কিরআত সম্পর্কে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হল উবাই ইব্‌ন কা'ব। প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন (বিশেষ আমানতদার) রয়েছে, এই উম্মতের আমীন হল আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

হাদীসটি গারীব। কাতাদা (র)-এর হাদীস হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবূ কিলাবা (র) এ হাদীসটি আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٩١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا ، وَإِنَّ أَمِيْنَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৭৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের বিষয়ে আমার উম্মাতের মাঝে সবচাইতে দয়ালু ব্যক্তি হল আবূ বাকর, আল্লাহ্‌র বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর হল উমার, সবচেয়ে লজ্জাশীল হল উসমান ইবন আফফান, কিরআত সম্পর্কে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হল উবাই ইব্‌ন কা'ব, ফারাইয সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ হল যায়দ ইবন ছাবিত, হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হল মুআয ইব্‌ন জাবাল। প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন (বিশেষ আমানতদার) রয়েছে, এই উম্মতের আমীন হল আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٩٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِى أَنْ أَقْـرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) قَالَ : وَسَمَّانِى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَكَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৭৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কাব (রা)-কে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা বায়্যিনা ৯৮ ঃ ১....)

উবাই (রা) বললেন ঃ আমার নাম বলেছেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ।

উবাই (রা) তখন কেঁদে ফেললেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٣٧٩٣-حَدَّثَنَا مَحْـمُودُ بْنُ غَيْـلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. أَخْـبَرَنَا شُعْـبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ نِى أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) فَقَرَأَ فِيهَا : إِنَّ ذَاتَ الدِّيْنِ عِنْدَ اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لاَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفُرَهُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ : وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلاَيَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ إِلاَّ تُرَابٌ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .

وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأُبَيٍّ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .

৩৭৯৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে। এরপর তিনি (সূরা বায়্যিনা ৯৮) পাঠ করে শোনালেন।

তিনি আরো পাঠ করলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে একমাত্র দীন হল একনিষ্ঠ আল্লাহ্য় সমর্পিত দীন। ইয়াহূদীবাদ নয়, খৃস্টবাদও নয়, অগ্নি-উপাসনাবাদও নয়। যে ব্যক্তি ভাল করবে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না।

তিনি আরো পাঠ করলেন ঃ কোন আদম সন্তানের জন্য যদি এক উপত্যাকাপূর্ণ সম্পদও হয়, তবুও সে অবশ্যই দ্বিতীয়টির কামনা করবে। যদি দ্বিতীয়টিও তার হয়, তবুও সে অবশ্যই তৃতীয়টির কামনা করবে। মাটি ছাড়া আদম সন্তানের উদর আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যাকে ফেরানোর, তাকে ফিরাবেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইব্ন আবযা-উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে।

কাতাদা (র)-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে।

٣٧٩٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ .

قُلْتُ لِأَنَسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ : أَحَدُ عُمُومَتِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৭৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে কুরআন সংকলন করেছিলেন চারজন। এঁরা সকলেই ছিলেন আনসারী। তাঁরা হলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব, মুআয ইব্ন জাবাল, যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং আবূ যায়দ (রা)।

রাবী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম ঃ আবূ যায়দ কে?
তিনি বললেন ঃ আমার এক চাচা।
হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٩٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوبَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ.

৩৭৯৫. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আবূ বকর উত্তম লোক, উমার উত্তম লোক, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ উত্তম লোক, উসায়দ উবন হুযায়র উত্তম লোক, ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শামমাস উত্তম লোক, মুয়ায ইব্ন জাবাল উত্তম লোক, মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ ভাল লোক।

এ হাদীসটি হাসান। সুহায়ল (র)-এর রিওয়ায়াতেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

٣٧٩٦–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ ، فَقَالَا أَبْعَثْ مَعَنَا أَمِينَكَ ، فَقَالَ : فَإِنِّى سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فَأَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ . قَالَ : وَكَانَ أَبُو إِسْحٰقَ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ صِلَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

৩৭৯৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (নাজরান সর্দার) আকিব ও সায়্যিদ নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তারা বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে আপনার আমীন-কে প্রেরণ করুন।

নবী ﷺ বললেন ঃ আমি অবশ্যই একজন যথার্থ আমীন-কে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব।

লোকেরা খুবই উৎসুক হয়ে উঠল। এরপর নবী ﷺ আবূ উবায়দা (রা)-কে প্রেরণ করেন।

সিলাহ (র)-এর সূত্রে আবূ ইসহাক (র) যখন এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করতেন তখন বলতেন, ষাট বছর পূর্বে এটি আমি সিলাহ্ (র) থেকে শুনেছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

উমার ও আনাস (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মতেরই রয়েছে একজন আমীন। এই উম্মতের আমীন হলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

بَابٌ : مَنَاقِبِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ সালমান ফারিসী (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٧٩٧-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ : عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَسَلْمَانَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ .

৩৭৯৭. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে রয়েছে। আলী, আম্মার ও সালমান।

হাদীসটি হাসান-গারীব। হাসান ইব্‌ন সালিহ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ : مَنَاقِبِ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٧٩٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ :ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৭৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। মারহাবা এ সত্তার যে নিজে পবিত্র এবং যাকে করা হয়েছে পবিত্র।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٧٩٩-حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَّ هُمَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ ، وَهُوَ شَيْخٌ كُوْفِيٌّ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ، لَهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ.

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى رِبْعِيٍّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَقَدْ رَوَى سَالِمُ الْمُرَادِيُّ الْكُوْفِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

৩৭৯৯. কাসিম ইব্‌ন দীনার আল কূফী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখনই আম্মারকে দুটোর একটি গ্রহণের এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন সে সঠিকটিই গ্রহণ করেছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবদুল আযীয ইব্‌ন সিয়াহ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবদুল আযীয ইব্‌ন সিয়াহ (র) হলেন একজন কূফী শায়খ। তাঁর বরাতে বহু লোক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল আযীয নামে তাঁর এক পুত্র রয়েছেন। তিনিও ছিকাহ বা আস্থাযোগ্য। তাঁর থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আদাম (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লাম (র)... হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং সালিম আল-মুরাদী কূফী (র) হুযায়ফা সূত্রে নবী থেকে এ রূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٠٠–حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَبْشِرْ يَا عَمَّارُ ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي الْيُسْرِ وَحُذَيْفَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .

৩৮০০. আবূ মুসআব আল মাদীনী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আম্মার! সুসংবাদ লাভ কর, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

রাবী বলেন ঃ এ বিষয়ে উম্মু সালামা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, আবূ ইয়াসির ও হুযায়ফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবূ যার গিফারী (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٠١–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ هُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৮০১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আবূ যার-এর চাইতে অধিক সত্যবাদী কাউকে নীলাকাশ ছায়া দেয়নি আর ধূসর পৃথিবী বহন করেনি।

এ বিষয়ে আবুদ-দারদা ও আবূ যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

٣٨٠٢–حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلاَ أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٍّ شِبْهِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَتَعْرِفُ ذٰلِكَ لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَاعْرِفُوهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : أَبُو ذَرٍّ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ بِزُهْدِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

৩৮০২. আব্বাস আম্বারী (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ যার অপেক্ষা অধিক সত্য যবানের অধিকারী এবং অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর কাউকে নীলবর্ণ আকাশ ছায়া দেয়নি আর ধূসর পৃথিবী বহন করেনি। সে হল ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) সদৃশ্য।

উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যেন ঈর্ষান্বিতের মত বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে কি জানাব?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, জানিয়ে দাও।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করে বলেছেন ঃ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম-এর ন্যায় দুনিয়া-বিমুখতার সাথে আবূ যার এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٠٣–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيَّاةَ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : لَمَّا أُرِيدَ قَتْلُ عُثْمَانَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَاجَاءَ بِكَ ؟ قَالَ جِئْتُ فِي نَصْرِكَ ، قَالَ : اُخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّي فَإِنَّكَ خَارِجًا خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلاً فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلاَنٌ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ ، وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ نَزَلَتْ فِيَّ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وَنَزَلَ (قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) إِنَّ لِلّٰهِ سَيْفًا مَغْمُودًا عَنْكُمْ،

وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيرَانَكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ، وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللَّهِ الْمَغْمُودَ عَنْكُمْ فَلاَ يُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالُوا : اقْتُلُوا الْيَهُودِيَّ وَاقْتُلُوا عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ .

وَقَدْ رَوَى شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَقَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ .

৩৮০৩. আলী ইব্‌ন সাঈদ আল-কিন্দী (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ উছমান (রা)-কে যখন হত্যার পরিকল্পনা করা হয় সে সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম তাঁর কাছে এলেন। উছমান (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি কেন এসেছেন?

তিনি বললেন ঃ আপনার সাহায্যে এসেছি।

উছমান (রা) বললেন ঃ আপনি (বিদ্রোহী) লোকগুলোর কাছে যান এবং আমার নিকট থেকে এদের হটিয়ে রাখুন। আপনি ভিতরে থাকার চেয়ে বাইরে (গিয়ে এদের হটানোর ব্যবস্থায়) থাকা আমার জন্য বেশী মঙ্গলজনক।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। তাদের বললেন ঃ হে লোক সকল! জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল অমুক (হাসীন)। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আমার বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল ঃ

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর। উপরন্তু বানূ ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর অনুরূপ সাক্ষী দিয়ে এতে ঈমান স্থাপন করলো অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ! তা হলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ্ যালিমদের হিদায়াত করেন না।" (সূরা আহকাফ ৪৬ ঃ ১০)।

আমার বিষয়ে আরো নাযিল হয়েছে ঃ (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

"বল, আল্লাহ্ এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ৪৩)

আল্লাহ্‌র তরবারী তোমাদের থেকে কোষবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তোমাদের এ শহর, যেখানে তোমাদের নবী অবতরণ করেছেন, ফিরিশ্‌তারা এখানে তোমাদের প্রতিবেশী। এ মহান ব্যক্তির (উছমানের) হত্যার বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তাঁকে যদি হত্যা কর, তবে তোমাদের প্রতিবেশী (রহমতের) ফিরিশ্‌তাগণকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র (আযাবের) কোষবদ্ধ তরবারী কোষমুক্ত হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত আর তা কোষবদ্ধ হবে না।

তখন বিদ্রোহীরা বলল ঃ এ ইয়াহূদীটিকে কতল কর, উছমানকে কতল কর।

হাদীসটি গারীব। আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি।

শুআয়ব ইব্‌ন সাফওয়ান (র) এই হাদীসটি আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি উমার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম — তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাল্লাম (রা) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

٣٨٠٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْمَوْتُ قِيْلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَوْصِنَا قَالَ : أَجْلِسُوْنِى ، فَقَالَ : إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ مَكَانَهُمَا ، مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا ، يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ ، عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ الَّذِى كَانَ يَهُوْدِيًا فَأَسْلَمَ ،فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِى الْجَنَّةِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৩৮০৪. কুতায়বা (র)... ইয়াযীদ ইব্‌ন আমীরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর মৃত্যুর সময় হাযির হলে তাঁকে বলা হল ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! আমাদের কিছু ওসীয়াত করুন।

তিনি বললেন ঃ আমাকে তোমরা বসিয়ে দাও। পরে বললেন ঃ ইল্‌ম ও ঈমান যথাস্থানে রক্ষিত আছে। যে ব্যক্তি এতদুভয়কে অন্বেষণ করে, সে পায়।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। পরে বললেন ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট ইল্‌ম তালাশ করবে! উওয়ায়সির আবুদ-দারদা, সালমান ফারিসী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)। এ (শেষোক্ত) জন ছিলেন ইয়াহূদী. পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ইনি হলেন দশজন জান্নাতীর দশমজন।

এ বিষয়ে সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٠٥–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ . حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى مِنْ أَصْحَابِى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْىِ عَمَّارٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

وَيَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ ، وَأَبُو الزَّعْرَاءِ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَانِئٍ ، وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو ، هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي الْأَحْوَصِ صَاحِبُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ .

৩৮০৫. ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালামা ইব্ন কুহায়ল (র)... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে আমার সাহাবীগণের যাঁরা থাকবেন, তাঁদের তোমরা অনুসরণ করবে, আবূ বকর ও উমার, আম্মারের চাল-চলন গ্রহণ করবে। আর ইব্ন মাসঊদের নসীহত দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে।

ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালামা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালামা হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। রাবী আবূয-যা'রা (র)-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন হানী। আর যে আবুয-যা'রা (র)-এর বরাতে শু'বা, ছাওরী এবং ইব্ন উয়ায়না (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর নাম হল আমর ইব্ন আমর। ইনি হলেন ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর শাগরিদ আবুল ওয়াস (র)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

٣٨٠٦–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوْسَى يَقُوْلُ : لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ وَمَانُرَى حِيْناً إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَانَرَى مِنْ دُخُوْلِهِ وَ دُخُوْلِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ .

৩৮০৬. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনা আসি। ইব্ন মাসঊদ (রা) ও তাঁর মাকে নবী ﷺ-এর ঘরে এত বেশী আনা-গোনা করতে দেখেছি যে, এতে ইব্ন মাসঊদ নবী পরিবারেরই একজন বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

সুফয়ান ছাওরী (র) এটিকে আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٨٠٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : أَتَيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا بِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدْيًا وَدَلاًّ فَنَأْخُذَ عَنْهُ وَنَسْمَعَ مِنْهُ ؟ قَالَ : كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ هَدْيًا وَدَلاًّ وَ سَمْتًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَتَّى

يَتَوَارَى مِنَّا فِي بَيْتِهِ ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هُوَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى اللّٰهِ زُلْفًا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮০৭. মুহাম্মদ বাশ্‌শার (র)... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা হুযায়ফা (রা)–এর কাছে এলাম এবং বললাম ঃ সীরত এবং চাল-চলনে সকলের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তির নাম বলে দিন। আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব এবং তাঁকে অনুসরণ করব।

তিনি বললেন ঃ সীরত, চাল-চলন এবং স্বভাব-চরিত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি হলেন ইবন মাসঊদ, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে থেকে তাঁর ঘরের আড়ালে চলে যান।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেই সব সাহাবী যাঁরা দোষ-ত্রুটি থেকে মাহফূজ, তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, তাঁদের মাঝে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী হলেন ইবন উম্ম আবদ (আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ)।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨٠٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِي . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ .

৩৮০৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি কোনরূপ পরামর্শ ছাড়া তাদের মধ্যে (সাহাবীদের মধ্যে) কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম, তবে ইব্‌ন উম্ম আবদকেই নিযুক্ত করতাম।

হাদীসটি গারীব। হারিছ-আলী (রা) সূত্রেই কেবল এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

٣٨٠٩–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ .

৩৮০৯. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পরামর্শ ছাড়াই যদি কাউকে আমি আমীর নিযুক্ত করতাম, তবে ইব্‌ন উম্ম আবদকেই আমীর নিযুক্ত করতাম।

٣٨١٠–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ . وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮১০. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা করবে চারজন থেকে ঃ ইব্‌ন মাসঊদ, উবাই ইব্‌ন কা'ব, মুআয ইব্‌ন জাবাল এবং আবূ হুযায়ফার মাওলা (আযাদকৃত দাস) সালিম থেকে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨١١-حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مُخَلَّدٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا ، فَيَسَّرَلِي أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ يُيَسِّرَلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَوُفِّقْتَ لِي ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ، جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ . قَالَ : أَلَيْسَ فِيْكُمْ سَعْدُ ابْنُ مَالِكٍ يُجَابُ الدَّعْوَةِ ، وَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ صَاحِبُ طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ عَمَّارُ الَّذِي أَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ، وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ . قَالَ قَتَادَةُ : وَالْكِتَابَانِ الإِنْجِيْلُ وَ الْقُرْآنُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَخَيْثَمَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ إِنَّمَا نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.

৩৮১১. জাররাহ ইব্‌ন মাখলাদ বাসরী (র)... খায়ছামা ইব্‌ন আবূ সাবরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মদীনায় আসলাম। আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমাকে একজন নেক লোকের মজলিসে বসা সহজ করে দেন। এরপর তিনি আমাকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর মজলিসে বসার তওফীক দিলেন। আমি তাঁর মজলিসে বসে তাঁকে বললাম ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেছিলাম তিনি যেন আমাকে একজন নেক লোকের মজলিসে বসার তওফীক দেন। ফলে আপনার এ মজলিসে বসার তওফীক আমি পেয়েছি।

তিনি বললেন ঃ তুমি কোথা থেকে এসেছ?

আমি বললাম ঃ কূফা থেকে, ইল্‌ম ও হিকমত সম্বলিত কল্যাণ তালাশ করতে আমি এসেছি।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের এখানে কি সা'দ ইব্‌ন মালিক নেই? যাঁর দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে মকবূল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূর পানি ও না'লাইন বহনকারী ইব্‌ন মাসঊদ নেই? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রহস্য জ্ঞানের বাহক হুযায়ফা নেই? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর যবানে শয়তান থেকে স্বীয় আশ্রয়

প্রদান করেছেন, সেই আম্মার কি নেই? দুই কিতাবের অধিকারী সালমান নেই?

বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন ঃ দুই কিতাব অর্থ হল ইন্‌জীল এবং কুরআন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

খায়ছামা (র) হলেন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সাবরা। তাঁকে তাঁর পিতামহ সাবরা-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

بَابُ : مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٨١٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيْسَى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاسْتَخْلَفْتَ . قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوْهُ عُذِّبْتُمْ ، وَلٰكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوْهُ ، وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْهُ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَقُلْتُ لِإِسْحٰقَ بْنِ عِيْسَى : يَقُوْلُوْنَ هٰذَا عَنْ أَبِى وَائِلٍ . قَالَ : لاَ عَنْ زَاذَانَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ حَدِيْثُ شَرِيْكٍ .

৩৮১২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাউকে যদি আপনার খলীফা বানিয়ে যেতেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের উপর কাউকে খলীফা নিযুক্ত করি আর তোমরা তার অবাধ্যতা কর তবে তো আযাবে নিপতিত হবে। বরং তোমরা হুযায়ফা যা বলবে, তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে। আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) যেভাবে তিলাওয়াত করবে তোমরাও সে তিলাওয়াত গ্রহণ করবে।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি ইসহাক ইব্‌ন ঈসা (র)-কে বললাম ঃ লোকেরা বলে এ হাদীসটি আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন ঃ না, বরং এটি আল্লাহ্ চাহেন ত যাযান (র) থেকে বর্ণিত।

হাদীসটি হাসান। এটি শারীক বর্ণিত রিওয়ায়াত।

بَابُ : مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর গুণাবলী

٣٨١٢-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيْهِ : لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَىَّ . فَوَاللّٰهِ مَاسَبَقَنِى إِلَى مَشْهَدٍ . قَالَ : لأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَبِيْكَ . وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْكَ ، فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى حُبِّي .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৮১৩. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উসামা (রা)-এর ক্ষেত্রে সাড়ে তিন হাজার দিরহাম করে এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-এর ক্ষেত্রে তিন হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতা (উমার)-কে বললেন ঃ আপনি উসামাকে আমার উপর প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কোন অভিযানেই আমার চাইতে এগিয়ে থাকতে পারেননি।

উমার (রা) বললেন ঃ কারণ, (তার পিতা) যায়দ তোমার পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন আর উসামাও তোমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক প্রিয়পাত্র ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয়পাত্রকে আমার ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨١٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : مَاكُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَتْ (أُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩৮১৪. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "তোমরা (পালক পুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকবে" (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৫) আয়াতটি নাযিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে মুহাম্মদ পুত্র যায়দ বলে ডাকতাম।

এই হাদীসটি সাহীহ।

٣٨١٥–حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مُخَلَّدٍ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّوْمِيِّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْعَثْ مَعِي أَخِي زَيْدًا ، قَالَ : هُوَ ذَا فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعْهُ . قَالَ زَيْدٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ لاَ أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِي أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِي .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الرُّوْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ .

৩৮১৫. জাররাহ ইব্‌ন মাখলাদ বসরী প্রমুখ (র)... যায়দ (রা)-এর ভাই জাবালা ইব্‌ন হারিছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম ঃ আমার ভাই যায়দকে আমার সঙ্গে (নিজ পরিবারে) যেতে দিন।

তিনি বললেন ঃ এই তো সে আছে। তোমার সঙ্গে যদি যেতে চায় তবে আমি তাকে বাধা দেব না।

যায়দ (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহণ করব না।

জাবালা (রা) বলেন ঃ পরে দেখলাম, আমার ভাইয়ের মতই আমার মত থেকে উত্তম ছিল।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ইবনুর রূমী-আলী ইব্ন মুসহির (র) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٨١٦–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِى إِمْرَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : إِنْ تَطْعَنُوا فِى إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى إِمْرَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلِ ، وَأَيْمُ اللّٰهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ ، وَإِنَّ هٰذَا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

৩৮১৬. আহমাদ ইব্ন হাসান (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক সেনাদল প্রেরণ করেন আর উসামা ইব্ন যায়দকে এর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিছু লোক তাঁকে সেনাপতি নিযুক্তির সমালোচনা করে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আজ তাঁর ইমারত বিষয়ে সমালোচনা করছ এর আগে তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং ছিল আমার অধিক প্রিয়। আর এ (উসামা) হচ্ছে তারপর আমার অধিক প্রিয়।

আলী ইব্ন হুজর (র)... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক ইব্ন আনাস (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَنَاقِبِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর গুণাবলী

٣٨١٧–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ أَصْمَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَىَّ وَ يَرْفَعُهُمَا فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوْلِى.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৮১৭. আবূ কুরায়ব (র)... মুহাম্মদ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন যায়দ তাঁর পিতা উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যুশয্যায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে আমিসহ অন্যান্যরাও মদীনার অভ্যন্তরে চলে এলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তাঁর যবান তখন বন্ধ ছিল। তাই কোন কথা বললেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমার গায়ে তাঁর দুই হাত রাখলেন এবং সে দুটো উপরের দিকে তুলে ধরতে লাগলেন। আমি বুঝলাম তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨١٨-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ : دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ : قَالَ : يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ ، فَإِنِّي أُحِبُّهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩৮১৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র)... উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার উসামার নাকের ময়লা সাফ করতে ইচ্ছা করলেন. আমি বললাম ঃ আমাকে দিন, আমিই কাজটি করে দিচ্ছি।

নবী ﷺ বললেন ঃ হে আয়িশা! একে ভালবাসবে, আমি একে ভালবাসি।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨١٩-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْجَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ ، فَقَالاَ : يَا أُسَامَةُ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلِي وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ ، فَقَالَ : أَتَدْرِي ، مَاجَاءَ بِهِمَا؟ قُلْتُ : لاَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَكِنِّي أَدْرِي ، أْذَنْ لَهُمَا فَدَخَلاَ، فَقَالاَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : مَاجِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ . قَالَ : أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . قَالاَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ آخِرَهُمْ ؟ قَالَ : لأَنَّ عَلِيًّا قَدْ سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮১৯. আহমদ ইব্‌ন হাসান (র)... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় আলী ও আব্বাস (রা) এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁরা বললেন ঃ হে উসামা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমাদের জন্য অনুমতি লও।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী ও আব্বাস ভিতরে আসতে অনুমতি চাচ্ছেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁরা কেন এসেছে তুমি কি তা জান?

আমি বললাম ঃ না।

নবী ﷺ বললেন ঃ কিন্তু আমি তা জানি, তাঁদের আসতে অনুমতি দাও।

তাঁরা সেখানে আসলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরিবারের মধ্যে আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে, তা জানার জন্য আপনার কাছে আমরা এসেছি।

তিনি বললেন ঃ ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ।

তাঁরা বললেন ঃ আমরা এসেছি আপনার নিকটবর্তী লোকদের মধ্যে কে অধিক প্রিয় সে সম্পর্কে জানতে।

নবী ﷺ বললেন ঃ আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় হল সেই জন, যার উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করেছি অর্থাৎ উসামা ইব্ন যায়দ।

তাঁরা বললেন ঃ এরপর কে?

নবী ﷺ বললেন ঃ এরপর হল আলী ইব্ন আবূ তালিব।

আব্বাস (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চাচাকে সবার শেষে ফেলে দিলেন!

নবী ﷺ বললেন ঃ আলী তো হিজরতের ব্যাপারে আপনার অগ্রবর্তী।

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ।

بَابٌ : مَنَاقِبِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

পরিচ্ছেদ ঃ জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٨٢٠-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَزْدِى . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . قَالَ : مَا حَجَبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ أَسلَمْتُ وَلاَ رَآنِى إِلاَّ ضَحِكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮২০. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দিন তাঁর কাছে যেতে আমাকে বাধা দেননি এবং আমার দিকে যখনই তাকিয়েছেন, হাসিমুখে তাকিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান সাহীহ্।

٣٨٢١-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنِى زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ : مَا حَجَبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ أَسلَمْتُ ، وَلاَ رَآنِى إِلاَّ تَبَسَّمَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৮২১. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে যেতে আমাকে কখনও বাধা দেননি। আর তিনি স্মিত হাসি ছাড়া কখনও আমার দিকে তাকাননি।

হাদীসটি হাসান।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٢٢-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى جَهْضَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ وَدَعَالَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ أَبُو جَهْضَمٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ. اسْمُهُ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ.

৩৮২২. বুন্দার এবং মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তিনি এ জিবরীল (আ)-কে দেখেছেন দুইবার আর নবী ﷺ তাঁর জন্য (বিশেষভাবে) দু'আ করেছেন দুইবার।

হাদীসটি মুরসাল। বর্ণনাকারী আবূ জাহযাম (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাত পাননি। তাঁর নাম মূসা ইব্ন সালিম।

٣٨٢٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكَتِّبُ الْمُؤَدِّبُ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : دَعَا لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَنِى الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءٍ. وَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম মুকাত্তাব মুআদ্দাব (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইবার বিশেষভাবে দু'আ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে প্রজ্ঞা দান করেন।

আতা (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

এটিকে ইকরামা (র)-ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٢٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ : اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮২৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! একে হিকমত শিক্ষা দিন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٢٥-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى

الْمَنَامِ كَأَنَّمَا بِيَدِي قِطْعَةُ إِسْتَبْرَقٍ وَلاَ أُشِيْرُ بِهَا إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮২৫. আহমাদ ইব্‌ন মানী‘ (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম আমার হাতে যেন একখণ্ড রেশমী কাপড়। জান্নাতের যে স্থানেই আমি ইশারা করছিলাম সেখানেই সেটি আমাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

আমি স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসাকে বললাম। তিনি সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বিবৃত করলেন। নবীজী বললেন ঃ তোমার ভাই (কিংবা বললেন) আবদুল্লাহ্ একজন সৎলোক।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٢٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْحٰقَ الْجَوْهَرِيُّ . اَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ مَا أُرَى أَسْمَاءَ ، إِلاَّ قَدْ نَفِسَتْ فَلاَ تُسَمُّوْهُ حَتّٰى أُسَمِّيَهُ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৮২৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসহাক জাওহারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন নবী ﷺ যুবায়র (রা)-এর ঘরে বাতি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়িশা! মনে হল আসমা-এর বাচ্চা প্রসব হয়েছে। আমি নাম না রাখা পর্যন্ত তোমরা তার নাম রাখবে না।

এরপর তিনি তাঁর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। তিনি একটি খেজুর নিজে চিবিয়ে তাকে খাওয়ালেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ الأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٢٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُنَيْسٌ . قَالَ : فَدَعَا لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ دَعَوَاتٍ ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهُنَّ اثْنَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৮২৭. কুতায়বা (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, আমার মা উম্মে সুলায়ম তাঁর আওয়াজ শুনে এলেন। বললেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যে, ছোট্ট আনাস।

আনাস (রা) বলেন ঃ তখন নবী ﷺ আমার জন্য তিনটি দু'আ করেন। দুনিয়াতে এর দুটোর বাস্তবায়ন তো আমি দেখেছি আর আখিরাতে তৃতীয়টির আশা করি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্রে গারীব।

এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে আনাস (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

٣٨٢٨-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رُبَّمَا قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَاذَا الأُذُنَيْنِ . قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : يَعْنِي يُمَازِحُهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ

৩৮২৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেক সময় আমাকে বলতেন ঃ ইয়া যাল উযনায়ন (হে দ্বিকর্ণ বিশিষ্ট)।

আবূ উসামা (র) বলেন ঃ নবী ﷺ কৌতুক করে তা বলতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ্।

٣٨٢٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ خَادِمُكَ أُدْعُ اللهَ لَهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্ম সুলায়ম (রা) একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) তো আপনার খাদেম। এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন।

নবী ﷺ তখন দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! এর অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন। আর তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

٣٨٣٠–حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَنَّانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرٍ .

وَأَبُو نَصْرٍ هُوَ خَيْثَمَةُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيُّ رَوَى عَنْ أَنَسٍ أَحَادِيْثَ .

৩৮৩০. যায়দ ইব্‌ন আখযাম আত-তাঈ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আনাজ কুড়িয়ে আনতাম। সে অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কুনিয়াত (আবূ হামযা) রাখেন।

হাদীসটি গারীব। জাবির আল-জু'ফী-আবূ নাসর (র)-এর বরাতে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবু নাসর (র) হলেন খায়ছামা ইব্‌ন আবূ খায়ছামা আল-বাসরী। তিনি আনাস (রা)-এর বরাতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٣١–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . حَدَّثَنَا مَيْمُوْنُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : يَا ثَابِتُ خُذْ عَنِّي فَإِنَّكَ لَنْ تَأْخُذَ عَنْ أَحَدٍ أَوْثَقَ مِنِّي ، إِنِّي أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ جِبْرِيْلَ ، وَأَخَذَهُ جِبْرِيْلُ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ .

৩৮৩১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র)... ছাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) আমাকে বললেন ঃ হে ছাবিত! আমার নিকট থেকে (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র) জ্ঞান লাভ কর। কারণ, আমার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য আর কারো নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ তুমি পাবে না। আমি তো আহরণ করেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা লাভ করেছেন জিবরীল (আ) থেকে আর জিবরীল তা লাভ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে।

হাদীসটি হাসান গারীব। যায়দ ইবন হুব্বার (র) বর্ণিত এ হাদীসটি ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٨٣٢–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَعْقُوْبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : وَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جِبْرِيْلَ .

৩৮৩২. আবূ কুরায়ব (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব (র)-এর অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে নবী ﷺ তা লাভ করেছেন জিবরীল থেকে — এ বাক্যটির উল্লেখ নেই।

٣٨٣٣–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : سَمِعَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ ؟ قَالَ : خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ . وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ ،

وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِدُ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَقَدْ أَدْرَكَ أَبُو خَلْدَةَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ.

৩৮৩৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবূ খালদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবুল আলিয়া (র)-কে বললাম ঃ আনাস (রা) কি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন?

তিনি বললেন ঃ তিনি দশ বছর নবীজীর খেদমত করেছেন আর নবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। ফলে আনাস (রা)-এর একটি বাগান ছিল। বছরে সেটাতে দু'বার ফল ধরত। এতে একটি রায়হান পুষ্প বৃক্ষ ছিল। এটি থেকে মিশকে আম্বরের গন্ধ পাওয়া যেত।

হাদীসটি হাসান।

আবূ খালদা (র)-এর নাম হল খালিদ ইব্‌ন দীনার (র)। হাদীস বিশারদগণের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে পেয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ : مَنَاقِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবূ হুরায়রা (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٢٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَسَطْتُ ثَوْبِي عِنْدَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَجَمَعَهُ عَلَى قَلْبِي ، قَالَ فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৩৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আলী মুকাদ্দমী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-র কাছে এলাম। আমার কাপড়টি তাঁর কাছে প্রসারিত করলাম। এরপর তিনি সেটি নিয়ে আমার কলবের উপর চেপে ধরলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি কিছুই ভুলিনি।

হাদীসটি এ সূত্র হাসান-গারীব।

٣٨٣٥–حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلَا أَحْفَظُهَا ، قَالَ : ابْسُطْ رِدَاءَكَ ، فَبَسَطْتُ فَحَدَّثَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৮৩৫. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট থেকে তো অনেক বিষয় শুনি কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারি না।

তিনি বললেন ঃ তোমার চাদরটি প্রসারিত কর। আমি সেটি প্রসারিত করলাম। এরপর তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন আমি তার কোনটিই ভুলিনি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্। এটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

٣٨٣٦–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا يَعْلَى ابْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيْثِ

قَالَ : أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৩৮৩৬. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমাদের তুলনায় বেশী থাকতেন এবং তাঁর হাদীছের ক্ষেত্রেও আপনি আমাদের তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী।

এ হাদীসটি হাসান।

٣٨٣٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَرَّانِيُّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ : يَاأَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ هٰذَا الْيَمَانِيَّ ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ نَسْمَعُ مِنْهُ مَالاَ نَسْمَعُ مِنْكُمْ أَوْ يَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ . قَالَ : أَمَّا أَنْ يَكُوْنَ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِسْكِيْنًا لاَ شَيْءَ لَهُ ضَيْفًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا نَحْنُ أَهْلَ بُيُوْتَاتٍ وَغِنًى ، وَكُنَّا نَأْتِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ . لاَ أَشُكُّ إِلاَّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ نَسْمَعْ ، وَلاَ نَجِدُ أَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ يَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ.

وَقَدْ رَوَاهُ يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ.

৩৮৩৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... মালিক ইব্ন আবূ আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর কাছে এল। বলল ঃ হে আবূ মুহাম্মদ! এ ইয়ামানী ব্যক্তিটিকে অর্থাৎ আবূ হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করেছেন? তিনি আপনাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস সম্পর্ক বেশী জানেন নাকি? আমরা তাঁর নিকট থেকে এমন অনেক কিছু শুনি যা আপনাদের নিকট

থেকে শুনতে পাই না। নাকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেন নি তা তাঁর উপর আরোপ করে তিনি বলে থাকেন?

তালহা (রা) বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনিনি তা তাঁর শোনার বিষয়ে কথা হল এই যে, তিনি ছিলেন দরিদ্র। তাঁর কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মেহমান হিসাবে থাকতেন তিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে হাত মিলিয়ে থাকতেন। পক্ষান্তরে আমাদের ছিল ঘর-সংসার ও সম্পদ। আমরা কেবল দিনের দুই প্রান্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসতাম। সুতরাং এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন কিছু শুনেছেন যা আমরা শুনিনি। যার মধ্যে সামান্য ঈমান রয়েছে, তাকে তুমি পাবে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর এমন কিছু আরোপ করে, যা তিনি বলেন নি।

হাদীসটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র প্রমুখ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٣٨–حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ دَوْسٍ . قَالَ : مَاكُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ اسْمُهُ رُفَيْعٌ.

৩৮৩৮. বিশর ইব্ন আদাম ইব্ন ইবনাতি আযহার আস-সাম্মান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কোন গোত্রের?

আমি বললাম ঃ দাওস গোত্রের।

তিনি বললেন ঃ দাওসের মধ্যে কেউ কল্যাণকর আছে বলে আমার ধারণা ছিল না।

হাদীসটি গারীব-সাহীহ্।

আবূ খালদা (র)-এর নাম হল খালিদ ইব্ন দীনার। আবূল আলিয়া (র)-এর নাম রাফী'।

٣٨٣٩–حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : خُذْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هٰذَا أَوْفِي هٰذَا الْمِزْوَدِ ، كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرًا ، فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذٰلِكَ التَّمْرِ كَذَاوَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৮৩৯. ইমরান ইব্‌ন মূসা কাযযায (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ -এর কাছে কিছু শুকনা খেজুর নিয়ে হাযির হলাম। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলোকে বরকতের জন্য দু'আ করুন।

তিনি এগুলো হাতে নিলেন এবং আমার জন্য এগুলোতে বরকতের দু'আ করলেন। এরপর আমাকে বললেন ঃ এগুলো নাও। তোমার এই থলিতে এগুলো রাখবে। যখন তা থেকে কিছু নিতে ইচ্ছা করবে, থলির ভিতরে তোমার হাত ঢুকিয়ে তা তুলে আনবে। এটিকে উল্টিয়ে ঝেড়ে বের করবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি এই খেজুরগুলো থেকে এত এত ওয়াসাক খেজুর আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছি। আমরা তা থেকে নিয়ে নিজেরা আহার করতাম অন্যদেরও আহার করাতাম। এই থলিটি আমি আমার কোমরবন্দ থেকে কখনও আলাদা করতাম না। শেষে উছমান (রা)-এর শহীদ হওয়ার দিন সেটি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٣٨٤٠-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْمُرَابِطِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ . قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : لِمَ كُنِيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : أَمَا تَفْرَقُ مِنِّي ؟ قُلْتُ : بَلَى وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَ هَابُكَ. قَالَ : كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي ، فَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةَ صَغِيرَةَ فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا فَكَنَّوْنِي أَبَاهُرَيْرَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৮৪০. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ মুরাবিতী (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলেছিলাম আপনার আবূ হুরায়রা কুনিয়াত হল কিভাবে?

তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে ভয় পাও না?

আমি বললাম ঃ অবশ্য, আল্লাহ্‌র কসম, আপনাকে আমি ভয় করি।

তিনি বললেন ঃ আমি আমার পরিবারের বকরী চরাতাম। আমার একটা ছোট্ট বাচ্চা বিড়াল (হিররা) ছিল। রাতে এটিকে কোন গাছে রেখে দিতাম। দিনে সেটি আমার সাথে নিয়ে যেতাম। এটিকে নিয়ে আমি খেলা করতাম। এতে তারা আবূ হুরায়রা (বিড়াল ছানার বাপ) বলে আমার কুনিয়াত দেয়।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨٤١-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّى إِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৮৪১. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অধিক আর কেউ নেই। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর কথা স্বতন্ত্র। কারণ তিনি তা লিখতেন, আমি লিখতাম না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مَنَاقِبِ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা)-এর গুণাবলী

٣٨٤٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩৮৪২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অন্যতম সাহাবী আবদুর রহমান ইব্ন আবূ উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন মু'আবিয়া (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সত্যপথ প্রদর্শক, সত্যপথপ্রাপ্ত বানাও এবং তার মাধ্যমে তুমি অন্যদেরও হেদায়াত কর।

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨٤٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِى . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِى قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بْنَ سَعدٍ عَنْ حِمْصٍ وَلِى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ النَّاسُ : عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلِى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ عُمَيْرٌ : لاَ تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَهْدِبِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَالَ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ ضُعَيْفٌ .

৩৮৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবূ ইদরীস খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন হিমস-এর দায়িত্ব থেকে উমায়র ইব্ন সা'দ (রা)-কে অপসারিত করেন তখন তিনি মুআবিয়া (রা)-কে সেখানকার প্রশাসক নিয়োগ করেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল ঃ উমায়রকে

অপসারিত করা হল আর মু'আবিয়াকে ওয়ালী বানান হয়। উমায়র (রা) তখন বললেন ঃ তোমরা ভাল ছাড়া মু'আবিয়ার অন্য কোন ধরনের আলোচনা করবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! তুমি এর (মু'আবিয়ার) মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত করো।

হাদীসটি গারীব। রাবী বলেন ঃ আমর ইব্‌ন ওয়াকিদ বর্ণনায় দুর্বল।

بَابٌ : مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আমর ইবনুল আস (রা)-এর ফযীলত

٣٨٤٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ .

৩৮৪৪. কুতায়বা (র)... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা তো আনুগত্য স্বীকার করেছে আর আমর ইবনুল আস ঈমান এনেছে।

হাদীসটি গারীব। ইব্‌ন লাহীআ-মিশরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এর সনদও নির্ভরযোগ্য নয়।

٣٨٤٥-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِى قُرَيْشٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِىِّ .

وَنَافِعٌ ثِقَةٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ [و] ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ لَمْ يُدْرِكْ طَلْحَةَ .

৩৮৪৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমর ইবনুল আস কুরায়শ গোত্রের নেক লোকদের একজন।

কেবল নাফি' ইব্‌ন উমার আল-জুমাহী (র)-এর রিওয়ায়াতেই এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি।

নাফি' (র) আস্থাযোগ্য। হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) তালহা (রা)-এর সাক্ষাত পান নি।

بَابٌ : مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর মর্যাদা

٣٨٤٦-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : نَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّوْنَ، فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ هٰذَا يَاأَبَاهُرَيْرَةَ ؟ فَأَقُوْلُ : فُلاَنٌ فَيَقُوْلُ ، نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا، وَيَقُوْلُ : مَنْ هٰذَا ؟ فَأَقُوْلُ فُلاَنٌ ، فَيَقُوْلُ : بِئْسَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا ، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيْـدِ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ : هٰذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْـدِ ، قَالَ : نِعْمَ عَبْـدُ اللّٰهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْـدِ ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

وَلاَ نَعْرِفُ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سَمَاعًا مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ عِنْدِى حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৩৮৪৬. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে একস্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলাম। লোকেরা আমাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! এ কে?

আমি বললাম ঃ অমুক।

তিনি বললেন ঃ কত উত্তম আল্লাহ্র এ বান্দা!

পরে বলছিলেন ঃ এ কে?

আমি বলছিলাম ঃ অমুক।

তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহ্র-এ বান্দা কত মন্দ!

শেষে এদিক দিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) যখন যাচ্ছিলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ এ কে?

আমি বললাম ঃ ইনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।

তিনি বললেন ঃ কতই না উত্তম আল্লাহ্র বান্দা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ! আল্লাহ্র তরবারীসমূহের একটি তরবাবী।

হাদীসটি গারীব। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) সরাসরি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে কোন হাদীস শোনেন নি। আমার মতে হাদীসটি মুরসাল।

এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর ফযীলত

٣٨٤٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : أُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৪৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রেশমী কাপড় হাদিয়া দেওয়া হয়। সাহাবীগণ এর কোমলতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন ঃ তোমরা এতে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? সা'আদ ইব্‌ন মু'আযের জান্নাতের রুমালসমূহ তো এর চেয়েও উত্তম।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨٤٨-حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ : اهْتَزَّلَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَرُمَيْثَةَ .

وَهٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

৩৮৪৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর জানাযা লোকদের সামনে ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, তাঁর (সা'দের) ভাগ্যে দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠেছে।

এই বিষয়ে উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র, আবূ সাঈদ ও রুমায়সা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি সাহীহ।

٣٨٤٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ ، وَذٰلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৮৪৯. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর জানাযা যখন উঠানো হল, তখন মুনাফিকরা বলছিল, কত হালকা এই জানাযা! আর বনি কুরায়যার বিষয়ে তার (অন্যায়) ফয়সালার জন্যই এমন হয়েছে।

মুনাফিকদের এ কথা নবী ﷺ -এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ ফিরিশ্‌তারা তো তাঁর জানাযা বহন করছিলেন।

এ হাদীসটি সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِب قَيْس بْنُ سَعْدِ بْنُ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর ফযীলত

৩৮৫০-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِىُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ . حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطِ مِنَ الْأَمِيْرِ . قَالَ الْأَنْصَارِى : يَعْنِى مِمَّا يَلِى مِنْ أُمُوْرِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْأَنْصَارِىِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِىُّ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ قَوْلَ الْأَنْصَارِى.

৩৮৫০. মুহাম্মদ ইব্ন মারযূক বাসরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ শাসকদের সূত্রে যেমন থাকে পুলিশ কর্মকর্তা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য সেই পর্যায়ে ছিলেন কায়স ইবন সা'দ (রা)।

আনসারী (র) বলেন ঃ অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশাবলী কার্যকরী করার দায়িত্ব পালন করতেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আনসারী (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আনসারী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে আনসারী (র)-এর উক্ত মন্তব্যের উল্লেখ নেই।

بَابٌ : مَنَاقِبِ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

পরিচ্ছেদ ঃ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত.

৩৮৫১-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : جَاءَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৫১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন, তিনি তখন খচ্চর কিংবা তুর্কী ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন না।

হাদীসটি সাহীহ্।

৩৮৫২-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَغْفَرَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

وَمَعْنَى لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ : مَارُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَبَاعَ بَعِيْرَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ، يَقُوْلُ جَابِرٌ لَيْلَةَ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَعِيْرَ اَسْتَغْفِرَلِي خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً ، وَكَانَ جَابِرٌ قَدْ قُتِلَ أَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، فَكَانَ جَابِرٌ يَعُوْلُهُنَّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبَرُّ جَابِرًا وَيَرْحَمُهُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ ، هٰكَذَا رُوِيَ فِي حَدِيْثٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَ هٰذَا .

৩৮৫২. ইব্‌ন আবূ উমার (রা)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লায়লাতুল বাঈর-এ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য পঁচিশবার ইস্তিগফার করেছিলেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

"লায়লাতুল বাঈর' অর্থ হল জাবির (রা) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেই সফরে এক রাতে নবী ﷺ -এর কাছে তাঁর উষ্ট্রীটি বিক্রি করেন। তবে শর্ত করেন যে, মদীনা পর্যন্ত এতে তাঁর আরোহণের অধিকার থাকবে।

জাবির (রা) বলেন ঃ যে রাতে আমি নবী ﷺ -এর কাছে আমার উষ্ট্রীটি বিক্রি করেছিলাম, সেই রাতে তিনি আমার জন্য পঁচিশবার মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন।

জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম (রা) উহূদ যুদ্ধের দিন শহীদ হয়েছিলেন। অনেকগুলো কন্যা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। জাবির (রা) তাদের লালন-পালন করতেন এবং খোরপোষের ব্যবস্থা করতেন। এ কারণে নবী ﷺ জাবির (রা)-কে অযাচিত অনুগ্রহ করতেন এবং তাঁর প্রতি তিনি ছিলেন খুবই দয়ার্দ্র।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছেও এরূপ বিষয় বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَنَاقِبِ مُصْعَبَ بْنَ عُمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর ফযীলত

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللّٰهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ، وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ ثَوْبًا ، كَانُوْا إِذَا غَطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّوْا بِهِ رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : غَطُّوْا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ نَحْوَهُ .

৩৮৫৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নবী ﷺ -এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন, যারা স্বীয় প্রতিদানের কিছুই দুনিয়াতে ভোগ করেন নি। আর আমাদের মাঝে কেউ কেউ তো এমন, যার ফসল হয়েছে পরিপক্ক আর পৃথিবীতেই তা কুড়িয়ে ভোগ করেছেন।

মুসআব (রা) যখন (উহূদে) শহীদ হলেন সেদিন একটা কাপড় ছাড়া আর কোন সম্পদ তিনি রেখে যাননি। এ কাপড়টিতেই তাঁকে কাফন দেওয়ার সময় মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত আর তাঁর দুই পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটি দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও আর পা ঢাক ইযখির ঘাস দিয়ে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

হান্নাদ (রা)... খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَنَاقِبِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ বারা' ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী

٣٨٥٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ . حَدَّثَنَا سَيَّار . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِى طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৮৫৪. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কত এমন আল্লাহ্‌র বান্দা উস্কোখুস্কো ধুলিধূসরিত যাদের চুল, গায়ে যাদের ফাটা-পুরানা বস্ত্র। কেউ কোন মূল্য দেয় না তাদের। কিন্তু (আল্লাহ্‌র কাছে তারা এত মর্যাদা পায় যে) কোন বিষয়ে যদি আল্লাহ্‌র কাছে কসম করে বসে, তবে আল্লাহ্ তার সেই কসমকে বাস্তবায়িত করেন। বারা' ইব্‌ন আযিব হল এই ধরনের ব্যক্তিদের অন্যতম।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : مَنَاقِبِ أَبِى مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর ফযীলত

٣٨٥٥–حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِي عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَبَا مُوْسَى لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَاَنَسٍ.

৩৮৫৫. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান কিন্দী (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আবূ মূসা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দাঊদ-এর বাঁশিসমূহের (সুন্দর কণ্ঠের) একটি বাঁশি দান করেছেন।[১]

হাদীসটি গারীব-হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে বুরায়দা, আবূ হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابٌ : مَنَاقِبِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর ফযীলত

٣٨٥٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ . حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَ نَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ فَيَمُرَّ بِنَا فَقَالَ :

اللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الاٰ خِرَةِ ، فَاَغْفِرِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَأَبُو حَازِمٍ اُسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِيْنَارٍ الْأَعْرَجُ الزَّاهِدُ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

৩৮৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুযায়গ (র)... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খন্দক খুঁড়ছিলেন। আমরা মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। একবার আমাদের পার্শ্ব দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই তো জীবন, তুমি (গুনাহ্) মাফ করে দাও আনসার ও মুহাজিরদের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

আবূ হাযিম (র)-এর নাম হল সালামা ইব্‌ন দীনার আ'রাজ যাহিদ।

এ বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٥٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ ، فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

---

১. কণ্ঠ সৌন্দর্য ছিল দাঊদ (আ)-এর অন্যতম মু'জিযা। পশু-পক্ষীরা পর্যন্ত তাঁর তাওরাত পাঠ শুনত। আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর কণ্ঠও ছিল খুবই মধুর।

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৩৮৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ

হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো জীবন। তুমি সম্মানিত কর আনসার ও মুহাজিরদের।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

আনাস (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَ صَحِبَهُ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -কে যাঁরা দেখেছেন বা তাঁর সাহাবীগণকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের ফযীলত

٣٨٥٨-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لاَتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي قَالَ طَلْحَةُ : فَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى : وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةَ . قَالَ يَحْيَى : وَقَالَ لِي مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ.

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ مُوسَى هٰذَا الْحَدِيثَ.

৩৮৫৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী বাসরী (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি আমাকে দেখেছে বা আমাকে যারা দেখেছে তাদের যে দেখেছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

বর্ণনাকারী তালহা (র) বলেন ঃ আমি (নবীজীর সাহাবী) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখেছি। মূসা (র) বলেন ঃ আমি তালহা (র)-কে দেখেছি। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমাকে মূসা (র) বলেছেন ঃ তুমি তো আমাকে দেখেছ। সুতরাং আমরা সবাই আল্লাহ্র (অনুগ্রহের) আশা করি।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মূসা ইব্ন ইবরাহীম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আলী ইব্ন মাদীনী প্রমুখ (র) হাদীসবিদও মূসা (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٥٩-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ هُوَ السَّلْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ أَوْ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبُرَيْدَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৮৫৯. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের, এরপর হল তাদের অব্যবহিত পরবর্তীরা। এরপর হল তাদের অব্যবহিত পরবর্তীরা। তারপর আসবে এমন এক সম্প্রদায় যাদের কসম হবে সাক্ষ্য প্রদানের আগে কিংবা সাক্ষ্য হবে কসমের আগে।

এ বিষয়ে উমার, ইমরান ইব্ন হুসায়ন এবং বুরায়দা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : وَفَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়ার সময় বৃক্ষতলে বায়আতকারীদের ফযীলত

٣٨٦٠-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৮৬০. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা বৃক্ষতলে বায়আত হয়েছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : مِنْ سَبٍّ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ যে নবী ﷺ এর সাহাবীদের গালমন্দ করে

٣٨٦١-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَنْبَانَا شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَاصَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ : نَصِيفَهُ يَعْنِى نُصْفَ الْمُدِّ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৮৬১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না। কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে সাহাবীদের এক মুদ্দ বা এর অর্ধেক পরিমাণ ছওয়াবও সে লাভ করতে পারবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

نصيفه অর্থ অর্ধ মুদ্দ।

- হাসান ইব্ন আলী (র)-আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٨٦٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : اللّٰهَ اللّٰهَ فِي أَصْحَابِي ، لاَتَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ ، وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِي ، وَمَنْ اٰذَانِي فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ ، وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اِنْ يَأْخُذَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৮৬২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সাহাবীগণের বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে। আমার পরে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বনিয়ে নিয়ো না। যারা তাদের ভালবাসবে, আমার প্রতি ভালবাসার জন্যই তারা তাদের ভালবাসবে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি তাদের কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ্ তা'আলাকেই কষ্ট দিল। যে আল্লাহ্কে কষ্ট দিল, শীঘ্রই তিনি তাকে পাকড়াও করবেন।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٨٦٣–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلاَصَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩৮৬৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যারা বৃক্ষতলে বায়আত হয়েছে তারা সবাই জান্নাতে যাবে, লাল উষ্ট্রের মালিকটি ছাড়া।[১]

হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨٦٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ .حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبُ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

---

১. সে ছিল জা'দ ইব্ন কায়েস মুনাফিক।

৩৮৬৪. কুতায়বা (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হাতিব (রা)-এর এক দাস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে হাতিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাতিব তো অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। হাতিব কখনও তাতে প্রবেশ করবে না। কেননা সে তো বদর এবং হুদায়বিয়্যায় উপস্থিত ছিল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

٣٨٦٥–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِى طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَامِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِى يَمُوْتُ بِأَرْضٍ إِلاَ بُعِثَ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِى طَيْبَةَ عَنْ أَبِى بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلٌ وَ هٰذَا أَصَحُّ

৩৮৬৫. আবূ কুরায়ব (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কোন সাহাবী যে অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেছে, সে কিয়ামতের দিন ঐ অঞ্চলের নেতা এবং তাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে উত্থিত হবে।

হাদীসটি গারীব।

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম-আবূ তায়বা-ইব্‌ন বুরায়দা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। এ রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সাহীহ্।

٣٨٦٦–حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِى فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى شَرِّكُمْ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে আমার সাহাবীদের গালমন্দ করতে দেখবে, তখন তোমরা বলবে ঃ

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى شَرِّكُمْ — তোমাদের মধ্যে যে জন মন্দ, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

হাদীসটি মুনকার। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ : فَضْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত

٣٨٦٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : إِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِى فِى أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّى يَرِيبُنِى مَارَابَهَا وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ نَحْوَ هٰذَا .

৩৮৬৭. কুতায়বা (র)... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছি যে, বানূ হিশাম ইব্ন মুগীরা তাদের এক কন্যাকে আলী ইব্ন আবূ তালিবের নিকট বিয়ে দিতে আমার অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আমি অনুমতি দিব না, এরপরও অনুমতি দিব না, এরপরও অনুমতি দিব না। তবে ইবন আবূ তালিব যদি আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তবে অন্য কথা। ফাতিমা তো আমার এক টুকরা। তাকে যা শংকিত করে, আমাকে তা শংকিত করে। তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও সে জিনিস কষ্ট দেয়।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আমর ইব্ন দীনার (র)-মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٨–حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِىُّ . حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِىٌّ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَعْنِى مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৬৮. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মহিলাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন ফাতিমা (রা) আর পুরুষদের মাঝে ছিলেন আলী (রা)। ইবরাহীম (র) বলেন ঃ এ ব্যাপারটি হল নবী পরিবারের।

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٨٦٩ –حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هٰكَذَا قَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا.

৩৮৬৯. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) আবূ জাহল কন্যাকে বিবাহের আলোচনা করেছিলেন।

এ খবর নবী ﷺ -এর কাছে পৌছালে তিনি বললেন ঃ ফাতিমা আমার অংশ। তাকে যা ব্যথা দেয় আমাকেও তা ব্যথা দেয়; তাকে যা কষ্ট দেয় আমাকেও তা কষ্ট দেয়।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আয়্যুব (র) এটিকে ইব্‌ন আবূ মুলায়কা-ইবনুয-যুবায়র (রা) সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন, একাধিক রাবী ইব্‌ন আবূ মুলায়কা-মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবতঃ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) উভয়ের (ইবনুয-যুবায়র ও মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা) বরাতেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٧٠-حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ . حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَصُبَيْحٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

৩৮৭০. সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল জাব্বার বাগদাদী (র)... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসায়ন (রা)-কে লক্ষ্য করে বলছিলেন ঃ তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়বে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। তোমরা যাদের সঙ্গে সমঝোতা করবে, আমিও তাদের সমঝোতায় থাকব।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্রেই কেবল আমরা এটি সম্পর্কে জানি।

উম্মু সালামা (রা)-এর মাওলা সুবায়হ অপরিচিত রাবী।

٣٨٧١-حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَّلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي

وَحَامَّتِي ، أَذْهِب عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ، فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هٰذَا الْبَابِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَعَائِشَةَ .

৩৮৭১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন হাসান, হুসায়ন, আলী ও ফাতিমা (রা)-কে একটি চাদরে আবৃত করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বায়ত এবং আমার আপনজন। তাদের থেকে আপনি অপবিত্রতা সরিয়ে রাখুন এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে পাক রাখুন।

উম্ম সালামা (রা) তখন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও তো এদের সঙ্গেই আছি।

তিনি বললেন ঃ তুমি তো কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে যতগুলো রিওয়ায়াত আছে, সেগুলোর মাঝে এটিই সর্বোত্তম।

এ বিষয়ে উমার ইব্‌ন আবূ সালামা, আনাস ইব্‌ন মালিক, আবুল হামরা মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٧٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَتْ : وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا ، فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ هٰذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لَهَا : أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَضَحِكْتِ ، مَا حَمَلَكِ عَلَى ذٰلِكِ ؟ قَالَتْ : إِنِّي إِذًا لَبَذِرَةٌ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ فَذَاكَ حِينَ ضَحِكْتُ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ .

৩৮৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ স্বভাব-প্রকৃতি, গঠন-গাঠন, চাল-চলন এমনকি উঠা-বসায়ও নবী ﷺ-এর তনয়া ফাতিমা (রা)-এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ ফাতিমা (রা) যখন নবী ﷺ -এর কাছে আসতেন তখন তিনি তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন। তাকে চুমো খেতেন এবং তাকে স্বীয় স্থানে বসাতেন। নবী ﷺ যখন তাঁর কাছে যেতেন, তিনি বসা থেকে উঠে যেতেন। তাকে চুমো খেতেন এবং তাঁকে স্বীয় স্থানে বসাতেন।

নবী ﷺ যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন একদিন ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এলেন। তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে তাঁকে তিনি চুমো খেলেন; এরপর মাথা উঠিয়ে কেঁদে ফেললেন। পরে তিনি আবার তাঁর দিকে ঝুঁকে এলেন। এবার মাথা তুলে তিনি হেসে উঠলেন।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি (মনে মনে) বললাম ঃ এঁকে তো আমাদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মহিলা বলে ভাবতাম কিন্তু এখন দেখছি তিনি সাধারণ মহিলাদেরই একজন।

নবী ﷺ -এর ইনতিকালের পর একদিন আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি নবী ﷺ -এর মৃত্যু শয্যায় একদিন তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে পরে মাথা উঠিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। এরপর আবার তাঁর দিকে ঝুঁকার পর মাথা তুলে হেসে উঠেছিলেন। এ আচরণের প্রতি আপনাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

তিনি বললেন ঃ আমি গোপন কথাটি বলছি। নবী ﷺ প্রথমে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এই অসুখেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই আমি কেঁদে উঠেছিলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁর পরিবারের মাঝে আমিই জলদি গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, এতে আমি হেসেছিলাম।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

আয়িশা (রা) থেকে এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٨٧٣–أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الْأَمْعِيُّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَت .قَالَت : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا . قَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي إِنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৭৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে ফাতিমা (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকে কিছু বললে তিনি কেঁদে ফেললেন। আবার কথা বললে তিনি হেসে ফেললেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর তাঁর এ কান্না ও হাসির বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিলে আমি কেঁদেছিলাম। পরে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমি মরিয়ম বিনতে ইমরান (আ) ছাড়া বেহেশ্তী নারীদের সর্দার হবো, আমি হেসেছিলাম।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٨٧٤-حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِي . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ فَقِيْلَ : مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَتْ : زَوْجُهَا ، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا .

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قَالَ : وَأَبُو الْجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ.

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا.

৩৮৭৪. হুসায়ন ইব্‌ন ইয়াযীদ কূফী' (র)-জুমায়' ইব্‌ন উমায়র তায়মী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার ফুফুর সঙ্গে আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে লোকদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন?

তিনি বললেন ঃ ফাতিমা (রা)।

আবার জিজ্ঞাসা করা হল ঃ পুরুষদের মাঝে কোন্ জন?

তিনি বললেন ঃ তাঁর স্বামী। আমার জানামতে তিনি ছিলেন, অত্যধিক সিয়াম পালনকারী ও অত্যধিক তাহাজ্জুদ গুযার।

এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাবী বলেন ঃ আবূ হিজাফ এর নাম দাউদ ইব্‌ন আবূ আউফ। সুফিয়ান ছূরী (র) আবূ জিহাফের অসুস্থাবস্থায় তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ : فَضْلِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

পরিচ্ছেদ ঃ খাদীজা (রা)-এর ফযীলত

٣٨٧٥-حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاغِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكْتُهَا ، وَمَا ذٰلِكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩৮৭৫. আবূ হিশাম রিফাঈ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খাদীজা (রা)-এর উপর আমার যেরূপ ঈর্ষা হয়েছে, নবী ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্যে আর কারো উপর তেমন ঈর্ষা হয়নি। অথচ আমি তাঁকে পাই নি। এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা খুবই আলোচনা করতেন। এমনকি যখন নবী ﷺ কোন একটি বকরী যবেহ করতেন, তখন খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের তালাশ করে তা থেকে তাঁদের হাদিয়া পাঠাতেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٨٧٦-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا حَسَدْتُ امْرَأَةً مَا حَسَدْتُ خَدِيجَةَ ، وَمَا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ بَعْدَ مَا مَاتَتْ، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَ مِنْ قَصَبٍ قَالَ : إِنَّمَا يَعْنِي قَصَبَ اللُّؤْلُؤِ .

৩৮৭৬. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খাদীজা (রা)-এর উপর আমি যেরূপ ঈর্যা করেছি আর কোন মহিলার উপর আমি সেরূপ ঈর্ষা করিনি।

অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর। এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জান্নাতে তাঁর জন্য একটি মুক্তা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেখানে কোন শোরগোল থাকবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

قصب - অর্থ মুক্তা নির্মিত।

٣٨٧٧-حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِي .حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ .

وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৮৭৭. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ হলেন তাঁর যুগের সর্বোত্তম মহিলা, আর মারয়াম বিনত ইমরান হলেন তাঁর যুগের সর্বোত্তম মহিলা।

এ বিষয়ে আনাস, ইব্ন আব্বাস ও আয়িশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨٧٨-حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ .حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ : مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৭৮. আবূ বকর ইব্ন যানজাবিয়্যাহ্ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমার জন্য যথেষ্ট হলেন ঃ ইমরান কন্যা মারয়াম, খুওয়ায়লিদ কন্যা খাদীজা, মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া।

এ হাদীসটি সাহীহ।

بَابٌ : فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

পরিচ্ছেদ ঃ আয়িশা (রা)-এর ফযীলত

٣٨٧٩-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبَاتِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ : يَاأُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَا هُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُ عَائِشَةَ ، فَقُوْلِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ النَّاسَ يُهْدُوْنَ إِلَيْهِ أَيْنَ مَا كَانَ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَأَعَادَتِ الْكَلَامَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدْ ذَكَرْنَ أَنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأْمُرِ النَّاسَ يُهْدُوْنَ أَيْنَ مَا كُنْتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَتْ ذٰلِكَ : قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِيْنِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْوَحِيُ وَأَنَافِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . مُرْسَلًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رُمَيْثَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ شَيْئًا مِنْ هٰذَا ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ .

وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

৩৮৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরস্ত বসরী (র.)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকেরা (সাধারণত নবী ﷺ -কে হাদিয়া প্রদানের বেলায়) আয়িশা (রা)-এর জন্য নির্ধারিত দিনটির তালাশে থাকত। আয়িশা (রা) বলেন ঃ একদিন আমার সপত্নীরা উম্ম সালামা (রা)-এর কাছে একত্রিত হলেন। তারা

বললেন ঃ হে উম্ম সালামা! লোকেরা তো তাদের হাদিয়া প্রদানের বেলায় আয়িশা-এর জন্য নির্ধারিত দিনের তালাশে থাকে। আয়িশা যেমন কল্যাণ ও সম্পদ চায়, আমরাও তো এই কল্যাণ ও সম্পদ চাই। আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলে দিন, তিনি যেন লোকদের নির্দেশ দেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তারা তাদের হাদিয়া যেন সেখানেই পাঠিয়ে দেন।

উম্ম সালামা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন। পরে নবী ﷺ যখন পুনরায় তাঁর কাছে আসেন, তখনও তিনি ঐ বিষয়টি আবার উত্থাপন করেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথীরা আলোচনা করেছিলেন যে, লোকেরা তাদের হাদিয়া নিয়ে আয়িশা (রা)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের তালাশে থাকে। সুতরাং আপনি যেন তাদের বলে দেন যে, যার ঘরেই আপনি থাকুন না কেন, তারা যেন তাদের হাদিয়া সেখানেই পাঠায়।

তৃতীয় আরেক দিনও উম্ম সালামা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে সে কথা বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে উম্মু সালামা! আয়িশা-এর সম্বন্ধে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। কারণ, আয়িশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই চাদরে আবৃত অবস্থায় আমার কাছে ওহী নাযিল হয় না।

হাদীসটি গারীব।

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ-হিশাম ইব্ন উরওয়া-তাঁর পিতা হিশাম (র) সূত্রে নবী ﷺ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে আওফ ইবনুল হারিছ-রুমায়ছা-উম্ম সালামা (রা) সূত্রেও এ ধরনের কিছু বর্ণিত আছে। যা হোক, হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে এ হাদীসটির রিওয়ায়াত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র)-হিশাম ইব্ন উরওয়া (র)-হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٨٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيْرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ هٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَلْقَمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ،

وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هٰذَا .

৩৮৮০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জিবরীল একটি সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্রখণ্ডে আয়িশার প্রতিকৃতি নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ ইনি হলেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদীও এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা (র) থেকে উক্ত সনদে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে আয়িশা (রা)-এর উল্লেখ নেই। আবূ উসামা (র) হিশাম ইবন উরওয়া -তাঁর পিতা উরওয়া-আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এর কিছু বর্ণনা করেছেন।

٣٨٨١--حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَقْرَئُ عَلَيْكِ السَّلَامَ . قَالَتْ قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَالاَ نَرَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৮১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আয়িশা! এই যে জিবরীল, তিনি তোমাকে সালাম বলছেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি তা দেখেন আমরা যা দেখি না।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨٨٢--حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ : وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৮২. সুওয়ায়দ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জিবরীল তোমাকে সালাম বলছেন।

আমি বললাম ঃ ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হাদীসটি সাহীহ।

٣٨٨٣--حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ . مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৮৮৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের যখনই কোন হাদীসের মর্ম সম্বন্ধে জটিলতা দেখা দিয়েছে আর সে বিষয়ে আমরা আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই তাঁর কাছে আমরা এ বিষয়ে জ্ঞান পেয়েছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٨٨٤-حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩৮৮৪. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র)... মূসা ইবন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আয়িশা (রা) অপেক্ষা বিশুদ্ধ স্পষ্টভাষী আর কাউকে আমি দেখিনি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٨٨٥-حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ وبُنْدَار قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَعْمَلَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبَّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةَ . قُلْتُ : مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : أَبُوهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৮৫. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব ও বুন্দার (র)... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে প্রিয় কে?

তিনি বললেন ঃ আয়িশা।

আমি বললাম ঃ পুরুষদের মাঝে?

তিনি বললেন ঃ তাঁর পিতা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨٨٦-حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لِرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةَ .

قَالَ : مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : أَبُوهَا.

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ .

৩৮৮৬. ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ জাওহারী (র)... আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লোকদের মাঝে আপনার সবচাইতে প্রিয় কে?

তিনি বললেন ঃ আয়িশা।

আমর ইব্‌ন আস (রা) বললেন ঃ পুরুষদের মাঝে?

নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁর পিতা।

ইসমাঈল-কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান-গারীব।

٣٨٨٧-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ اَلْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي مُوْسَى.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ هُوَ أَبُو طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِيْنِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ.

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .

৩৮৮৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সব খাদ্যের মধ্যে 'ছারীদ'[১] যেমন সর্বোত্তম খাদ্য, তেমনি সকল নারীর মধ্যে আয়িশার মর্যাদা শ্রেষ্ঠ।

এ বিষয়ে আয়িশা ও আবূ মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মা'মার (র) হলেন আবূ তুওয়ালা আনসারী মাদীনী। ইনি ছিকাহ রাবী। মালিক ইব্‌ন আনাস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٨٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ اَنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْ عَائِشَةَ عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : اُغْرُبْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا أَتُؤْذِي حَبِيْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আমর ইব্‌ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর কাছে আয়িশা (রা)-এর বদনাম করে। তিনি তখন বললেন ঃ ঘৃণিত ও বিতাড়িত হয়ে দূর হ'। তুই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয়তমাকে কষ্ট দিচ্ছিস?

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

---

১. গোশ্‌ত-রুটি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য। আরবরা এটি খুব পসন্দ করত।

٣٨٨٩-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُوْلُ : هِيَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، يَعْنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৮৮৯. বুন্দার (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তিনি অর্থাৎ আয়িশা (রা) হলেন দুনিয়া ও আখিরাতে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٨٩٠-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ .حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ ، قِيْلَ : مِنَ الرِّجَالِ . قَالَ : أَبُوْهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ .

৩৮৯০. আহমাদ ইব্‌ন আবদা যাববী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জিজ্ঞাসা করা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকদের মাঝে আপনার কাছে সবচাইতে প্রিয় কে?

তিনি বললেন ঃ আয়িশা।

বলা হল ঃ পুরুষদের মাঝে?

তিনি বললেন ঃ তাঁর পিতা।

আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের ফযীলত

٣٨٩١-حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُوْ غَسَّانَ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ . قَالَ : قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَاتَتْ فُلَانَةُ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَجَدَ ، فَقِيْلَ لَهُ : أَتَسْجُدُ هٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوْا فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯১. আব্বাস আম্বারী (র.)... ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন ঃ ফজরের সালাতের পর ইবন আব্বাস (রা)-কে বলা হল ঃ নবী ﷺ-এর অমুক সহধর্মিণীর ইনতিকাল হয়েছে।

তিনি (এ খবর শুনে) কিছু সালাত আদায় করলেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ এ সময় কি আপনি সালাত আদায় করছেন?

তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেন নি যে, যখন কোন ভীতিকর নিদর্শন দেখবে, তখনই সালাত আদায় করবে? নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীর দুনিয়া থেকে প্রস্থান অপেক্ষা ভীতিকর নিদর্শন আর কি হতে পারে?

হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা আর কিছু জানি না।

٣٨٩٢–حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا كِنَانَةُ قَالَ : حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : أَلَا قُلْتِ وَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونُ وَعَمِّي مُوسَى ؟ وَكَانَ الَّذِي بَلَغَهَا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَحْنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهَا ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ وَبَنَاتُ عَمِّهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَاشِمٍ الْكُوفِي ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

৩৮৯২. বুন্দার (র)... সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন। হাফসা ও আয়িশা (রা)-এর পক্ষ থেকে আমার প্রতি কিছু অভিযোগের কথা পৌছে। সে বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করি। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি বললে না কেন, তোমরা দু'জন আমার তুলনায় উত্তম হবে কি ভাবে? আমার স্বামী হলেন মুহাম্মদ, পিতা হারূন, আর চাচা মূসা।

তাদের পক্ষ থেকে সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে যে কথা পৌছেছিল তা ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তার তুলনায় অধিক সম্মানিত। আমরা একদিকে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আর অপরদিকে তাঁর চাচাত বোন।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি গারীব। হাশিম কূফী (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এ সনদটি অত উত্তম নয়।

٣٨٩٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ . حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِي عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا . قَالَتْ

أَخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوْتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উম্ম সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফতহে মক্কার বছর ফাতিমাকে ডাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে কানে কানে কি যেন বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার তাঁর সঙ্গে তিনি কথা বললেন। তখন তিনি হেসে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর আমি তাঁকে তাঁর কান্না ও হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি মারয়াম বিনত ইমরান ব্যতীত সব জান্নাতী মহিলার সরদার হব। এতে আমি হেসেছিলাম।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٨٩٤--حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ : بِنْتُ يَهُوْدِيٍّ فَبَكَتْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ : مَايُبْكِيْكِ ؟ قَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : إِنِّي ابْنَةُ يَهُوْدِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّكِ لاَبْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قَالَ : اتَّقِي اللّٰهَ يَا حَفْصَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, হাফসা (রা) তাঁকে ইয়াহুদীর মেয়ে বলেছেন। এতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। নবী ﷺ তাঁর কাছে এলেন, তখনও তিনি কাঁদছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন?

সাফিয়্যা (রা) বললেন ঃ আমাকে হাফসা ইয়াহুদীর মেয়ে বলেছে।

নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তো নবী কন্যা। তোমার চাচা নবী। আর তুমি নবীর স্ত্রী। সে কিভাবে তোমার উপর গর্ব করতে পারবে?

এরপর নবী ﷺ হাফসা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে হাফসা! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ, এ সূত্রে গারীব।

٣٨٩٥--حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوِىَ هٰذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .

৩৮৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম হল সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম। তোমাদের এ সঙ্গী (অর্থাৎ আমি) যখন মারা যাবে, তার জন্য তোমরা দু'আ করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এটি হিশাম ইব্ন উরওয়া-তাঁর পিতা উরওয়া সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

٣٨٩٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ زَائِدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِي . شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ : وَاللّٰهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا وَجْهَ اللّٰهِ وَلاَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَتَثَبَّتُّ حِيْنَ سَمِعْتُهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ : دَعْنِي عَنْكَ ، فَقَدْ أُوْذِيَ مُوْسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ زِيْدَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ رَجُلٌ .

৩৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের কারো সম্পর্কে তোমরা মন্দ কিছু আমার কাছে পৌছাবে না। কারণ, আমি এমন অবস্থায় তাঁদের থেকে প্রস্থান করতে চাই যে, আমার মন যেন থাকে অভিযোগমুক্ত।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একবার কিছু ধন-সম্পদ এল। নবী ﷺ তা লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

একদিকে বসা দুইজন লোকের কাছে আমি গেলাম। তারা বলছিল, আল্লাহ্র কসম! এ বন্টনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বা আখিরাত উদ্দেশ্য ছিল না। আমি তা শুনে অন্যদেরও বললাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে সে কথা বললাম। তা শুনে নবী ﷺ -এর চেহারা রক্তিমাভ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ ছেড়ে দাও, মূসাকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। এর সনদে অন্য এক ব্যক্তির অতিরিক্ত উল্লেখ রয়েছে।

٣٨٩٧-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هٰذَا مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৮৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সম্পর্কে কারো মন্দ কিছু আমার কাছে পৌছাবে না।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ ধরনের বক্তব্য অন্য সনদে বর্ণিত আছে।

بَابٌ : فَضْلِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর ফযীলত

٣٨٩٨-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ زِرُّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ ، فَقَرَاَ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) وَقَرَاَ فِيْهَا إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لاَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ وَلاَ الْمَجُوْسِيَّةُ ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ، وَقَرَاَ عَلَيْهِ : لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ، رَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : إِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ .

وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاُبَيٍّ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

৩৮৯৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে। এরপর তিনি (সূরা বায়্যিনা ৯৮) পাঠ করে শোনালেন।

তিনি আরো পাঠ করলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে একমাত্র দীন হল একনিষ্ঠ আল্লাহ্য় সমর্পিত দীন। ইয়াহূদীবাদ নয়, খৃষ্টবাদও নয়, অগ্নি-উপাসনাবাদও নয়। যে ব্যক্তি ভাল করবে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না।

তিনি আরো পাঠ করলেন ঃ কোন আদম সন্তানের জন্য যদি এক উপত্যকাপূর্ণ সম্পদও হয়, তবুও সে অবশ্যই দ্বিতীয়টির কামনা করবে। যদি দ্বিতীয়টিও তার হয়, তবুও সে অবশ্যই তৃতীয়টির কামনা করবে। মাটি ছাড়া আদম সন্তানের উদর আব কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যাকে ফেরানোর, তাকে ফিরাবেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইব্ন আবযা-উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে।

কাতাদা (র)-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে।

بَابٌ : فَضْلِ الْأَنْصَارِ وَ قُرَيْشٍ

পরিচ্ছেদ ঃ আনসার ও কুরায়শ-এর ফযীলত

৩৮৯৯-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ : وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ سَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْشِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৮৯৯. বুন্দার (র)... তুফায়ল ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব তাঁর পিতা উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি হিজরত না থাকত তবে আমি একজন আনসারী হতাম।

এ সনদেই নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আনসারীরা যদি কোন উপত্যকায় বা ঘাঁটিতে চলে আমি আনসারীদের সঙ্গেই থাকব।

এ হাদীসটি হাসান।

৩৯০০-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْأَنْصَارِ : لَايُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللّٰهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ ؟ فَقَالَ : إِيَّايَ حَدَّثَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৯০০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনসারীদের সম্পর্কে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ মু'মিনরাই তাদের (আনসারীদের) ভালবাসবে আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। যে তাদের ভালবাসবে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসবেন। যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করবেন।

শু'বা (রা) বলেন, আমরা আদী ইব্ন ছাবিত (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি কি এটি বারা' (রা) থেকে শুনেছেন?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তিনি আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সাহীহ।

٣٩٠١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ,حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ :هَلُمَّ هَلْ فِيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ فَقَالُوْا: لَا، إِلَّا ابْنَ أُخْتٍ لَنَا ، فَقَالَ ﷺ إِبْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : انَّ قُرَيْشًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟ قَالُوْا : بَلَى ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْشِعْبَهُمْ.

قَالَ : أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩৯০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতক আনসারীকে একত্রিত করে বললেন ঃ তোমরা এস, তোমরা ছাড়া আর কেউ তোমাদের মাঝে আছে কি?

তারা বলল ঃ না, আমাদের এক ভাগিনেয় ছাড়া।

তিনি বললেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের বোন-পো তাদেরই মধ্যে গণ্য। এরপর তিনি বললেন ঃ কুরাইশরা জাহিলী অবস্থা ছেড়েছে বেশীদিন হয়নি। তদুপরি তারা বিপদগ্রস্ত। আমি ইচ্ছা করেছি, তাদের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে এবং তাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে। তোমরা কি এতে রাযী নও যে, লোকেরা তো দীনার নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নিয়ে তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে?

তারা বলল ঃ হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ লোকেরা যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে আর আনসারীরা যদি চলে আরেক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে, তবে আমি অবশ্যই আনসারীদের উপত্যকা ও গিরিপথে চলব।

হাদীসটি সাহীহ।

٣٩٠٢-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيْهِ فِيْمَنْ أُصِيْبَ مِنْ أَهْلِهِ وَبَنِي عَمِّهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّا أَبَشِّرُكَ بِبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيْهِمْ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .

৩৯০২. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাররা দিবসে[১] আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর জ্ঞাতি ভাই এবং পরিবারের যাঁরা শহীদ হন, তাঁদের শোকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) আনাস (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও, আনসারীদের, আনসারীদের সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের বংশধরদের।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

কাতাদা (র) এটিকে আহমদ ইব্‌ন মানী'-নাযর ইব্‌ন আনাস-যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٣-حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ وَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :اقْرَأْ قَوْمَكَ السَّلاَمَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৯০৩. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুযাঈ বাসরী (র)... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমার কওমকে আমার সালাম বলবে। আমার জানামতে তারা হল পবিত্র এবং ধৈর্যশীল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٠٤-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلاَ إِنَّ عَيْبَتِي الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنَّ كَرِشِي الْأَنْصَارُ ، فَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ ، وَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

৩৯০৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শোন, আমার নির্ভরযোগ্য হল তারা, যাদের কাছে আমি ফিরে এসে বিশ্রাম নিই অর্থাৎ আমার পরিবার আর আমার অন্তরঙ্গ আচ্ছাদন হল আনসারীরা। তোমরা তাদের দোষ ক্ষমা করে দিবে আর তাদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করবে।

হাদীসটি হাসান।

এ বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১. হুসায়ন (রা)-এর কারবালায় শাহাদতের পর মদীনাবাসীরা ইয়াযীদের বিদ্রোহী হলে ইয়াযীদ বাহিনীর সঙ্গে মদীনাবাসীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে বহু মদীনাবাসী শাহাদত বরণ করেন। হাররা মদীনার উপকণ্ঠ।

٣٩٠٥-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ يُوسُفَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ يُرِيْدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللّٰهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

اَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৩৯০৫. আহমাদ ইব্‌ন হুসায়ন (র)... মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ তাঁর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরায়শকে অপমান করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

হাদীসটি এ সূত্রে গারীব।

আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٩٠٦-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْمُؤَمَّلُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي لَا يَبْغَضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৯০৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আছে এমন কেউ আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٠٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْئِهِمْ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৯০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারীরা হল আমার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। লোকেরা তো বাড়বে আর এরা হ্রাস পাবে। সুতরাং তোমরা তাদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করবে আর মন্দগুলো ক্ষমা করবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্।

٣٩٠٨-حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً فَأَذِقْ اٰخِرَهُمْ نَوَالاً.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَمَوِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

৩৯০৮. আবূ কুরায়ব (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তো কুরায়শদের প্রথমদিকের লোকদের শাস্তির স্বাদ ভোগ করিয়েছ সুতরাং এদের শেষদিকের লোকদের তোমার অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

আবদুল ওয়াহ্হাব ওয়াররাক (র)... আ'মাশ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٩٠٩-حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩৯০৯. কাসিম ইব্‌ন দীনার কূফী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি মাফ করে দাও আনসারীদের, আনসারীদের সন্তানদের, আনসারীদের সন্তানের সন্তানদের এবং আনসারী মহিলাদের।

এ সূত্রে হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابٌ : فِى أَىِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

পরিচ্ছেদ ঃ আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র

٣٩١٠-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ أَوْ بِخَيْرِ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ : بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

بَنُوْ سَاعِدَةَ . ثُمَّ قَالَ بِيَدِيْهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدَيْهِ : قَالَ : وَفِي دُوْرِ الْأَنْصَارِ كُلِّهَا خَيْرٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا حَدِيْثٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৯১০. কুতায়বা (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আনসারী গোত্রের কথা অবহিত করব কি?

সাহাবীরা বললেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

নবী ﷺ বললেন ঃ বানূ নাজ্জার। এরপর তাদের নিকটবর্তী হল বানূ আবদুল আশহাল। এরপর তাদের নিকটবর্তী হল বানুল হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ, এরপর তাদের নিকটবর্তী হল বানূ সায়েদা।

এরপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাত দিয়ে ইশারা করলেন। পরে তাঁর আঙ্গুলগুলো বন্ধ করলেন। তারপর উভয় হাতে কিছু নিক্ষেপ করার মত সেগুলো প্রসারিত করলেন। আর বললেন ঃ আনসারীদের সবগুলো গোত্রেই রয়েছে মঙ্গল।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীসটি আনাস-আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

٣٩١١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : مَا أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ، فَقِيْلَ : قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَأَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ .

৩৯১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, এরপর বানূ আবদুল আশহাল, তারপর বানূ হারিছ ইবন খাযরাজ, এরপর বানূ সাঈদা। প্রতিটি আনসারী গোত্রেই রয়েছে মঙ্গল।

সা'দ (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে দিয়েছেন।[1] তখন বলা হল ঃ আরো বহু জনের উপর তো তোমাদের প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আবূ উসায়দ সাঈদী (রা)-এর নাম হল মালিক ইব্‌ন রাবীআ।

---

১. ইনি ছিলেন বানূ সাঈদা গোত্রের।

٣٩١٢–حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خَيْرُ دِيَارِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৩৯১২. আবুস সাঈব সালাম ইব্‌ন জুনাদা ইব্‌ন সালাম (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারীদের সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার।

হাদীসটি গারীব।

٣٩١٣–حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُوْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৯১৩. আবুস সাঈব সালাম ইব্‌ন জুনাদা (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শ্রেষ্ঠ আনসার হল বানূ আবদুল আশহাল।

হাদীসটি এ সূত্রে গারীব।

بَابٌ : فِى فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত

٣٩١٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ السُّقْيَاءِ الَّتِى كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ائْتُوْنِى بِوَضُوْءٍ . فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيْلَكَ وَدَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَدْعُوْكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِى مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَ مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

৩৯১৪. কুতায়বা (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর মালিকানাধীন হাররা আস-সুকইয়া নামক স্থানে আমরা যখন পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার জন্য উযূর পানি নিয়ে এস।

তিনি উযূ করলেন, পরে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! ইবরাহীম (আ) ছিলেন আপনার বান্দা ও আপনার খালীল। তিনি মক্কাবাসীদের জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। আর আমি আপনার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার কাছে দু'আ করছি, মদীনাবাসীর জন্য; আপনি বরকত দিন তাদের মুদ্দে ও তাদের সা'-তে। যেরূপ আপনি বরকত দিয়েছেন মক্কাবাসীদের, তার দ্বিগুণ-এক বরকত-এর সাথে আরো দুই বরকত।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আয়িশা, আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩١٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْنُبَاتَةَ يُوْنُس بْنُ يَحْيٰى بْنِ نُبَاتَةَ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৯১৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র)... আলী ইবন আবূ তালিব ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর এবং আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

হাদীসটি আলী (রা) বর্ণিত সূত্রে হাসান গারীব।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি ভিন্নভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٩١٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ الزَّاهِدُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رِبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَ مِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

৩৯১৬. মুহাম্মদ ইব্ন কামিল মিরওয়াযী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

এ সনদেই নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার এ মসজিদে একবার সালাত

আদায় করা মসজিদে হারাম (বায়তুল্লাহ) ব্যতীত পৃথিবীর আর সব মসজিদে হাজার সালাত আদায় করা অপেক্ষা উত্তম।

হাদীসটি সাহীহ।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্যভাবেও এটি বর্ণিত আছে।

٣٩١٧-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ .

৩৯১৭. বুন্দার (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ মদীনায় মৃত্যুবরণ করা যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে যেন মদীনায় মারা যায়। কেননা যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার জন্য শাফাআত করব।

এ বিষয়ে সুবায়ইয়া বিনত হারিছ আসলামিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আয়্যুব সাখতিয়ানী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٩١٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : اشْتَدَّ عَلَى الزَّمَانُ ، وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ . قَالَ : فَهَلَّا إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمَنْشَرِ ، اصْبِرِي لِكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ وَسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩৯১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে একবার তাঁর এক আযাদকৃতা দাসী এসে বলল ঃ আমার উপর যমানা বড় কঠিন হয়ে গেছে। আমি ইরাকের দিকে চলে যেতে চাচ্ছি।

তিনি বললেন ঃ পুনরুত্থান অঞ্চল শামের দিকে কেন যাচ্ছ না? আরে মুর্খ মেয়ে, এখানেই ধৈর্য ধরে থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি মদীনার কঠোরতা এবং অভাবের উপর ধৈর্য ধরে থাকবে, আমি কিয়ামত দিবসে তার জন্য হব সাক্ষী এবং সুপারিশকারী।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, সুফয়ান ইব্‌ন আবূ যুহায়র এবং সুবাইয়া আসলামিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٩١٩-حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ . حَدَّثَنَا أَبِي جُنَادَةُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اٰخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ جُنَادَةَ عَنْ هِشَامٍ .

৩৯১৯. আবূ [illegible]ঈব সালাম ইব্ন জুনাদা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ব[illegible] ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামের জনপদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ যে জনপদ ধ্বংস হবে, সেটি হল মদীনা।

হাদীসটি হাসান-গারীব। জুনাদা-হিশাম (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٩٢٠-حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعَكٌ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ :أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৯২০. আল-আনসারী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী আরব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ইসলামের বায়আত নেয়। তাকে মদীনার জ্বর পেয়ে বসে। তখন মরুবাসী আরব লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। আরব লোকটি বের হয়ে গেল। পরে আবার তাঁর কাছে এল এবং বলল ঃ আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। অনন্তর আরবটি বের হয়ে চলে গেল।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা তো হল হাপরের মত। সে এর ময়লা বিদূরীত করে দেয় এবং এর পবিত্রতা বিশুদ্ধ করে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٢١-حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِيْنَةِ مَاذَعَرْتُهَا ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا حَرَامٌ.

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ نَحْوَهُ .

قَالَ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৯২১. আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন ঃ মদীনায় যদি হরিণও বিচরণ করতে আমি দেখতে পাই, তবুও সেটিকে আমি শংকিত করি না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এর দুই লাবা[১]-র মধ্যবর্তী অঞ্চলটি নিষিদ্ধ (হারাম) অঞ্চল।

এ বিষয়ে সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ, আনাস, আবূ আয়্যুব, যায়দ ইব্ন ছাবিত, রাফি' ইবন খাদী, সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) ও জাবির থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٢٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ . وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ ، فَقَالَ : هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩৯২২. কুতায়বা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে উহূদ পাহাড় ভেসে উঠলে তিনি বললেন ঃ এই পাহাড়টি আমাদের ভালবাসে আর আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইবরাহীম (আ) মক্কা নগরীকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, আর আমি কালো পাথর বিশিষ্ট প্রস্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চল মদীনাকে হারাম ঘোষণা করছি।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٢٣-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَى أَيَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلْتَ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ : الْمَدِينَةِ، أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قِنَّسْرِينَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى .تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَامِرٍ .

৩৯২৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, এই তিনটি নগরীর যেটিতেই তুমি অবতরণ করবে, সেটিই হবে তোমার হিজরাত স্থল ঃ মাদীনা, বাহরায়ন, কিন্নাসরীন।

হাদীসটি গারীব। ফাযল ইব্ন মূসা (র)-এর রিওয়ায়াত ব্যতীত এটি সম্পর্কে কিছু জানি না। এটির বর্ণনায় আবূ আমির (র) একক।

٣٩٢٤–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَصْبِرُ عَلَى لاَ وَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِى زُهَيْرٍ وَسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَةِ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

قَالَ : وَصَالِحُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ أَخُوْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ.

৩৯২৪. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনার বিপদ-আপদ এবং এর অভাব-অনটনের উপর ধৈর্য ধরে থাকবে, আমি কিয়ামত দিবসে আবশ্যই তার জন্য সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হব।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন যুহায়র এবং সাবিয়া আসলামিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

বর্ণনাকারী সালিহ ইব্ন আবূ সালিহ (র) হলেন সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ (র)-এর ভাই।

بَابٌ : فِى فَضْلِ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমার ফযীলত

٣٩٢٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ : وَاللّٰهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ، وَلَوْلاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ عِنْدِى أَصَحُّ.

৩৯২৫. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন হামরা যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (মক্কার) হাযওয়ারায় দাঁড়ানো দেখেছি। তিনি তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! (হে

মক্কা) তুমি হলে আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম যমীন। আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি বের না করে দেওয়া হত, তবে আমি বের হতাম না।

হাদীসটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

ইউনুস (র) এটিকে যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) এটিকে আবূ সালামা-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তবে আবূ সালামা-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হামরা (রা) সূত্রে বর্ণিত যুহরী (র)-এর রিওয়ায়াতটি আমার মতে অধিক সাহীহ।

٣٩٢٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَّةَ : مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৯২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা বাসরী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা মুকাররমা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ কত পবিত্র তুমি এ শহর এবং কত যে প্রিয় তুমি আমার কাছে! আমার কওম যদি আমাকে বের না করে দিত তবে তুমি ছাড়া আর কোথাও আমি বসবাস করতাম না।

এ সূত্রে হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ : فِى فَضْلِ الْعَرَبِ

পরিচ্ছেদ ঃ আরবের ফযীলত

٣٩٢٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الاَزْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَاسَلْمَانُ لاَ تَبْغَضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانِى اللهُ ؟ قَالَ : تَبْغَضُ الْعَرَبَ فَتَبْغَضُنِى .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى بَدْرٍ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيْدِ .

৩৯২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আযদী ও আহমাদ ইব্‌ন মানী' প্রমুখ (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ হে সালমান! আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না, তা হলে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে আমরা কি করে হিংসা করতে পারি? আপনার মাধ্যমেই তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হিদায়ত করেছেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ আরবদের যদি ঘৃণা কর, তবে তুমি আমাকে ঘৃণা করলে।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আবূ বাদর শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٩٢٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِى شَفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِى .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُخَارِقٍ ، وَلَيْسَ حُصَيْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِذَاكَ الْقَوِيِّ.

৩৯২৮. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উছমান ইব্ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আরবদের ধোকা দিবে, সে ব্যক্তি আমার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার মহব্বতও সে পাবে না।

হাদীসটি গারীব। হুসায়ন ইব্ন উমার আহমাসী-মুখারিক সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হাদীস বিশারদগণের মতে হুসায়ন নির্ভরযোগ্য নন।

٣٩٢٩–حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى رَزِيْنٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيْرِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا ، فَقِيْلَ لَهَا : إِنَا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ . قَالَتْ : سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى رَزِيْنٍ : وَمَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ.

৩৯২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র)... মুহাম্মদ ইব্ন আবূ রাযীন তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ কোন আরব মারা গেলে উম্মুল হারীর (র)-এর অবস্থা খুবই মারাত্মক হয়ে যেত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা দেখি যে, কোন আরব মারা গেলে আপনার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়?

তিনি বললেন ঃ আমি আমার মালিককে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরবদের ধ্বংস হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম আলামত।

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ রাযীন (র) বলেন ঃ উম্মুল হারীর (র)-এর মাওলা বা মালিক হলেন তালহা ইব্ন মালিক (রা)।

হাদীসটি গারীব। সুলায়মান ইব্ন হারব (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٩٣٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الْأَزْدِيُّ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ: حَدَّثَتْنِى أُمُّ شَرِيْكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتّٰى

يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ . قَالَتْ أُمُّ شَرِيْكٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : هُمْ قَلِيْلٌ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৯৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আযদী (র)... উম্ম শারীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জাল থেকে (মু'মিন) লোকেরা পালাবে। এমন কি তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

উম্ম শারীক (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন আরবরা কোথায় থাকবে?

তিনি বললেন ঃ তারা হবে খুবই কম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٩٣١-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ بَصْرِيٌّ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : سَامُ أَبُوْ الْعَرَبِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّوْمِ ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَيُقَالُ : يَافِثُ وَيَافِتُ وَيَفَتُ .

৩৯৩১. বিশর ইব্‌ন মুআয আল-আকদী বাসরী (র)... সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাম হল আরবের আদি পিতা। ইয়াফিছ হল রোমীয়দের আদি পিতা। আর হাম হল হাবশীদের আদি পিতা।

এ হাদীসটি হাসান। ইয়াফিছ, ইয়াফিত এবং ইয়াফাত সবরূপেই কথিত আছে।

بَابٌ : فِى فَضْلِ الْعَجَمِ

পরিচ্ছেদ ঃ অনারবের ফযীলত

٣٩٣٢-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : ذُكِرَتِ الْأَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ مِنِّى بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ،

وَصَالِحُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ هٰذَا يُقَالُ لَهُ صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ مَوْلٰى عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ .

৩৯৩২. সুফয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনারবদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাদের বা তাদের কোন এক অংশের উপর আমি তোমাদের এবং তোমাদের কোন অংশের তুলনায় অধিক আস্থাশীল।

হাদীসটি গারীব। আবূ বকর ইব্‌ন আয়্যাশ (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সালিহ ইব্‌ন আবূ সালিহ (র) হলেন সালিহ ইব্‌ন মিহ্‌রান, আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (র)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম।

٣٩٣٣–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِى ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِىُّ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلاَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ (وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ) قَالَ لَهُ رَجُلٌ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِنَا ؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ . قَالَ : وَسَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ فِيْنَا . قَالَ : فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، فَقَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلاَءِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৯৩৩. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সূরা জুমুআ নাযিল হওয়ার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি সেটি তিলাওয়াত করলেন। যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন যে (وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ) এবং তাদের অন্যান্যের জন্য (রাসূল প্রেরণ করেছি) যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। (সূরা জুমুআ ৬২ ঃ ৩) তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা, যারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি?

নবী ﷺ কোন কথা বললেন না।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমাদের মাঝে তখন সালমান ফারসী (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত সালমানের উপর রাখলেন। পরে বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! ঈমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকে তবে তাঁদের একদল লোক সেখান থেকেও তা হাসিল করে নিবেন।

হাদীসটি হাসান। আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

بَابٌ : فِى فَضْلِ الْيَمَنِ

পরিচ্ছেদ ঃ ইয়ামানের ফযীলত

٣٩٣٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ، وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَمُدِّنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ .

৩৯৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ প্রমুখ (র)... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ইয়ামানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পরে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাদের হৃদয়কে গ্রহণ কর আর আমাদের সা' ও মুদ্দ-এ বরকত দাও।

যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতরূপে হাদীসটি হাসান-গারীব। ইমরান আল-কাত্তান (র)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٩٣٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوْبًا ، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً ، اَلْإِيْمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৯৩৫. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে ইয়ামানবাসীদের আগমন হয়েছে। তাদের মন হল নরম, হৃদয় হল কোমল। ঈমান হল ইয়ামানে আর হিকমত ও প্রজ্ঞাও হল ইয়ামানীদের মধ্যে।

এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন আবূ মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٣٦–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ ، يَعْنِي الْيَمَنَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ .

৩৯৩৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শাসন হল কুরায়শদের মধ্যে, আর বিচার হল আনসারীদের মধ্যে, আযান হল হাবশাবাসীর মধ্যে, আমানতদারী হল আযদ গোত্র অর্থাৎ ইয়ামানীদের মধ্যে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি এটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি। যায়দ ইবন হুবাব (র)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা এটি অধিক সাহীহ।

٣٩٣٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنِي عَمِّي صَالِحُ ابْنُ عَبْدِ الْكَبِيْرِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمِّي

عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْأَزْدُ أُزْدُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ ، يُرِيْدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوْهُمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهُمْ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُ الرَّجُلُ: يَالَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيًّا ، يَالَيْتَ أُمِّي كَانَ أَزْدِيَّةً .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوْفًا وَهُوَ عِنْدَنَا أَصَحُّ .

৩৯৩৭. আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্তার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযদ গোত্রীয়রা হল পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আযদ বা সৈনিক। লোকেরা চায় তাদের অবনমিত করতে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে সমুচ্চই করতে চান। লোকদের উপর এমন এক যামানা আসবে যখন তারা বলবে ঃ আহা, আমার পিতা যদি আযদ গোত্রীয় হতেন, হায়! আমার মা যদি আযদ গোত্রীয়া হতেন!

হাদীসটি গারীব। এ সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

এ সনদে আনাস (রা) থেকে এটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত আছে। আমাদের মতে সেটিই অধিক সাহীহ।

٣٩٣٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ بَصْرِيٌّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ . أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ . حَدَّثَنِي غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ .قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْأَزْدِ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ.

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩৯৩৮. আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা যদি আযদ গোত্রীয় না হতাম তবে তো মানুষের মধ্যে গণ্য হতাম না।[১]

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٩٣٩-حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ زَنْجُوْيَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنِيْ أَبِي عَنْ مِيْنَاءٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ احْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَنْ حِمْيَرًا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رَحِمَ اللّٰهُ حِمْيَرًا أَفْوَاهُهُمْ سَلاَمٌ وَأَيْدِيْهِمْ طَعَامٌ ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَ إِيْمَانٍ .

---

১. আনাস (রা) ছিলেন আনসারী। আর আনসারীদের সকলেই ছিলেন মূলত ইয়ামানের আযদ কবীলার বংশধর।

قَالَ أَبُوْ عِيْـسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْـرِفُهُ إلاَّمِنْ هٰذَا الْوَجْــهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْــدِ الرَّزَّاقِ، وَيُرْوَى عَنْ مِيْنَاءِ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ .

৩৯৩৯. আবূ বকর ইব্ন যানজাওয়া (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল। আমার মনে হল সে কায়স গোত্রীয় হবে। লোকটি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি হিময়ার গোত্রের উপর লা'নত করুন। নবী ﷺ তার থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু লোকটি অন্য পার্শ্ব থেকে আবার এল। নবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি ঐ দিক আবার এল কিন্তু নবী ﷺ তার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় ঐ দিক থেকে এল। কিন্তু নবী ﷺ এবারও তার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হিময়ায় গোত্রের উপর রহম করুন। তাদের মুখে হল সালাম, হাতে হল খাদ্য; তারা হল নিরাপত্তা ও ঈমানের অধিকারী।

হাদীসটি গারীব। আবদুর রাযযাক (র)-এর হাদীস থেকে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। মীনা (র) থেকে বহু মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

بَابٌ : فِى غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ

পরিচ্ছেদ ঃ গিফার, আসলাম, জুহায়না এবং মুযায়না গোত্রের ফযীলত

٣٩٤٠–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُـهَيْنَةُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ مَوَالِى ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُوْنَ اللّٰهِ ، اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ مَوْلاَهُمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৯৪০. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)... আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আনসার, মুযায়না, জুহায়না, গিফার, আশজা' এবং যারা বানূ আবদুদ দার-এর, তারা হল আমার মাওলা। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ছাড়া এদের কোন মাওলা নেই। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই হচ্ছেন এঁদের মাওলা।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٤١–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ ، وَغِفَارُ غَفَرَاللّٰهُ لَهَا ، وَعُصَيَّةُ عَصَيْتِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৯৪১. আলী ইব্ন হুজর (র)... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আসলামকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ রাখুন ও গিফারকে আল্লাহ্ মাগফিরাত দান করুন। আর উসায়্যা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ فِي ثَقِيفَ وَ بَنِي حَنِيفَةَ

পরিচ্ছেদ : ছাকীফ ও বানূ হানীফা প্রসঙ্গে

٣٩٤٢-حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৩৯৪২. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বানূ ছাকীফের তীর আমাদের জ্বালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্র কাছে এদের উপর বদ-দু'আ করুন।

তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! বানূ ছাকীফকে হিদায়াত করুন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٩٤٣-حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلاَثَةَ أَحْيَاءٍ : ثَقِيفًا ، وَبَنِي حَنِيفَةَ، وَبَنِي أُمَيَّةَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩৯৪৩. যায়দ ইব্ন আখযাম তাঈ (র)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইনতিকাল করেন, তখন তিনটি কবীলা ছিল তাঁর অপছন্দের, ছাকীফ, বানূ হানীফা এবং বানূ উমায়্যা।

হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٩٤٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ . حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَاصِمٍ يُكْنَى أَبَا عُلْوَانَ ، وَهُوَ كُوْفِيٌّ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ ، وَشَرِيْكٌ يَقُوْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَاصِمٍ وَإِسْرَائِيْلُ يَرْوِى عَنْ هٰذَا الشَّيْخِ وَيَقُوْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِصْمَةَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ.

৩৯৪৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছাকীফ গোত্রে একজন অতিকায় মিথ্যাবাদী এবং একজন যালিম রয়েছে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াকিদ (র)... শরীক (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসিম (র)-এর উপনাম হল আবূ উলওয়ান, তিনি হলেন কূফী।

হাদীসটি গারীব। শরীক (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। শরীক (র) তাঁর সনদে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসিম (র) বলে উল্লেখ করেছেন। ইসরাঈল (র)-ও এ শায়খ থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে আবদুল্লাহ ইবন উসমা বলে উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩٤٥-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًا أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ فُلاَنًا أَهْدَى إِلَىَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِىٍّ أَوْ أَنْصَارِىٍّ أَوْ ثَقَفِىٍّ أَوْ دَوْسِىٍّ.

قَالَ : وَفِى الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَيَزِيْدُ بْنِ هَارُوْنَ يَرْوِى عَنْ أَيُّوْبَ أَبِى الْعَلاَءِ وَهُوَ أَيُّوْبُ بْنُ مَسْكِيْنٍ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِى مِسْكِيْنٍ ، وَلَعَلَّ هٰذَا الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَى عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ وَهُوَ أَيُّوْبُ أَبُو الْعَلاَءِ وَهُوَ أَيُّوْبَ بْنِ مَسْكِيْنٍ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِى مَسْكِيْنٍ .

৩৯৪৫. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি বাচ্চা উটনী হাদিয়া দেয়। তিনি তাকে এর বদলায় ছয়টি বাচ্চা উটনী দান করেন। কিন্তু তাতেও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে পৌছলে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। এরপর তিনি বললেন ঃ অমুক আমাকে একটি উটনী হাদিয়া দিয়েছিল। আমি এর বদলায় তাকে ছয়টি বাচ্চা উটনী প্রদান করি। এরপরও সে অসন্তুষ্ট। আমি ইচ্ছা করেছি যে, কুরায়শী, আনসারী ছাকাফী বা দাওসী ছাড়া আর কারো হাদিয়া গ্রহণ করব না।

হাদীসটিতে এর চাইতেও বেশী কথা রয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) রিওয়ায়াত করেছেন

আয়্যূব আবুল আলা (র) থেকে। ইনি হলেন আয়্যূব ইব্‌ন মিসকীন। তিনি ইব্‌ন আবূ মিসকীন বলেও কথিত। যে হাদীসটি আয়্যূব-সাঈদ মাকবারী (র) সূত্রে বর্ণিত, এ আয়্যূব হলেন আবুল আলা। তিনিই হলেন আয়্যূব ইব্‌ন মিসকীন। তিনি আয়্যূব ইব্‌ন আবূ মিসকীন (র) বলেও কথিত।

٣٩٤٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ الَّذِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْضَ الْعِوَضِ فَتَسَخَّطَ ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : اِنَّ رِجَالاً مِنَ الْعَرَبِ يُهْدِي أَحَدُهُمُ الْهَدِيَّةَ فَأُعَوِّضُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَاعِنْدِي ثُمَّ يَتَسَخَّطُهُ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ فِيهِ عَلَيَّ ، وَايْمُ اللّٰهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ مَقَامِي هٰذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هٰرُونَ عَنْ أَيُّوبَ .

৩৯৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ বানূ ফাযারার জনৈক ব্যক্তি গাবা নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি উটনী নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিল। তিনি এর বদলা তাকে কিছু দেন। এতে সে অসন্তুষ্ট হয়। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছি ঃ আরব মরুবাসীদের কিছু লোক তোমাদের একজনকে একটি জিনিস হাদিয়া দেয়। আমার কাছে যে পরিমাণ জিনিস ছিল আমি তা থেকে তাকে বিনিময় দেই। এরপরও এতে সে অসন্তুষ্ট থাকে এবং সে আমার উপর রাগ প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার এ স্থানে আজ দাঁড়াবার পরে আর কুরায়শী, আনসারী, ছাকাফী বা দাওসী লোকদের ছাড়া কোন আরবের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করব না।

আয়্যূব-ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হারূন (র)-এর হাদীছের তুলনায় এটি অধিক সাহীহ্।

٣٩٤٧-حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ خَلاَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: نِعْمَ الْحَيُّ الْأَسْدُ وَالْأَشْعَرُونَ ، لاَيَفِرُّونَ فِي الْقِتَالِ ، وَلاَيَغُلُّونَ ، هُمْ مِنِّي وَ أَنَامِنْهُمْ. قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : لَيْسَ هٰكَذَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ، قَالَ : هُمْ منى والى ، فقلت : ليس هكذا حدثنى ابى ، ولكنه حدثنى قال : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ . قَالَ : فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَيُقَالُ الْأَسْدُ هُمُ الْأَزْدُ.

৩৯৪৭. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র)... আবূ আমীর আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আসাদ এবং আশআরী গোত্র কতইনা ভাল! তারা লড়াই থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। তারা গণীমতের মাল খেয়ানত করে না। তারা আমার আর আমিও তাদের।

আমির ইব্‌ন আবূ আমির (র) বলেন ঃ আমি হাদীসটি মুআবিয়া (রা)-কে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এরূপ নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ هم مني والي

আমি বললাম ঃ এরূপ নয়। আমার পিতা আমাকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ هم مني وانا منهم

তিনি বললেন ঃ তোমার পিতার রিওয়ায়াত সম্পর্কে তুমি ভাল জান।

হাদীসটি হাসান-গারীব। ওয়াহব ইব্‌ন জারীর (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। বলা হয়, আযদ গোত্রই হল আসাদ গোত্র।

٣٩٤٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ . أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَأَبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِي ، وَبُرَيْدَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

৩৯৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ রাখুন, গিফারকে আল্লাহ্ তা'আলা মাগফিরাত দান করুন।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবূ যারর, আবূ বারযা, বুরায়দা এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩٤٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ نَحْوَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ، وَزَادَ فِيْهِ : وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৯৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে শু'বার রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আছে ঃ উসায়্যা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٥٠–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّئٍ وَغَطَفَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৯৫০. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে সেই সত্তার কসম! গিফার, আসলাম, মুযায়না আর যারা জুহায়নার, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে আসাদ, তাঈ এবং গাতফান থেকে শ্রেষ্ঠ হবে।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٥١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَبْشِرُوا يَابَنِي تَمِيْمٍ . قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا . قَالَ : فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : اقْبَلُوا الْبُشْرَى فَلَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا : قَدْ قَبِلْنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৯৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ বানূ তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। তিনি তাদের বললেন ঃ হে বানূ তামীম! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

তারা বলল ঃ সুসংবাদ তো দিলেন এখন কিছু (নগদ অর্থ) দান করুন।

ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইত্যবসরে ইয়ামানবাসীদের একটা দল আসে। তিনি তাদের বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। বানূ তামীম তা গ্রহণ করল না।

তারা বলল ঃ আমরা তা কবূল করলাম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

٣٩٥٢-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ . أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ تَمِيْمٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ : قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوْا . قَالَ : فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৯৫২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর তাঁর পিতা আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না গোত্রসমূহ তামীম, আসাদ, গাতফান ও বানূ আমির ইব্‌ন সা'সাআ থেকে উত্তম।

নবী ﷺ পরে উঁচু করে তা বললেন।

উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ এরা তো লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল।

নবী ﷺ বললেন ঃ ওরা এদের চাইতে উত্তম।

হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ : فِى فَضْلِ الشَّامِ وَ الْيَمَنِ

পরিচ্ছেদ ঃ শাম ও ইয়ামানের ফযীলত

٣٩٥٣-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ . حَدَّثَنِى جَدِّى أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى يَمَنِنَا ، قَالُوا وَفِىْ نَجْدِنَا . فَقَالَ : اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِى يَمَنِنَا . قَالُوا : وَفِى نَجْدِنَا . قَالَ : هُنَالِكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ ، وَبِهَا أَوْ قَالَ مِنْهَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৯৫৩. বিশর ইব্‌ন আদাম ইব্‌ন বিনতি আযহার সাম্মান (র)... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি বরকত দাও আমাদের শামে, বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে।

লোকেরা বলল ঃ আমাদের নজদে?

তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি বরকত দাও আমাদের শামে, বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে।

লোকেরা বলল ঃ আর আমাদের নজদে?

তিনি বললেন ঃ সেখানে তো ভূকম্পন, ফিতনা এবং সেখান থেকেই বের হয় শয়তানের শিং।

ইব্‌ন আওন বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

এ হাদীসটি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন উমার-তার পিতা আবদুল্লাহ উমার (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

٣٩٥٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَمَاسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : طُوْبَى الشَّامِ ، فَقُلْنَا : لِأَيٍّ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لِأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ أَيُّوْبَ .

৩৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা)... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ছিলাম এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন খণ্ড থেকে কুরআন সংকলিত করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মুবারকবাদ ও কল্যাণ শামের জন্য।

আমরা বললাম ঃ তা কেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল?

তিনি বললেন ঃ কারণ, দয়াময় আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা এর উপর তাঁদের পাখনা মেলে রাখেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। আমরা এটিকে কেবল ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই জানি।

٣٩٥٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَشْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوا إِنَّمَاهُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِى يُدَهْدِهُ الْخُرَاءَ بِأَنْفِهِ ، إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَاهُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৯৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অবশ্যই নিজ নিজ মৃত পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করা থেকে নিবৃত থাকতে হবে। ওরা তো এখন জাহান্নামের অঙ্গার। (তা থেকে বিরত না হলে) পায়খানায় নাক ঢুকিয়ে রাখা 'জু'ল' কীট অপেক্ষাও এরা আল্লাহ্র কাছে লাঞ্ছিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের অহংকার এবং পিতৃ-পিতামহদের নিয়ে গর্ব করার দোষ অপসারিত করেছেন। বান্দা তো কেবল একজন তাকওয়ার অধিকারী মু'মিন বা দুর্ভাগ্য দুরাচারী। মানুষ সবাই তো আদম-সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান।

٣٩٥٦-حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ الْقَرَوِيُّ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ .

قَالَ : هٰذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ ، قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَيَرْوِى عَنْ أَبِيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৩৯৫৬. হারূন ইব্ন মূসা ইব্ন আবূ আলকামা আল-ফারাবী আল-মাদীনী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী অহংকার এবং পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করা দূরীভূত করে দিয়েছেন। হয়ত হবে মুত্তাকী এক মু'মিন, নয়ত দুর্ভাগা দুরাচার। মানুষ সবাই তো আদম সন্তান আর আদম হয়েছেন মাটি থেকে।

আমাদের মতে এটি পূর্ববর্তী হাদীস থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য। সাঈদ মাকবুরী আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন। তাঁর পিতার বরাতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বহু বিষয় বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الشَّمَائِلِ

অধ্যায় ঃ শামাইল

كِتَابُ الشَّمَائِلِ

অধ্যায় ঃ শামাইল

بَابُ : مَا جَاءَ فِيْ خَلْقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুলিয়া মুবারক (দৈহিক গঠন)

٣٩٥٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلاَ بِالْاٰدَمِ وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ـ

৩৯৫৭. আবূ রাজা কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবূ আবদুর রহমান) তাকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি [হযরত আনাস (রা.)] বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ দেহধারী ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদা কিংবা বাদামী বর্ণের ছিলেন না। তাঁর কেশ মুবারক একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। এরপর মক্কা মুকাররমায় দশ বছর এবং মদীনায় মুনাওয়ারায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ষাট বছর বয়সে তাকে ওফাত দান করেন। ওফাতকালে তাঁর কেশ ও দাড়ি মুবারকের বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

٣٩٥٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَ لاَ بِالْقَصِيْرِ حَسَنَ الْجِسْمِ وَ كَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ اَسْمَرَ اللَّوْنِ اِذَا مَشٰى يَتَكَفَّاُ ـ

৩৯৫৮. হুমায়দ ইবন মাসআদা বসরী (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চতায় দীর্ঘ কিংবা বেঁটে ছিলেন না বরং মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তাঁর দেহ (শরীর) মুবারক ছিল খুব আকর্ষণীয়। আর তাঁর কেশ মুবারক অত্যধিক কোঁকড়ানো কিংবা

একেবারে সোজা ছিল না। তিনি গৌরবর্ণের ছিলেন। পথ চলাকালীন তিনি সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে চলতেন।

٣٩٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يَعْنِي الْعَبْدِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

৩৯৫৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার আবদী (র.)... আবু ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্যমাকৃতির দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ সাধারণের তুলনায় প্রশস্ত ছিল। তাঁর ঘন কেশরাজি কর্ণমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাঁর দেহে লাল তহবন্দ ও লাল চাদর শোভা পেত। আমি তাঁর চাইতে সুদর্শন কাউকে কখনো দেখিনি।

٣٩٦٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالطَّوِيلِ.

৩৯৬০. মাহমুদ গায়লান (র.)......বারা' ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশবিশিষ্ট লাল চাদর ও লাল তহবন্দ পরিহিত কাউকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিকতর সুদর্শন দেখিনি। তাঁর গর্দান ও বাহুদ্বয়ের সংযোগস্থল প্রশস্ততর ছিল। তিনি অধিক বেঁটে কিংবা অধিক দীর্ঘদেহী ছিলেন না।

٣٩٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمُ الرَّأْسِ ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمَسْعُودِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

৩৯৬১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)... আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘকায় কিংবা খর্বাকৃতির ছিলেন না। তাঁর হস্তদ্বয়ের তালু ও পদদ্বয়ের তালু ও অংগুলিগুলো মাংসল ছিল। তাঁর শির হৃষ্টপুষ্ট এবং অস্থিগ্রন্থিগুলো মোটা ছিল। বক্ষদেশ হতে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখা প্রলম্বিত ছিল। যখন পথ চলতেন মনে হত যেন কোন উঁচু স্থান থেকে নিচে

অবতরণ করছেন। তিনি (রাবী) বলেন ঃ তাঁর মত (অনুপম আকর্ষণীয়) আমি কাউকে তাঁর পূর্বে কিংবা পরে দেখিনি।

সুফয়ান ইবন ওয়াকী (রা.)..... মাসউদী (রা.) থেকে এই সনদে একই অর্থে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٩٦٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ اَبِي حَلِيْمَةَ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ اِذَا وَصَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَغَّطِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلاً وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيْرٌ اَبْيَضُ مُشْرَبٌ اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ اَهْدَبُ الْاَشْفَارِ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ اَجْرَدُ ذُوْ مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ فِيْ صَبَبٍ وَاِذَا الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَاَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَاَكْرَمُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاٰهُ بَدَاهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُوْلُ نَاعِتُهُ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى رَحِمَهُ اللّٰهُ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الاَصْمَعِيَّ يَقُوْلُ فِيْ تَفْسِيْرِ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُمَغَّطُ الذَّاهِبُ طُوْلاً قَالَ وَسَمِعْتُ اَعْرَابِيًا يَقُوْلُ فِيْ كَلاَمِهِ تَمَغَّطَ فِيْ نَشَّابَتِهِ اَيْ مَدَّهَا مَدًّا شَدِيْدًا وَالْمُتَرَدِّدُ الدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِيْ بَعْضٍ قِصَرًا وَاَمَّا الْقَطَطُ فَالشَّدِيْدُ الْجُعُوْدَةِ وَالرَّجِلُ الَّذِيْ فِيْ شَعْرِهِ حُجُوْنَةٌ اَيْ تَثَنٍّ قَلِيْلاً وَاَمَّا الْمُطَهَّمُ فَالْبَادِنُ الْكَثِيْرُ اللَّحْمِ وَالْمُكَلْثَمُ الْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ وَالْمُشْرَبُ الَّذِيْ فِيْ بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ وَالْاَدْعَجُ الشَّدِيْدُ سَوَادِ الْعَيْنِ وَالاَهْدَبُ الطَّوِيْلُ الْاَشْفَارِ وَالْكَتَدُ مُجْتَمِعُ الْكَتِفَيْنِ وَهُوَ الْكَاهِلُ الْمَسْرُبَةُ هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيْقُ الَّذِيْ كَاَنَّهُ قَضِيْبٌ مِنَ الصَّدْرِ اِلَى السُّرَّةِ وَالشَّثْنُ الْغَلِيْظُ الْاَصَابِعِ مِنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالتَّقَلُّعُ اَنْ يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ وَالصَّبَبُ الْحَدُوْرُ تَقُوْلُ انْحَدَرْنَا فِيْ صَبُوْبٍ وَصَبَبٍ وَقَوْلُهُ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ يُرِيْدُ رُؤُسَ الْمَنَاكِبِ وَالْعِشْرَةُ الصُّحْبَةُ وَالْعَشِيْرُ الصَّاحِبُ الْبَدَاهَةُ الْمُفَاجَاةُ يُقَالُ بَدَهْتُهُ بِاَمْرٍ اَيْ فَجَئْتُهُ .

৩৯৬২. আহমদ ইবন 'আবদা আয-যাব্বী আল-বসরী ইবন হুজর, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন (রা.) আলী ইবন আবু তালিব (রা.) এর বংশধর ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শারীরিক গঠন বর্ণনাকালে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যধিক দীর্ঘকায়ও ছিলেন না এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট মাংসপেশীযুক্ত খর্বাকৃতিরও ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর গোত্র ও সমাজের লোকদের মধ্যে মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তাঁর কেশ মুবারক অধিক কোঁকড়ানো কিংবা একেবারে সোজা ছিল না। বরং তাঁর কেশ মুবারক কিছুটা কোঁকড়ানো ছিল। তাঁর দেহ মুবারক নাদুস-নুদুস ও মুখমণ্ডল ফোলা-ফাঁপা ছিল না (কিংবা ছিপছিপে পাতলাগোছের ছিল না)। তাঁর চেহারা মুবারক সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, তবে সামান্য গোলাকার ভাব ছিল। তিনি ছিলেন শুভ্র ও লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট দেহের অধিকারী। তাঁর নয়নতারা অত্যন্ত কাল ছিল এবং চক্ষুদ্বয়ের পাঁপড়ির চুল দীর্ঘ ছিল। অস্থি গ্রন্থিগুলো এবং দুই কাঁধের মিলনস্থল ছিল উন্নত ও সুস্পষ্ট। হাত-পা ছিল লোমশূন্য। পশমের একটি সরু রেখা বক্ষ থেকে নাভিস্থল পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। হাতের তালু, পায়ের তলা এবং হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল মাংসল ও মোটা গোছের। হাঁটার সময় এমনভাবে দৃঢ়পদে পা তুলে হাঁটতেন যেন নিম্নস্থানে নামছেন। যখন কোন দিকে তাকাতেন তখন সম্পূর্ণভাবেই দৃষ্টি ফেলতেন। তাঁর দুই কাঁধের মিলনস্থলে নবুওয়াতের মোহর ছিল তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, জিহবার দিক দিয়ে সর্বাধিক সত্যবাদী, আচার-ব্যবহারে অত্যধিক কোমল এবং আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব রক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক দয়াপ্রবণ। যে কেউ তাঁকে হঠাৎ করে দেখত, তারই ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার হতো। যে কেউ পরিচিতিব্যপদেশে তাকে সম্বোধন করতো, তাঁর প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়তো। তাঁর সম্পর্কে সাক্ষাতদানকারী মাত্রই বলে উঠবে, 'তাঁর অনুরূপ কাউকে আমি পূর্বে দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।' আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে নিরাপত্তা দান করুন।

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) (র) বলেন, আমি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন (র)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আসমা'ঈ (র) কে বলতে শুনেছি الممغط। অর্থ অতি দীর্ঘকায়। তিনি আরও বলেন, আমি এক বেদুঈনকে বলতে শুনেছি تمغط في نشابته সে তার ধনুক (-এর ছিলা) জোরে টেনে ধরেছে। المتردد। যারা বেঁটে হওয়ার কারণে একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ দৃঢ় থেকে যাকে দেখা যায় না। القطط। অতিশয় কোঁকড়ানো الرجل। হালকা কোঁকড়ানো। المطهم। মাংসল ভারী দেহ। المكلثم। গোলাকৃতির মুখমণ্ডল। المشرب। রক্তিম সাদা। الادعج। চোখের তারা ঘোর কাল, দীর্ঘ পলক, الكتد। স্কন্ধদ্বয় মাংসল। المسربة। খেজুর শাখার ন্যায় বুক হতে নাভি পর্যন্ত পশমের সরু রেখা প্রলম্বিত ছিল। الشثن। হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ। التقلع। দৃঢ় পদে পথ চলা। انحدرنا। তুমি নিম্নে অবতরণ করলে বলে থাকে। (সাবূব) صبوب বা (সাবাব) صبب -এ নামলাম। المشاش। বলে বর্ণনাকারী 'মুশাশ' অর্থ কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থল বুঝিয়েছেন। العشرة। অর্থ সঙ্গ, আর العشير। অর্থ সঙ্গী-সাথী।

البداهة অর্থ আকস্মিক ঘটা। আমি যদি কারও কাছে কোন বিষয় আকস্মিকভাবে পেশ করি তাহলে বলা হয় بداهته بامر । •

٣٩٦٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنَ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَجْلِيُّ اِمْلَاءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ مِنْ وُلْدِ اَبِيْ هَالَةَ زَوْجِ خَدِيْجَةَ يُكْنَى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِيْ هِنْدَ بْنَ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَشْتَهِيْ اَنْ يَّصِفَ اِلَيَّ شَيْئًا اَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَاْلَاُ وَجْهُهُ تَلَاْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوْعِ وَاَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ عَظِيْمَ الْهَامَةِ رَجِلَ الشَّعْرِ اِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهُ فَرَقَ وَاِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ اِذَا هُوَ وَفَّرَهُ اَزْهَرَ اللَّوْنِ وَاسِعَ الْجَبِيْنِ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ اَقْنَى الْعِرْنِيْنِ لَهُ نُوْرٌ يَعْلُوْهُ يَحْسَبُهُ مَنْ لَّمْ يَتَاَمَّلْهُ اَشَمَّ كَثَّ اللِّحْيَةِ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ ضَلِيْعَ الْفَمِ مُفَلَّجَ الْاَسْنَانِ دَقِيْقَ الْمَسْرُبَةِ كَاَنَّ عُنُقَهُ جِيْدُ دُمْيَةٍ فِيْ صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ عَرِيْضُ الصَّدْرِ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْنِ ضَخْمُ الْكَرَادِيْسِ اَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُوْلُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَجْرِيْ كَالْخَطِّ عَارِيَ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوٰى ذٰلِكَ اَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَاَعَالِي الصَّدْرِ طَوِيْلُ الزَّنْدَيْنِ رَحْبُ الرَّاحَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ سَائِلُ الْاَطْرَافِ اَوْ قَالَ شَائِلُ الْاَطْرَافِ خُمْصَانِيْ الْاَخْمَصَيْنِ مَسِيْحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُوْ عَنْهُمَا الْمَاءُ اِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا يَخْطُوْ تَكَفِّيًا وَيَمْشِيْ هَوْنًا ذَرِيْعُ الْمِشْيَةِ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَاِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا خَافِضُ الطَّرْفِ نَظَرُهُ اِلَى الْاَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ نَظَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ يَسُوْقُ اَصْحَابَهُ يَبْدَاُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ.

৩৯৬৩. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার মামা হিন্দ ইবন আবূ হালাহ্ (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুলিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর হুলিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমি চাইছিলাম যে, তিনি আমাকে সে সম্পর্কে বিবরণ দিলে আমি তা আমার জন্য দলীল হিসেবে স্মৃতিপটে গেঁথে রাখবো। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সম্মান ও মর্যাদার আঁধার। পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর ন্যায় তাঁর চেহারা ঝলমল করত। তিনি মধ্যম আকৃতির চেয়ে অধিকতর দীর্ঘদেহী এবং অতিশয় দীর্ঘকায় ব্যক্তির চেয়ে খানিকটা খর্বকায় ছিলেন। তাঁর মাথা (তুলনামূলক) বড় এবং কেশরাজি কিছুটা কোঁকড়ানো ছিল। সহসা

সিঁথি করা গেলে সিঁথি করতেন নতুবা সিঁথি করতেন না। তিনি তাঁর কেশরাজিকে যখন 'অফরা' করে কাটতেন তখন তা তাঁর উভয় কানের লতি অতিক্রম করত। তাঁর বর্ণ অতি প্রাঞ্জল এবং ললাটের উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত ছিল। তাঁর ভ্রূযুগল বিযুক্ত ধনুকাংশের ন্যায় বাঁকা, খুব সূক্ষ্ম তবে ঘন চুল বিশিষ্ট। আর ঐ ভ্রূযুগলের মাঝে এমন একটি শিরা রয়েছে যা রাগের সময় অধিক রক্ত সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ভেসে উঠত (প্রকাশ পেত)। তাঁর নাসিকা সুদীর্ঘ, অগ্রভাগ সরু এবং মধ্যভাগ নুয়ে। তাঁর নাসিকায় এমন নূর (জ্যোতি) ছিল যা নাকের উপর বিকীর্ণ হত। কেউ গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁর নাকের প্রতি না তাকালে অত্যুন্নত নাসা মনে করত। তাঁর দাঁড়ি ছিল বিস্তীর্ণ ও খুব ঘন, গণ্ডদ্বয় মসৃণ এবং মুখ-বিবর প্রশস্ত। সম্মুখের উপরের পাটির দু'টি দাঁত ও নিচের পাটির দু'টি দাঁত আলাদা। --- মিলিত ছিল না। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুলের রেখাটি ছিল সরু। তাঁর গ্রীবা যেন হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত মোতির গ্রীবা কিন্তু তার শুভ্রতা রৌপ্যের ন্যায়। তাঁর দেহের গঠন ছিল শোভনীয় (সুসমঞ্জস) এবং মাংসপেশী ছিল সুদৃঢ় মজবুত। তাঁর পেট ও বক্ষ (সমান) উচ্চ এবং বক্ষদেশ প্রশস্ত। তাঁর এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ অপেক্ষাকৃত দূরত্বে ছিল। [illegible] অস্থি গ্রন্থিগুলো স্থূল [illegible]। আর সচরাচর অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দীপ্তিমান ছিল। তাঁর বক্ষ ও নাভির মধ্যভাগ এমন কেশরাজি দ্বারা সংযুক্ত ছিল যা দেখতে যেন একটি প্রলম্বিত (সরু) রেখা। এতদ্ব্যতীত তাঁর পেট ও স্তনদেশ লোমশূন্য ছিল। তাঁর উভয় বাহু কাঁধের সংযোগস্থল ও বক্ষের উপরিভাগ লোমশ ছিল। তাঁর উভয় কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত বাহুর অগ্রভাগ দীর্ঘ, হাতের তালু অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং হাত-পায়ের অঙ্গুলিগুলো মাংসল ও লম্বা লম্বা [illegible]। তিনি খড়ম পরিধান করতেন। পথ চলার সময় ঐ অংশ মাটি স্পর্শ করত না। তাঁর পায়ের নিচের অংশ ছিল মসৃণ, পানি ঢাললে তৎক্ষণাৎ তা গড়িয়ে যেত। হাঁটার সময় তিনি দৃঢ়তার সাথে পা তুলে চলতেন, সামনের দিকে ন্যূব্জ হয়ে পা ফেলতেন এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতেন। পথ চলার সময় তিনি দ্রুত চলতেন, মনে হতো যেন উপর থেকে নিচে অবতরণ করছেন। তিনি কোন দিকে তাকালে সম্পূর্ণভাবে চেহারা ফিরাতেন। তিনি ছিলেন আনত নয়ন, আসমানের দিকে দৃষ্টি করার তুলনায় বেশিরভাগ তাঁর দৃষ্টি যমীনের দিকেই নিবদ্ধ থাকত। তাঁর দৃষ্টির পুরোটাই ছিল আলকা দৃষ্টি। তিনি তাঁর সাহাবাদের পেছনে থাকতেন। পথিমধ্যে যার সাক্ষাত হত, তাঁকেই তিনি প্রথম সালাম দিতেন।

٢٩٦٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قُلْتُ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ .

২৯৬৪. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন যালীউল ফাম, আশকালুল 'আয়ন' ও মানহূসুল আকিব। শু'বা (র) বলেন, আমি সিমাককে বললাম, 'যালীউল ফাম' কি? তিনি বললেন, বড় মুখ বিবর বিশিষ্ট। আমি

(আবার) বললাম, 'আশকালুল আয়ন' কি? তিনি বললেন, ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট। আমি বললাম, 'মানহুসুল আকাব' কি? তিনি বললেন, সরু গোড়ালি বিশিষ্ট।

٣٩٦٥. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ يَعْنِىْ ابْنَ سَوَّارٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ اِضْحِيَانٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ عِنْدِىْ اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

৩৯৬৫. হান্নাদ ইবন সাররী (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার পূর্ণিমা রাত্রির স্নিগ্ধ আলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'লাল হুল্লাহ্' (চাদর ও লুঙ্গি) পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন আমি একবার তাঁর দিকে ও একবার চাঁদের দিকে তাকাতে থাকলাম। (ফলে) তিনি আমার কাছে পূর্ণিমার (প্রাঞ্জল) চাঁদের চেয়ে অধিকতর চমৎকার প্রতিভাত হন।

٣٩٦٦. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّوَّاسِىُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ.

৩৯৬৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার বারা' ইবন আযিব (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা কি তরবারির ন্যায় ছিল? তিনি বললেন, না। বরং তা চাঁদের (প্রাঞ্জল আলোর) মত ছিল।

٣٩٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْمَصَاحِفِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ كَاَنَّمَا صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ رَجِلَ الشَّعْرِ.

৩৯৬৭. আবূ দাঊদ আল-মাসাহিফী সুলায়মান ইবন সালম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুভ্রতায় ছিলেন রৌপ্যের ন্যায় এবং তাঁর কেশরাজি ছিল খানিকটা কোঁকড়ানো।

٣٩٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَىَّ الاَنْبِيَاءُ فَاِذَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِىْ نَفْسَهُ الْكَرِيْمَةَ وَرَاَيْتُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ •

৩৯৬৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে আম্বিয়া কিরামকে পেশ করা হয়। মূসা (আ)-এর মধ্যে বিভিন্ন লোকের সাদৃশ্য বর্তমান (দেখা গেল)। তিনি যেন শানুয়াহ গোত্রের লোক। আর মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-কে উরওয়া ইবন মাসউদের সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখতে পাই। তারপর আমি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে পাই এবং তাঁকে পাই তোমাদের সঙ্গীর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। 'তোমাদের সঙ্গী' বলে, তিনি নিজ সত্তাকে বুঝিয়েছেন। আর আমি জিবরাঈল (আ)-কে দিহ্য়া (কালবী)-এর সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখতে পাই।

٣٩٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا بَقِيَ عَلٰى وَجْهِ الاَرْضِ اَحَدٌ رَاٰهُ غَيْرِيْ قُلْتُ صِفْهُ لِيْ قَالَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا.

৩৯৬৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি—তবে তাঁকে যারা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমি ব্যতীত কেউ ভূপৃষ্ঠে বেঁচে নেই। (জুরায়রী বলেন) আমি বললাম ঃ আপনি আমার কাছে তাঁর বিবরণ পেশ করুন। তিনি বলেন ঃ তিনি ছিলেন শুভ্রকায় ও লাবণ্যময় সুসমঞ্জস।

٣٩٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ ثَابِتٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَخِيْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رُاِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

৩৯৭০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনের দাঁত দু'টির মধ্যে খানিকটা ফাঁকা ছিল। বাক্যালাপ করার সময় তাঁর **সামনের** ছানায়া দাঁতের মধ্যখান থেকে যেন জ্যোতির মত কিছু বিকীর্ণ (বের) হত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

পরিচ্ছেদ ঃ মোহরে নবূওয়াত

٣٩٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ بِرَاْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلَى الْخَاتَمِ الَّذِيْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَاِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

৩৯৭১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভাগ্নে অসুস্থ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মাথায় (স্নেহভরে) হাত বুলালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি ওযু করেন। আমি তাঁর ওযুর উদ্বৃত্ত পানি পান করলাম এবং তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সহসা তাঁর দু'কাঁধের মধ্যস্থ মোহরে নবুওয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে যা দেখতে পাখির (কবুতরের) ডিমের মতো মনে হতো।

٣٩٧٢. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُدَّةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ.

৩৯৭২. সাঈদ ইবন ইয়াকূব তালিকানী (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত দেখেছি। আর তা যেন ছিল কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল বর্ণের গোশতপিণ্ড।

٣٩٧٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ اَشَاءُ اَنْ اُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِيْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ يَقُوْلُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ.

৩৯৭৩. আবূ মুস'আব মাদানী (র)... রুমায়ছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ওফাতের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁর ওফাতে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠেছিল। রুমায়ছা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই উক্তি করেন তখন আমি তাঁর এত নিকটে ছিলাম যে, ইচ্ছে করলে মোহরে নবুওয়াত চুম্বন করতে পারতাম।

٣٩٧٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا وَصَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

৩৯৭৪. আহমদ ইবন আবদা যাব্বী, আলী ইবন হুজর এবং আরো অনেকে (র)... আলী (রা)-এর দৌহিত্র ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ (র) বলেন ঃ আলী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গুণাবলী বর্ণনা করতেন —এ বলে অনুরূপ একটি দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করতেন। তিনি বলতেন ঃ তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত অবস্থিত ছিল। আর তিনি সর্বশেষ নবী।

٣٩٧٥. حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ عِلْبَاءُ ابْنُ اَحْمَرَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَخْطَبَ الاَنْصَارِىُّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا زَيْدٍ اُدْنُ مِنِّىْ فَامْسَحْ ظَهْرِىْ فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ اَصَابِعِىْ عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ وَمَا الْخَاتَمُ قَالَ شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ.

৩৯৭৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... উমর ইবন আখতাব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যায়দ! আমার কাছে এসো এবং আমার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাও। তখন আমি তাঁর পিঠে হাত বুলাতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমার অঙ্গুলিগুলো মোহরে নবূওয়াতের উপর লেগে গেল। ইলবা (র) বলেন, আমি বললাম ঃ 'খাতাম' কি জিনিস? তিনি বললেন, এক গুচ্ছ কেশদাম

٣٩٧٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا هٰذَا فَقَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ فَقَالَ ارْفَعْهَا فَاِنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ فَرَفَعَهَا فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا سَلْمَانُ فَقَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اُبْسُطُوْا ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْخَاتَمِ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰمَنَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُوْدِ فَاشْتَرَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلٰى اَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخِيْلاً فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيْهِ حَتّٰى تُطْعِمَ فَغَرَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ اِلاَّ نَخْلَةً وَّاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاْنُ هٰذِهِ النَّخْلَةِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا غَرَسْتُهَا فَنَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهِ.

৩৯৭৬. আবূ 'আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ খুযাঈ (র)... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর একদা সালমান ফারসী (রা) একটি পাত্রে কিছু কাঁচা খেজুর নিয়ে এলেন এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে সালমান! এ কিসের খেজুর? (অর্থাৎ হাদীয়া না সাদকা?) তিনি বললেন, আপনার ও আপনার সাহাবাদের জন্য সাদকা। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন ঃ এগুলো তুলে নাও। আমরা সাদকা খাই না। তিনি (রাবী) বলেন ঃ তিনি তা তুলে নিলেন। পর দিন তিনি অনুরূপ খেজুর নিয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। তখন তিনি

বললেন ঃ হে সালমান! এ কিসের খেজুর? তিনি বললেন, আপনার জন্য হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা হাত বাড়িয়ে দাও (অর্থাৎ হাদিয়া গ্রহণ কর)। এরপর সালমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবূওয়াত দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। (রাবী বলেন), সালমান (রা) জনৈক ইয়াহূদীর গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এত এত দিরহামের বিনিময়ে এবং এই শর্তে খরিদ করেন যে, সালমান তাঁর ইয়াহূদী মুনিবের জন্য একটি খেজুর বাগান করে দেবে এবং তাতে ফুল আসা পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পবিত্র হাতে একটি চারা ব্যতীত সবগুলো রোপণ করলেন এবং একটি চারাগাছ উমর (রা) রোপণ করেছিলেন। ঐ বছরই সকল গাছে ফল আসল কিন্তু একটি গাছে খেজুর ধরলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ গাছটির এ অবস্থা কেন? উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সেটি রোপণ করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ চারাটি উপড়িয়ে পুনঃ নিজ হাতে তা রোপণ করলেন। ফলে ঐ বছরই তাতে খেজুর ধরলো।

٣٩٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ فَقَالَ كَانَ فِيْ ظَهْرِهِ بَضْعَةً نَاشِزَةً.

৩৯৭৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবূ নাযরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মোহরে নবূওয়াত সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তা ছিল তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপর এক টুকরা বাড়তি গোশতপিণ্ড।

٣٩٧٨. حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَدُرْتُ هٰكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ الَّذِيْ اُرِيْدُ فَاَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَاَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلٰى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهَا خِيْلَانٌ كَاَنَّهَا ثَاٰلِيْلُ فَرَجَعْتُ حَتّٰى اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَلَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ اسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ وَلَكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).

৩৯৭৮. আবুল আশ'আছ আহমাদ ইবনুল মিকদাম 'ইজলী বসরী (র)... আবদুল্লাহ ইবন সারজাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। এক পর্যায়ে আমি তাঁর পেছনে ঘুরে ফিরলাম। তিনি আমার মনোবাঞ্ছা বুঝতে পেরে পৃষ্ঠদেশ থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন। তখন আমি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবূওয়াত দেখতে পাই। আর তা ছিল মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলীর ন্যায় এবং চতুষ্পার্শ্বে সাচিলের মত কতগুলো তিলক শোভা পাচ্ছিল। এরপর আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে

ক্ষমা করুন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাকেও ক্ষমা করুন। তারপর লোকে আমাকে বলতে লাগল, তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার মাগফিরাত কামনা করেছেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তোমাদের জন্য দু'আ করেছেন। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

(হে রাসূল!) আপনি আপনার জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কেশ মুবারক

٣٩٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِلٰى نِصْفِ اُذُنَيْهِ.

৩৯৭৯. আলী ইবন হুজর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় চুল দুই কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٣٩٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ .

৩৯৮০. হান্নাদ ইবনুস সাররী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একত্রে একই পাত্রস্থ পানি দিয়ে গোসল করতাম। আর তাঁর কেশ মুবারক জুম্মার ঊর্ধ্বে এবং ওয়াফরাহ-এর নিচে ছিল (অর্থাৎ কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত না)।

٣٩٨١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

৩৯৮১. আহমদ ইবন মানী' (র).... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্যমাকৃতির দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ততর ছিল। তাঁর মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٣٩٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

৩৯৮২. মুহম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কেশ মুবারক কেমন ছিল সে সম্পর্কে আমি আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি অত্যধিক কোঁকড়ানো কিংবা একেবারে সটান কেশ বিশিষ্ট ছিলেন না। তাঁর কেশ মুবারক তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত শোভা পেত।

٣٩٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ اَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْنَا مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَائِرَ.

৩৯৮৩. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ উমর মক্কী (র)... উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাদের নিকট মক্কায় তাশরীফ আনেন। আর তখন তাঁর মাথার চুল চারটি গুচ্ছে বিন্যস্ত ছিল।

٣٩٨٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ شَعْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ.

৩৯৮৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় চুল তাঁর দুই কানের (কাঁধের) মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٣٩٨٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ.

৩৯৮৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কেশ মুবারক নিম্নদেশে ঝুলিয়ে রাখতেন (অর্থাৎ প্রথমদিকে তিনি সিঁথি করতেন না)। আর মুশরিকরা তাদের মাথায় সিঁথি করত। পক্ষান্তরে আহলে কিতাব তাদের মাথার চুল ঝুলিয়ে রাখত। প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ব্যাপারে প্রত্যাদেশ না পেতেন, সে সব ব্যাপারে আহলে কিতাবদের অনুসরণ পছন্দ করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কেশ মুবারকে সিঁথি করতেন।

٣٩٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ الْمَكِّى عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَا ضَفَائِرَ اَرْبَعٍ.

৩৯৮৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি চুলের চারটি বেণী বাঁধা অবস্থায় দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَرَجلِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুল পরিপাটি করা

٣٩٨٧. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ.

৩৯৮৭. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হায়েয (ঋতুবতী) অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুল পরিপাটি করতাম।

٣٩٨٨. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ ابْنُ عِيْسَى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانَ هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيْحَ لِحْيَتِهِ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ حَتّٰى كَاَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ.

৩৯৮৮. যুসূফ ইবন ঈসা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় আপন মাথায় তৈল মালিশ করতেন এবং তাঁর দাড়ি আঁচড়ানোর কাজ প্রায়শঃ করতেন। অনেক সময় সুবিন্যাসিত মাথায় এক টুকরা কাপড় ব্যবহার করতেন, যা অধিক তৈল ব্যবহার করার দরুন তেলীর কাপড় মনে হতো।

٣٩٨٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِىْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِىْ انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ.

৩৯৮৯. হান্নাদ ইবন আস্ সাররী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উযূ করতেন তখন ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন, কেশ বিন্যাস ও জুতা পরিধানের কাজও ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন।

٣٩٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا.

৩৯৯০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যহ (বারংবার) কেশ পরিপাটি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٩١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ

اْلاَوْدِىْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًا.

৩৯৯১. হাসান ইবন আরাফা (র)... নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝে মাঝে তাঁর কেশ মুবারক পরিপাটি করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বার্ধক্য (চুল সাদা হওয়া)

٢٩٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ اِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِىْ صُدْغَيْهِ وَلٰكِنْ اَبُوْ بَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

৩৯৯২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খিযাব ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, তিনি ঐ পর্যন্ত পৌছেন নি (অর্থাৎ তাঁর দাঁড়ি ও কেশ মুবারক এতদূর সফেদ হয়নি যাতে খিযাব প্রয়োজন হয়)। তবে কেবলমাত্র তাঁর দুই নয়ন যুগল ও দুই কর্ণের মধ্যবর্তী অংশের কিছু চুল সফেদ হয়েছিল। তবে আবূ বকর (রা) মেহেদী পাতা ও কাতাম দ্বারা খিযাব করতেন।

٢٩٩٣. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَيَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا عَدَدْتُ فِىْ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ اِلاَّ اَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৩৯৯৩. ইসহাক ইবন মানসূর এবং ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথা ও দাড়ি মুবারকে মাত্র চৌদ্দটি সাদা চুল গণনা করেছি।

٢٩٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ يُسْئَلُ عَنْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ اِذَا اَدْهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ فَاِذَا لَمْ يُدْهَنْ رُئِىَ مِنْهُ.

৩৯৯৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... সিমাক ইবন হারব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাদা চুল সম্পর্কে জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে আমি জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর মাথায় তৈল ব্যবহার করতেন তখন সাদা চুল দেখা যেত না। পক্ষান্তরে তৈল ব্যবহার না করলে কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছে মনে হতো।

٢٩٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِىُّ الْكُوْفِىُّ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৩৯৯৫. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন ওয়ালীদ আল-কিন্দী আল-কূফী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাদা কেশরাজির সংখ্যা ছিল প্রায় বিশের কাছাকাছি।

٣٩٩٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

৩৯৯৬. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কেশ মুবারক তো সাদা হয়ে গেছে। আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সূরা হূদ, আল্-ওয়াকিয়া, আল্-মুরসালাত, 'আম্মা ইতাসাআলুন, ইযাশ্-শামস্ কুয়্যিরাত আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।

٣٩٩٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَاَخَوَاتُهَا.

৩৯৯৭. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবা-ই-কিরাম আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার বয়োবৃদ্ধ হওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বললেনঃ হূদ এবং তদনুরূপ সূরাগুলো আমাকে বার্ধক্যে উপনীত করেছে।

٣٩٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ الْعِجْلِى عَنْ اَبِى رِمْثَةَ التَّيْمِى تَيْمِ الرَّبَابِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَمَعِىَ ابْنٌ لِىْ قَالَ فَاُرِيْتُهُ فَقُلْتُ لَمَّا رَاَيْتُهُ هٰذَا نَبِىُّ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلاَهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ اَحْمَرُ .

৩৯৯৮. আলী ইবন হুজর (রা)... তায়মুর রাবাব গোত্রের আবূ রিমছা আত্-তায়মী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি আমার ছেলেকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি বলেন, আমার ছেলেকে তাঁকে দেখালাম। তারপর যখন তাঁকে দেখলাম তখন বললাম, ইনি আল্লাহ্র নবী। সে সময় তাঁর পরনে দু'টি সবুজ রঙের কাপড় ছিল। তাঁর কেশ মুবারকে শুভ্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল কিন্তু দেখতে লাল মনে হচ্ছিল।

٣٩٩٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قِيْلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَكَانَ فِىْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِىْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْبٌ اِلاَّ شَعَرَاتٌ فِىْ مَفْرَقِ رَاْسِهِ اِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ .

৩৯৯৯. আহমাদ ইবন মানী' (র)... সিমাক ইবন হারব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় সাদা (পাকা) চুল ছিল কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সিঁথি কাটার স্থানে কেবল কয়েকটি সাদা চুল শোভা পাচ্ছিল। এ চুলগুলোতে তৈল ব্যবহার করা হলে শুভ্রতা ঢেকে যেত।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خِضَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খিযাব লাগানো

٤٠٠٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ ابْنٍ لِىْ فَقَالَ ابْنُكَ هٰذَا فَقُلْتُ نَعَمْ اَشْهَدُ بِهِ قَالَ لاَ يَجْنِىْ عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِىْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَاَيْتُ الشَّيْبَ اَحْمَرَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا اَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ وَ اَفْسَرُهُ لاَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَ اَبُوْ رِمْثَةَ اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِىُّ التَّيْمِىُّ .

৪০০০. আহমাদ ইবন মানী' (র)... আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার আমার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছেলেটি কি তোমার? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। আপনি এর সাক্ষী থাকুন। তিনি বললেন ঃ সে অপরাধ করলে তোমার উপর তা বর্তাবে না এবং তুমি অপরাধ করলে তার উপর তার দায়ভার বর্তাবে না। তিনি (রাবী) বলেন, আমি তাঁর কেশ মুবারক লাল দেখলাম।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এ বিষয়ে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কেশ মুবারকে খিযাব প্রসঙ্গে) যা বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্ রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কেশ মুবারক একেবারে সাদা হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি। আবূ রিমছা (রা)-এর নাম রিফা'আ ইবন ইয়াছরিবী। তিনি তায়ম গোত্রের লোক ছিলেন।

٤٠٠١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سُئِلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَ رَوٰى اَبُوْ عَوَانَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ فَقَالَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ .

৪০০১. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (রা)... উসমান ইবন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খিযাব ব্যবহার করতেন কি-না এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ জি, হ্যাঁ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসখানা উসমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাওহাব (রা) থেকে আবূ' আওয়ানা বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পরিবর্তে উম্মে সালমা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন।

٤٠٠٢. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنِ الْجَهْذَمَةِ امْرَأَةِ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ اَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَاْسَهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَبِرَاْسِهِ رَدْعٌ اَوْ قَالَ رَدْعٌ مِنْ حِنَاءٍ شَكَّ فِىْ هٰذَا الشَّيْخِ .

৪০০২. ইবরাহীম ইবন হারুন (র)... বশীর ইবন খাসাসীয়া (রা)-এর সহধর্মিণী জাহযামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শির মুবারক পরিপাটি করতে করতে তাঁর ঘর থেকে বাইরে আসতে দেখেছি। তখন তিনি গোসল শেষ করছিলেন এবং তাঁর মাথায় মেহেদীর রং ও গন্ধ শোভা পাচ্ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসের শেষ অংশে رَدْغٌ শব্দ ছিল, না رَدْعٌ হবে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন (তবে উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি)।

٤٠٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ شَعْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَخْضُوْبًا قَالَ حَمَّادُ وَاَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ رَاَيْتُ شَعْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوْبًا .

৪০০৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার চুল খেযাবকৃত দেখেছি। রাবী হাম্মাদ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আকীল (রা)। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেযাবকৃত চুল দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَحْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুরমা ব্যবহার

٤٠٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ اَنْبَانَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اكْتَحِلُوْا بِالاِثْمِدِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَةً فِىْ هٰذِهِ وَثَلاَثَةً فِىْ هٰذِهِ .

৪০০৪. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ রাযী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'ইছমিদ' সুরমা ব্যবহার কর। কারণ তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় ও

পরিষ্কার রাখে এবং অধিক ভ্রূ গজায় (উদ্‌গত হয়)। তিনি [ইবন আব্বাস (রা)] আরও বলেন, নবী ﷺ -এর একটি সুরমাদানী ছিল। প্রত্যহ রাত্রে (আরামের পূর্বে) এই চোখে (ডান চোখ উদ্দেশ্য) তিনবার এবং এই চোখে (বাম চোখ উদ্দেশ্য) তিনবার সুরমা লাগাতেন।

٤٠٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ بِالْاِثْمِدِ ثَلٰثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ.

وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ فِيْ حَدِيْثِهِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلٰثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ

৪০০৫. আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ হাশিমী বসরী (র)... 'আব্বাদ ইবন মানসূর (র) সূত্রে এবং অন্য সনদে আলী ইবন হুজর (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে আরাম করার পূর্বে প্রত্যেক চোখে ইছমিদ সুরমা তিনবার করে ব্যবহার করতেন।

ইয়াযীদ ইবন হারুন তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি সুরমাদানী ছিল। তিনি শয্যা গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

٤٠٠٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৪০০৬. আহমাদ ইবন মানী' (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শোয়ার সময় অবশ্যই 'ইছমিদ' সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং অধিক ভ্রূ জন্মায়।

٤٠٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৪০০৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য ইছমিদ সুরমা সর্বোত্তম (সর্বোৎকৃষ্ট)। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং অধিক ভ্রূ জন্মায় (উদ্‌গত করে)।

٤٠٠٨. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৪০০৮. ইবরাহীম ইবন মুস্তামির-আল-বাসরী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'ইছমিদ' সুরমা নিয়মিত ব্যবহার কর। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং অধিক ভ্রূ জন্মায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لِبَاسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পোশাক-পরিচ্ছদ

٤٠٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى وَاَبُوْ تُمَيْلَةَ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ.

৪০০৯. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পোশাক হিসেবে 'কামীস' সর্বাধিক পছন্দ করতেন।

٤٠١٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ.

৪০১০. আলী ইবন হুজ্‌র (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল 'কামীস'।

٤٠١١. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْقَمِيْصُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰكَذَا قَالَ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ فِيْ حَدِيْثِهٖ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اَبِيْ تُمَيْلَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ اَيُّوْبَ وَاَبُوْ تُمَيْلَةَ يَزِيْدُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ اُمِّهٖ وَهُوَ اَصَحُّ.

৪০১১. যিয়াদ ইবন আবূ আয়্যুব বাগদাদী (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ পরিধেয় কাপড়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সবচাইতে প্রিয় পোশাক ছিল 'কামীস'।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, যিয়াদ ইবন আয়্যুব তাঁর এই হাদীছটি একই সনদে আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা হতে তিনি তাঁর মায়ের সূত্রে উম্মে সালমা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। (অর্থাৎ এখানে সনদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দার 'মাতার' মধ্যস্থতায় রিওয়ায়াত করা হয়েছে)। আবূ তুমায়লা হতেও একাধিক রাবী যিয়াদ ইবন আয়্যুবের রিওয়ায়াতের ন্যায় (আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দার

মাতার মধ্যস্থতা বৃদ্ধি করে) রিওয়ায়াত করেন। আবূ তুমায়লা (রা) এক হাদীসে আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দার মাতার উল্লেখ করেন। আর এ সনদটি অধিকতর সহীহ।

٤٠١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِي عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ.

৪০১২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজ্জাজ (র)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কামীসের (জামার) আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤٠١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهُ وَاِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقٌ اَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيْصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَاَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ جَيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ .

৪০১৩. আবূ 'আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি মুযায়না গোত্রের একদল লোকের সাথে বায়'আত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। এ সময় তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি (বরকত লাভ করার জন্য) জামার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোহরে নবূওয়াত স্পর্শ করলাম।

٤٠١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ.

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ سَأَلَنِيْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَوَّلَ مَا جَلَسَ اِلَيَّ فَقُلْتُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَقَالَ لَوْ كَانَ مِنْ كِتَابِكَ فَقُمْتُ لاَخْرُجَ كِتَابِيْ فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِيْ ثُمَّ قَالَ اَمْلِهْ عَلَيَّ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَلْقَاكَ قَالَ فَاَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ اَخْرَجْتُ كِتَابِيْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ .

৪০১৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর কাঁধে ভর করে বাইরে তাশরীফ আনেন। এ সময় তাঁর দেহে জড়ানো একটি ইয়ামেনী নকশী কাপড় শোভা পাচ্ছিল। তারপর তিনি লোকদের সালাতের ইমামতি করেন।

আবদ ইবন হুমায়দ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) বলেছেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন (র) আমার কাছে বসামাত্রই এ হাদীস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম ঃ আমাকে হাদীস শোনান হাম্মাদ ইবন সালমা এ পর্যন্ত রিওয়ায়াত করার এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ আপনার লেখা থেকে

বললে কতই না চমৎকার হতো! সে মতে আমি পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তিনি আমার জামার আঁচল ধরে যেতে বাধা দিলেন এবং বললেন ঃ আপনার হিফ্য থেকে আমার কাছে রিওয়ায়াত করুন। কারণ আমি আশংকা প্রকাশ করছি যে, হয়তো বা আমি আপনার সাক্ষাত আর নাও পেতে পারি। তিনি (রাবী) বলেন, আমি তাঁকে মুখস্ত হাদীসখানা শোনালাম। তারপর আমার পাণ্ডুলিপি এনে তাঁকে পড়ে শোনালাম।

٤٠١٥ . حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً اَوْ قَمِيْصًا اَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ .

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِىُّ اَنْبَانَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ عَنِ الْجَرِيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪০১৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন কাপড়ের নাম পাগড়ি অথবা কামীস অথবা চাদর ইত্যাদি উচ্চারণ করতেন। তারপর তিনি এ দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ .

হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। যেহেতু তুমিই আমাকে তা পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আরও কল্যাণ চাচ্ছি যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে তার। আর আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি এর যাবতীয় অনিষ্ট হতে এবং যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।

হিশাম ইবন য়ুনূস কূফী (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٤٠١٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَنْبَانَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ .

৪০১৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাপড় হচ্ছে (ইয়ামেনে তৈরি বুটিদার চাদর) হিবারা।

٤٠١٧ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ اُرَاهَا حِبَرَةً .

৪০১৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আওন ইবন আবূ জুহায়ফা (রা) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-কে আমি লাল হুল্লা (নক্সী চাদর) পরা অবস্থায় দেখেছি। আজও যেন আমি তাঁর উভয় গোড়ালীর ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। সুফয়ান (র) বলেন, আমার মনে হয় 'হুল্লা' নয় বরং 'হিবারা' বুঝানো হয়েছে।

٤٠١٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ اَحْسَنَ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ.

৪০১৮. আলী ইবন খাশরাম (র)... বারা' ইবন 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'লাল হুল্লা' (নক্সী চাদর) পরিহিত কাউকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুদর্শন দেখিনি। আর তাঁর কেশ মুবারক (জুম্মা) উভয় কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত শোভা পাচ্ছিল।

٤٠١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىْ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِمْثَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ.

৪০১৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... রিমছা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

٤٠٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِىَّ عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحَيْبَةَ وَعُلَيْبَةَ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَعَلَيْهِ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتْهُ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ.

৪০২০. আবদ ইবন হুমায়দ (রা)... ক্বায়লা বিনত মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর পরিধানে দু'টি জাফরানী তহবন্দ দেখেছি। কিন্তু তাতে জাফরানী রঙের লেশমাত্র ছিল না (অর্থাৎ পুরাতন হওয়ায় রং উঠে গিয়েছিল)। এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।

٤٠٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ لِيَلْبَسْهَا اَحْيَاءُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ.

৪০২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান করবে। তোমাদের জীবিতগণ যেন সাদা কাপড়

পরিধান করে আর মৃতদের তোমরা সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে। কেননা সাদা কাপড় সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক।

٤٠٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

৪০২২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তা সর্বাধিক পবিত্র ও রুচিসম্মত। আর তা দিয়েই তোমরা মৃতদের কাফন দেবে।

٤٠٢٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَاَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ.

৪০২৩. আহমদ ইবন মানী' (র)..... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যুষে বাইরে বের হন। তখন তাঁর দেহে কালো পশমের একটি পশমী চাদর শোভা পাচ্ছিল।

٤٠٢٤. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ.

৪০২৪. য়ূসুফ ইবন ঈসা (র)... 'উরওয়া ইবন মুগীরা ইবন শু'বা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ আঁটসাঁট আস্তিন বিশিষ্ট একটি রুমী জুব্বা পরিধান করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَيْشِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা

٤٠٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَيَتَمَخَّطَ فِيْ اَحَدِهِمَا فَقَالَ بَخٍ بَخٍ يَتَمَخَّطُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاِنِّيْ لَاَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِيْ يُرَى اَنَّ بِيْ جُنُوْنًا وَمَا بِيْ جُنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا الْجُوْعُ.

৪০২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একদিন আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর দেহে শোভা পাচ্ছিল দু'টি কাতান

কাপড় (অর্থাৎ একখানি কাতান চাদর ও একটি তহবন্দ)। আবূ হুরায়রা (রা) তার একখানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করছিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ বাঃ বাঃ! আবূ হুরায়রা (রা) কাতান কাপড় দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে! অথচ এক সময় এমন ছিল যখন আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বর এবং 'আয়িশা (রা)-এর হুজরার পার্শ্বে জঠর জ্বালায় কাতর হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক মাত্র আমাকে মৃগী রোগী মনে করে গর্দানে পা দ্বারা আঘাত করত। প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্র ছিল না, বরং তীব্র জঠর জ্বালার ফলেই আমার এ অবস্থা হতো।

٤٠٢٦. حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِي عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ خُبْزٍ قَطْ وَلَحْمٍ الاَّ عَلٰى ضَفَفٍ قَالَ مَالِكٌ سَئَلْتُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ مَا الضَّفَفُ فَقَالَ اَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ.

৪০২৬. কুতায়বা (র)... মালিক ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো 'যাফাফ' ব্যতীত তৃপ্তি সহকারে রুটি এবং গোশত ভক্ষণ করেননি। মালিক ইবন দীনার (রা) বলেন ঃ আমি এক বেদুঈনের নিকট 'যাফাফ' অর্থ জিজ্ঞাসা করি। সে বলল, মানুষের সাথে একত্রে পানাহার করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُفِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মোজা ব্যবহার

٤٠٢٧. حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِي اَهْدٰى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৪০২৭. হান্নাদ ইবন সারিয়্যী (র)... ইবন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাজ্জাশী নবী ﷺ -কে এক জোড়া কালো রঙের মোজা হাদিয়া পাঠান। এরপর তিনি ঐ মোজা দু'টি পরিধান করে ওযূ করলেন এবং এর উপর মাসেহ্ করলেন।

٤٠٢٨. حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِىْ قَالَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَهْدٰى دِحْيَةُ لِلنَّبِى ﷺ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَ قَالَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتّٰى تَخَرَّقَا لاَ يَدْرِى النَّبِىُّ ﷺ اَذَكِىٌّ هُمَا اَمْ لاَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا هُوَ اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ .

৪০২৮. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ দিহ্য়া কালবী (রা) নবী ﷺ -কে এক জোড়া মোজা হাদিয়া দেন। তিনি তা পরিধান করতেন। ইসরাঈল

(র) জাবির ও আমির (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি জুব্বাটিও পরিধান করেন এবং তা ছিঁড়ে যায়। ঐ মোজা দু'টির চামড়া যবেহকৃত জন্তুর ছিল কিনা তা নবী ﷺ জানতে পারেননি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এ সনদে যে আবূ ইসহাক (র) রয়েছেন, তিনি হলেন আবূ ইসহাক শায়বানী এবং তাঁর নাম হচ্ছে সুলায়মান।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ نَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাদুকার বিবরণ

٤٠٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا قِبَالاَنِ.

৪০২৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাদুকা কেমন ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর পাদুকায় দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল।

٤٠٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ مَثْنَى شِرَاكُهُمَا.

৪০৩০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন 'আলা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিটি নি'আল মুবারকে দু'টি করে ফিতা ছিল।

٤٠٣١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طُهْمَانَ قَالَ اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ قَالَ فَحَدَّثَنِىْ ثَابِت بَعْدَ عَنْ اَنَس اَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪০৩১. আহমাদ ইবন মানী' (র)... 'ঈসা ইবন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবন মালিক (রা) আমাদের সম্মুখে দু'টি লোমশূন্য স্যান্ডেল নিয়ে আসেন। আর ঐ স্যান্ডেল দু'টিতে দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল। তিনি (আহমাদ) বলেন, সাবিত (র) আমাকে আনাস (রা) সূত্রে হাদীস শোনান যে, ঐ স্যান্ডেল দু'টি ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর।

٤٠٣٢. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قَالَ اِنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا .

৪০৩২. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... 'উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) মতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আপনি লোমশূন্য স্যান্ডেল পরিধান করছেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লোমশূন্য স্যান্ডেল পরিধান করতে দেখেছি এবং তাঁকে ঐ স্যান্ডেল পরে ওযূ করতেও দেখেছি। তাই আমি লোমশূন্য স্যান্ডেল অধিক পছন্দ করি।

٤٠٣٣. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ.

৪০৩৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্যান্ডেলের দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল।

٤٠٣٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْنِ مَخْصُوْفَتَيْنِ.

৪০৩৪. আহমাদ ইবন মানী' (র)... সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে হাদীস শোনান 'আমর ইবন হুরায়ছ। তিনি (আমর) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তালিযুক্ত স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٤٠٣٥. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِيَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَّاحِدٍ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ نَحْوَهُ .

৪০৩৫. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে না হাঁটে। দু'টি জুতা পরিধান করবে কিংবা খালি পায়ে হাঁটবে।

কুতায়বা (র) মালিক (র) সূত্রে আবূ যিনাদ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٤٠٣٦. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَاكُلَ يَعْنِى الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ اَوْيَمْشِيْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

৪০৩৬. ইসহাক ইবন মূসা (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বাম হাতে খেতে এবং এক পায়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٤٠٣٧ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا مَعْنُ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

৪০৩৭. কুতায়বা (র) মালিক সূত্রে এবং অন্য সনদে ইসহাক ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে তখন সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে। আর খোলার সময় যেন বাম হতে আরম্ভ করে। আর তাই জুতা পরিধানে ডান পা প্রথম এবং খোলার সময় বাম পা হতে প্রথমে জুতা খুলবে।

٤٠٣٨ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ هُوَ بْنُ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِىْ تَرَجُّلِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ وَطُهُوْرِهٖ .

৪০৩৮. আবূ মূসা (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কেশ মুবারক পরিপাটি করা, জুতা পরিধান করা ও তাহারাত অর্জনের ব্যাপারে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা অধিক পছন্দ করতেন।

٤٠٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ قَيْسٍ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَاَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৪০৩৯. মুহাম্মদ ইবন মারযূক (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) প্রমুখের স্যান্ডেলে দু'টি করে ফিতা ছিল। 'উসমান (রা)-ই সর্বপ্রথম এক ফিতা বিশিষ্ট স্যান্ডেল পরিধান করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির বিবরণ

٤٠٤٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا .

৪০৪০. কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করতেন। তাঁর আংটিতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল।

٤٠٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى اَبُوْ الْبَشَرِ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ وَحْشِيَّةٍ .

৪০৪১. কুতায়বা (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি তা দ্বারা (সরকারী) চিঠিপত্রে সীল মারতেন, তবে তিনি তা (সচরাচর) পরিধান করতেন না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ বিশ্‌র-এর নাম জা'ফর ইবন আবূ ওয়াহ্‌শীয়া।

٤٠٤٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِىُّ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ.

৪০৪২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করতেন। তাঁর আংটিতে নাম খোদাই করার অংশটি রৌপ্য নির্মিত ছিল।

٤٠٤٣. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ الاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ كَفِّهِ.

৪০৪৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন অনারব রাজা-বাদশাহদের প্রতি দাওয়াতনামা প্রেরণের সংকল্প (ইচ্ছা) করেন তখন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা সীল ব্যতীত চিঠিপত্র গ্রহণ করে না। তাই তিনি একটি আংটি তৈরি করান। তাঁর হাত মুবারকের নিচে রাখা আংটিটির ঔজ্জ্বল্য যেন আমি আজও প্রত্যক্ষ করছি।

٤٠٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِىِّ ﷺ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ اللّٰهُ سَطْرٌ.

৪০৪৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' অংকিত ছিল। 'মুহাম্মদ' এক লাইনে, 'রাসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ্' এক লাইনে।

٤٠٤٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ اَبُوْ عَمْرٍو اَنْبَاَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِىِّ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৪০৪৫. নাসর ইবন আলী জাহযামী আবূ 'আমর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার এবং আবিসিনীয় রাজা নাজ্জাসীর নিকট (ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে) চিঠি লেখার ইচ্ছে পোষণ করেন। তাঁকে জানানো হলো - তারা সীলমোহর ব্যতীত চিঠি গ্রহণ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি তৈরি করান যার বৃত্তটি ছিল রৌপ্যের। আর তিনি ঐ আংটিতে 'মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ) অংকিত করেন।

٤٠٤٦ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

৪০৪৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন বায়তুলখালায় (পায়খানায়) প্রবেশ করতেন তখন তাঁর আংটিটি খুলে রেখে যেতেন।

٤٠٤٧ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِىْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِىْ يَدِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ حَتّٰى وَقَعَ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৪০৪৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করান। সর্বদা তা তাঁর পবিত্র হাতে থাকত। তারপর তা পালাক্রমে আবূ বকর (রা), উমর (রা)-এর হাতে চলে যায়। এরপর উসমান (রা)-এর হাত থেকে তা আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। উল্লেখ্য, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' অংকিত ছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَخْتِمُ فِىْ يَمِيْنِهِ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন

٤٠٤٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ نَحْوَهُ ․

৪০৪৮. মুহাম্মাদ ইবন সুহায়ল ইবন 'আসকার বাগদাদী ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... 'আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... শুরায়ক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবূ নামির (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীছখানার মর্মের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٤٠٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ.

৪০৪৯. আহমাদ ইবন মানী' (র)... হাম্মাদ ইবন সালামা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবন আবূ রাফি'কে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন জা'ফরকে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ডান হাতে আংটি পরিধান করতে দেখেছেন।

٤٠٥٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ.

৪০৫০. মূসা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

٤٠٥١. حَدَّثَنَا أَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ.

৪০৫১. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

٤٠٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَلاَ أَخَالُهُ إِلاَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ ․

৪০৫২. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ রাযী (র)... সাল্ত ইবন 'আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

٤٠٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَنَهٰى اَنْ يَّنْقُشَ اَحَدٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِىْ سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسٍ.

৪০৫৩. ইবন আবূ ‘উমর (র)... ইবন ‘উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করান যার পাথর স্থাপিত দিকটি তার হাতের তালুর দিকে সন্নিহিত করে রাখেন। ঐ আংটিতে তিনি ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’ অংকিত করান। তবে অন্য কারোও তা অংকিত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ঐ আংটিটি মু‘আইকীবের হাত হতে আরীস কূপে পড়ে যায়।

٤٠٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَتَخَتَّمَانِ فِيْ يَسَارِ هِمَا.

৪০৫৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... জা‘ফর ইবন মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন।

٤٠٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَخَتَّمَ فِىْ يَمِيْنِهِ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَ رُوِىَ بَعْضُ اَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَخَتَّمَ فِىْ يَسَارِهِ وَهُوَ حَدِيْثٌ لاَ يَصِحُّ اَيْضًا

৪০৫৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা, তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গারীব। কেননা সাঈদ ইবন আরুবা, কাতাদা সূত্রে, তিনি আনাস ইবন মালিক হতে এই মর্মে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তা কেবল সাঈদ ইবন আরুবা রিওয়ায়েত করেন। তিনি ব্যতীত কাতাদা (রা)-এর কোন কোন শাগরিদ কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রা) সূত্রে রিওয়ায়েত করেন যে, নবী ﷺ তাঁর বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন। কিন্তু ঐ হাদীসটি সহীহ নয়।

٤٠٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللّٰهِ الْمَحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِيْ يَمِيْنِهِ فَاتَّخَذَا النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

৪০৫৬. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ মুহারিবী (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈরি করান। তিনি তা ডান হাতে পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর দেখাদেখি স্বর্ণের আংটি তৈরি করান। এক পর্যায়ে তিনি স্বর্ণের আংটিটি দূরে ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন ঃ আমি কখনো তা পরিধান করব না। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও তাঁদের আংটি ছুঁড়ে মারলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারীর বিবরণ

٤٠٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ اَنْبَانَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ.

৪০৫৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারীর বাটের অগ্রভাগ রৌপ্য নির্মিত ছিল।

٤٠٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ.

৪০৫৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... সাঈদ ইবন আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারীর বাটের অগ্রভাগ রৌপ্য নির্মিত ছিল।

٤٠٥٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ اَخْبَرَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُوْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَاَلْتُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.

৪০৫৯. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন সুদরান বাসরী (র)... হুদ যিনি 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদের পুত্র তিনি তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফত্হে মক্কার দিন মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তাঁর হাত মুবারকে বাটে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত তরবারী শোভা পাচ্ছিল। সনদে

বর্ণিত রাবী তালিব (র) বলেন, আমি আমার শায়খের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রৌপ্য কোন্ অংশে ছিল? তিনি বললেন, তরবারীর বাটের অগ্রভাগে।

٤٠٦٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِيْ عَلٰى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةُ اَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلٰى سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ حَنَفِيًّا .

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

৪০৬০. মুহাম্মদ ইবন শুজা' বাগদাদী (র)... ইবন সীরীন (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার তরবারীটি সামুরা ইবন জুনদুবের তরবারীর ন্যায় তৈরি করেছি। সামুরা (রা) বলতেন যে, তিনি তাঁর তরবারীটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারীর ন্যায় তৈরি করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারীটি বানূ হানীফ গোত্রের তরবারীর ন্যায় ছিল।

উকবা ইবন মুকাররম বসরী (র)... উসমান ইবন সা'দ (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসটির সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ دِرْعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুদ্ধের পোশাকের বিবরণ

٤٠٦١ . حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ .

৪০৬১. আবূ সাঈদ 'আবদুল্লাহ্ ইবন সাঈদ আশাজ্জ (র)... যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-এর দেহ মুবারকে দু'টি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি পর্বত শৃঙ্গে উঠতে চাইলেন কিন্তু (উহুদ যুদ্ধে মারাত্মক জখম হওয়ায়) পারলেন না। তাই তালহা (রা)-এর উপর ভর করে পর্বত শৃঙ্গে উঠলেন। তিনি (রাবী) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তালহা (আমার শাফাআত অথবা জান্নাত) ওয়াজিব করে নিল।

٤٠٦٢ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا .

৪০৬২. ইবন আবূ 'উমর (র)... সায়্যিব ইবন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেহ মুবারকে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। ঐ দু'টির একটিকে অপরটির উপরে পরিধান করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হেলমেট (শিরস্ত্রাণ)-এর বিবরণ

٤٠٦٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ فَقِيْلَ لَه هٰذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ.

৪০৬৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় (বিজয়ী বেশে) প্রবেশ করেন। তখন তাঁকে বলা হলো - 'এই ইবন খাত্তাল কা'বাগৃহের গিলাফ ধরে ঝুলছে।' তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٤ . حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَقْتُلُوْهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ الرَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.

৪০৬৪. ঈসা ইবন আহমদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পবিত্র শির মুবারকে হেলমেট পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি (রাবী) বলেন, এরপর তিনি তা খুলে রাখেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল যে, 'ইবন খাত্তাল কা'বাগৃহের গিলাফ ধরে ঝুলছে।' তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে হত্যা কর। ইবন শিহাব (র) বলেন, এ মর্মে আমার কাছে হাদীছ পৌঁছেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দিন ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন না।'

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ عِمَامَةِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর 'আমামা (পাগড়ী)-র বিবরণ

٤٠٦٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

৪০৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... হাম্মাদ (র) সূত্রে, এবং অন্য বর্ণনায় মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٤٠٦٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْوَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

৪০৬৬. ইবন আবূ 'উমর (র)... 'আমর ইবন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

٤٠٦٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৪০৬৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আমর ইবন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

٤٠٦٨. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَرَاَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

৪০৬৮. হারুন ইবন ইসহাক আল হামদানী (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন পাগড়ী পরিধান করতেন তখন দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে দিতেন। নাফি' (র) বলেন, ইবন 'উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি কাসিম ইবন মুহাম্মদ ও সালিম (র)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

٤٠٦٩. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ .

৪০৬৯. য়ূসুফ ইবন 'ঈসা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তৈলাক্ত পাগড়ী পরিধান করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ اِزَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইযারের বিবরণ

٤٠٧٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ

قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا وَاِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ.

৪০৭০. আহমদ ইবন মানী' (র)... আবূ বুরদা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার 'আয়িশা (রা) আমাদের সম্মুখে একটি তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা তহবন্দ (ইযার) বের করে আনেন। তারপর তিনি বললেন ঃ ওফাতের সময়ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন।

٤٠٧١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِيْ تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا اِنْسَانٌ خَلْفِيْ يَقُوْلُ اِرْفَعْ اِزَارَكَ فَاِنَّهُ اَتْقَى وَاَبْقَى فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ اَمَا لَكَ فِيَّ اُسْوَةٌ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اِزَارُهُ اِلٰى نِصْفِ سَاقَيْهِ.

৪০৭১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আশ'আছ ইবন সুলায়ম (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার ফুফু হতে হাদীস শুনেছি। তিনি (আশ'আছ-এর ফুফু (রুহ্ম) তাঁর চাচা ('উবায়দ ইবন খালিদ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ('উবায়দ ইবন খালিদ) বলেন, আমি একবার মদীনা (মুনাওয়ারা) যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একজন লোক পিছন থেকে আমাকে চিৎকার করে বলে উঠলেন, তোমরা কাপড় উপরে উঠাও; কেননা তা অধিকতর (ধূলামাটি হতে) হিফাযতকারী ও স্থায়িত্বদানকারী। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! এতো,সাদা ডোরা কালো কাপড় (এতে আবার অহংকার করার কি আছে?) তিনি বললেন ঃ আমার মধ্যে কি তোমার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ নেই? তখন আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর লুঙ্গী উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে।

٤٠٧٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ يَتَّزِرُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَتْ اِزْرَةُ صَاحِبِيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

৪০৭২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আয়াস ইবন সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) তাঁর উভয় পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ঝুলিয়ে লুঙ্গী পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমার বন্ধু অর্থাৎ নবী ﷺ-এর লুঙ্গী পরিধানের ধরন এরূপই ছিল।

٤٠٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِىْ اَوْ سَاقِهٖ فَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الاِزَارِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلَ فَاِنْ اَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِّلاِزَارِ فِى الْكَعْبَيْنِ ·

৪০৭৩. কুতায়বা (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পায়ের নলা (গোছা) অথবা তাঁর কদম মুবারকের নলার (রাবীর সন্দেহ) গোশত ধরে বললেন, এ-ই লুঙ্গী পরিধানের নিম্নতম স্থান। তুমি যদি এতে তৃপ্তিবোধ না কর তাহলে সামান্য নিচে নামাতে পার। এতেও যদি তুমি তৃপ্তিবোধ না কর, তাহলে জেনে রেখ, লুঙ্গী টাখনুর নিচে পরিধান করার তোমার অধিকার নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مَشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাঁটা চলার বিবরণ

٤٠٧٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ وَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِىْ مَشْيَتِهٖ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تُطْوٰى لَهُ اِنَّا لَنُجْهِدُ اَنْفُسَنَا وَاِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

৪০৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিকতর সুদর্শন কাউকে দেখিনি। মনে হচ্ছে তাঁর চেহারায় যেন সূর্যরশ্মির আভা বিকিরণ করছে। আর পথ চলার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগামী কাউকে দেখিনি। মনে হতো পথ-পরিক্রমা তাঁর জন্য যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। তাঁর সাথে পথ চলতে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট কষ্টের শিকার হতে হতো। পক্ষান্তরে তিনি অনায়াসে পথ চলতেন।

٤٠٧٥ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى غُفْرَةَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ اِذَا وَصَفَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ فِىْ صَبَبٍ .

৪০৭৫. 'আলী ইবন হুজ্র (র) এবং আরও একাধিক রাবী... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর বংশধর ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী ইবন আবূ তালিব (রা) যখন নবী ﷺ-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতেন তখন বলতেন ঃ তিনি যখন পথ চলতেন তখন পা তুলে এমনভাবে চলতেন যে, মনে হতো তিনি যেন উঁচু স্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন।

٤٠٧٦ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ .

৪০৭৬. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পথ চলতেন তখন সম্মুখের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে হাঁটতেন, মনে হতো তিনি যেন কোন উঁচু স্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَقَنُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মস্তকাবরণ

٤٠٧٧ . حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ لَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَاَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ .

৪০৭৭. ইউসুফ ইবন 'ঈসা (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়শঃ মস্তকাবরণ ব্যবহার করতেন। তাঁর মস্তকাবরণের বস্ত্রখণ্ডটি (তৈলাক্ত হয়ে) এমন হয়েছিল যে, মনে হতো তা যেন কোন তৈল বিক্রেতার (তৈল মোছা) একখণ্ড বস্ত্র।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ جِلْسَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উঠা-বসার বিবরণ

٤٠٧٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَنْبَاَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ جَدَّتَيْهِ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ اَنَّهَا رَاَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِى الْجِلْسَةِ اُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ .

৪০৭৮. 'আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ক্বায়লা বিনত মাখরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে নিতম্বে ভর করে, উরুদ্বয়কে পেটের সাথে লাগিয়ে এবং দু'হাত দ্বারা উভয় পায়ের গোছা ধারণ করে বসতে দেখেছেন। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিনয়াবনত অবস্থায় দেখে আমি কাঁপতে লাগলাম।

٤٠٧٩ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

৪০৭৯. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র) প্রমুখ... 'আব্বাদ ইবন তামীমের (র) চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে মসজিদে উর্ধ্বমুখী হয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে (শোয়া অবস্থায়) আরাম করতে দেখেছেন।

٤٠٨٠. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَدَنِى اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِى عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ احْتَبٰى بِيَدَيْهِ .

৪০৮০. সালামা ইবন শাবীব (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌তিবা অর্থাৎ নিতম্বের উপর ভর করে উরুর উপর হাত রেখে মসজিদে উপবেশন করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَكَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বালিশে হেলান দেওয়ার বিবরণ

٤٠٨١. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ الْبَغْدَادِىُّ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ عَلٰى يَسَارِهِ .

৪০৮১. 'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ্-দাওরী আল্-বাগদাদী (র).... জাবির ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বাম কাঁধে বালিশের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখেছি।

٤٠٨٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৪০৮২. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র)... 'আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে বলব না? তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, জি, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি (রাবী) বলেন, হাদীস বর্ণনার সময় তিনি বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, আর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

করা অথবা মিথ্যা বলা। তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা বারংবার বলতে থাকেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, 'আহ্, তিনি যদি চুপ করতেন!'

٤٠٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيك عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اَنَا فَلاَ اَكُلُ مُتَّكِئًا .

৪০৮৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবূ জুহায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঠেস দেওয়া অবস্থায় আহার করি না।

٤٠٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْاَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَكُلُ مُتَّكِئًا .

৪০৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আলী ইবন আকমার (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।

٤٠٨٥. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى لَمْ يَذْكُرُ وَكِيْعٌ عَلٰى يَسَارِهِ هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ اِسْرَائِيْلَ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا رَوَى فِيْهِ عَلٰى يَسَارِهِ اِلاَّ مَا رَوَى اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ .

৪০৮৫. যূসুফ ইবন 'ঈসা (র)...... জাবির ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে বালিশের উপর ঠেসরত অবস্থায় দেখেছি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, ইসরাঈলের শাগরিদ ওয়াকী' তাঁর 'বামে' কথাটি উল্লেখ করেননি। এভাবে ইসরাঈলের একাধিক শাগরিদ ওয়াকী' (র)-এর ন্যায় 'তাঁর বামে' কথাটি ব্যতীতই রিওয়ায়াত করেছেন। ইসরাঈলের শাগরিদদের মধ্যে একমাত্র ইসহাক ইবন মানসূর (র) 'তাঁর বামে' কথাটি বলেন। তিনি ব্যতীত কেউ এই হাদীসে 'তাঁর বামে' কথাটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমি জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اِتِّكَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (বালিশ ব্যতীত অন্য কিছুতে) ঠেস দেওয়া

٤٠٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ

اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّاءُ عَلَى اُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرِىٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ .

৪০৮৬. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি উসামা (রা)-এর কাঁধে ভর করে বাইরে আসেন। সে সময়ে তাঁর পবিত্র দেহে একটা ইয়ামেনী কাপড় জড়ানো ছিল। তারপর তিনি লোকদের ইমামতি করেন।

٤٠٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْحَلَبِىُّ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ وَعَلٰى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ يَا فَضْلُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُشْدُدْ بِهٰذِهِ الْعِصَابَةِ رَاْسِىْ قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِبِىْ ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ فِى الْمَسْجِدِ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৪০৮৭. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... ফযল ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্তিম শয্যাকালে যে রোগে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন– তাঁর নিকট গেলাম। তাঁর পবিত্র মাথায় একটি হলুদ বর্ণের পট্টি বাঁধা ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন ঃ হে ফযল! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার খিদমতে হাযির। তিনি বললেন ঃ এই পট্টিটি দিয়ে আমার মাথা শক্ত করে বেঁধে দাও। ফযল (রা) বললেন ঃ আমি তাই করলাম। এরপর তিনি উঠে বসলেন এবং আমার কাঁধে ভর করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। এই হাদীসের সাথে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ اَكْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পানাহারের নিয়ম পদ্ধতি

٤٠٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ اَصَابِعَهُ ثَلَاثًا ..

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَ رَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ كَانَ يَلْعَقُ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ .

৪০৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আহার শেষে তিনবার তাঁর অঙ্গুলিগুলো চেটে নিতেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, একমাত্র মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র) ব্যতীত অপরাপর রাবীগণ এই হাদীস রিওয়ায়াত করতে গিয়ে 'অঙ্গুলিগুলো' তিনবার চুষে নিতেন এর স্থলে বলেন, 'তাঁর তিনটি অঙ্গুলি' চুষতেন।

٤٠٨٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ .

৪০৮৯. হাসান ইবন 'আলী আল-খাল্লাল (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন আহার করতেন তখন তিনি তাঁর তিনটি অঙ্গুলি চুষে নিতেন।

٤٠٩٠. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْاَقْمَرِ نَحْوَهُ .

৪০৯০. হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন ইয়াযীদ আস্-সুদাঈ বাগদাদী (র)... আবূ জুহায়ফা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন, আমি ঠেসরত অবস্থায় আহার করি না।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আলী ইবন আকমার (র) সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٠٩١. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ بِاَصَابِعِهِ الثَّلٰثِ وَيَلْعَقُهُنَّ .

৪০৯১. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র)... ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন অঙ্গুলি দিয়ে আহার করতেন এবং তা লেহন করতেন (চুষে নিতেন)।

٤٠٩٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَرَاَيْتُهُ يَاْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوْعِ .

৪০৯২. আহমদ ইবন মানী' (র)... মুস'আব ইবন সুলায়ম (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে খুরমা আনা হলো। তখন আমি তাঁকে তীব্র ক্ষুধার কারণে বাঁকা হয়ে ঠেস দিয়ে খেতে দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ خُبْزِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রুটির বিবরণ

٤٠٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ

اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৪০৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারবর্গ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতকাল অবধি একাধারে দুই দিন পেট পুরে যবের রুটি আহার করেননি।

٤٠٩٤ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِى يَقُوْلُ مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزُ الشَّعِيْرِ .

৪০৯৪. 'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ দূররী (র)... সুলায়ম ইবন 'আমির (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ উসামা বাহেলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গৃহে কখনো যবের রুটি উদ্বৃত্ত থাকত না।

٤٠٩٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِى الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَاَهْلُهُ لاَ يَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ اَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ .

৪০৯৫. আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া আল জুমাহী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন যে, তাঁরা আহার্য বস্তু কিছু পেতেন না। আর অধিকাংশ সময় তাঁদের খাবার হত যবের রুটি (অর্থাৎ ধারাবাহিক যবের রুটিরও সংস্থান হতো না)।

٤٠٩٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ يَعْنِى الْحُوَارِىَ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَقِيْلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِالشَّعِيْرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ .

৪০৯৬. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি 'আন্-নাকী' অর্থাৎ ময়দার রুটি আহার করতেন? তিনি

বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ওফাত পর্যন্ত ময়দা দেখেননি। তারপর তাঁকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যমানায় আপনাদের কি চালুনি ছিল? তিনি বললেন ঃ আমাদের কোন চালুনি ছিল না। তখন তাঁকে (আবার) জিজ্ঞাসা করা হল, তবে আপনারা যবের রুটি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন ঃ আমরা তাতে ফুঁ দিতাম, যাতে অখাদ্য কিছু থাকলে যেন উড়ে যায়। এরপর আমরা খামির করে নিতাম।

٤٠٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَكَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلاَ فِىْ سُكُرْجَةٍ وَلاَ خُبْزَ لَهُ مُرَقَّق قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَاْكُلُوْنَ فَقَالَ عَلٰى هٰذِهِ السُّفَرِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ يُوْنُسُ هٰذَا الَّذِىْ رَوٰى عَنْ قَتَادَةَ هُوَ يُوْنُسُ الْاِسْكَافُ .

৪০৯৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ডাইনিং টেবিলে আহার করতেন না, ছোট প্লেটে খাবার নিতেন না এবং তাঁর জন্য চাপাতিও তৈরি করা হতো না। তিনি (য়ূনুস) বলেন ঃ আমি কাতাদা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললাম, তাঁরা তাহলে কোন্ ধরনের প্লেটে আহার করতেন? তিনি বলেন ঃ এইসব দস্তরখানের উপর রেখে আহার করতেন।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) বলেন, এতো সেই য়ূনুস যিনি কাতাদা (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেন। আর তিনি হলেন চামড়ার মোজা প্রস্তুতকারী য়ূনুস।

٤٠٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِىُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِىْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا اَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَاَشَاءُ اَنْ اَبْكِىَ اِلاَّ بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَا قَالَتْ اَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِىْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا وَاللّٰهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ .

৪০৯৮. আহমদ ইবন মানী' (র)... মাসরূক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে আহারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমি কখনো তৃপ্তি সহকারে আহার করিনি। তিনি বলেন, আমি বললাম, কেন আপনি কাঁদেন? তিনি বললেন ঃ তখন আমার মনে পড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঐ অবস্থার কথা–যে অবস্থায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি কোন দিনই দুইবার তৃপ্তি সহকারে রুটি-গোশত আহার করেননি।

٤٠٩٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ .

৪০৯৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় একাধারে দুই দিন যবের রুটি আহার করেননি।

٤١٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَاَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلاَ اَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ .

৪১০০. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডাইনিং টেবিলে আহার করতেন না এবং চাপাতিও খেতেন না। আর এভাবেই তাঁর ওফাত হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ اِدَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালুন-তরকারীর বর্ণনা

٤١٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ حَدِيْثِهِ نِعْمَ الْاُدُمُ اَوِ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৪১০১. মুহাম্মদ ইবন সাহল ইবন আসকার এবং আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সিরকা কতই না চমৎকার সালুন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, সিরকা কতই না চমৎকার উদুম অথবা ইদাম বা সালুন।

٤١٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِىْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاُ بَطْنَهُ .

৪১০২. কুতায়বা (র)... সিমাক ইবন হারব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নু'মান ইবন বাশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কি পানাহারের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা গ্রহণ কর না? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই গ্রহণ করছ)। অথচ আমি দেখেছি তোমাদের নবী ﷺ তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্তি করে সাধারণ খেজুরও খেতে পাননি।

٤١٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৪১০৩. 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ খুযাঈ (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সিরকা কতই না চমৎকার সালুন!

٤١٠٤ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَاُتِىَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحّٰى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ اِنِّى رَاَيْتُهَا تَاْكُلُ شَيْئًا نَتْنًا فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَهَا قَالَ اُدْنُ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

৪১০৪. হান্নাদ (র)... যাহদাম জারমী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একবার আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে ভূনা মুরগীর গোশত আনা হলো। উপস্থিত লোকদের একজন চলে যেতে উদ্যত হলো। তিনি [আবূ মূসা আ'শআরী (রা)] তাঁকে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি এক (মুরগীকে) নাপাক খেতে দেখে এ মর্মে কসম করেছি যে, আমি আর কখনো মুরগীর গোশত খাব না। তিনি বললেন ঃ কাছে এসো (এবং নির্দ্বিধায় খাও)। কেননা আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি।

٤١٠٥ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارٰى .

৪১০৫. ফযল ইবন সাহল আ'রাজ বাগদাদী (র)... ইবরাহীম ইবন 'উমর ইবন সাফীনা (র) তিনি তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হুবারার (মেটে রঙের এক প্রকার বন্য পাখি) গোশত খেয়েছি।

٤١٠٦ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّيْمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِىْ طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اُدْنُ فَاِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اَطْعَمَهُ اَبَدًا .

৪১০৬. আলী ইবন হুজর (র)... যাহদাম জারমী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ মূসা (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট খাবার পরিবেশন করা হলো এবং তাঁর সেই খাবারে মুরগীর গোশত ছিল। সেখানে তায়মুল্লাহ গোত্রের লাল রঙের এক ব্যক্তি ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন একজন গোলাম। তিনি (রাবী) বলেন, ঐ লোকটি খেতে এলো না। তখন আবূ মূসা (রা) তাঁকে বললেন ঃ খেতে এসো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তার (মুরগীর) গোশত খেতে দেখেছি। সে বলল, একে ময়লা কিছু খেতে দেখেছি। সে কারণে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, কস্মিনকালেও তা খাব না।

٤١٠٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عِيْسٰى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ٠

৪১০৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবূ উসায়দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যায়তুন তৈল খাও এবং তা মালিশ কর। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন।

٤١٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِى الْحَدِيْثِ فَرُبَمَا اَسْنَدَهُ وَرُبَمَا اَرْسَلَهُ ٠

حَدَّثَنَا السِّنْجِىُّ وَهُوَ اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمَرْوَزِىُّ السِّنْجِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ٠

৪১০৮. ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা (র)... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যায়তুন তৈল খাও এবং তা মালিশ কর। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয়েছে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে উল্লিখিত আবদুর রাযযাক থেকে 'ইযতিরাব' পাওয়া যায়। কারণ কখনো তিনি এ হাদীসখানা 'মুত্তাসিল' সনদে আবার কখনো 'মুরসাল' সনদে বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন মা'বাদ মারূযী সিন্জী (র)... যায়দ ইবন আসলাম (র)-এর পিতা নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত। এই সনদে তিনি আবদুর রাযযাক (র)... 'উমর (রা) হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٤١٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فَاُتِىَ بِطَعَامٍ اَوْ دُعِىَ لَهُ فَجَعَلْتُ اَتَّبِعُهُ فَاَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا اَعْلَمُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ ٠

৪১০৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ লাউ খুবই পসন্দ করতেন। একবার তাঁর সম্মুখে খানা পরিবেশন করা হলো অথবা তিনি কোন দাওয়াতে গিয়েছিলেন (রাবীর সন্দেহ)। আমার যেহেতু জানা ছিল যে, তিনি লাউ খুব পসন্দ করেন, তাই সালুনের মধ্য থেকে বেছে বেছে তাঁর সামনে লাউ পেশ করলাম।

٤١١٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَاَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَجَابِرٌ هٰذَا هُوَ جَابِرُ بْنُ طَارِقٍ وَّ يُقَالُ ابْنُ اَبِىْ طَارِقٍ وَّ هُوَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُعْرَفُ لَهُ اِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثُ الْوَاحِدُ ، وَ اَبُوْ خَالِدٍ اسْمُهُ سَعْدٌ .

৪১১০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)..... হাকীম ইবন জাবির (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, লাউ কেটে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে। আমি আরয করলাম, এর দ্বারা কি হবে? তিনি বললেন ঃ এর দ্বারা আমরা আমাদের খানা বৃদ্ধি করব।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এ জাবির হলো জাবির ইবন তারিক এবং তাঁকে ইবন আবূ তারিকও বলা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী। এই একটি হাদীস ব্যতীত তাঁর অন্য কোন রিওয়ায়াত আছে বলে জানা যায়নি। আর আবূ খালিদ এর নাম হলো সা'দ।

٤١١١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوَالَىِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَّوْمَئِذٍ .

৪১১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার এক দর্জী খানা তৈরি করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত দেয়। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আমিও ঐ দাওয়াতে গিয়েছিলাম। দর্জী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে যবের রুটি ও শুরবা পরিবেশন করলো। ঐ ঝোলের মধ্যে লাউ ও লোনা শুকনা গোশত ছিল। আনাস (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ -কে তরকারির বাটির এধার থেকে ওধার লাউয়ের টুকরা খোঁজ করতে দেখেছি। আর সে দিন থেকে আমি লাউ খুব পসন্দ করে আসছি।

٤١١٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৪১১২. আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী, সালমা ইবন শাবীব ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিষ্টি দ্রব্য ও মধু অধিক পসন্দ করতেন।

٤١١٣ . حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَمَا تَوَضَّاَ .

৪১১৩. হাসান ইবন মুহাম্মাদ যা'ফরানী (র)... 'আতা ইবন ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত যে, উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি একবার বকরীর পাঁজরের ভূনা গোশত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে পরিবেশন করেন। তিনি তা থেকে খেলেন এবং উযূ না করেই সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

٤١١٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِوَاءً فِى الْمَسْجِدِ .

৪১১৪. কুতায়বা (র)....... আবদুল্লাহ ইবন হারিছ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মসজিদে ভূনা গোশত খেয়েছি।

٤١١٥ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاُتِىَ بِجَنْبٍ مَشْوِىٍّ ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِىْ بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَاَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَالَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفٰى فَقَالَ لَهُ اَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ اَوْ قُصَّهُ عَلٰى سِوَاكٍ .

৪১১৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মেহমান হলাম। তখন বকরীর পাঁজরের ভূনা গোশত পরিবেশন করা হলো। তারপর তিনি ছুরি দ্বারা তা কাটলেন এবং আমাকে দিলেন। তিনি বলেন, হত্যবসরে বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের আহবান জানালেন। তিনি ছুরিটি ছুঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ তার কি হলো– তার উভয় হাত ধূলোয় ধূসরিত হোক। তিনি (রাবী) বলেন, তাঁর গোঁফ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাঁকে বললেন ঃ তোমার গোঁফ আমি মিসওয়াকের উপরে রেখে দেব অথবা তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকের উপর রেখে কেটে ফেল (অর্থাৎ রাবীর সন্দেহ থাকায় উভয় উক্তি রিওয়ায়াত করেন)।

٤١١٦ . حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا .

৪১১৬. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর সামনে বকরীর সামনের রান পরিবেশন করা হলো। আর তিনি তা খুবই পসন্দ করতেন। এরপর তিনি চিবিয়ে এর কিছু ভক্ষণ করলেন।

٤١١٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِى ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِى الذِّرَاعِ وَكَانَ يُرٰى اَنَّ الْيَهُوْدَ سَمُّوهُ .

৪১১৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)..... ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বকরীর সামনের উরুর গোশত খুবই পসন্দ করতেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর বকরীর সামনের উরুতে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছিল। কোন ইয়াহূদী বিষ মিশিয়েছে বলে তিনি (রাবী) মনে করেন।

٤١١٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ طَبَخْتُ لِلنَّبِى ﷺ قِدْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِى الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِى الذِّرَاعَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْسَكَتَّ لَنَا وَلْتَنِىْ الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ .

৪১১৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... আবূ 'উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ-এর জন্য এক ডেক গোশত রান্না করলাম। উল্লেখ্য, তিনি বকরীর সামনের উরুর গোশত অধিক পসন্দ করতেন। তাই আমি তাঁকে একটি সামনের পা দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমাকে সামনের আরেকটি পা দাও। তখন আমি তাঁকে সামনের আরেকটি পা দিলাম। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে সামনের আরেকটি পা দাও। তখন আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বকরীর সামনের পা কয়টি থাকে? তিনি বললেন, 'সেই মহান সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে জীবন, যদি তুমি চুপ থাকতে তাহলে আমি যতক্ষণ সামনের পা চাইতাম, ততক্ষণ তুমি দিতে পারতে।

٤١١٩ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَبَّادٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ الذِّرَاعُ اَحَبَّ اللَّحْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ اِلاَّ غِبًا وَكَانَ يَعْجَلُ اِلَيْهَا لاَنَّهَا اَعْجَلُهَا نُضْجًا .

৪১১৯. হাসান ইবন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বকরীর সামনের রান খুব সুস্বাদু বিধায় তা পসন্দ করতেন। তবে তিনি তো প্রত্যহ গোশত খেতে পেতেন না; সামনের রানের গোশত তাড়াতাড়ি রান্না হয় বলে তিনি তা অধিক পসন্দ করতেন।

٤١٢٠ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَر قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِّنْ فَهْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ .

৪১২০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে সবচাইতে সুস্বাদু গোশত হচ্ছে পিঠের গোশত।

٤١٢١ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৪১২১. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত. তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ সিরকা কতই না উত্তম সালুন (তরকারী)।

٤١٢٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتٍ اَبِيْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَعِنْدَكِ شَيْءٌ فَقُلْتُ لاَ اِلاَّ خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌّ قَالَ هَاتِيْ مَا اَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ اُدُمٍ فِيْهِ خَلٌّ .

৪১২২. আবূ কুরায়ব (র)... উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ ঘরে তাশরীফ এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। আমার নিকট শুকনা রুটি এবং সিরকা ব্যতীত কোন খাবার নেই। তিনি বললেন, নিয়ে এসো। তখন তিনি বলেন ঃ যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালুনশূন্য নয়।

٤١٢٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৪১২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ রমণীকূলের মধ্যে 'আয়িশা (রা) যেমন মধ্যমণি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্তা, সারীদও তদ্রূপ যাবতীয় খাদ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাধান্যের অধিকারী।

٤١٢٤ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِيُّ اَبُوْ طَوَالَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৪১২৪. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুর রহমান ইবন মা'মার আনসারী আবূ তু'আলা (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) হতে শুনেছেন। তিনি [আনাস ইবন মালিক (রা)] বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রমণীকূলের মধ্যে 'আয়িশা (রা) যেমন মধ্যমণি ও মর্যাদার অধিকারিণী, সারীদও তদ্রূপ যাবতীয় খাদ্যের মধ্যমণি।

٤١٢٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৪১২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পনির খাওয়া শেষে ওযূ করতে দেখেছেন। এরপর তিনি এও দেখলেন যে, তিনি একবার বকরীর কাঁধের গোশত আহার করলেন। অথচ ওযূ না করেই সালাত আদায় করলেন।

٤١٢٦ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ .

৪১২৬. ইবন আবূ 'উমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফীয়্যা (রা)-এর বিবাহে খেজুর ও ছাতু দ্বারা ওয়ালীমা সম্পন্ন করেন।

٤١٢٧ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لاَ تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ قَالَ بَلَى اصْنَعِيهِ لَنَا قَالَ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الشَّعِيرِ فَطَحَنَتْهُ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي قِدْرٍ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَدَقَّتِ الْفُلْفُلَ وَالتَّوَابِلَ فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ .

৪১২৭. হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ বাসরী (র)... 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আলী তাঁর পিতামহী সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার হাসান ইবন 'আলী, ইবন 'আব্বাস ও ইবন জা'ফর (রা) তাঁর নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাবার পসন্দ করতেন এবং আনন্দ পেতেন সে রকম এক প্রকার খাদ্য আমাদের জন্য তৈরি করুন। তিনি বললেন, ওহে সোনামণিরা! আজ তা তোমাদের খেতে আগ্রহ হবে না। তাঁদের একজন বললেন, হ্যাঁ, তা খেতে আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আপনি আমাদের জন্য তা তৈরি করুন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমার দাদী উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু যব পিষলেন। তারপর ডেগে পাকালেন এবং তাতে যায়তুন তৈল দিলেন। তারপর গোল মরিচ ও মসলাসমূহ দিয়ে তাঁদের বললেন ঃ নবী ﷺ যে সব খাবার পসন্দ করতেন এবং আনন্দ পেতেন, তার মধ্যে এক প্রকার খাদ্য হচ্ছে এ-ই।

٤١٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَنْزِلِنَا فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ كَاَنَّهُمْ عَلِمُوْا اَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৪১২৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ আমাদের বাড়িতে তাশরীফ আনেন। আমরা তাঁকে (আপ্যায়নের জন্য) একটি বকরী যবেহ্ করি। তারপর তিনি বললেন ঃ মনে হচ্ছে তারা যেন জানে যে, আমি গোশত পসন্দ করি। এই হাদীসের সাথে দীর্ঘ ঘটনা সম্পৃক্ত রয়েছে।

٤١٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ سُفْيَانُ وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلٰى امْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَاَكَلَ مِنْهَا وَاَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِّنْ رُّطَبٍ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّاَ لِلظُّهْرِ وَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِّنْ عُلاَلَةِ الشَّاةِ فَاَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

৪১২৯. ইবন আবূ 'উমর (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারী মহিলার ঘরে তাশরীফ নিলেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন ঐ মহিলাটি তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহ্ করলেন। তিনি তা থেকে কিছু গোশত আহার করেন। এরপর মহিলাটি তাঁর খিদমতে এক টুকরী তাজা খেজুর পেশ করলো। তিনি তা থেকেও কিছু খেয়ে নিলেন। এরপর তিনি ওযূ করে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঐ মহিলাটির নিকট ফিরে এলেন। মহিলাটি উদ্বৃত্ত গোশতের কিছু অংশ তাঁর সামনে পরিবেশন করলো। তিনি তা খেয়ে নিলেন। এরপর ওযূ না করেই আসরের সালাত আদায় করলেন।

٤١٣٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَبِي يَعْقُوْبَ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَاْكُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ مَهْ يَا عَلِيُّ فَاِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَتْ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَّالنَّبِيُّ ﷺ يَاْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَّشَعِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَوْفَقُ لَكَ .

৪১৩০. 'আব্বাস ইবন মুহাম্মদ দাওরী (র)... উম্মুল মুনযির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়িতে এলেন। তাঁর সঙ্গে 'আলী (রা) ছিলেন। আমাদের ঘরে

কয়েক ছড়া (কাঁদি) খেজুর ঝুলন্ত ছিল। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ কাঁদিগুলো থেকে খেজুর খেতে থাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলী (রা)-ও খেতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে 'আলী! থাম, তুমি খেজুর খেয়ো না। কারণ তুমি সবেমাত্র রোগমুক্ত হয়েছ। তিনি বললেন, এতে 'আলী (রা) খাওয়া বন্ধ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেতে থাকলেন। তিনি (রাবী) আরো বলেন, আমি তাঁদের জন্য চর্বি দিয়ে যব রান্না করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আলী! তুমি এ থেকে খাও। কারণ, তা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হবে।

٤١٣١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَيَقُوْلُ أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ فَأَقُوْلُ لاَ قَالَتْ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ صَائِمٌ قَالَتْ فَاَتَانَا يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ اَمَا اِنِّيْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ اَكَلَ .

৪১৩১. মাহ্মূদ ইবন গায়লান (র)... উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ভোরে আমার কাছে এসে বলতেন, তোমার নিকট নাশতা করার কিছু আছে কি? আমি কখনো কখনো বলতাম, না, কোন খাবার নেই। তখন তিনি বলতেন, আমি সওমের নিয়্যত করলাম। (নিশ্চয়ই আমি রোযাদার)। একবার তিনি আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য কিছু হাদিয়া সামগ্রী এসেছে। তিনি বললেন, তা কোন্ ধরনের খাবার? আমি বললাম, হাইস (খেজুরের মলীদা)। তিনি বললেন, আমি তো রোযাদার অবস্থায় সকাল কাটিয়েছি। তিনি (আয়িশা) বললেন, এরপর তিনি খেয়ে নিলেন।

٤١٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ يَحْيٰى اَلاَسْلَمِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اُمَيَّةَ الْاَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً قَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ فَاَكَلَ .

৪১৩২. 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুর রহমান (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এক টুকরা যবের রুটির উপর একটি খুরমা রাখতে দেখেছি। এরপর তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে এর সালুন। এই বলে তিনি তা খেয়ে নিলেন।

٤١٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِيْ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ .

৪১৩৩. 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুর রহমান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ 'ছুফ্‌ল' পসন্দ করতেন। আবদুল্লাহ (ইনি হলেন ইমাম তিরমিযী (র)-এর শায়খ) বলেন, 'ছুফ্‌ল' হচ্ছে সেই জিনিস, লোকেরা খাদ্য গ্রহণের পর যা (খাদ্য) হাঁড়ি-পাতিলের তলায় থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ وَضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওযূর বিবরণ

٤١٣٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوْا لاَ نَاْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ قَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ .

৪১৩৪. আহমাদ ইবন মানী' (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাযায়ে হাজত সেরে বাইরে এলেন। এরপর তাঁর সামনে খানা পরিবেশন করা হলো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, আমরা আপনাকে উযূর পানি দেব কি? তিনি বললেন ঃ আমি তো কেবল সালাত আদায় করার সময় ওযূ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

٤١٣٥ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَاُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ اَلاَ تَتَوَضَّأُ فَقَالَ اَاُصَلِّيْ فَاَتَوَضَّأُ .

৪১৩৫. সাঈদ ইবন 'আবদুর রহমান মাখযূমী (র.).... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাযায়ে হাজত সেরে বাইরে এলেন। এরপর খাবার পরিবেশন করা হলো। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি কি ওযূ করবেন না? তিনি বললেন ঃ আমি কি এখন সালাত আদায় করব যে, উযূ করে নেব?

٤١٣٦ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجُرْجَانِيْ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَاْتُ فِي التَّوْرٰةِ اَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَاْتُ فِي التَّوْرٰةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ .

৪১৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা ও কুতায়বা (র)... সালমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে তিলাওয়াত করেছি যে, আহারের পরে উযূ করার মধ্যে বরকত নিহিত আছে। আমি বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলাম এবং তাওরাতে যা অধ্যয়ন করেছি তা তাঁকে অবহিত

করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খাবার গ্রহণের আগে ও পরে উযূ করার মধ্যে বরকত নিহিত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : আহারের পূর্বে ও পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'আ

٤١٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَلٍ الْيَافِعِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَلَمْ اَرَ طَعَامًا كَانَ اَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ اَوَّلَ مَا اَكَلْنَا وَلَا اَقَلَّ بَرَكَةً فِيْ اٰخِرِهِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هٰذَا قَالَ اِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللّٰهِ حِيْنَ اَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ اَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

৪১৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সে সময় তাঁর কাছে খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরা খাবার গ্রহণের প্রথমদিকে যেরূপ বরকত অনুভব করলাম তার চেয়ে অধিক বরকত আর কখনো দেখিনি এবং শেষদিকে তার চেয়ে বরকতশূন্য খাবারও আমি দেখিনি। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর হেতু কি? তিনি বললেন : আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি তখন আল্লাহ্র নাম (বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) উচ্চারণ করেছিলাম। তারপর আমাদের সাথে এমন একজন লোক খেতে বসল যে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেনি। ফলে শয়তান তার সাথে খানায় শরীক হয়েছে।

٤١٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَنَسِيَ اَنْ يَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ .

৪১৩৮. ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি খাবার সময় আল্লাহ্র নাম (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) উচ্চারণ করতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন (স্মরণ হলে) 'বিসমিল্লাহির আওয়্যালাহূ ওয়া আখিরাহূ' (খাবার শুরুতে ও শেষে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করছি) বলে খাবার খায়।

٤١٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ اُدْنُ يَا بُنَيَّ فَسَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

৪১৩৯. আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ হাশিমী বাসরী (র)... 'উমর ইবন আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করেন। তখন তাঁর সামনে খানা পরিবেশিত ছিল। তিনি বললেন ঃ হে বৎস! কাছে এসো, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর এবং তোমার নিকট দিক থেকে ডান হাত দিয়ে খাবার খেতে শুরু কর।

٤١٤٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৪১৪০. মুহাম্মাদ ইবন গায়লান (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার শেষে বলতেন ঃ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানালেন।

٤١٤١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

৪১৪১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে দস্তরখানা তুলে নেওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি পবিত্রতা ও বরকত - প্রভূত কল্যাণ। এমন প্রশংসা যা বর্জন করা যায় না কিংবা তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকা যায় না। তুমি আমাদের রব্ব।

٤١٤٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِيْ سِتَّةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَاَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ .

৪১৪২. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আবান (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ তাঁর ছয়জন সাহাবা নিয়ে খাবার খেতে বসলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন এসে দুই গ্রাসে সব খানা খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে যদি 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাবার শুরু করত তাহলে তোমাদের সবার জন্য তা যথেষ্ট হতো।

٤١٤٣. حَدَّثَنَا هَنَّاد وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْكُلَ الْاَكْلَةَ اَوْ يَشْرَبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

৪১৪৩. হান্নাদ ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঐ বান্দার প্রতি রাযী হয়ে যান যে এক লোকমা খানা খেয়ে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তাঁর বিনিময়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَدَحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পানপাত্রের বর্ণনা

٤١٤٤. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْاَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيْظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيْدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هٰذَا قَدَحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪১৪৪. হুসায়ন ইবন আসওয়াদ বাগদাদী (র)... সাবিত (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ একবার আনাস ইবন মালিক (রা) লোহার পাত লাগানো কাঠের মোটা একটি পেয়ালা আমাদের নিকট বের করলেন। তারপর বললেন ঃ হে সাবিত! এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেয়ালা।

٤١٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْد وَثَابِت عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيْذَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ .

৪১৪৫. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- কে এই পেয়ালা দ্বারা যাবতীয় পানীয় - পানি, নাবীয, মধু ও দুধ ইত্যাদি পান করিয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ فَاكِهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফলের বিবরণ

٤١٤٦. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَاْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

৪১৪৬. ইসমাঈল ইবন মূসা ফাযারী (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কাঁচা খেজুরের সাথে শসা খেতেন।

٤١٤٧ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِي الْبَصْرِى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ .

৪১৪৭. 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ খুযাঈ বাসরী (র).... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে তরমুজ খেতেন।

٤١٤٨ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يَقُوْلُ اَوْ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْد قَالَ وَهْب وَكَانَ صَدِيْقًا لَهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَرْبِزِ وَالرُّطَبِ .

৪১৪৮. ইবরাহীম ইবন ইয়াকূব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে তরমুজ ও তাজা খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেতে দেখেছি।

٤١٤٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الرَّمْلِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى ﷺ اَكَلَ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ .

৪১৪৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে তরমুজ খেতেন।

٤١٥٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْا اَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُا بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَفِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوْا اَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ .

৪১৫০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের যখন প্রথম কোন নতুন ফল আসত তখন তাঁরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করতেন। আর তিনি তা গ্রহণ করে এই মর্মে দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَفِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ .

"হে আল্লাহ্! আমাদের ফলসমূহে আমাদের জন্য বরকত দাও, আমাদের শহরে আমাদের জন্য বরকত দাও, আমাদের জন্য আমাদের 'সা' (প্রায় সাড়ে তিন কেজি সংকুলান হয় এমন পাত্র) পরিমাপে ও আমাদের 'মুদ্দে' (প্রায় তিন পোয়া সংকুলান হয় এমন পাত্র) পরিমাপে বরকত দাও। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আ) তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু এবং তোমার নবী। আর আমিও তোমার বান্দা এবং তোমার নবী। আর তিনি (ইবরাহীম তো) তোমার কাছে মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন আর আমি তাঁর ন্যায় মদীনার জন্য তোমার কাছে দু'আ আরয করছি এবং এর সঙ্গে আরো এতো এতো দু'আ করছি।"

তিনি (রাবী) বলেন ঃ এরপর তিনি ছোটদের ডাকতেন এবং যাকে সর্বকনিষ্ঠ মনে করতেন, তাকে ঐ ফল দিয়ে দিতেন।

٤١٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ بَعَثَنِيْ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِّنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ اَجْرٌ مِنْ قِثَّاءٍ زُغْبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقِثَّاءَ فَاَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَمَلاَ يَدَهُ مِنْهَا فَاَعْطَانِيْهِ .

৪১৫১. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ রাযী (র)... রুবা'ঈ বিনত মু'আওয়িয ইবন 'আফরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মু'আয ইবন 'আফরা এক ঝুড়ি খেজুর এবং ছোট ছোট কয়েকটি কচি শসা নিয়ে আমাকে নবী ﷺ-এর খিদমতে পাঠান। নবী ﷺ শসা খুবই পসন্দ করতেন। এরপর আমি তা নিয়ে তাঁর খিদমতে এলাম। তখন তাঁর সামনে বাহরাইন হতে প্রাপ্ত কিছু অলংকার ছিল। এরপর তিনি তা থেকে আমাকে এক মুষ্ঠি দান করলেন।

٤١٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَاَجْرٍ زُغْبٍ وَاَعْطَانِيْ مِلاَ كَفِّهِ حُلِيًّا اَوْ قَالَتْ ذَهَبًا .

৪১৫২. 'আলী ইবন হুজ্‌র (রা)... রুবা'ঈ বিনত মু'আওয়িয ইবন 'আফরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে এক ঝুড়ি তাজা খেজুর এবং কয়েকটি কচি শসা পেশ করলাম। এরপর তিনি আমাকে মুষ্ঠি ভরে অলংকার অথবা বলেন, স্বর্ণ উপহার দেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ شَرَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানীয় বস্তুর বিবরণ

٤١٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْحُلْوُ الْبَارِدُ .

৪১৫৩. ইবন আবূ 'উমর (র)... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ঠাণ্ডা মিষ্টি পানীয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকতর পসন্দ করতেন।

٤١٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ ابْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَتْنَا بِاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى يَمِيْنِهِ وَخَالِدٌ عَلٰى شِمَالِهِ فَقَالَ لِىْ الشَّرْبَةُ لَكَ فَاِنْ شِئْتَ اٰثَرْتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لاُوْثِرَ عَلٰى سُؤْرِكَ اَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَىْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰكَذَا رَوٰى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ هٰكَذَا رَوٰى يُوْنُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى اِنَّمَا اَسْنَدَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ بَيْنَ النَّاسِ وَمَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ هِىَ خَالَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَخَالَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ خَالَةُ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ فَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ حَرْمَلَةَ وَ رَوٰى شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ وَالصَّحِيْحُ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ .

৪১৫৪. আহমাদ ইবন মানী' (র).. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আমি এবং খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) একবার মায়মূনা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের জন্য একটি পাত্রে দুধ আনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আর ঐ সময় আমি ছিলাম তাঁর ডানে এবং খালিদ (রা) তাঁর বামে। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ এখন পান করার হক তোমার। তবে ইচ্ছে করলে তুমি খালিদকে তোমার উপর অগ্রাধিকার দিতে পার। এরপর তিনি [ইবন আব্বাস (রা)] বললেন ঃ আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাযী নই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ যদি কাউকে কোন খানা খাওয়ান তাহলে তার বলা উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

হে আল্লাহ্! তুমি এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও অধিকতর সুস্বাদু খাবার খাওয়াও।

আর যদি আল্লাহ্ তাকে দুধ পান করান, তাহলে বলা উচিত ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

হে আল্লাহ্! তুমি এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে এ থেকে আরো বেশী দাও। এরপর তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দুধ ব্যতীত এমন কোন বস্তু নেই যা খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) (প্রথম হাদীছ সম্পর্কে) বলেন, সুফয়ান ইবন 'উয়াইনা (র) একইভাবে মা'মার সূত্রে যুহরী ও 'উরওয়া (র) হতে 'আয়িশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, 'আবদুর রাযযাক (র) এবং আরো অনেকে মা'মার (র)... যুহরী (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল সনদে রিওয়ায়াত করেন। আর এতে 'উরওয়া (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে যে রিওয়ায়াত করেন, তার উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে য়ূনুস (র)-ও একাধিক রাবী যুবায়র সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল সনদে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, সবার মধ্যে একমাত্র ইবন 'উয়াইনা (র) একে মারুফূ ও পূর্ণ সনদে রিওয়ায়াত করেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) (দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে) বলেন, নবী পত্নী মায়মূনা বিনত হারিছ (রা) হলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা), ইবন আব্বাস (রা) ও ইয়াযীদ ইবন আসাম্ম (রা)-এর খালা। এই হাদীছের সনদ বর্ণনার ব্যাপারে 'আলী ইবন যায়দ ইবন জুদ'আন (র) সম্পর্কে মুহাদ্দিস মহলে (ছিকাহ - নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে) দ্বিমত রয়েছে। তাই কেউ কেউ রিওয়ায়াত করেন, 'আলী ইবন যায়দ (র) হতে, তিনি 'উমর ইবন আবূ হারমালা (র) হতে। কিন্তু শু'বা (র) 'আলী ইবন যায়দ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন এবং তারপর বলেন 'আমর ইবন হারমালা (র) হতে। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে 'উমর ইবন আবূ হারমালা (র)।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ شُرْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পান করার পদ্ধতি

٤١٥٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

৪১৫৫. আহমাদ ইবন মানী' (র)...... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করতেন।

٤١٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا.

৪১৫৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি পিতামহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাঁড়িয়ে ও বসে (উভয় অবস্থায়) পান করতে দেখেছি।

٤١٥٧ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .

৪১৫৭. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। আর তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করতেন।

٤١٥٨ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوْفِيُّ قَالَا اَنْبَانَا ابْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ اُتِيَ عَلِيٌّ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَاَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَاْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ .

৪১৫৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন 'আলা (র)... নাযযাল ইবন সাবরা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আলী (রা) রাহবা'য় থাকাকালে তাঁর জন্য এক ঘটি পানি আনা হলো। তিনি তা হতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে উভয় হাত ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর মুখমণ্ডল মাসেহ্ করলেন এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ও মাথায় ভেজা হাত বুলালেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় থেকেই কিছু পান করলেন। এরপর বললেন ঃ যার উযূ ভঙ্গ হয়নি, তার উযূ হচ্ছে এই। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি এরূপ করতে দেখেছি।

٤١٥٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ عِصَامٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْاِنَاءِ ثَلَاثًا اِذَا شَرِبَ وَيَقُوْلُ هُوَ اَمْرَا وَاَرْوٰى .

৪১৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (নিশ্চয়ই) নবী ﷺ যখন পান করতেন তখন তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন ঃ তা অধিক স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর তৃপ্তিদানে সহায়ক।

٤١٦٠ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ رِشْدِيْنِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ .

৪১৬০. 'আলী ইবন খাশরাম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন পান করতেন তখন দু'বার শ্বাস নিতেন।

٤١٦١ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ .

৪১৬১. ইবন আবূ' উমর (রা)... কাবশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট তাশরীফ আনেন। তখন তিনি লটকানো মশক থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করলেন। এরপর আমি উঠে গেলাম এবং মশকের মুখটি কেটে দিলাম।

٤١٦٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا وَزَعَمَ اَنَس اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلٰثًا .

৪১৬২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... ছুমামা ইবন 'আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আনাস ইবন মালিক (রা) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন ঃ নবী ﷺ তিন শ্বাসে পানি পান করতেন।

٤١٦٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اِبْنَةِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلٰى رَاْسِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا .

৪১৬৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ আনাস (রা)-এর মাতা উম্মে সুলায়ম (রা) এর বাড়ি যান। সেখানে একটি মশক ঝুলন্ত ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় মশকটির মুখ হতে পানি পান করলেন। এরপর উম্মে সুলায়ম (রা) মশকের নিকট পৌঁছান এবং তার মুখ কেটে দেন।

٤١٦٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَائِلٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا .

وَقَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ .

৪১৬৪. আহমাদ ইবন নাসর নিশাপুরী (র)... 'আয়িশা বিনত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (র) তাঁর পিতা সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী ﷺ দাঁড়ানো থেকে পানি পান করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, 'উবায়দা বিনত নাবিল। অর্থাৎ 'নায়িল' এর স্থলে 'নাবিল' বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَعَطُّرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুগন্ধি ব্যবহার

٤١٦٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا .

৪১৬৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' প্রমুখ (র)... মূসা ইবন আনাস ইবন মালিক (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আতরদান ছিল। তিনি তা থেকে সুগন্ধি লাগাতেন।

٤١٦٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَقَالَ اَنَسٌ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ .

৪১৬৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)... ছুমামা ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আনাস (রা) সুগন্ধি ফেরত দিতেন না। আর আনাস (রা) বলতেন ঃ নবী ﷺ কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।

٤١٦٧ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ لاَ تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَالطِّيْبُ وَاللَّبَنُ .

৪১৬৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি বস্তু কখনো ফেরত দেবে না - বালিশ, তৈল, সুগন্ধি এবং দুধ।

٤١٦٨ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ .

৪১৬৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র).. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষের সুগন্ধি সুবাস ছড়ায় কিন্তু রং থাকে অদৃশ্য। আর মহিলাদের সুগন্ধির রং দৃশ্যমান কিন্তু তাতে গন্ধ নেই।

'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٤١٦٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيْفَةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيَ اَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدُّهُ فَاِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰـى لاَ يُعْرَفُ لِحَنَّانٍ غَيْرَ هٰـذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ عَبْدُ الـرَّحْمٰـنِ بْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ فِىْ كِتَابِ الْجَرْحِ وَالـتَّعْدِيْلِ حَنَّانُ الْاَسَدِىُّ بْنُ شُرَيْكٍ هُوَ صَاحِبُ الرَّقِيْقِ عَمُّ وَالِدِ مُسَدَّدٍ وَرَوٰى عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ وَرَوٰى عَنْهُ الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ عُثْمَانَ الصَّوَّافُ وَسَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ٠

৪১৬৯. মুহাম্মাদ ইবন খলীফা ও 'আমর ইবন 'আলী (র)... আবূ উসমান নাহদী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে যখন রায়হান (একপ্রকার উন্নত ধরনের সুগন্ধি) দান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তার উৎসমূল হচ্ছে জান্নাত।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীছ ব্যতীত হান্নান (র)-এর অন্য কোন রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না। 'আবদুর রহমান ইবন আবূ হাতিম (র) কিতাবুল জারাহ ওয়াত্-তা'দীল-এ বলেন, হান্নান আসাদী বনী আসাদ ইবন শুরায়ক গোত্রের লোক। তিনি মুসাদ্দিদ এর পিতার চাচা। তিনি রিওয়ায়াত করেন আবূ উসমান নাহদী থেকে এবং তিনি হাজ্জাজ ইবন আবূ উসমান সাওয়াফ থেকে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতৃ সূত্রে শুনেছি, তিনি এরূপ বলেছেন।

٤١٧٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عُرِضْتُ بَيْنَ يَدَىْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَلْقٰى جَرِيْرٌ رِدَاءَهُ وَمَشٰى فِىْ اِزَارٍ فَقَالَ لَهُ خُذْ رِدَاءَكَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ مَا رَاَيْتُ رَجُلاً اَحْسَنَ صُوْرَةٍ مِنْ جَرِيْرٍ اِلاَّ مَا بَلَغَنَا مِنْ صُوْرَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

৪১৭০. 'উমর ইবন ইসমা'ঈল ইবন মুজালিদ ইবন সা'ঈদ হামদানী (র)... কায়স ইবন আবূ হাযিম (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জাবীর ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সামনে পেশ করা হলো। জারীর (রা) চাদর খুলে লুঙ্গি পারিহিত অবস্থায় হাঁটতে শুরু করেন। 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বললেন, চাদর পরিধান কর। এরপর 'উমর (রা) উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, য়ূসুফ (আ)-এর চেহারার লাবণ্য সম্পর্কে আমাদের কাছে যতটা সংবাদ এসেছে, সে মতে জারীর (রা) ব্যতীত আর কাউকে অধিক সুদর্শন দেখেনি।

بَاب كَيْفَ كَانَ كَلاَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাচনভঙ্গির বিবরণ

٤١٧١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الـزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ .

৪১৭১. হুমায়দ ইবন মাস'আদা বাসরী (র)..... 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের ন্যায় চটপটে (অস্পষ্টভাবে তাড়াতাড়ি) কথা বলতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি কথা ছিল সুস্পষ্ট। আর শ্রোতামাত্রই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।

٤١٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلٰثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ .

৪১৭২. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনে কোন কথা তিনবার বলতেন যাতে (শ্রোতারা) ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

٤١٧٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ اَنْبَانَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ تَمِيْمٍ مِنْ وُلْدِ اَبِىْ هَالَةَ زَوْجُ خَدِيْجَةَ يُكْنٰى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنٍ لِاَبِىْ هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِىْ هِنْدَ بْنَ اَبِىْ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا قُلْتُ صِفْ مَنْطِقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلُ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِىْ غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِاَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُوْلَ وَلَا تَقْصِيْرَ لَيْسَ بِالْجَافِىْ وَلَا الْمُهِيْنِ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَاِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَاكَانَ لَهَا فَاِذَا تُعُدِّىَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَىْءٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا اِذَا اَشَارَ اَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَاِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا وَاِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنٰى بَطْنَ اِبْهَامِهِ الْيُسْرٰى وَاِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ وَاِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضَحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ .

৪১৭৩. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... হাসান ইবন 'আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি (আমার) মামা হিন্দ ইবন আবূ হালা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চরিত্র বিশেষজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাচনভঙ্গী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা আখিরাতে উম্মতের নাজাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এই কারণে তাঁর কোন স্বস্তি ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি আগাগোড়া স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তিনি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যালাপ করতেন। তাঁর কথা ছিল একটি হতে অপরটি পৃথক। তাঁর কথাবার্তা একেবারে বিস্তারিত ছিল না কিংবা সংক্ষিপ্তও ছিল না। অর্থাৎ তাঁর কথার মর্মার্থ অনুধাবনে কোন প্রকার অসুবিধা হত না। তাঁর কথায় কঠোরতার ছাপ ছিল না। আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবও থাকত না। আল্লাহ্র নি'য়ামত যত সামান্যই হত তাকে তিনি অনেক বড় মনে

করতেন। তিনি তার কোন দোষত্রুটি খুঁজতেন না। তিনি অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রীর ত্রুটি খতিয়ে দেখতেন না এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব কোন বিষয় বা কাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতেন না এবং তার জন্য আক্ষেপও করতেন না। অবশ্য কেউ ধর্মীয় কোন বিষয়ে সীমা লংঘন করলে তখন তাঁর গোস্বার সীমা থাকত না। এমনকি তখন কেউ তাঁকে বশে রাখতে পারত না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কারণে ক্রোধান্বিত হতেন না এবং এ জন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। কোন বিষয়ের প্রতি ইশারা করলে সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি কোন বিস্ময় প্রকাশ করলে হাত উল্টাতেন। যখন কথাবার্তা বলতেন তখন ডান হাতের তালুতে বাম হাতের আঙ্গুলের অভ্যন্তরীণ ভাগ দ্বারা আঘাত করতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগী হতেন। যখন তিনি আনন্দ-উৎফুল্ল হতেন তখন তাঁর চোখের কিনারা নিম্নগামী করতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি স্মিত হাসতেন। তখন তাঁর পবিত্র দন্তরাজি বরফের ন্যায় সাদা উজ্জ্বলরূপে শোভা পেত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ضَحِكِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাসির আলোচনা প্রসঙ্গে

٤١٧٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ اَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِيْ سَاقَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ اِلاَّ تَبَسُّمًا وَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلٍ.

৪১৭৪. আহমদ ইবন মানী' (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কদম মুবারকের গোছা (নলা) খানিকটা সরু গোছের ছিল। আর তিনি মুচকি হাসিই হাসতেন। এরপর আমি (বর্ণনাকারী) তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম। তখন আমি বলতাম যে, তিনি চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তিনি (তখন) সুরমা লাগানো অবস্থায় ছিলেন না।

٤١٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪১৭৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাইতে অধিক মুচকি হাস্যকারী ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি।

٤١٧٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحَانِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ تَبَسُّمًا.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

৪১৭৬. আহমদ ইবন খালিদ আল খাল্লাল (র)... 'আবদুল্লাহ্ ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাসি মুচকি হাসিই ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসখানি লায়ছ ইবন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের চাইতে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে গারীব।

٤١٧٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاٰخِرَ رَجُلٍ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُؤْتـى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهِ وَتُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُقِرٌّ لَايُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا فَيُقَالُ اَعْطُوْهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً فَيَقُوْلُ اِنَّ لِىْ ذُنُوْبًا مَا اَرَاهَا هٰهُنَا قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৪১৭৭. আবূ 'আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়স (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে ভালভাবে জানি। আর যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তাকেও জানি। কিয়ামতের দিনে এক ব্যক্তিকে (আল্লাহ্‌র এজলাসে উপস্থিত করে) বলা হবে এর সগীরা গুনাহগুলো উপস্থাপন কর এবং কবীরা গুনাহগুলো গোপন করে রাখ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি অমুক অমুক দিনে এই এই গুনাহ্ করেছ। তখন সে ব্যক্তি স্বীকার করবে– একটিও প্রত্যাখান করবে না। এরপর সে তার কবীরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন ঘোষণা দেওয়া হবে যে, তার প্রতিটি মন্দ কাজের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ কর। এরপর সে বলবে, নিশ্চয়ই এখনও আমার অনেক গুনাহ বাকী আছে যা সে দেখতে পাচ্ছে না। আবূ যার (রা) বলেন ঃ তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসছেন এমনকি তাঁর শুভ্র দন্তরাজি দেখা যাচ্ছিল।

٤١٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَاٰنِىْ اِلَّا ضَحِكَ .

৪১৭৮. আহমদ ইবন মানী' (র)... জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (তাঁর কাছে আসতে) বাধা দেননি। আর আমাকে দেখামাত্রই তিনি হাসতেন।

٤١٧٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَاٰنِيْ اِلَّا تَبَسَّمَ .

৪১৭৯. আহমদ ইবন মানী' (র)... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার ইসলাম

গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (তাঁর দরবারে আসতে) বাধা দেননি। আর আমাকে দেখলে তিনি মুচকি হাসি দিতেন।

٤١٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدْ اَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ قَالَ فَيَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ الَّذِيْ تَمَنَّيْتَ عَشَرَةَ اَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِيْ مِنِّيْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৪১৮০. হান্নাদ ইবন সাররী (র)... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে বেরিয়ে আসবে, আমি তাকে চিনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। এরপর তাকে বলা হবে, এসো। জান্নাতে প্রবেশ কর। ঘোষণা মুতাবিক সে (জান্নাতের দিকে) যাবে এবং সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পাবে কোথাও ঠাঁই নেই। লোকেরা সকল স্থান অধিকার করে আছে। সে বিফল হয়ে ফিরে আসবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! লোকেরা তো সকল স্থানই দখল করে আছে। তখন তাকে বলা হবে, তোমার সে কালের (পৃথিবীর) কথা স্মরণ আছে কি যেখানে তুমি অবস্থান করেছিলে? সে বলবে, জি হ্যাঁ। সবই আমার মনে পড়ে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তাকে বলা হবে, তোমার [illegible] তা আকাঙক্ষা কর। তিনি বলেন, তখন সে আকাঙক্ষা করবে। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি যে ইচ্ছা পোষণ করলে তাই তোমার জন্য মঞ্জুর করা হল এবং তোমাকে দশ দুনিয়ার সমান স্থান দেওয়া হবে। তিনি বলেন : তখন সে (বান্দা) বলবে, আপনি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন অথচ আপনি আমার মালিক– সারে জাহানের বাদশাহ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুচকি হাসি দিতে দেখলাম এমনকি তাঁর দন্ত মুবারক দৃশ্যমান হল।

٤١٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَاَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ

ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْئٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اَحَدٌ غَيْرِىْ.

৪১৮১. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... 'আলী ইবন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে আলী (রা)-এর সামনে হাযির করা হল। তখন একটি জানোয়ারের পিঠে আরোহণের জন্য সেটি আনা হলো। যখন তিনি সে পশুটির রেকাবে পা রাখলেন তখন বললেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ

সেই মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন।

এরপর তিনি তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত) এবং তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) পাঠ করলেন। এরপর এই দু'আ পড়লেন ঃ

سُبْحٰنَكَ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

আল্লাহ্ পবিত্র! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর সীমা লংঘন করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই।

এরপর তিনি হাসলেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! কীসে আপনার হাসি পেল? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমনভাবে দেখেছি যেভাবে আমি এইমাত্র কথা ও কাজ সম্পন্ন করলাম। এরপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ জিনিস আপনাকে হাসালো? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দার এই কথা খুবই পসন্দ করেন যখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। এই বিশ্বাস রাখেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারে না।

٤١٨٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ سَعْدٌ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْس وَكَانَ سَعْدٌ رَامِيًا وَكَانَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرْسِ يُغَطِّىْ جَبْهَتَهُ فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْمٍ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ رَمَاهُ لَمْ يُخْطِئْ هٰذِهِ مِنْهُ يَعْنِىْ جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ وَشَالَ بِرِجْلِهٖ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْئٍ ضَحِكَ قَالَ مِنْ فِعْلِهٖ بِالرَّجُلِ .

৪১৮২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আমর ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সা'দ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খন্দকের যুদ্ধের দিন মুচকি হাসতে দেখেছি। তখন তাঁর পবিত্র দন্তরাজি দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ

এক ব্যক্তিকে দেখে যার কাছে একটি কাকের ঢাল রয়েছে। সা'দ (রা) ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। আর তিনি একটি কাকের ঢাল নিয়ে বলছিলেন, এই এই। তিনি তার ঢালটি দিয়ে তার কপাল আবৃত করে রেখেছিলেন। সা'দ তার তীর (বর্শাফলক) বের করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যখন সে তার মাথা উঁচু করলো তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। ফলে সে তার কপালে (ললাটদেশ) আঘাত পেল এবং মাটিতে ঢলে পড়ল। আর তার পা উপরের দিকে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসি দিলেন। এমনকি তাঁর শুভ্র মুখের কিনারার দন্তরাজি দেখা যাচ্ছিল। তিনি ('আমর ইবন সা'দ) বলেন, আমি বললাম, কী সে আপনাকে হাসাল? তিনি বললেন ঃ এই ব্যক্তির সঙ্গে তার সুনিপুণ কর্মের জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ مِزَاحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কৌতুক

٤١٨٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَنْبَانَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْاُذُنَيْنِ قَالَ مَحْمُوْد قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ يَعْنِىْ يُمَازِحُهُ .

৪১৮৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ তাকে [আনাস (রা)] কৌতুক করে (কৌতুকচ্ছলে) 'ওহে দুই কানওয়ালা' বলেছিলেন। মাহমূদ (র) বলেন, আবূ উসামা (র) এর অর্থ 'কৌতুক' করেছেন।

٤١٨٤. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيْع عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنْ كَانَ النَّبِىَّ ﷺ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُوْلَ لاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَفِقْهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُمَازِحُ وَفِيْهِ اِنَّهُ كَنّٰى غُلاَمًا صَغِيْرًا فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا عُمَيْرٍ وَفِيْهِ اَنْ لاَّ بَأْسَ اَنْ يُعْطِىَ الصَّغِيْرُ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهٖ وَ اِنَّما قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ لِاَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٍ فَيَلْعَبُ بِهٖ فَمَاتَ فَحَزِنَ الْغُلاَمُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

৪১৮৪. হান্নাদ ইবন সাররী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে. তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাদের সাথে একাকার হয়ে কৌতুক করতেন। (একবার) আমার ছোট ভাইকে বললেন ঃ ওহে আবূ উমায়র! কি হল নুগায়র (ছোট পাখি)?

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, কেননা তার নুগায়র নামে একটি পাখি ছিল, যা নিয়ে সে খেল- তামাশা করত। পাখিটি মরে গেল। এতে সে দুঃখিত হল। তখন নবী ﷺ তার সাথে কৌতুক করলেন এবং বললেন, ওহে আবূ উমায়র! কি হল তোমার নুগায়র?

٤١٨٥ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيْقٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ اِنِّىْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا تُدَاعِبُنَا يَعْنِىْ تُمَازِحُنَا .

৪১৮৫. 'আব্বাস ইবন মুহাম্মদ আদ্-দাওরী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের সাথে কৌতুক করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি কৌতুকচ্ছলে কখনো সত্য ব্যতীত কিছু বলি না।

٤١٨٦ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلاَّ النُّوْقُ.

৪১৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি বাহন চাইল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিচ্ছি। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ উটমাত্রই তো কোন না কোন উষ্ট্রীর বাচ্চা (উটমাত্রই উষ্ট্রীর বাচ্চা নয় কি?)।

٤١٨٧ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اِسْمُهُ زَاهِرًا وَكَانَ يُهْدِيْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلاً دَمِيْمًا فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيْعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلاَيُبْصِرُهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا اَرْسِلْنِىْ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِىَّ ﷺ فَجَعَلَ لاَ يَالُوْ مَا اَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ عَرَفَهُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا وَاللّٰهِ تَجِدُنِىْ كَاسِدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لٰكِنَّ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ اَوْ قَالَ اَنْتَ عِنْدَ اللّٰهِ غَالٍ.

৪১৮৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, যাহির (ইবন হিযাম আশজাঈ বদরী) নামে এক বেদুঈন প্রায়ই নবী ﷺ -কে হাদিয়া দিত। যখন সে চলে যেতে উদ্যত হত তখন নবী ﷺ বলতেন, যাহির আমাদের পল্লীবন্ধু, আর আমরা তার শহুরে বন্ধু। সে কদাকার হলেও নবী ﷺ তাকে ভালবাসতেন। একদা সে বেচাকেনা করছিল আর নবী ﷺ তার

অলক্ষ্যে পেছন দিক থেকে ধরে ফেললেন। তারপর সে বলল, কে? আমাকে ছেড়ে দাও তো! দৃষ্টিপাত করতেই সে নবী ﷺ -কে বুঝে ফেলল। তারপর পৃষ্ঠদেশ ঘুরিয়ে কোনমতে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করল। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ এই গোলামাটিকে কে খরিদ (ক্রয়) করবে? লোকটি (যাহির) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বিক্রি করে কেবল অচল মুদ্রাই পাবেন। এরপর তিনি বললেন ঃ কিন্তু তুমি আল্লাহ্র নিকট অচল নও। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্র নিকট তোমার উচ্চ সম্মান রয়েছে।

٤١٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَتَتْ عَجُوْزٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا اُمَّ فُلَانٍ اِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوْزٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِيْ فَقَالَ اَخْبِرُوْهَا اَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوْزٌ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ (اِنَّا اَنْشَاْنَا هُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا)

৪১৮৮. 'আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... হাসান (র) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার এক বৃদ্ধা মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি (আমি জান্নাতি হতে পারি)। তিনি বললেন, ওহে! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি (রাবী) বলেন, (এতদশ্রবণে) সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। তিনি নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে এই মর্মে খবর দাও যে, তুমি বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, (اِنَّا اَنْشَاْنَا هُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا) 'আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। আর তাদের করেছি কুমারী।' (৫৬ ঃ ৩৫-৩৬)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাব্যিক ছন্দে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথামালা

٤١٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قِيلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُوْلُ وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدِ.

৪১৮৯. 'আলী ইবন হুজর (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কাব্যের ছন্দে কথাবার্তা বলেন কিনা সে ব্যাপারে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) ইবন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবার কখনো বলতেন ঃ

وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدِ.

তোমার কাছে এমন ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসেন, যাকে তুমি মজুরী দাও না।

٤١٩٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ :

اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ .

৪১৯০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে কবি লাবীদ সবচেয়ে সত্য কথা বলেছে ঃ

اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ

সাবধান! আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। উমায়্যা ইবন আবূ সাল্‌ত সম্ভবতঃ ইসলাম গ্রহণ করেন।

٤١٩١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ اَصَبَ حَجَرٌ اِصْبَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَمِيَتْ فَقَالَ :

هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ + وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ .

حَدَّثَنَا اِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَادِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيُّ نَحْوَهُ .

৪১৯১. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... জুনদুব ইবন সুফয়ান বাজালী (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (একদা) প্রস্তরাঘাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি একটি আঙ্গুল যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাও আল্লাহ্‌র রাস্তায়, যার প্রতিদান পাবে।

ইবন আবূ 'উমর (র)... জুনদুব ইবন 'আবদুল্লাহ বাজালী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤١٩٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اِبْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ سَرْعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ + اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ .

৪১৯২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাকে এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ উমারা! তোমরা কি তাকে একা রেখে (হুনায়নের যুদ্ধের ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাননি। বরং তিনি দুর্ধর্ষ হাওয়াযিন গোত্রের বর্শা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন। আবূ

সুফয়ান ইবন হারিছ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। আর তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبَ + اَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب .

আমি সত্য নবী এবং আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

٤١٩٣ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَانَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِه + اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِه

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِه + وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِه .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَقُوْلُ شِعْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِىَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ .

৪১৯৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন উমরাতুল কাযা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন ইবন রাওয়াহা (রা) তাঁর সামনে চলছেন এবং বলছেন ঃ

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِه + اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِه

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِه + وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِه

'হে কাফির সন্তানেরা! তাঁর চলার পথ ছেড়ে দাও। আজ তাকে বাধা দিলে যেমন গেল বছর দিয়েছ, তাহলে কাঁধ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলব এবং বন্ধুকে বন্ধু হতে ভুলিয়ে রাখব।'

'উমর (রা) তাকে বললেন, ওহে ইবন রাওয়াহা! আল্লাহ্র হারামে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করছ? নবী ﷺ বললেন ঃ ওহে 'উমর! তাকে বলতে দাও (ছেড়ে দাও)। কেননা তার কবিতা ওদের জন্যই শরাঘাতের চাইতে অধিক কার্যকর।

٤١٩٤ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ وَكَانَ اَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُوْنَ اَشْيَاءَ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ .

৪১৯৪. 'আলী ইবন হুজ্র (র)... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মজলিসে শতাধিক বার বসেছি। আর তাতে তাঁর সাহাবাগণ কবিতা আবৃত্তি

করতেন এবং জাহিলিয়া যুগের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আর তিনি কখনো চুপ থাকতেন। আবার কখনো তাদের সাথে মুচকি হাসতেন।

٤١٩٥ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ : اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ .

৪১৯৫. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ বলেন ঃ আরবীয় কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাণী হচ্ছে লাবীদের ঃ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ

সাবধান! আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।

٤١٩٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ كُلَّمَا اَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هِيْهِ حَتَّى اَنْشَدْتُهُ مِائَةً يَعْنِيْ بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ .

৪১৯৬. আহমদ ইবন মানী' (র)... 'আমর ইবন শারীদ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি বাহনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে ছিলাম। তারপর আমি তাঁকে উমায়্যা ইবন আবূ-সাল্‌ত বিরচিত একশো চরণ কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম। কবিতা শেষ হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ আরো শোনাও। এরপর তিনি বললেন ঃ তার ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

٤١٩٧ . حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي الزِّنَادِ عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا يُنَافِحُ اَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪১৯৭. ইসমা'ঈল ইবন মূসা আল্-ফাযারী ও 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি মিম্বর স্থাপন করেছিলেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন অথবা তিনি বলেছেন, যেন

তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হতে কাফিরদের নিন্দাবাদের উত্তর দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্! রূহুল কুদ্স [জিবরাঈল (আ)]-এর দ্বারা হাস্সানকে সাহায্য করবেন যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রশংসায় কিংবা কাফিরদের নিন্দাবাদের উত্তর দেবে।

ইসমাঈল ইবন মূসা ও 'আলী ইবন হুজ্র (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাত্রে গল্প বলা

٤١٩٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيْثًا فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ كَاَنَّ الْحَدِيْثَ حَدِيْثُ خُرَافَةَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا خُرَافَةُ اِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةَ اَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيْهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوْهُ اِلَى الْاِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَاٰى فِيْهِمْ مِنَ الْاَعَاجِيْبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيْثُ خُرَافَةَ

৪১৯৮. আল্ হাসান ইবন সাব্বাহ আল্ বাযযার (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের একটি কাহিনী শোনান। তাদের একজন বললেন, এতো খুরাফার কাহিনী (অর্থাৎ খুরাফার কাহিনীর মতই বিস্ময়কর)। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমরা খুরাফা সম্পর্কে জান কি? খুরাফা তো ওযরা গোত্রের লোক। জাহিলিয়া যুগে তাকে জিন্নে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে এক যুগ থেকে মানব সমাজে ফিরে আসে। সেখানকার বিস্ময়কর কথাগুলো সে লোকালয়ে বলে বেড়াত। তখন থেকে (কোন বিস্ময়কর ঘটনা হলেই লোকেরা বলত) এতো খুরাফার কাহিনী।

حَدِيْثُ اُمِّ زَرْعٍ .

অনুচ্ছেদ ঃ হাদীসে উম্মে যার'আ

٤١٩٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ اِحْدَى عَشْرَةَ امْرَاَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَلاَّ يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا فَقَالَتْ : قَالَتِ الْاُوْلَى زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَاْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلاَ سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَى قَالَتْ الثَّانِيَةُ زَوْجِيْ لاَ اَبُثُّ خَبَرَهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرْهُ اَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقْ وَاِنْ اَسْكُتْ اُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ

وَلاَ سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِى اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِى
اِنْ اَكَلَ لَفَّ وَاِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي عَيَايَاءُ
اَوْ غَيَابَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِى الْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ
وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِى رَفِيْعُ الْعِمَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ
قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ وَاِذَا سَمِعْنَ
صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ زَوْجِى اَبُوْ زَرْعٍ وَمَا اَبُوْ زَرْعٍ اَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ اُذُنَيَّ
وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَجَّحَنِى فَبَجِحَتْ اِلَىَّ نَفْسِى وَجَدَنِى فِى اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِى فِى اَهْلِ
صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ وَاَرْقُدُ وَاَتَصَبَّحُ وَاَشْرَبُ فَاَتَقَمَّحُ اُمُّ اَبِى زَرْعٍ فَمَا اُمُّ
اَبِى زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رِدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ اَبِى زَرْعٍ فَمَا ابْنُ اَبِى زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ
ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ اَبِى زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ اَبِى زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْأُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا
جَارِيَةُ اَبِى زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَلاَ تَنْقُثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ
زَرْعٍ وَالْاَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِىَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِيْ
فَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَطِّيًّا وَاَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَاَعْطَانِى مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ
زَوْجًا وَقَالَ كُلِى اُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِى اَهْلَكِ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِى زَرْعٍ قَالَتْ
عَائِشَةُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لِاُمِّ زَرْعٍ .

৪১৯৯. আলী ইবন হুজ্‌র (র)... আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার এগারজন স্ত্রীলোক এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো যে, তারা তাদের নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে যথার্থ অবস্থা তুলে ধরবে। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী অলস, অকর্মণ্য, দুর্বল উটের গোশত তুল্য, তাও আবার পর্বত চূড়ায় সংরক্ষিত; যা ধরাছোঁয়া দুঃসাধ্য। তার আচরণ রুক্ষ। এতে তার কাছে যাওয়া যায় না। সে স্বাস্থ্যবানও নয়, আর তাকে ত্যাগও করতে পারছি না।

দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী এমন যে, আমি আশংকা করছি তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে শেষ করতে পারব না। আর আমি যদি বর্ণনা দেই, তাহলে কেবল দোষত্রুটিই বর্ণনা করব।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট (কদাকার আকৃতির)। আমি কথা বললে (উত্তর আসে) তালাক। আর নীরব থাকলে সে তো ঝুলন্ত অসি (অর্থাৎ কিছু চাইলে বদ মেজাজের কোপানলে পড়তে হয় এবং চুপ থাকলে বঞ্চিত হতে হয়)।

চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তাহামার রাত্রির ন্যায়– না (প্রচণ্ড) গরম, আর না (প্রচণ্ড) ঠাণ্ডা। তার থেকে কোন ভয়ভীতি কিংবা অস্বস্তির কারণ নেই।

পঞ্চম মহিলা বলল, আমার স্বামী এলে মনে হয় চিতাবাঘ আর বাইরে সে হয় সাহসী শার্দুল। বাড়িতে কি ঘটল সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খায়, তৃপ্তি ভরে খায়। আর পান করলে অবশিষ্ট রাখে না। আর যখন ঘুমোতে যায়, চাদর দেহে জড়িয়ে দেয়। আমার কোন বিপদাপদ আছে কিনা তা হাত বাড়িয়েও দেখে না।

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী উপগত হতে অক্ষম, কথা বলতে অপারগ, সর্বাধিক রোগে আক্রান্ত। সে আমার মস্তক চূর্ণ করতে পারে অথবা মারধোর করে সর্বাঙ্গ একত্র করে দিতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর পরশ খরগোশের ন্যায় কোমল। (তার ব্যবহৃত সুগন্ধি) জাফরানের সুগন্ধির ন্যায়।

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। অতীব অতিথি পরায়ণ, দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট, তার বৈঠকখানা ঘরের সন্নিকটবর্তী।

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামী মালিক। মালিকের প্রশংসা কীর্তন কী বা করব (অর্থাৎ উপরে বর্ণিতদের প্রশংসা একত্র করলেও তার প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না)। তার রয়েছে অসংখ্য উট, আর আস্তাবল ঘরের কাছেই। মাঠে খুব কমই চরানো হয়। এসব উট যখন বাজনার ঝংকার শোনে তখন প্রত্যয় জন্মে যে, তাদের যবেহ করা হবে।

একাদশ মহিলা উম্মে যার'আ বলল, আমার স্বামী আবূ যার'আ। আবূ যার'আর কী বা প্রশংসা করব, সে তো অলংকার দিয়ে আমার দুই কান ন্যুজ করে দিয়েছে, উপাদেয় খাবার খাইয়ে দুই বাহু চর্বিযুক্ত করে দিয়েছে। আমাকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে। ফলে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। আমি ছিলাম বকরী রাখালের মেয়ে, খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হতো। আমি এখন অসংখ্য ঘোড়া, উট ও বকরী পালের মধ্যে তথা পর্যাপ্ত ধন-সম্পদের মধ্যে আছি। আমি তাকে কিছু বললেও ও আমাকে মন্দ বলতো না। সারাক্ষণ নিদ্রায় কাটালেও কিছু বলতো না। পর্যাপ্ত আহারের পরও অবশিষ্ট থাকত। উম্মু আবূ যার'আর (একাদশ মহিলার শাশুড়ি) প্রশংসাই বা কীভাবে করব! তার বড় বড় পাত্রগুলো সর্বদা খানায় পরিপূর্ণ থাকে আর তার বাড়ির চৌহদ্দী খুবই বিশাল। ইবন আবূ যার'আ (আবূ যার'আর ছেলে) সম্পর্কে কী বলব! তার শরীর হালকা-পাতলা গোছের, কোমরখানি তরবারির ন্যায় সূক্ষ্ম, বকরীর একটি উরুর গোশত তার জন্য যথেষ্ট। আবূ যার'আর কন্যা সম্পর্কেই কী বলব! পিতামাতার অনুগত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী স্বাস্থ্যবান সতীনদের অন্তর্জ্বালার কারণ। আবূ যার'আর পরিচারিকার কথাই বা কী বলব! সে ঘরের গোপন তথ্য ফাঁস করে না, আমাদের খাবার বিনানুমতিতে তসরুপ করে না। বাড়িঘরে কখনো আবর্জনা জমা করে রাখে না। সে (একাদশ মহিলা) বলল, একবার আবূ যার'আ বাইরে যান এবং দেখতে পান যে, স্বাস্থ্যবান দু'টি শিশু তাদের মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছে। এরপর সে (আবূ যার'আ) আমাকে তালাক দিয়ে তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে ফেলে।

এরপর আমি একজন ধনাঢ্য উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে বিবাহ করি। সেও আমাকে পর্যাপ্ত সামগ্রী জোড়ায় জোড়ায় দিল। সে (স্বামী) বলল, উম্মু যার'আ! তৃপ্তি সহকারে খাও এবং ইচ্ছেমত তোমার আত্মীয়দের

জন্য পাঠাও। সে (মহিলা) বলল, তার দান-দক্ষিণার যাবতীয় বস্তুরাজি একত্র করলেও আবূ যার'আর সামান্যও হবে না। আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ আবূ যার'আ যেমন উম্মু যার'আর জন্য, আমিও ঠিক তোমার জন্য তদ্রূপ। (কিন্তু আমি কখনো আবূ যার'আর মত তোমাকে তালাক দেব না)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ نَوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিদ্রার বৈশিষ্ট্য

٤٢٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَقَالَ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ·

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ وَقَالَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ ·

৪২০০. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... বারা ইবন 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন হাত ডান গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন ঃ

رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

'হে আমার প্রতিপালক! (পুনরুত্থান দিবসে যে দিন) তোমার বান্দাদের উঠাবে সে দিনের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও!'

মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি বলেন ঃ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ (যে দিন তোমার বান্দাদের একত্র করবে)।

٤٢٠١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ·

৪২০১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন শোয়ার জন্যে বিছানায় আসতেন তখন বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

'হে আল্লাহ্! তোমার নামেই মৃত্যুবরণ (নিদ্রা) করছি এবং তোমার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হব।'

আবার যখন নিদ্রাভঙ্গ করতেন তখন বলতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি মৃত্যুর পর জীবন দিয়েছেন আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

٤٢٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَقِيْلٍ أُرَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ فِيْهِمَا وَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُل اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَءُ بِهِمَا رَاسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

৪২০২. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন শোয়ার জন্যে বিছানায় যেতেন তখন দ'আ করার ন্যায় দুই হাত মিলিয়ে সূরা ইখলাস ও মুয়াওবিযাতায়ন পাঠ করতঃ ফুঁ দিতেন এবং আপাদ মস্তকে তিনবার হাত বুলিয়ে নিতেন। তারপর মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশও অনুরূপ বুলাতেন।

٤٢٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاَتَاهُ بِلَال فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৪২০৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রায় নাক ডাকতে থাকেন। আর নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণের অনুরোধ জানান। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন। কিন্তু উযূ করলেন না। এ হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত একটি কাহিনী রয়েছে।

٤٢٠٤. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ .

৪২০৪. ইসহাক ইবন মানসূর (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন (নিম্নোক্ত দু'আ) পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ .

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের আহার করান ও পান করান। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিদ্রা যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এমন অগণিত লোক রয়েছে যাদের নেই কোন প্রতিভূ আর নেই কোন আশ্রয়দাতা।'

٤٢٠٥. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَاْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ .

৪২০৫. আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আল-জুরায়রী (র)...... আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতে (সফরে) ডান কাতে বিশ্রাম নিতেন। আর যদি ভোর হওয়ার উপক্রম হত তাহলে ডান হাত দাঁড় করে হাতের তালুর উপর মাথা রাখতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِبَادَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইবাদতের বর্ণনা

٤٢٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

৪২০৬. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ ও বিশর ইবন মু'আয (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর কদম মুবারক স্ফীত হয়ে (ফুলে) যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট বরদাশ্ত করছেন অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি শোকর গুযার বান্দা হব না?

٤٢٠٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

৪২০৭. আবূ 'আম্মার আল-হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এতে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ (কষ্ট সহ্য) করছেন অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি শোকর গুযার বান্দা হব না?

٤٢٠٨. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّمْلِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

৪২০৮. ‘ঈসা ইবন ‘উসমান ইবন ‘ঈসা ইবন ‘আবদুর রহমান রামালী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কদম মুবারক ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এরূপ (কষ্ট সহ্য) করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্বাপর ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ্ তা‘আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি শোক্‌র গুযার বান্দা হব না?

٤٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ اَوْتَرَ ثُمَّ اَتٰى فِرَاشَهُ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اَلَمَّ بِاَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ جُنُبًا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَاِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ.

৪২০৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ‘আয়িশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তাহাজ্জুদ সালাত (রাতের সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন। তারপর সালাতে দাঁড়াতেন এবং সাহারীর পূর্বক্ষণে বিতর আদায় করতেন। এরপর প্রয়োজন মনে করলে বিছানায় আসতেন। তারপর আযানের শব্দ শুনে জেগে উঠতেন এবং অপবিত্র হলে সর্বাগ্রে পানি বইয়ে দিতেন (গোসল করে নিতেন) নতুবা উযূ করতেন। তারপর সালাত আদায় করতেন।

٤٢١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَعَدَ فِىْ طُوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِيْمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِىْ ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنٰى فَفَتَلَهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَعْنٌ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪২১০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি তাঁর খালা মায়মূনা (রা)-এর গৃহে রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, তিনি মায়মূনা (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বালিশের লম্বা দিকে ঘুমান আর আমি প্রস্থের দিকে ঘুমাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অর্ধ রাত কিংবা তার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি জাগ্রত হন এবং মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের জড়তা দূর করেন। তারপর তিনি 'আলে ইমরানের' শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি ঝুলন্ত পানির মশকের কাছে যান এবং উত্তমরূপে উযূ করেন। এরপর সালাতে দাঁড়ান। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার উপর হাত রাখলেন, এরপর কান দু'টি ধরে ডান পার্শ্বে নিয়ে এলেন। মা'আনের বর্ণনামতে তিনি দুই দুই রাক'আত করে ছয়বার (বার রাক'আত) সালাত আদায় করেন। এরপর বিত্র আদায় করেন। এরপর আরাম করেন। এরপর তাঁর কাছে মুয়ায্যিন এলো। তখন তিনি সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং ফজরের সালাত আদায় করেন।

٤٢١١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً .

৪২১১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ (তাহাজ্জুদ ও বিতর সহ কখনো কখনো) রাত্রে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

٤٢١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰـــى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْمُ اَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً .

৪২১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যদি কখনো নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে প্রবল ঘুমের চাপ (কিংবা অন্য কোন কারণে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত তাহলে তিনি দিনে (চাশতের সময়) বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

٤٢١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلٰوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

৪২১৩. মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত যে, তোমাদের কেউ যখন তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে তখন প্রথমে যেন সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।

٤٢١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰـى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَوَسَّدْتُ عَتْبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشَرَ رَكْعَةً .

৪২১৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন মূসা (র)... যায়দ ইবন খালিদ আল্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করার ইচ্ছা করলাম। তাই আমি তাঁর বাড়ি অথবা তাঁবুর চৌকাঠের উপর মাথা ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে (অতি দীর্ঘ বুঝানোর জন্য طَوِيْلَتَيْن দীর্ঘ শব্দটি তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে)। দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তদপেক্ষা সংক্ষেপে দুই রাক'আত, তার চেয়ে সংক্ষেপে আরও দুই রাক'আত এবং তার চেয়ে আরও সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সংক্ষেপে আরও দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বিত্র আদায় করেন। ফলে তের রাক'আত হল।

٤٢١٥ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدٍ ابْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَزِيْدَ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ اَرْبَعًا لاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا لاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَيَنَامُ قَلْبِيْ .

৪২১৫. ইসহাক ইবন মূসা (র)... আবূ সালামা ইবন 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানে কত রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান অথবা অন্য সময় এগার রাক'আতের বেশি সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত আদায় করতেন। কি রকম একাগ্রতা ও দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন তুমি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর আবার চার রাক'আত আদায় করতেন। এরপর তিন রাক'আত আদায় করতেন। তবে এর একাগ্রতা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিত্র আদায়ের পূর্বে কি নিদ্রা যান? তিনি বললেন ঃ আমার চোখ নিদ্রা যায় কিন্তু কলব নিদ্রা যায় না।

٤٢١٦ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اِحْدَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ . ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ .

৪২১৬. ইসহাক ইবন মূসা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যার মধ্যে এক রাক'আত হত বিত্‌র। সালাত শেষে তিনি ডান কাতে আরাম করতেন।

ইবন আবূ 'উমর (র) ও কুতায়বা ... ইবন শিহাব সূত্রে মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٢١٧ . حَدَّثَنَا هَنَّاد حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهُ .

৪২১৭. হান্নাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আ'মাশ সূত্রে মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٢١٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ قَالَ ثُمَّ قَرَءَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ كَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوْعِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ حَتّٰى قَرَاءَ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْاَنْعَامَ شُعْبَةُ الَّذِيْ شَكَّ فِي الْمَائِدَةَ وَالْاَنْعَامِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَاَبُوْ حَمْزَةَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاَبُوْ حَمْزَةَ الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ ۔

৪২১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে রাত্রে সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, যখন তিনি সালাত আরম্ভ করলেন, তখন বললেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

আল্লাহ্ মহান, রাজাধিরাজ, অসীম শক্তির অধিকারী, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য তাঁরই জন্য।

তারপর তিনি সূরা ফাতিহার পর বাক্বারা তিলাওয়াত করেন। এরপর কিয়াম সদৃশ্য দীর্ঘ রুকু করেন। তিনি . سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (আমার প্রভু পূতঃ পবিত্র, মহান) বললেন। তারপর মাথা উঠালেন আর তাঁর কিয়াম রুকু সদৃশ্য দীর্ঘ হল। এরপর তিনি বললেন ঃ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ (সকল প্রশংসা আমার প্রভুর জন্য)। তারপর তিনি সিজদা করলেন আর তার সিজদা কিয়াম সদৃশ্য দীর্ঘ হল। তিনি বললেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (আমার প্রভু পূতঃ পবিত্র, মহান, আমার প্রভু পূতঃ পবিত্র, মহান)। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন (অর্থাৎ সিজদা হতে উঠে বসেন)। দুই সিজদার মধ্যকার সময় ছিল সিজদা সদৃশ ব্যবধান। (অর্থাৎ এক সিজদায় যে সময় অতিবাহিত করতেন দুই সিজদার মধ্যে তেমন ব্যবধান ছিল)। তিনি বলতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْلِيْ (প্রভু হে, আমায় ক্ষমা কর, প্রভু হে, আমায় ক্ষমা কর)। এমনকি তিনি সূরা বাক্বারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা অথবা আন'আম তিলাওয়াত করেন। রাবী সূরা মায়িদা না আন'আম পর্যন্ত তিলাওয়াত করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ হামযার নাম তালহা ইবন যায়দ। আর আবূ হামযা দাবিয়্যির নাম নাসর ইবন ইমরান।

٤٢١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاٰيَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَيْلَةً ۔

৪২১৯. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন নাফি বাসরী (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আয়াত ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

'তুমি যদি তাদের আযাব দাও, তাহলে তো তারা তোমারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা কর তাহলে তো তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়)' বারবার তিলাওয়াত করেন।

٤٢٢٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ قِيْلَ لَهُ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَقْعُدَ وَاَدَعَ النَّبِيَّ ﷺ ۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

৪২২০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করি। তিনি এত দীর্ঘ (সময়) কিয়াম করেন যে, আমি একটি খারাপ কাজ করার সংকল্প করে বসি। তাকে বলা হল আপনি কি করতে চেয়েছিলেন?

তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে ছেড়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।

সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٢٢١ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلٰثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَقَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৪২২১. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বসে সালাত আদায় করলে কির'আতও বসে তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কির'আতে যখন ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন। তারপর রুকূ ও সিজদা করতেন। এভাবে প্রথম রাক'আতের অনুরূপ দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করতেন।

٤٢٢٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَاِذَا قَرَءَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَءَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ .

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا .

৪২২২. আহমাদ ইবন মানী' (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি (নবী ﷺ) দীর্ঘ রাত্রি দাঁড়িয়ে কিংবা দীর্ঘ রাত্রি বসে সালাত আদায় করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে কির'আত পড়লে রুকূ-সিজদাও দাঁড়ান থেকেই করতেন। আবার যখন কির'আত বসে পড়তেন, তখন বসা অবস্থায়ই রুকূ-সিজদা করতেন।

٤٢٢٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ

بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الـرَّحْمٰـنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ الـنَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৪২২৩. হাসান ইবন মুহাম্মদ যাফরানী (র)... আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নফল সালাত বসে আদায় করতেন। (তাতে) তারতীল (তাজবীদ) সহকারে কির'আত পাঠ করতেন। ফলে তা দীর্ঘ সূরার চেয়ে দীর্ঘতর হয়ে যেত।

٤٢٢٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ عَبْدُ الـرَّحْمٰـن اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ الـنَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرَ صَلٰوتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ .

৪২২৪. হাসান ইবন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাত অধিকাংশ সময় বসে আদায় করতেন।

٤٢٢٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ الـلّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الـظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ .

৪২২৫. আহমাদ ইবন মানী' (র).... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পর দুই রাক'আত ঘরে এবং ঈশার পরে তাঁর ঘরে দুই রাক'আত সালাত (নফল) আদায় করেছি।

٤٢٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَمْرُو حَدَّثَنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ الـلّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُنَادِىْ الْمُنَادِىْ قَالَ اَيُّوْبُ اَرَاهُ قَالَ خَفِيْفَتَيْنِ.

৪২২৬. আহমাদ ইবন মানী' (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হাফসা (রা) আমাকে (এই মর্মে) হাদীছ শোনান যে, সুবহে সাদিকের সময় মুয়ায্যিন যখন আযান দিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আয়্যূব বলেন ঃ আমি মনে করি তিনি خَفِيْفَتَيْنِ. (সংক্ষেপে দুই রাক'আত) বলেছেন।

٤٢٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ

مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيْ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ وَلَمْ اَكُنْ اَرَهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আট রাক'আত স্মরণ রেখেছি - যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, দুই রাক'আত মাগরিবের পরে এবং দুই রাক'আত ঈশার পরে। ইবন 'উমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমার কাছে ফজরের দুই রাক'আতের খবর দিয়েছেন। অথচ আমি নবী ﷺ -কে তা আদায় করতে দেখিনি।

٤٢٢٨ . حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ .

৪২২৮. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইবন খাল্ফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ -এর সালাত (নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, ঈশার পরে দুই রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

٤٢٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ قَالَ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ اَطَاقَ مِنَّا ذٰلِكَ صَلَّى فَقَالَ كَانَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَيُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ .

৪২২৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... 'আসিম ইবন যামরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা 'আলী (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিনের সালাত (নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা সেভাবে আদায় করার ক্ষমতা রাখ না। তিনি (রাবী) বলেন, আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে আদায় করবে। এরপর তিনি বললেন ঃ আসরের সময় সূর্য

যতটা উপরে থাকে তেমন হলে তিনি দুই রাক'আত (ইশরাক সালাত) আদায় করতেন। আবার যুহরের সময় সূর্য যতটা উপরে থাকে (পূর্ব দিকে সূর্য ততটা উপর হলে) তিনি চার রাক'আত (চাশ্তের সালাত) আদায় করতেন। যুহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত এবং আসরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করতেন। প্রতি দুই রাক'আতে কেবল মুকাররব ফিরিশতা ও নবীদের প্রতি সালাম প্রেরণ ব্যবধান হতো।

بَابُ صَلٰوةِ الضُّحٰى

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাশ্তের সালাতের বিবরণ

٤٢٣٠ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى قَالَتْ نَعَمْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৪২৩০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...... য়াযীদ আর রিশ্‌ক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি মু'আযা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি চাশ্তের সালাত আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্ চাহেত কখনো কখনো বেশিও পড়তেন।

٤٢٣١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ حَكِيْمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الرَّبِيْعِ الزِّيَادِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّحٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ .

৪২৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয় রাক'আত চাশ্তের সালাত আদায় করতেন।

٤٢٣٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَىَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى اِلاَّ اُمُّ هَانِىءٍ فَاِنَّهَا حَدَّثَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مَا رَاَيْتُهُ صَلّٰى صَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ .

৪২৩২. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একমাত্র উম্মে হানী (রা) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চাশ্তের সালাত আদায় করতে দেখেছে বলে আমাকে বলেনি। উম্মে হানী (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আমার ঘরে আসেন এবং গোসল করে আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। এর

চাইতে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায় করতে আমি আর কখনো দেখিনি। অবশ্য তা সত্ত্বেও তিনি যথারীতি রুকূ-সিজ্‌দা আদায় করেছেন।

٤٢٣٣ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّ الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِيْءَ مِنْ مَغِيْبِه .

৪২৩৩. ইবন আবী উমার (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন শাকীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি চাশ্‌তের সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, না; তবে কোন সফর থেকে ফিরে আসলে তা আদায় করতেন।

٤٢٣٤ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُصَلِّيْهَا .

৪২৩৪. যিয়াদ ইবন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র)... আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো চাশ্‌তের সালাত এমনভাবে আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়ত এই সালাত কখনো পরিত্যাগ করবেন না। আর যখন ছেড়ে দিতেন, তখন আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর কখনো এই সালাত আদায় করবেন না।

٤٢٣٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ هُشَيْمٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ ابْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّىِّ اَوْ عَنْ قُزَعَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُدْمِنُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدْمِنُ هٰذِهِ الْاَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ اِنَّ اَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْتَجُ حَتّٰى تُصَلَّىَ الظُّهْرُ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِىْ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ قُلْتُ اَفِىْ كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ فَاصِلٌ قَالَ لاَ .

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قُزَعَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪২৩৫. আহ্‌মদ ইবন মানী' (র)... আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সূর্য হেলে গেলে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সূর্য হেলে গেলে (খুব গুরুত্বের সঙ্গে) চার রাক'আত সালাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সূর্য হেলার পর আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং যুহরের সময় পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই, আমার কোন ভাল কাজ এই সময়ে আকাশে পৌঁছুক। আমি বললাম, এর

প্রতি রাক'আতেই কি কিরাত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না।

আহমাদ ইবন মানী' (র)... আবূ আয়্যূব (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বরাতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٢٣٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى وَضَاحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ انَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

৪২৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ ইবন সাইব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য হেলার পর থেকে যুহরের পূর্ব পর্যন্ত চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন ঃ এই সময় আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই সময় আমার কোন সৎকাজ আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছুক।

٤٢٣٧ . حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ انَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيْهَا .

৪২৩৭. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইবন খাল্ফ (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করতেন এবং উল্লেখ করতেন যে, সূর্য হেলার সময় নবী ﷺ এই সালাত আদায় করতেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাত পাঠ করতেন।

بَابُ صَلٰوةِ التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

পরিচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল সালাত আদায় করা

٤٢٣٨ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ بَيْتِىْ وَالصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ قَدْ تَرٰى مَا أَقْرَبُ بَيْتِىْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَانْ أُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً .

৪২৩৮. আব্বাস আল 'আনবারী (র)... আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, নফল সালাত আমার ঘরে পড়া ভাল, না মসজিদে

পড়া ভাল? তিনি বললেন ঃ তুমি দেখছ না আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে, তা সত্ত্বেও ফরয সালাত মসজিদে পড়া ব্যতীত অন্যান্য সালাত আমি ঘরে পড়াই শ্রেয় মনে করি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রোযার বিবরণ

٤٢٣٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ رَمَضَانَ .

৪২৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবন শাকীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ক্রমাগত) রোযা রাখতেন, যাতে আমরা বলতাম, তিনি বুঝি অনবরত রোযা রেখেই যাবেন। আর যখন ইফতার করতেন, তখন আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর রোযা রাখবেন না। 'আয়িশা (রা) বলেন, মদীনায় হিজরতের পর রমযান মাস ব্যতীত আর কোন সময় তিনি পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন না।

٤٢٤٠ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى يُرٰى اَنْ لاَ يُرِيْدُ اَنْ يُّفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتّٰى يُرٰى اَنْ لاَ يُرِيْدُ اَنْ يَّصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ اَنْ رَاَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ نَائِمًا .

৪২৪০. আলী ইবন হুজ্‌র (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা)-কে নবী ﷺ -এর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন মাসে এমনভাবে রোযা রাখতেন, যা দেখে আমরা বলতাম, তিনি হয়ত রোযা আর ছাড়বেন না। আবার যখন রোযা না রাখতেন, তখন তা দেখে আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত এ মাসে আর রোযা রাখবেন না। অবস্থা এই ছিল যে, আমরা যদি তাঁকে সালাতরত দেখতে চাইতাম, তবে তাঁকে সালাতরত অবস্থায়ই দেখতে পেতাম। আর যদি নিদ্রিত দেখতে চাইতাম, তবে তাঁকে নিদ্রিতই দেখতাম।

٤٢٤١ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يُّفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَّصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ رَمَضَانَ .

৪২৪১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো এমনভাবে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, এই মাসে হয়ত তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেন না। যখন রোযা ছেড়ে দিতেন, তখন (তাঁর অবস্থা দেখে) আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। মদীনায় হিজরতের পর রমযান মাস ব্যতীত তিনি আর কখনো পূর্ণ মাস রোযা রাখেন নি।

٤٢٤٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا قَالَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ جَمِيْعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪২৪২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).. উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রমযান ও শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে একাদিক্রমে রোযা রাখতে দেখিনি।

আবূ 'ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এর সনদ সহীহ্।

আবূ সালমাও উম্মে সালমা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ সালমা 'আয়িশা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একাদিক্রমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, আবূ সালমা ইবন আবদুর রহমান এই হাদীসটি 'আয়িশা (রা) ও উম্মে সালমা উভয়ের বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٢٤٣ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ .

৪২৪৩. হান্নাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শা'বান মাস ব্যতীত আর কোন মাসে এত অধিক রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনই রোযা রাখতেন। বরং প্রায় সারা মাসই তাঁর রোযায় কাটত।

٤٢٤٤. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

৪২৪৪. কাসিম ইবন দীনার আল-কূফী (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি মাসের প্রথমদিকে তিনটি করে রোযা রাখতেন। জুম'আর দিন খুব কমই তিনি ইফতার করতেন।

٤٢٤٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ اَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ كَانَ لاَ يُبَالِي مِنْ اَيِّهِ صَامَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَيَزِيْدُ الرِّشْكُ هُوَ يَزِيْدُ الضُّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَرَوٰى عَنْهُ شُعْبَةُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ وَهُوَ يَزِيْدُ الْقَاسِمِ وَيُقَالُ الْقَسَّامُ وَالرِّشْكُ بِلُغَةِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ هُوَ الْقَسَّامُ.

৪২৪৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... য়াযীদ আর-রিশক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি মু'আযা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন্ কোন্ তারিখে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, কোন নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না। সুযোগ পেলেই তিনি রোযা রাখতেন।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, য়াযীদ আর-রিশ্ক হলেন য়াযীদ আদ্-দাব'ঈ আল-বাসরী, তিনি একজন ছিকাহ্ রাবী। শু'বা, আবদুল ওয়ারিছ ইবন সাঈদ, হাম্মাদ ইবন য়াযীদ, ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম প্রমুখ একাধিক রাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন য়াযীদ আল-কাসিম এবং তাঁকে আল-কাসাম বলা হয়। আর-রিশ্ক اَلرِّشْكُ শব্দটি বসরাবাসীদের ভাষা, যা কাসাম (اَلْقَسَّامُ) অর্থে ব্যবহৃত।

٤٢٤٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

৪২৪৬. আবূ হাফ্স 'আমর ইবন 'আলী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।

٤٢٤٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِى عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِىْ شَعْبَانَ .

৪২৪৭. আবূ মুস'আব আল-মাদীনী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এর চাইতে বেশি রোযা রাখতেন না।

٤٢٤٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ .

৪২৪৮. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : সোম ও বৃহস্পতিবার দিন মানুষের আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। আমার ইচ্ছা, রোযা রাখা অবস্থায় যেন আমার আমল পেশ করা হয়।

٤٢٤٩ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخَرِ الثُّلاَثَاءَ وَالْاَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ .

৪২৪৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন মাসে শনি, রবি ও সোম এবং কোন মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন।

٤٢٥٠ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

৪২৫০. হারূন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জাহিলী যুগে কুরায়শরা 'আশূরার দিন রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও হিজরতের পূর্বে 'আশূরার রোযা রাখতেন। মদীনায় হিজরতের পরও তিনি 'আশূরার রোযা রাখতেন এবং এই রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর রমযানের রোযা ফরয করা হলে তা ফরযে পরিণত হয় এবং 'আশূরা ছেড়ে দেয়া হয়। যার ইচ্ছা রাখতে পারে, যার ইচ্ছা ছেড়ে দিতে পারে।

٤٢٥١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخُصُّ مِنَ الْاَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُ

৪২৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আলকামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ইবাদতের জন্য কোন দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমল ছিল সর্বকালীন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমন সমর্থবান ছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন সমর্থবান কেউ আছে কি?

٤٢٥٢ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ امْرَاَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلَانَةُ لَاتَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لَايَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৪২৫২. হারূন ইবন ইসহাক... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় জনৈক মহিলা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মহিলাটি কে? আমি বললাম, সে অমুক। সে সারা রাত বিনিদ্র কাটায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ীই আমল করা উচিত। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি নেকীদান করতে কখনো কুণ্ঠিত হন না, যতক্ষণ না তোমরা আমলে কুণ্ঠিত হও। 'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কাজ করতেই পসন্দ করেন, যা লোকেরা সর্বদা করতে সামর্থ্য রাখে

٤٢٥٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتَا مَا دِيْمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ .

৪২৫৩. আবূ হিশাম মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ আর-রিফা'ঈ (র)... আবূ সালিহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা) ও উম্মে সালমার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রিয় কাজ কোন্‌টি ছিল? তাঁরা উভয়েই বললেন, যে আমল সব সময় করা হয়, তা যত কমই হোক না কেন।

٤٢٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَاسْتَاكَ ثُمَّ

تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ مَعَهُ فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ فَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوْعِهِ وَيَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ . وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَءَ اٰلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُوْرَةً سُوْرَةً يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৪২৫৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র).... 'আসিম ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি 'আওফ ইবন মালিককে বলতে শুনেছি, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন। পরে উযূ করলেন এবং সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন। এরপর রহমতের আয়াত পাঠ করে চুপ থাকলেন এবং রহমত প্রার্থনা করলেন। এরপর আযাবের আয়াত পাঠ করে চুপ থাকেন এবং মুক্তি কামনা করেন। তারপর রুকূ করেন এবং سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ এই দু'আ পাঠ করা পর্যন্ত রুকূতে অবস্থান করেন। অতঃপর সিজদা করেন এবং রুকূর সময় পরিমাণ সিজদায় অবস্থান করেন এবং একই দু'আ পাঠ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল-ইমরান পাঠ করেন। তারপর একেক রাক'আতে একেক সূরা পাঠ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাতের বিবরণ

٤٢٥٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

৪২৫৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... ইয়া'লা ইবন মামলাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মে সালমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন উত্তরে উম্মে সালমা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট করে পড়তেন।

٤٢٥٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَدًّا .

৪২৫৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, দীর্ঘস্বরে।

٤٢٥٧ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ

سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

৪২৫৭. 'আলী ইবন হুজর (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিটি আয়াত ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়তেন। যেমন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পড়তেন। এরপর থামতেন। তারপর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন। তারপর مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন।

٤٢٥٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ ﷺ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

৪২৫৮. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আস্তে কিরাত পড়তেন, না উচ্চৈঃস্বরে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়টাই করতেন। কখনো আস্তে পড়তেন, আবার কখনো সশব্দে পড়তেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র প্রশংসা যে, তিনি সকল প্রকার সুবিধাই রেখে গেছেন।

٤٢٥٩ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ الْعَبْدِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ .

৪২৫৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আমার গৃহের ছাদ থেকে রাত্রিবেলায় নবী ﷺ -এর কিরাত শুনতে পেতাম।

٤٢٦٠ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَءُ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ) قَالَ فَقَرَاَ وَرَجَّعَ قَالَ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَوْ لَا اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىَّ لَاَخَذْتُ لَكُمْ فِىْ ذٰلِكَ الصَّوْتِ اَوْ قَالَ اللَّحْنِ

৪২৬০. মাহমূদ ইবন গায়লান... মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উষ্ট্রের উপর বসা অবস্থায় পড়তে শুনেছি ঃ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা তারজী' করে পড়ছিলেন। মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা) বলেন, আমি যদি আমার কাছে লোক জড়ো হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি সেইরূপ স্বরে তোমাদেরকে শুনাতাম। বর্ণনাকারী اَلصَّوْتِ কিংবা اَللَّحْنِ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٤٢٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ .

৪২৬১. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকেই সুন্দর চেহারা ও সুন্দর কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ ও সুন্দর চেহারা ও সুন্দর স্বরের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি গানের স্বরে কুরআন পাঠ করতেন না।

٤٢٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ ﷺ رُبَّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِى الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ.

৪২৬২. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাত এমন হতো যে, তিনি যখন তাঁর ঘরে বসে পড়তেন, তখন বারান্দায় থেকে তা শুনা যেতো।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بُكَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ক্রন্দনের বিবরণ

٤٢٦٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.

৪২৬৩. সুওয়ায়দ ইবন নাস্র (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি সালাত আদায় করছেন। তাঁর বক্ষদেশ থেকে কান্নার এমন শব্দ বের হচ্ছে, যেমন চুলার উপর রাখা পাত্র থেকে টগবগ শব্দ পাওয়া যায়।

٤٢٦٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَاْ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَاْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا) قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَىِ النَّبِىِّ ﷺ تَهْمِلاَنِ.

৪২৬৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)…. 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, আমি কি আপনাকে তা পাঠ করে শুনাব, যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন, আমি তা অপরের কাছ থেকে শুনতে পসন্দ করি। অতঃপর আমি সূরা নিসার (وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا) পর্যন্ত পাঠ করলাম। 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

٤٢٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْر عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى حَتّٰى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ يَكَدْ اَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَرْفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَرْفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ اَنْ يَرْفَعَ رَاْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِىْ وَيَقُوْلُ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِىْ اَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِيْهِمْ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِىْ اَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪২৬৫. কুতায়বা (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন সালাতে দণ্ডায়মান হন। এতে তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, মনে হচ্ছিল, তিনি যেন রুকূতে যাবেন না। যখন রুকূতে গেলেন, তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আর মাথা তুলবেন না। তারপর মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সিজদায় যাবেন না। তারপর সিজদায় গেলেন। তখন মনে হচ্ছিল, তিনি আর মাথা উঠাবেন না। তারপর মাথা উঠালেন। তখন মনে হচ্ছিল, তিনি হয়ত আর সিজদায় যাবেন না। তারপর সিজদায় গেলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি হয়ত আর মাথা উঠাবেন না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন আর ক্রন্দন করছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দু'আ করছিলেন, হে আমার রব্ব! তুমি কি প্রতিশ্রুতি দাওনি, এই মর্মে যে, আমার উপস্থিতিতে তুমি আমার উম্মতকে শাস্তি দেবে না? হে আমার প্রভু! তুমি কি ওয়াদা কর নাই যে, ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায় তুমি আমার উম্মতকে আযাব দেবে না? আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দুই রাক'আত সালাত শেষ করলেন, তখন সূর্যও বেরিয়ে আসল। অতঃপর তিনি কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র হামদ ও ছানার পর বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। যখন চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ হয়, তখন আল্লাহ্র যিক্র-এ লিপ্ত থেকো।

٤٢٦٦ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

ابـن عبَّاس قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْنَةً لَهُ تَقْضِىْ فَاحْتَضَنَهَا فَوَضَعْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَاتَتْ وَهِىَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ اُمُّ اَيْمَنَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ اَتَبْكِيْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَلَسْتُ اَرَاكَ تَبْكِىْ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ اَبْكِىْ اِنَّمَا هِىَ رَحْمَةٌ اِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى .

৪২৬৬. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক কন্যা মরণাপন্ন ছিলেন। তিনি তাকে কোলে তুলে সামনে রাখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনেই সে মৃত্যুবরণ করল। এতে উম্মে আয়মান (রা) চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের সামনেই তুমি ক্রন্দন করছ? উম্মে আয়মান বললেন, আমি আপনাকেও অশ্রুসিক্ত দেখতে পাচ্ছি নয় কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যে কান্না কাঁদছি, তা নিষেধ নয়, তা আল্লাহ্র রহমত। অতঃপর তিনি বললেন, একজন মু'মিন সর্বাবস্থায়ই মঙ্গলজনক অবস্থায় থাকে। এমন কি তারা জীবন নিয়ে যাওয়ার সময়ও সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে।

٤٢٦٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّت وَهُوَ يَبْكِىْ اَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تُهْرِقَانِ .

৪২৬৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবন মাজউন (রা) মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কপালে চুম্বন দিলেন। তিনি কাঁদছিলেন অথবা বলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু পড়ছিল।

٤٢٦٨ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْح وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا ابْنَةَ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ اَفِيْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ انْزِلْ فَنَزَلَ فِىْ قَبْرِهَا .

৪২৬৮. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যার কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে বসেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বেরোচ্ছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আজ রাতে স্ত্রী সহবাসে যায় নি? আবূ তালহা (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কবরে অবতরণ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে আবূ তালহা কবরে অবতরণ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فِرَاشِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিছানার বিবরণ

٤٢٦٩ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ .

৪২৬৯. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিছানায় নিদ্রা যেতেন, তা ছিল চামড়ার; এর ভেতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা থাকত।

٤٢٧٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِسْحًا نُثْنِيْهِ ثِنْتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ ثَنَيْتُهُ اَرْبَعَ ثَنِيَاتٍ كَانَ اَوْطَاَ لَهُ فَثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنِيَاتٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مَا فَرَشْتُمُوْنِى اللَّيْلَةَ قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ اِلاَّ اَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنِيَاتٍ قُلْنَا اَوْطَاُ لَكَ قَالَ رُدُّوْهُ لِحَالِهِ الْاُوْلٰى فَاِنَّهُ مَنَعَتْنِىْ وَطَاَتُهُ صَلٰوتِى اللَّيْلَةَ .

৪২৭০. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহ্ইয়া-আল-বাসরী (র)... জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, খেজুর গাছের আঁশভর্তি চামড়ার বিছানা ছিল। হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আমি তাঁকে একটি চট দু'পাল্লা করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি তার উপর নিদ্রা যেতেন। এক রাতে আমি মনে করলাম, চার পাল্লা করে বিছিয়ে দিলে নরম হবে। আমি তাকে চার পাল্লা করেই তাকে দিলাম। পরদিন প্রভাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে আমাকে কিরূপ বিছানা দিয়েছিলে? আমি বললাম, সেই চট, চার পাল্লা করে এতে দিয়েছিলাম যেন কিছুটা নরম হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আগের মতই করে দিও। বেশী নরম বিছানা তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতিবন্ধক।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَوَاضُعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিনয়ের বিবরণ

٤٢٧١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ .

৪২৭১. আহমাদ ইবন মানী' এবং সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আল মাখযূমী প্রমুখ (র)... 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) -র নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না। যেমন খৃস্টানরা ঈসা ইবন মারয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে থাকে। আমি আল্লাহ্র বান্দা। তাই আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল হিসাবে মনে কর।

٤٢٧٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِىْ فِىْ اَىِّ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ شِئْتِ اَجْلِسْ اِلَيْكِ .

৪২৭২. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মদীনার কোন রাস্তায় গিয়ে বসো। আমি তোমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে কথা বলব।

٤٢٧٣. حَدَّثَنَا عَلِيّ ابْنُ حُجْرٍ اخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِىْ قُرَيْظَةَ عَلى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ عَلَيْهِ اِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ .

৪২৭৩. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোগীর শুশ্রূষা করতেন, জানাযায় উপস্থিত থাকতেন, গাধায় আরোহণ করতেন, দাসদের দাওয়াত কবূল করতেন। বানূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি একটি গাধায় আরোহণ করেছিলেন। এর লাগাম ছিল খেজুর গাছের আঁশের এবং তাতে কাঁটাও ছিল।

٤٢٧٤. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعَى اِلَى خُبْزِ الشَّعِيْرِ وَالاِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيْبُ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتّٰى مَاتَ

৪২৭৪. ওয়াসিল ইবন 'আবদুল আ'লা আল-কূফী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যবের রুটি এবং কয়েক দিনের পুরনো চর্বির তরকারী খাওয়ার দাওয়াত করলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি বর্ম এক য়াহূদীর নিকট বন্ধক ছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত তা ছাড়ানোর মত পয়সা তাঁর হাতে ছিল না।

٤٢٧٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ

اَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَعَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ لَا تُسَاوِيْ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَا رِيَاءَ فِيْهِ وَلَا سُمْعَةَ .

৪২৭৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি পুরনো আসনে বসে হজ্জ পালন করেন। তাঁর আসনের উপর একটি কাপড় ছিল, যা চার দিরহাম মূল্যমানেরও ছিল না। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি এই হজ্জকে লৌকিকতা ও প্রচার বিলাস থেকে মুক্ত কর।

٤٢٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ .

৪২৭৬. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাইতে প্রিয় কোন ব্যক্তিত্ব এই পৃথিবীতে ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁকে দেখে দাঁড়ানো তিনি পসন্দ করতেন না।

٤٢٧٧ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ مِنْ وُلْدِ اَبِيْ هَالَةَ زَوْجِ خَدِيْجَةَ يُكْنَى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنٍ لِاَبِيْ هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَاَلْتُ خَالِيْ هِنْدَ بْنَ اَبِيْ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا اَشْتَهِيْ اَنْ يَّصِفَ لِيْ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَاْلَاُ وَجْهُهُ تَلَاْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ قَالَ الْحَسَنُ فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِيْ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَمَّا سَاَلْتُهُ عَنْهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَاَلَ اَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَعَنْ مَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الْحُسَيْنُ فَسَاَلْتُ اَبِيْ عَنْ دُخُوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى مَنْزِلِهِ جَزَّاَ دُخُوْلَهُ ثَلٰثَةَ اَجْزَاءٍ جُزْءًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزْءًا لِاَهْلِهِ وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَّاَ جُزْاَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَرَدَّ ذٰلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ سِيْرَتِهِ فِيْ جُزْءِ الْاُمَّةِ اِيْثَارُ اَهْلِ الْفَضْلِ بِاِذْنِهِ وَقَسْمُهُ عَلٰى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّيْنِ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ فِيْمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْاُمَّةَ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَاَخْبَارِهِمْ بِالَّذِيْ يَنْبَغِيْ

لَهُمْ وَيَقُوْلُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَابْلِغُوْنِيْ حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ ابْلاَغَهَا فَانَّهُ مَنْ اَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ ابْلاَغَهَا ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُذْكَرُ عِنْدَهُ الاَّ ذٰلِكَ وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ اَحَدٍ غَيْرَهُ يَدْخُلُوْنَ رُوَّادًا وَلاَ يَفْتَرِقُوْنَ إِلاَّ عَنْ ذَوَاقٍ وَيَخْرُجُوْنَ اَدِلَّةً عَلَى الْخَيْرِ قَالَ فَسَاَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْزُنُ لِسَانَهُ الاَّ فِيْمَا يَعْنِيْهِ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلاَ يُنَفِّرُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيْمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيْهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّطْوِيَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَلاَ خُلُقَهُ وَيَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيْهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيْحَ وَيُوَهِّيْهِ مُعْتَدِلَ الْاَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ وَلاَ يَغْفُلُ مَخَافَةَ اَنْ يَّغْفُلُوْا وَيَمَلُّوْا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ لاَ يُقَصِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلاَ يُجَاوِزُهُ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ اَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ اَعَمُّهُمْ نَصِيْحَةً وَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً قَالَ فَسَاَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْمُ وَلاَ يَجْلِسُ الاَّ عَلٰى ذِكْرٍ وَاِذَا انْتَهٰى اِلٰى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَاْمُرُ بِذٰلِكَ يُعْطِيْ كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيْبِهِ لاَيَحْسَبُ جَلِيْسُهُ اَنَّ اَحَدًا اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ اَوْ فَاوَضَهُ فِيْ حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَرُدَّهُ اِلاَّ بِهَا اَوْ بِمَيْسُوْرٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَ خُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ اَبًا وَصَارُوْا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَاَمَانَةٍ لاَ تُرْفَعُ فِيْهِ الاَصْوَاتُ وَلاَ تُؤْبَنُ فِيْهِ الْحُرَمُ وَلاَ تُنْثٰى فَلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِيْنَ يَتَفَاضَلُوْنَ فِيْهِ بِالتَّقْوٰى مُتَوَاضِعِيْنَ يُوَقِّرُوْنَ فِيْهِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمُوْنَ فِيْهِ الصَّغِيْرَ وَيُؤْثِرُوْنَ ذَا الْحَاجَةِ وَيَحْفَظُوْنَ الْغَرِيْبَ ·

৪২৭৭. সুফয়ান ইবন ওয়াকি' (র)... হাসান ইবন 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আমার মামা হিন্দ ইবন আবূ হালা-কে, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বর্ণনা করতেন - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থা জানার আগ্রহে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেহাকৃতি ছিল উচ্চ ও মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। অতঃপর পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন। হাসান (রা) বলেন, এই হাদীছ হুসায়ন (রা)-এর কাছে বেশ কিছুকাল বর্ণনা করা হয়নি। পরে বলা হলে জানা গেল যে, তিনি আমার আগেই এই হাদীসটি শুনেছেন। শুধু তাই নয় যে, তিনি কেবল মামার কাছ থেকে এই হাদীসটি শুনেছেন। উপরন্তু পিতা আলী (রা)-এর কাছ থেকেও তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করা, বাইরে যাওয়া ও অন্যান্য রীতিনীতি জানতে পেরেছেন। হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গৃহে

প্রবেশ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর গৃহে অবস্থানকে তিনটি ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনদের জন্য এবং এক ভাগ নিজের কাজকর্মের জন্য। এই কাজকর্মের সময়কেও তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগে নেহায়েতই নিজের জন্য এবং এক ভাগ অন্য লোকদের জন্য। এই সময়ে বিশেষ বিশেষ সাহাবীগণ তাঁর কাছে আসতেন। তাদের দ্বারা তিনি তাঁর বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন। তাদের কাছে কোন কিছুই অব্যক্ত থাকত না। এই সকল লোকের মধ্যে আলিমগণ প্রথমে আসার অনুমতি পেতেন। তাদের ধর্মীয় মর্যাদার বিচারে তাদেরকে সময় দিতেন। কেউ এক, কেউ বা দুই আবার কেউ বা ততোধিক প্রয়োজন নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দিতেন, যা তাদের নিজেদের এবং পুরো উম্মতের উপকারে আসে। এই সময় তিনি সমবেতদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ, তারা আমার বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। যারা কোন কারণে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি, তোমরা তাদের জিজ্ঞাস্য আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেবে। কেননা যে ব্যক্তি এমন কোন লোকের নিবেদন বাদশাহের কাছে পৌঁছায় যে বাদশাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে দৃঢ়পদ রাখবেন। তোমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থেকো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মজলিসে কেবল এইসব আলোচনাই চলত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের কাছ থেকে এইসব আলাপ-আলোচনাই শুনতেন। সেখানে কোন প্রকার বাহুল্য কথাবার্তা হতো না। সাহাবীরা ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের আগ্রহ নিয়ে আসতেন এবং মঙ্গলজনক অবস্থায় ফিরে যেতেন।

হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে যাওয়ার সময় কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অহেতুক কথাবার্তা থেকে স্বীয় রসনাকে সংযত রাখতেন। আগন্তুকদের আন্তরিকতার সঙ্গে মনোরঞ্জন করতেন। তাদেরকে কোনভাবেই ভগ্নোৎসাহ করতেন না। সকল গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করতেন এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের নেতা মনোনীত করতেন। লোকদের আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাতেন। তাঁর আচার-আচরণে যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়, তিনি নিজেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। স্বীয় সঙ্গীদের খোঁজ-খবর রাখতেন এবং লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করে (কোনপ্রকার জটিলতা থাকলে) তা সংশোধন করে দিতেন। ভালকে সুসমন্বিত করে তাকে শক্তিশালী করতেন এবং খারাপকে খারাপ বলে প্রতিহত করতেন। কোনপ্রকার মতবিরোধ সৃষ্টি না করে সবকিছুতেই মধ্য পন্থা অনুসরণ করতেন। লোকদের সংশোধন করতে কোনপ্রকার অলসতা করতেন না। অজ্ঞতাবশতঃ লোকেরা যেন অলস হয়ে না পড়ে, তিনি সেই দিকেও খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ব্যবস্থা থাকত। সত্যের ব্যাপারে কোনপ্রকার সংকীর্ণতা ছিল না, সীমা অতিক্রম করা হতো না। যে সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসত, তারা উৎকৃষ্ট লোকে পরিণত হত। যে ব্যক্তি অপরের মঙ্গল কামনা করত, সে-ই তাঁর নিকট উত্তম ব্যক্তিরূপে সম্মানিত হত এবং সে-ই ব্যক্তিই তাঁর কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হত - যে অন্যান্যদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতায় অতি উৎসাহী ছিল। হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার মামার কাছে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মজলিস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠা-বসায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকতেন। যখন কোথাও যেতেন, যেখানেই তাঁকে বসতে দিত, তিনি সেখানেই বসতেন। অন্যদেরকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিতেন। তিনি লোকের মাথা ডিঙ্গিয়ে যেতে নিষেধ করেন। এ কথা সত্য যে, তিনি যে আসনেই বসতেন, তা-ই সভাপতির আসনে পরিণত হতো। তিনি উপস্থিত সকলেরই কথা শুনতেন। উপস্থিত সকলেই মনে করত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অধিক মর্যাদা দিচ্ছেন। তাঁর কাছে কেউ বসলে সে নিজে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তা না দিয়ে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। না থাকলে নম্রভাবে বুঝিয়ে বলতেন। তাঁর দান সবার জন্যেই অবারিত ছিল। মায়া-মমতায় তিনি সকলের পিতা স্বরূপ ছিলেন। ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিকট সবাই সমান ছিল। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য ও আমানতের। সেখানে কোনপ্রকার হট্টগোল হতো না, না কারো মান-সম্ভ্রমের ক্ষতি হতো। সকলেই সমান মর্যাদা পেতেন। তবে তাকওয়ার বিচারে একে অন্যের উপর মর্যাদাসম্পন্ন হতেন। একে অন্যের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করতেন। বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ করতেন। প্রয়োজনধারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো এবং পরদেশীকে হেফাযত করা হতো।

٤٢٧٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لاَ جَبْتُ .

৪২৭৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে যদি ছাগলের একটি পা-ও দান করা হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করব। আমাকে যদি এতে দাওয়াত করা হয়, তবে আমি দাওয়াত গ্রহণ করব।

٤٢٧٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ .

৪২৭৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলেন; কিন্তু তিনি খচ্চর বা তুর্কি অশ্বের উপর আরোহীত ছিলেন না।

٤٢٨٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ سَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْسُفَ وَاَقْعَدَنِيْ فِيْ حُجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِيْ

৪২৮০. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... যূসুফ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে

বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নাম রাখেন য়ূসুফ। অতঃপর তিনি আমাকে কোলে তুলে নেন এবং মাথার উপর হাত রাখেন।

٤٢٨١ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ وَهُوَ ابْنُ صَبِيْحٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيْفَةٍ كُنَّا نَرٰى ثَمَنَهَا اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لاَ سُمْعَةَ فِيْهَا وَلاَ رِيَاءَ .

৪২৮১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের পালানে বসে হজ্জ পালন করেন। এর উপর এক টুকরা কাপড় ছিল আমাদের মতে এর মূল্য চার দিরহামের বেশি হবে না। পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি দু'আ করছিলেন, হে প্রভু! আমি হজ্জে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তুমি একে লৌকিকতা ও প্রচারণা থেকে মুক্ত রাখ।

٤٢٨٢ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ وَهُوَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيْدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ فَمَا صُنِعَ لِيْ طَعَامٌ اَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُصْنَعَ فِيْهِ دُبَّاءٌ اِلاَّ صُنِعَ .

৪২৮২. ইসহাক ইবন মানসূর (র)...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক দরজী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করে। তাঁর আহার্যের জন্য লাউ মিশ্রিত সরীদ উপস্থিত করা হয়। লাউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। এইজন্য তিনি লাউ খেতে শুরু করেন। ছাবিত বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এর পর থেকে আমার জন্য যে তরকারী রাঁধা হতো, তাতে লাউ দেয়া হতো, যদি তা সম্ভবপর হতো।

٤٢٨٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ .

৪২৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)... 'উমরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে অবস্থানকালে কি করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে একজন মানুষ। পোশাকের মধ্যে তিনি উকুন তালাশ করতেন, ছাগ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চরিত্র মাধুর্যের বিবরণ

٤٢٨٤ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِيءُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوْا لَهُ حَدِّثْنَا اَحَادِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاذَا اُحَدِّثُكُمْ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بَعَثَ اِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ فَكُنَّا اِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الاٰخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا فَكُلُّ هٰذَا اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪২৮৪. 'আব্বাস ইবন মুহম্মদ আদ্-দাওরী (রা)... খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদল লোক যায়দ ইবন ছাবিতের কাছে এলো এবং বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে কি বলব? আমি তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম। তাঁর উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আমি তা লেখে রাখতাম। আমরা যখন পার্থিব কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হতাম, তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। আবার আমরা যখন পরকাল সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম, তখনো সে বিষয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। পানাহার সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এই সবই হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কিত ঘটনাবলী।

٤٢٨٥ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلٰى اَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَاَلَّفُهُمْ بِذٰلِكَ فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلَيَّ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنِّىْ خَيْرُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا خَيْرٌ اَوْ اَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا خَيْرٌ اَمْ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا خَيْرٌ اَمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَصَدَقَنِىْ فَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ سَاَلْتُهُ.

৪২৮৫. ইসহাক ইবন মূসা (র)... 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তির মন রক্ষার্থেও তার সঙ্গে কথা বলতেন। এমনকি আমার সঙ্গেও তিনি কথা বলতেন এবং আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তাতে আমার মনে হতো, আমি সমাজের একজন ভাল মানুষ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ভাল না আবূ বাক্র (রা)? তিনি বললেন,

আবূ বাক্‌র! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ভাল না উমর (রা)? তিনি বললেন, উমর! আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমি ভাল না উসমান (রা)? তিনি বললেন, উসমান (রা)! আমি যখন বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমাকে সঠিক কথা বলে দিলেন। পরে আমার মনে হলো, আমাকে এরূপ প্রশ্ন কখনো জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।

٤٢٨٦ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلاَ مَسِسْتُ قَطُّ خَزًّا وَلاَ حَرِيْرًا قَطُّ وَلاَ شَيْئًا كَانَ اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلاَ عِطْرًا كَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪২৮৬. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করেছি; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোন কাজে আহ উহ্ করেননি। আমি করেছি, এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করেছি? আর না করা কাজের ব্যাপারেও তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি, কেন করিনি। চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন রেশমী কাপড় বা বিশুদ্ধ রেশম বা অন্য কোন এমন নরম জিনিস স্পর্শ করিনি যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতের তালুর চাইতে নরম। আমি এমন কোন মিশক্ বা আতরের সুবাস পাইনি, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘামের ঘ্রাণ থেকে অধিক সুগন্ধিময়।

٤٢٨٧ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ هُوَ الضَّبِّيُّ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَكَادُ يُوَاجِهُ اَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ.

৪২৮৭. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ ও আহমদ ইবন আবদাযাব্বী প্রমূখ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হলুদ পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিল। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যে, কারো কোন বিষয় অপসন্দ হলেও তিনি তা সামনা সামনি বলতেন না। যখন সেই ব্যক্তি চলে গেল, তখন তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি তাকে হলুদ পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করতে!

٤٢٨٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِي الاَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ .

৪২৮৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনপ্রকার অশোভনীয় কথা বলতেন না। বাজারেও তিনি উচ্চৈস্বরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না; বরং মাফ করে দিতেন। কখনো তা আলোচনাও করতেন না।

٤٢٨٩ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ اِلاَّ اَنْ يُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ ضَرَبَ خَادِمًا وَّلاَ امْرَأَةً .

৪২৮৯. হারূন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো স্বীয় হাত দ্বারা কাকেও প্রহার করেননি, না কোন দাস-দাসী বা স্ত্রীলোককে। কেবল একমাত্র আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছেন।

٤٢٩٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُنْتَصِرًا مِّنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَيْئٌ فَاِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَيْئٌ كَانَ مِنْ اَشَدِّهِمْ فِىْ ذٰلِكَ غَضَبًا وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَاْثَمًا .

৪২৯০. আহমাদ ইবন আবদা আয্-যাব্বী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করত। অবশ্য যখন কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করত, তখন তাঁর ন্যায় অধিক ক্রোধান্বিত আর কেউ হতো না। তাঁকে যদি দু'টি কাজের মধ্যে যে কোন একটির অনুমতি দেয়া হতো, তবে তিনি সহজ কাজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না এতে কোন গুনাহ হতো।

٤٢٩١ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ اَخُو الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَاَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَّعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

৪২৯১. ইবন আবূ 'উমার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি সে সময় তাঁর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, এই ব্যক্তি গোত্রের কতই না খারাপ লোক! অতঃপর তাকে আসার অনুমতি দেয়া হলো এবং তিনি তার সঙ্গে অতিশয় নরমভাবে কথা বললেন। অতঃপর লোকটি বেরিয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস

করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ব্যক্তিটি সম্পর্কে এইরূপ কথা বললেন, আবার তার সাথে বিনম্র ব্যবহার করলেন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে 'আয়িশা! যে লোকদের খারাপ ব্যবহারের জন্য তাকে পরিহার এবং তার থেকে দূরে থাকে, সে কতই না খারাপ লোক!

٤٢٩٢ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جُمَيعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ اَبِيْ هَالَةَ زَوْجِ خَدِيْجَةَ يُكْنَى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنٍ لاَبِيْ هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَاَلْتُ اَبِي عَنْ سِيْرَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ صَخَّابٍ وَلاَ فَحَّاشٍ وَلاَ عَيَّابٍ وَلاَ مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِيْ وَلاَ يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلاَ يُجِيْبُ فِيْهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاَثٍ الْمِرَاءِ وَالاِكْبَارِ وَمَا لاَ يَعْنِيْهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاَثٍ كَانَ لاَ يَذُمُّ اَحَدًا وَلاَ يَعِيْبُهُ وَ لاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلاَّ فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهُ وَاِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَائُهُ كَاَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ فَاِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا لاَيَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهُ الْحَدِيْثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ اَنْصَتُوْا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيْثُ اَوَّلِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُوْنَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِيْ مَنْطِقِهِ وَمَسْاَلَتِهِ حَتَّى اِنْ كَانَ اَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَّطْلُبُهَا فَارْفِدُوْهُ وَلاَ يَقْبَلُ الثَّنَاءَ اِلاَّ مِنْ مُكَافِيءٍ وَلاَ يَقْطَعُ عَلَى اَحَدٍ حَدِيْثَهُ حَتَّى يَجُوْزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ اَوْ قِيَامٍ .

৪২৯২. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... হাসান ইবন 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হুসায়ন ইবন আলী বলেছেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মজলিসি চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সদাহাস্যকারী ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি উচ্চৈস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং বখীল ছিলেন না। তিনি অশ্রাব্য কথা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি যেমন কাউকে নিরাশ করতেন না, তেমনি কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন ঃ ঝগড়া বিবাদ করা, অহংকার করা এবং অযথা কথাবার্তা বলা। তিনটি কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতেন ঃ কাউকে নিন্দাবাদ করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না, কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না। যে কথায় ছওয়াব হয়, তা ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন যে, তাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যান্যরা তাঁকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে পারত। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করতেন না।

কেউ কোন কথা বলা শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোন কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত ব্যক্তির রূঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। অযথা প্রশ্ন বা বেয়াদবিতেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। কখনো কখনো সাহাবীরা অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, কারো কোন প্রয়োজন দেখলে তা সমাধা করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিতেন। অথবা মজলিস থেকে উঠে যেতেন, যাতে বক্তা নিজেই চুপ হয়ে যায়।

٤٢٩٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ .

৪২৯৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলতেন না।

٤٢٩٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ اَبُوْ الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ فَيَاْتِيْهِ جِبْرِيْلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

৪২৯৪. 'আবদুল্লাহ্ ইবন ইমরান আবুল কাসিম আল-কুরাশী আল-মাক্কী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করে রমযান মাসে তিনি উদার হস্তে দান করতেন। এ মাসে জিবরীল (আ) তাঁর কাছে আগমন করতেন এবং তাঁকে কুরআন শরীফ শুনাতেন। যখন তাঁর কাছে জিবরীল আগমন করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত বেশী দান খয়রাত করতেন, যেন প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

٢٩٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ .

৪২৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছু রেখে দিতেন না।

٤٢٩٦ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِىُّ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلا جَاءَ اِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ اَنْ يُّعْطِيَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا عِنْدِىْ شَىْءٌ وَلٰـكِنْ ابْتَعْ عَلَىَّ فَاِذَا جَاءَ نِىْ شَىْءٌ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَعْطَيْتَهُ فَمَا كَلَّفَ اللّٰهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْفِقْ وَلاَ تَخَفْ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلاَلاَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِىْ وَجْهِهِ لِقَوْلِ الْاَنْصَارِىِّ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُ .

৪২৯৬. হারূন ইবন মূসা ইবন আবী 'আলকামা আল-ফারওয়াবী আল-মাদানী.... 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক দুঃস্থ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিছু চাইল। নবী ﷺ বললেন, আমার নিকট তো এখন কিছু নেই। তবে তুমি আমার নাম করে অন্য কারো কাছ থেকে কিছু ক্রয় করো। আমার নিকট যখন কিছু আসবে, তখন তা পরিশোধ করে দেব। 'উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট যা ছিল, তা তো দান করে দিয়েছেন। যা করার আপনার ক্ষমতা নেই, তার জন্য তো আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বাধ্য করেননি। নবী ﷺ তা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। জনৈক আনসারী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি খরচ করুন, ভয় পাবেন না। 'আরশের মালিকের তো কোন কিছুরই কমতি নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসলেন। আনসারীর কথায় তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠল। অতঃপর বললেন ঃ আমাকে তো এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٤٢٩٧ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَاَجْرٍ زُغْبٍ فَاَعْطَانِىْ مِلاَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَبًا .

৪২৯৭. 'আলী ইবন হুজর (র)... রুবাই বিনতে মু'আওওয়ায ইবন 'আফ্রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু হালকা পাতলা শসা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এক মুঠ অলংকার ও স্বর্ণ দান করলেন।

٤٢٩٨ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا .

৪২৯৮. 'আলী ইবন খাশরাম প্রমুখ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দান গ্রহণ করতেন এবং প্রতিদান দিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَيَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লজ্জাবোধ

٤٢٩٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ .

৪২৯৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। কোন কিছু তাঁর অপসন্দ হলে তাঁর চেহারা দেখেই তা বোঝা যেতো।

٤٣٠٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا نَظَرْتُ اِلَى فَرْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ

৪৩০০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি অথবা (মতান্তরে) আমি কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লজ্জাস্থান দেখিনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَجَامَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সিঙ্গা লাগানোর বিবরণ

٤٣٠١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اَنَس اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ اَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَ اِنَّ مِنْ اَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحَجَامَةُ .

৪৩০১. 'আলী ইবন হুজর (র)... হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আনাস (রা)-কে সিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আবূ তায়বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সিঙ্গা লাগিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দুই সা' আহার্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার মালিকের সঙ্গে আলাপ করে তার নিকট থেকে আদায়যোগ্য অর্থ খারাজও কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা যে ঔষধ কর, এর মধ্যে সিঙ্গা উত্তম ঔষধ।

٤٣٠٢ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِىْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَاَمَرَنِىْ فَاَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ .

৪৩০২. 'আমর ইবন 'আলী (র).. 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে সিঙ্গা লাগালেন এবং আমাকে এর পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আমি পারিশ্রমিক দিয়ে দিলাম।

٤٣٠٣ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَظُنُّهُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

৪৩০৩. হারূন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ তাঁর গর্দানের দুই পার্শ্বে এবং কাঁধের দুই পার্শ্বে সিঙ্গা লাগালেন এবং সিঙ্গা লাগানেওয়ালাকে এর পারিশ্রমিক দিলেন। সিঙ্গা লাগানো যদি হারাম হতো, তবে তিনি এর পারিশ্রমিক দিতেন না।

٤٣٠٤ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَاَلَهُ كَمْ خَرَاجُكَ فَقَالَ ثَلٰثَةُ اَصْعٍ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَاَعْطَاهُ اَجْرَهُ .

৪৩০৪. হারূন ইবন ইসহাক (র)... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এক সিঙ্গা লাগানেওয়ালাকে ডাকলেন। সে তাঁকে সিঙ্গা লাগাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে দৈনিক কত দিতে হয়? সে বলল, প্রতিদিন তিন সা'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার আদায়যোগ্য অর্থ এক সা' কমিয়ে দিলেন এবং তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিলেন।

٤٣٠٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّام و جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعٍ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ .

৪৩০৫. 'আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ আল-'আততার আল-বাসরী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁধের দুই পার্শ্বে এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে সিঙ্গা লাগাতেন এবং তিনি ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখে সিঙ্গা লাগাতেন।

٤٣٠٦ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ ●

৪৩০৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় পায়ের পাতার উপরিভাগে মালাল নামক স্থানে সিঙ্গা লাগালেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَسْمَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামের বিবরণ

٤٣٠٧ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِيْ أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيَ الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ

৪৩০৭. সা'ঈদ ইবন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী প্রমুখ (র)... যুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার একাধিক নাম রয়েছে। আমার নাম মুহাম্মদ, আহমদ, মাহী, অর্থ-ধ্বংস; আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা কুফ্রী ধ্বংস করবেন। আমার নাম হাশির (জমায়েতকারী); লোকদের একত্রিত করার আগে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উঠাবে । আমার নাম আকিব (পশ্চাতে আগমনকারী) অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না।

٤٣٠٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقِيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُقَفِّيُّ وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ هٰكَذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ .

৪৩০৮. মুহাম্মদ ইবন তারিফ আল-কূফী (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একবার মদীনার কোন এক রাস্তায় নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি নাবীউর-রাহ্মাত (রহমতের নবী), আমি নাবীউত-তাওবা (তাওবার নবী), আমি মুকাফ্ফী (পরে আগমনকারী), আমি হাশির (জমায়েতকারী), আমি মুলাহিম (জিহাদকারী)।

ইসহাক ইবন মনসূর (র)... হুযায়ফা (রা) এবং হাম্মাদ ইবন সালমা... হুযায়ফা থেকে অনুরূপ অর্থবোধক বর্ণনা এসেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ عَيْشِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবিকার বিবরণ

٤٣٠٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِىْ طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلا بَطْنَهُ .

৪৩০৯. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)..... সাম্মাক ইবন হারব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি নু'মান ইবন বাশীরকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কি তোমাদের ইচ্ছামাফিক পানাহারে তৃপ্ত নও? অথচ আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি যে, পেটভরে খাওয়ার মত খারাপ খেজুরও তাঁর ঘরে থাকত না।

٤٣١٠ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

৪৩১০. হারূন ইবন ইসহাক (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমাদের নবী পরিবারে এমন হতো যে, মাসাধিক কাল পর্যন্ত আগুন জ্বালানো যেতো না; শুধু পানি ও খেজুর খেয়ে কাটাতাম।

٤٣١١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْجُوْعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ طَلْحَةَ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَمَعْنٰى قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ كَانَ اَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِىْ بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَهْدِ وَالضَّعْفِ الَّذِىْ بِهِ مِنَ الْجُوْعِ .

৪৩১১. আবদুল্লাহ ইবন আবূ যিয়াদ (র)... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমরা আমাদের পেটে একেকটি পাথর বেঁধে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পেটে দু'টি পাথর বাঁধা দেখালেন।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি আবূ তালহার হাদীসের চাইতে কম প্রসিদ্ধ। এই সনদ ছাড়া অন্য কোনভাবে এই হাদীসটি আমার জানা নেই। وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ "আমরা প্রত্যেকে আমাদের পেটে একেকটি পাথর বেঁধে রেখেছিলাম", অর্থ মদীনার লোকদের অভ্যাস ছিল তারা ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষুধার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য পেটে পাথর বেঁধে রাখতো।

٤٣١٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اَيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَاعَةٍ لاَ يَخْرُجُ فِيْهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِيْهَا اَحَدٌ فَاَتَاهُ اَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ اَلْقَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْظُرُ فِىْ وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيْمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا وَقَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقُوْا اِلَى مَنْزِلِ اَبِى الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالُوْا لِاِمْرَاَتِهِ اَيْنَ صَاحِبُكِ فَقَالَتْ انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبَثُوْا اَنْ جَاءَ اَبُوْ الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِىَّ ﷺ وَيُفَدِّيْهِ بِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ اِلَى حَدِيْقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ اِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفَلاَ تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ تَخْتَارُوْا اَوْ تَخَيَّرُوْا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ فَاَكَلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِىْ تُسْاَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَذْبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرٍّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا اَوْ جَدْيًا فَاَتَاهُمْ بِهَا فَاَكَلُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَتَانَا سَبْىٌ فَائْتِنَا فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَاْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاَتَاهُ اَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اخْتَرْ لِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هٰذَا فَاِنِّىْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ اِلَى امْرَاَتِهِ فَاَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ امْرَاَتُهُ مَا اَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ اَنْ تَعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَّلاَ خَلِيْفَةً اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَاْلُوْهُ خَبَالاً وَمَنْ يُّوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِىَ.

৪৩১২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদিন নবী ﷺ এমন সময় ঘর থেকে বের হলেন, যখন সচরাচর তিনি বের হন না। কেউ সাক্ষাত করতেও আসে না। এমন সময় আবূ বাক্র (রা) তাঁর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ হে আবূ বাক্র? বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তাঁর চেহারা

মুবারক দেখতে ও সালাম জানাতে এসেছি। কিছুক্ষণ পর উমার (রা) আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ হে উমার? বললেন, ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমিও তা-ই অনুভব করছি। অতঃপর তাঁরা তিনজনই আবুল হায়ছাম ইবনু'ত-তায়হান আল-আনসারীর বাড়ি গেলেন। সেই ব্যক্তির অনেক খেজুরের বাগান, ফল বাগান ও অনেক ছাগল ছিল। কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তার দেখা পেলেন না। তাঁরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্বামী কোথায় গিয়েছেন? বলল, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই আবুল হায়ছাম পানির পাত্র নিয়ে ফিরে আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করতে থাকেন। তারপর তাঁদেরকে নিয়ে বাগানে গেলেন এবং তাঁদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। এবং খেজুর বাগান থেকে এক ছড়া খেজুর এনে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাদের জন্য একটি ছড়া আনার কি প্রয়োজন ছিল? আবুল হায়ছাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি চাই, আপনি তা থেকে কাঁচা ও পাকা খেজুর বেছে নিন। অতঃপর তাঁরা সকলেই খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, এসব ও সেসব নিয়ামতের মধ্যে গণ্য, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে। তা হলো, শীতল ছায়া, তরতাজা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি। অতঃপর আবুল হায়ছাম তাঁদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করার জন্য চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাদের জন্য যেন দুগ্ধবতী ছাগী যবেহ করা না হয়। অতঃপর তাঁদের জন্য একটি বাচ্চা ছাগ যবেহ করা হলো এবং যথাশীঘ্র খাবার হাযির করা হলো এবং তাঁরা আহার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার কোন খাদেম আছে কি? বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাদের কাছে যখন কোন গোলাম আসবে, তখন আমাকে মনে করিয়ে দিও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দু'জন গোলাম আসল। তাদের সঙ্গে তৃতীয় কেউ ছিল না। এমন সময় আবুল হায়ছাম সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এই দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও। বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনিই বেছে দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, পরামর্শদাতা বিশ্বাসী হয়। অতএব তুমি একে নাও। কারণ আমি তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য আমি ওসীয়ত করছি।

অতঃপর আবুল হায়ছাম স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওসীয়তের কথা শুনালেন। তার স্ত্রী বললেন, আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব আপনি গোলামকে আযাদ করে দিন। তাতে আবুল হায়ছাম গোলামটিকে আযাদ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক নবী ও খলীফার জন্য দু'জন গোপন পরামর্শদাতা সৃষ্টি করে দেন। একজন সৎ পরামর্শ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। অপরজন ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে ইতস্তত করে না। যে ব্যক্তিকে অসৎ পরামর্শ গ্রহণ থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, তাকে সকল অন্যায় থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে।

٤٣١٢ . حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ بَيَانٍ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ
قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ اِنِّىْ لاَوَّلُ رَجُلٍ اَهْرَاقَ دَمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنِّىْ لاَوَّلُ رَجُلٍ رَمـــى

بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَغْزُوْ فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيْرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ يُعَزِّرُوْنَنِيْ فِي الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِيْ .

৪৩১৩. 'উমার ইবন ইসমাঈল (র)... কায়স ইবন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইসলামের প্রথম ব্যক্তি, যে কাফিরদের রক্ত প্রবাহিত করেছি। আমি প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীরা এমন অবস্থায় যুদ্ধ করেছি যে, গাছের বাকল ও পাতা ছাড়া কিছুই খেতে পেতাম না। এসব খাওয়ার ফলে আমাদের মুখে ঘা হয়ে যেতো। এমনকি উট ও বকরীর মলের ন্যায় চর্বিযুক্ত মল পড়ত। তা সত্ত্বেও বানূ আসাদের লোকেরা দীন সম্পর্কে আমাকে ধমক দেয়। দীন সম্পর্কে আমি যদি অজ্ঞই হই, তবে আমার সকল আমলই বরবাদ হয়ে যাবে।

٤٣١٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عِيْسٰى أَبُوْ نُعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عُمَيْرٍ وَشُوَيْسًا أَبَا الرُّقَادِ قَالاَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ وَقَالَ انْطَلِقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِيْ أَقْصَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَدْنٰى بِلاَدِ أَرْضِ الْعَجَمِ فَأَقْبَلُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالْمِرْبَدِ وَجَدُوْا هٰذَا الْكَذَّانَ فَقَالُوْا مَا هٰذِهِ قَالُوْا هٰذِهِ الْبَصْرَةُ فَسَارُوْا حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا حِيَالَ الْجِسْرِ الصَّغِيْرِ فَقَالُوْا هٰهُنَا أُمِرْتُمْ فَنَزَلُوْا فَذَكَرُوا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَإِنِّيْ لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَقَسَمْتُهَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ سَعْدٍ فَمَا مِنَّا مِنْ أُولٰئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ أَمِيْرُ مِصْرٍ مِّنَ الأَمْصَارِ وَسَتُجَرِّبُوْنَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا .

৪৩১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... খালিদ ইবন উমায়র ও শুওয়ালিসা আবুর-রিকাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) উতবা ইবন গাযওয়ানকে অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং বললেন ঃ তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আরব সীমান্ত পার হয়ে আজম সীমান্তবর্তী জনপদের দিকে অগ্রসর হবে। অতএব তাঁরা যখন জনপদের উটের চারণভূমি পার হয়ে নরম পাথুরে ভূমিতে অবতরণ করলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন্ জায়গা? জনগণ বললো, এটা বসরা। এরপর তাঁরা আরো অগ্রসর হয়ে একটি সরু ছোট সাঁকোর নিকটবর্তী হয়ে বললেন, এ জায়গা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে অবতরণ কর। এরপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। অতঃপর উতবা ইবন গাযওয়ান (রা) বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে দেখনি ঐ সময়ে যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাত

সঙ্গীর একজন ছিলাম, আর গাছের পাতা ভিন্ন আমাদের খাবার আর কিছুই ছিল না। গাছের পাতা খাওয়ার কারণে আমাদের মুখ গহবরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। একটি চাদর পেয়ে সাদ এবং আমি ভাগ করে নিয়েছিলাম। আজ আমাদের ঐ সাতজনের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শহরের অধিকর্তা। অচিরেই তোমরা আমাদের পরবর্তী শাসকদের কার্যকলাপও পরখ করতে পারবে।

٤٢١٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اَسْلَمَ اَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِت عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَد وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُوْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَيَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَام يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلاَّ شَيْئٌ يُوَارِيْهِ اِبْطُ بِلَالٍ.

৪৩১৫. 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে আল্লাহ্‌র পথে এমন সময় ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যখন আর কাউকে ভয় প্রদর্শন করা হয়নি; আমাকে আল্লাহ্‌র পথে এমন কষ্ট দেয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে প্রদর্শন করা হয়নি। আমাদের ত্রিশটি রাত দিন এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যখন বিলালের বগলের নিচে লুকিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া আমার ও বিলালের আহারের মত কিছুই ছিল না।

٤٢١٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنْبَاَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاء وَّلاَ عَشَاء مِنْ خُبْزٍ وَّلَحْمٍ اِلاَّ عَلٰى ضَفَفٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ كَثْرَةُ الاَيْدِيْ .

৪৩১৬. 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুর রহমান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিনের খাবারই হোক কিংবা রাতের খাবার, কোন সময়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে রুটি-গোশত একত্রিত হতো না। তবে মেহমানদারীর জন্য দস্তরখানায় তা থাকত।

٤٢١٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ اَيَاسٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيْسًا وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيْسِ وَاِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَاُوْتِيْنَا بِصَحْفَةٍ فِيْهَا خُبْز وَّلَحْم فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ هَلَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَاَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَلاَ اُرَانَا اُخِّرْنَا لِمَا هُوَ خَيْر لَّنَا .

৪৩১৭. 'আবদ্ ইবন হুমায়দ (র)..... নাওফিল ইবন ইয়াস আল-হুযালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইবন আওফ আমাদের সঙ্গী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন উত্তম সঙ্গী ছিলেন। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে কোথাও থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর গৃহে প্রবেশ করি। তিনি বাড়ি গিয়ে গোসল করেন। অতঃপর বেরিয়ে আসেন। আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে গোশত-রুটি হাযির করা হয়। কিন্তু তা দেখে 'আবদুর রহমান কেঁদে ফেললেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ মুহম্মদ! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বা তাঁর পরিবারের কারোই সুযোগ হয়নি যে, যবের রুটি পেট ভরে খাবেন। আমার মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর এই স্বচ্ছলতা ভাল নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سِنِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বয়সের বিবরণ

٤٣١٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحٰى اِلَيْهِ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً

৪৩১৮. 'আহমদ ইবন মানী' (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। এই সময় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। মদীনায়ও ১০ বছর অবস্থান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

٤٣١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَاَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ .

৪৩১৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে একবার ভাষণ দিতে শুনা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এখন আমার বয়স ৬৩ বছর।

٤٣٢٠ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً.

৪৩২০. হুসায়ন ইবন 'উমার আল-মাহদী আল-বাসরী (র)...... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন।

٤٣٢١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِيْ عَمَّار مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ .

৪৩২১. আহমাদ ইবন মানী' (র)..... বনী হাশিমের আযাদকৃত গোলাম আম্মার বলেন ঃ আমি ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছিলেন।

٤٣٢٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَدَغْفَل لاَ نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً .

৪৩২২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন আবান (রা)... দাগফাল ইবন হানযালা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, দাগফাল নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি না। তিনি নবী ﷺ-এর যামানায় অজ্ঞাত পরিচয় ছিলেন।

٤٣٢٣ . حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْن حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلاَ بِالْاٰدَمِ وَلاَ بِالْجَاعِدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ .

৪৩২৩. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিককে বলতে শুনা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট ছিলেন, না খর্বাকৃতি ছিলেন। না সাদা বর্ণের ছিলেন, না ছিলেন ধূসর বর্ণের। তাঁর চুল না খুব বক্র ছিল, না ছিল সোজা; বরং কিছুটা কুঞ্চিত ছিল। চল্লিশ বছরের মাথায় তাঁকে নবূওয়াত দান করা হয়। এরপর তিনি মক্কায় ১০ বছর, মদীনায় ১০ বছর এবং ৬০ বছরের মাথায় তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর দাড়ি বা মাথার ২০টি চুলও সাদা হয়নি।

কুতায়বা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ وَفَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের বিবরণ

٤٣٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اٰخِرُ نَضْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشْفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ اِلٰى وَجْهِهٖ كَاَنَّهٗ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَشَارَ اِلَى النَّاسِ اَنِ اثْبُتُوْا وَاَبُوْبَكْرٍ يَؤُمُّهُمْ وَ اَلْقَى السِّجْفَ وَتُوُفِّىَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

৪৩২৪. আবূ 'আম্মার আল-হুসায়ন ইবন হুরায়ছ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শেষবারের মত দর্শন করলাম, মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় সোমবার ফজরের সালাতের সময় যখন তিনি পর্দা তুলে উম্মতের সালাতের অবস্থা দেখছিলেন। আমি তাঁর চেহারায় যেন আল-কুরআনের পৃষ্ঠা জ্বলজ্বল করতে দেখছিলাম। লোকেরা আবূ বাক্‌র (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করছিল। লোকেরা অস্থিরতায় সরে দাঁড়ানোর উপক্রম করল; কিন্তু তিনি ইঙ্গিতে সকলকে স্থির থাকার নির্দেশ দিলেন। আবূ বাক্‌র (রা) ইমামতি করলেন। সেদিন শেষ বেলায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন।

٤٣٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِىَّ ﷺ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ قَالَتْ اِلٰى حِجْرِىْ فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُوْلَ فِيْهِ ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ ﷺ .

৪৩২৫. মুহাম্মদ ইবন মাস্‌'আদ আল-বাসরী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মৃত্যুর সময় আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। (মতান্তরে) আমার কাখে ঠেস দেয়া অবস্থায় ছিলেন। পেশাব করার জন্য আমার কাছে পাত্র চাইলেন। অতঃপর পেশাব করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন।

٤٣٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهٗ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهٗ فِى الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهٗ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ قَالَ عَلٰى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

৪৩২৬. কুতায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় দেখতে পেলাম, তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি বারবার সেই পাত্রে হাত

রাখছিলেন এবং পানি দিয়ে চেহারা মাসেহ করছিলেন। অতঃপর দু'আ করছিলেন, হে প্রভু! মৃত্যু যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য কর।

٤٣٢٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا اُغْبِطُ اَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى سَاَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْعَلَاءِ هٰذَا قَالَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلَاءِ اللَّجَاجِ.

৪৩২৭. হাসান ইবনুস্-সাবাহ্ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যুকষ্ট দেখার পর অন্য কারো মৃত্যুর সময় কষ্ট না হলে আমার হিংসা হয় না।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ আমি আবূ যুরআকে আবদুর রহমান ইবন আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, ইনি আবদুর রহমান ইবন আলা-ললিজাজ।

٤٣٢٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ هُوَ ابْنِ الْمُلَيْكِى عَنْ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِىْ دَفْنِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مَّانَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُّدْفَنَ فِيْهِ ادْفِنُوْا فِىْ مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

৪৩২৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁর দাফন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। আবূ বাক্‌র (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই সম্পর্কে এমন কিছু শুনেছি, যা আমি আজো ভুলিনি। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীদেরকে এমন স্থানেই মৃত্যু দেন, যেখানে দাফন করা তিনি পসন্দ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর মৃত্যুশয্যার স্থানেই দাফন করা হোক।

٤٣٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسِ الْعَنْبَرِىُّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ.

৪৩২৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার, আব্বাস আল-আনবারী, সাওয়ার ইবন আবদুল্লাহ প্রমুখ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) ও 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৃত্যুর পর আবূ বাক্‌র (রা) তাঁর কপালে চুম্বন করেন।

٤٣٣٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَانَبِيَّاهُ وَاصَفِيَّاهُ وَاخَلِيْلَاهُ .

৪৩৩০. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)...... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবূ বাকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর কপালে চুম্বন করেন এবং উভয় বাহুতে দু'হাত রেখে বলেন, হায় নবী! হায় সাফী! হায় খলীল!

٤٣٣١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيْنَا عَنِ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ ﷺ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا .

৪৩৩১. বিশর ইবন হিলাল আস-সাওয়াফ আল-বাসরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিন মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন, সে দিন মদীনার প্রত্যেকটি জিনিস আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যে দিন তিনি ইনতিকাল করলেন, সে দিন মদীনার প্রত্যেকটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। দাফনের পর আমাদের হাত থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে না ফেলতেই আমরা আমাদের অন্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

٤٣٣٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ .

৪৩৩২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোমবার ইনতিকাল করেছেন।

٤٣٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلَثَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ يُسْمَعُ صَوْتُ الْمَسَاحِيِّ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

৪৩৩৩. মুহাম্মদ ইবন আবূ উমার (র)... জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোমবার ইনতিকাল করেন। সোমবার এবং মঙ্গলবার দাফন কাফনের প্রস্তুতিতেই চলে যায়। মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে তাঁকে দাফন করা হয়। সুফয়ানের বর্ণিত হাদীছের মর্মও এটাই। অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মতে, রাতের শেষাংশে কবর খননের শব্দ শুনা যাচ্ছিল।

٤٣٣٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نَمْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ تُوُفِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৪৩৩৪. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... আবূ সালমা ইবন 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোমবার ইনতিকাল করেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গারীব।

٤٣٣٥ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ اَخْبَرَنَا عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا اُغْمِىَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ فَاَفَاقَ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ مُرُوْا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ اَوْ قَالَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ فَقَالَ حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ مُرُوْا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ اَبِىْ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِذَا قَامَ ذٰلِكَ الْمَقَامَ يَبْكِىْ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ فَلَوْ اَمَرْتَ غَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ فَقَالَ مُرُوْا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّ كُنَّ صَوَاحِبَ اَوْ صَوَاحِبَاتِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَاُمِرَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ وَاُمِرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً فَقَالَ اَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ اَتَّكِئُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيْرَةُ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَاتَّكَاءَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكُصَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ اَنْ يَّثْبُتَ مَكَانَهُ حَتّٰى قَضٰى اَبُوْ بَكْرٍ صَلاَتَهُ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لاَ اَسْمَعُ اَحَدًا يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قُبِضَ اِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِىْ هٰذَا قَالَ وَكَانَ النَّاسُ اُمِّيِّيْنَ لَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ نَبِىٌّ قَبْلَهُ فَاَمْسَكَ النَّاسُ قَالُوْا يَا سَالِمُ انْطَلِقْ اِلٰى صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَادْعُهُ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَتَيْتُهُ اَبْكِىْ دَهْشًا فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ لِىْ اَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّ عُمَرَ يَقُوْلُ لاَ اَسْمَعُ اَحَدًا يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ اِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِىْ هٰذَا فَقَالَ لِىْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَفْرِجُوْا لِىْ فَاَفْرَجُوْا لَهُ فَجَاءَ حَتّٰى اَكَبَّ عَلَيْهِ ﷺ وَمَسَّهُ فَقَالَ (اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ) ثُمَّ قَالُوْا

يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَعَلِمُوْا اَنْ قَدْ صَدَقَ قَالُوْا يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَدْعُوْنَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ قَالُوْا يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُدْفَنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا اَيْنَ قَالَ فِي الْمَكَانِ الَّذِيْ قَبَضَ اللّٰهُ فِيْهِ رُوْحَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوْحَهُ اِلاَّ فِيْ مَكَانٍ طَيِّبٍ فَعَلِمُوْا اَنْ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَغْسِلَهُ بَنُوْ اَبِيْهِ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ فَقَالُوْا انْطَلِقْ بِنَا اِلَى اِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ لَهُ مِثْلُ هٰذِهِ الثَّلاَثِ (ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) مَنْ هُمَا قَالَ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيْلَةً .

৪৩৩৫. নাস্‌র ইবন আলী আল-জাহ্‌যামী (র)... সালিম ইবন 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন - বলেন ঃ পীড়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছিলেন। সংজ্ঞা ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সালাতের সময় হয়েছে কি? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলো এবং আবূ বাক্‌র (রা)-কে সালাতে ইমামতি করতে বলো। অতঃপর আবার সংজ্ঞা হারালেন এবং সংজ্ঞা ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, সালাতের সময় হয়েছে কি? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন ঃ বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলো এবং আবূ বাক্‌র (রা)-কে সালাতের ইমামতি করতে বলো। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ আমার পিতা কোমল হৃদয় ব্যক্তি। যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কেঁদে ফেলবেন। তিনি সালাত আদায় করতে পারবেন না। আপনি যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দেন! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার সংজ্ঞা হারান। সংজ্ঞা ফিরে পেলে বললেন, বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বল এবং আবূ বাক্‌র (রা)-কে লোকের ইমামতি করতে বলে দাও। 'আয়িশা (রা)-কে বলেন, তুমি কি ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গী মহিলাদের মতো হতে চাও? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি আযান দিলেন। আবূ বাক্‌র (রা)-কে ইমামতির নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুটা সুস্থ বোধ করলে বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে আস, যার উপর ভর করে আমি দাঁড়াতে পারব। এতে বারীরা (রা) ও অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে ভর করে দাঁড়ালেন। আবূ বাক্‌র (রা) তাঁকে দেখে পেছনে ফিরে আসার মনস্থ করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্ব স্থানে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রা) সালাত আদায় সমাপ্ত করলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন। 'উমার (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যাকেই বলতে শুনবো যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন, তাকেই

আমি এই তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করব। বর্ণনাকারী বলেন, যেহেতু লোকেরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং যেহেতু তারা পূর্বে কোন নবী পায়নি, সেহেতু লোকেরা 'উমার (রা)-এর কথায় নিশ্চুপ রইল। সাহাবীরা বললেন, হে সালিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয় সাহাবী আবূ বাক্র (রা)-এর কাছে চল এবং তাঁকে ডেকে নিয়ে আস। অতঃপর আমি আবূ বাক্র (রা)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এসেছিলাম। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ইনতিকাল করেছেন? আমি বললাম, 'উমার (রা) বলছেন, যাকেই বলতে শুনবো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন, তাকেই আমি এই তরবারী দ্বারা আঘাত করব। তিনি আমাকে বললেন, চল। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। আবূ বাক্র (রা) বললেন, হে লোকেরা! আমাকে একটু রাস্তা দাও। আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমু খেলেন। অতঃপর বললেন, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ। হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তারাও (শত্রুরা) মৃত্যুবরণ করবে।

সাহাবীরা বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বন্ধু! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সত্যিই ইনতিকাল করেছেন? বললেন, হ্যাঁ। তখন সকলেই বুঝতে পারল যে, সত্য সত্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূলের বন্ধু! আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতে জানাযা আদায় করব? বললেন, হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞেস করল, কিভাবে? বললেন, একেক জন গৃহে প্রবেশ করবে এবং একাকী তাকবীর, দু'আ ও দরূদ পাঠ করে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর আরেকটি দল যাবে এবং তাকবীর, দু'আ ও দরূদ পাঠ করে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর লোকেরা গৃহে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূলের বন্ধু! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি দাফন করা হবে? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হলো, কোথায়? বললেন, যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা যেখানে আল্লাহ্র পসন্দ, কেবল সেখানেই তিনি তাঁর বন্ধুর মৃত্যু দান করেন। লোকেরা বুঝতে পারল যে, আবূ বাক্র (রা) সত্যি কথাই বলেছেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটাত্মীয়দেরকে তাঁর গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন।

এরপর মুহাজিরগণ পরামর্শে মিলিত হলেন। তারা বলেন, চলুন। আমরা আনসারী ভাইদের কাছে যাই এবং এ বিষয়ে তাদের সঙ্গেও আলোচনা করি। আনসাররা বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজনকে এবং মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচিত করা হোক। 'উমার (রা) বললেন, এমন ব্যক্তি কে আছে, যার তিনটি মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথী ও বন্ধুরূপে পরিচয় দিয়েছেন, তৃতীয়ত اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا বলে সহচরত্ব উল্লেখ করেছেন। এই দুই ব্যক্তি কে? অতঃপর তিনি আবূ বাক্র (রা)-এর দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর অন্যান্য লোকেরাও সুন্দরভাবে আবূ বাক্র (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করলেন।

٤٣٣٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ قَدِيْمٌ بَصَرِيٌّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَاهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ كَرْبَ عَلَى اَبِيْكِ بَعْدَ الْيَوْمِ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ اَبِيْكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ اَحَدًا الْوَفَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৩৩৬. নাসর ইবন 'আলী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ভীষণভাবে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায়! আমার আব্বার কতই না কষ্ট হচ্ছে! নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আজকের পরে তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকবে না। নিশ্চয়ই তোমার পিতার উপর মৃত্যু নামক এমন এক বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে, যে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কেউই রেহাই পাবে না।

٤٣٣٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيْ اَبَا اُمِّيْ سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيْدِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ اُمَّتِيْ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ فَاَنَا فَرَطٌ لِاُمَّتِيْ لَنْ يُصَابُوْا بِمِثْلِيْ.

৪৩৩৭. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহ্ইয়া আল-বাসরী এবং নাসর ইবন আলী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যার দু'টি সন্তান মারা যাবে, তাদের দু'জনের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতবাসী করবেন। 'আয়িশা (রা) বললেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি সন্তান মারা যাবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকেও ক্ষমা করা হবে। 'আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার কোন সন্তানই মারা যাবে না? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পরকালের সম্পদ স্বরূপ। কেননা আযাব তাদের এত কষ্ট দেবে, যা পরিবার-পরিজনের চাইতেও শোকাবহ হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মীরাছের বিবরণ

٤٣٣٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَخِيْ جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً .

৪৩৩৮. আহমাদ ইবন মানী' (র)... আমর ইবনুল হারিছ, যিনি জুওয়ায়ারিয়া (রা)-এর ভ্রাতা ও একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু অস্ত্রশস্ত্র, কিছু বাহন এবং কিছু ভূমি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। আর তাও তিনি সাদকা করে যান।

٤٣٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلَى اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَتْ مَنْ يَرِثُكَ فَقَالَ اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ فَقَالَتْ مَا لِىَ لاَ اَرِثُ اَبِىْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ وَلٰكِنِّىْ اَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْلُهُ وَاُنْفِقُ عَلٰى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ .

৪৩৩৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা (রা) আবূ বাক্‌র (রা)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার ওয়ারিছ কে হবে? বললেন, আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। ফাতিমা (রা) বললেন, তবে আমি কেন আমার পিতার ওয়ারিছ হবো না? আবূ বাক্‌র (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার কাউকে ওয়ারিছ করিনি। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদের জীবিকা নির্ধারণ করে গেছেন, আমি তা বলবৎ রাখব এবং যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খরচ করে গিয়েছেন, আমিও তাদের জন্য খরচ করব।

٤٣٤٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِىُّ اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ اَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَ اِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ يَقُوْلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ اَنْتَ كَذَا اَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَسَمِعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مَالِ نَبِىٍّ صَدَقَةٌ اِلاَّ مَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৪৩৪০. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবুল বুখ্‌তারী থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমার (রা) খিলাফতকালে 'আব্বাস (রা) ও 'আলী (রা) একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ করেন এবং একে অপরকে বলতে থাকেন, (তুমি এরূপ, তুমি সেরূপ) তুমি এই করেছ, তুমি সেই করেছ। 'উমার (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা), 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) ও সা'দ (রা)-কে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুননি যে, নবীদের সকল সম্পদ সাদ্‌কা হয়? অবশ্য যা পরিবারের আহার বাবদ খরচ হবে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি, আমরা কাউকে উত্তরাধিকারী করিনি। এই হাদীসে একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

٤٣٤١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৪৩৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা নবীরা কাউকে উত্তরাধিকারী করি না। আমাদের পরিত্যক্ত সকল সম্পদ সাদ্‌কারূপে গণ্য।

٤٣٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقْسَمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৪৩৪২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারী যেন আমার পরিত্যক্ত দীনার ও দিরহাম বন্টন না করে। আমার পরিবার-পরিজন ও আমার কর্মচারীর খরচ দেয়ার পর যা কিছু থাকবে, তা সাদ্‌কা।

٤٣٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَجَاءَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ اَنْشُدُكُمْ بِالَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

৪৩৪৩. হাসান ইবন 'আলী আল-খাল্লাল (র)... মালিক ইবন আওস ইবনুল হাদ্‌ছান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি উমার (রা)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। সে সময় 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা), তালহা (রা) ও সা'দ (রা)-ও প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর পরস্পর তর্ক করতে করতে 'আলী (রা) এবং 'আব্বাস (রা)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। 'উমার (রা) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, যার নির্দেশে আসমান-যমীন স্থিতিশীল, তাঁর নামে শপথ করে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ কথা অবগত আছ যে, তিনি বলেছিলেন, আমরা (নবীরা) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না? আমরা যা কিছু রেখে যাই, সবই সদ্‌কা? তারা সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তিনি এরূপ বলেছিলেন। এই হাদীসে একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

٤٣٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَ لاَ دِرْهَمًا وَّ لاَ شَاةً وَّلاَ بَعِيْرًا قَالَ وَاَشُكُّ فِى الْعَبْدِ وَالاَمَةِ .

৪৩৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিত্যক্তের মধ্যে দীনার, দিরহাম, ছাগ বা উট কিছুই ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, 'আয়িশা (রা) এর সাথে দাস-দাসীর কথাও বলেছিলেন কিনা, তা আমার মনে পড়ছে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ رُؤْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বপ্ন দেখার বিবরণ

٤٣٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِى فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ .

৪৩৪৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

٤٣٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَصَوَّرُ اَوْ قَالَ لاَ يَتَشَبَّهُ بِىْ .

৪৩৪৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে যেন যথার্থই আমাকে দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٤٣٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَاَبُوْ مَالِكٍ هٰذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ اَشْيَمَ وَطَارِقُ بْنُ اَشْيَمٍ هُوَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رَوٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَادِيْثَ وَسَمِعْتُ عَلِىَّ بْنُ حُجْرٍ يَقُوْلُ قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ رَأَيْتُ عَمْرِو بْنُ حُرَيْثٍ صَاحِبِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا غُلاَم صَغِيْرٍ .

৪৩৪৭. কুতায়বা (রা)... আবূ মালিক আল-আশজা'ঈ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে যথার্থ আমাকেই দেখে।

আবূ ঈসা তিরমিযী ও আবূ মালিক (র) বলেন, তিনি হচ্ছেন সা'দ ইবন তারিক ইবন আশইয়াম এবং এই তারিক ইবন আশইয়াম একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছে।

٤٣٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُنِيْ . قَالَ اَبِيْ فَحَدَّثْتُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ قَدْ رَاَيْتُهُ فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ شَبَّهْتُهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ .

৪৩৪৮. কুতায়বা (র)... আসিম ইবন কুলায়ব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে আমাকেই দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

কুলায়ব বলেন, আমি এই হাদীসটি ইবন আব্বাসের নিকট বললাম। আমি এও বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছি তখন আমার হাসান ইবন আলী-এর কথা মনে হলো আমি ইবন 'আব্বাসকে বললাম, হাসান (রা)-এর চেহারার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখলাম। ইবন 'আব্বাস বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার সঙ্গে হাসান (রা)-এর চেহারার সাদৃশ্য ছিল।

٤٣٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ اَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَتَشَبَّهَ بِيْ فَمَنْ رَاٰنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَاٰنِيْ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَنْعَتَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِيْ رَاَيْتَهُ فِي النَّوْمِ قَالَ نَعَمْ اَنْعَتُ لَكَ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ اَسْمَرُ اِلَى الْبَيَاضِ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ حَسَنُ الضَّحْكِ جَمِيْلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدْ مَلاَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اِلَى هٰذِهِ قَدْ مَلاَتْ نَحْرَهُ قَالَ عَوْفٌ وَلاَ اَدْرِيْ مَاكَانَ مَعَ هٰذَا النَّعْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ رَاَيْتَهُ فِي الْيَقْظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هٰذَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَيَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ هُوَ يَزِيْدُ بْنُ هُرْمُزْ وَهُوَ اَقْدَمُ مِنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ وَرَوٰى يَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَحَادِيْثَ وَيَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ اَبَانِ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ يَرْوِيْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ وَيَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ كِلاَهُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ وَعَوْفُ بْنُ اَبِيْ جَمِيْلَةَ هُوَ عَوْفُ الْاَعْرَابِيُّ .

৪৩৪৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... য়াযীদ আল-ফারসী থেকে বর্ণনা করেন যে, য়াযীদ, যিনি কুরআন লিখতেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। ইবন 'আব্বাস (রা) তখনও জীবিত ছিলেন। আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছি। ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, শয়তান আমার আকৃতি ধারণে সক্ষম নয়। যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখে। (ইবন আব্বাস বললেন), তুমি তাঁর কিছু বিবরণ দিতে পার, যাঁকে স্বপ্নে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তাঁর দেহাকৃতি মধ্যম আকারের, গায়ের রং গৌর, তাতে সাদার ভাগ বেশী। সুরমা মাখা চোখ, প্রফুল্ল মুখ, সুগোল উজ্জ্বল চেহারা, মুখভরা দাড়ি ও প্রশস্ত বুক। 'আওফ বলেন, এই বিবরণের সাথে আর কি কি বলেছিলেন, তা আমার স্মরণে আসছে না। ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন, তুমি যদি জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দেখতে, তাহলেও এর চাইতে বেশি বলতে সক্ষম হতে না।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, য়াযীদ আল-ফারসী ছিলেন য়াযীদ ইবন হুরমুয, যিনি য়াযীদ আর-রাকাশীর অগ্রজ ছিলেন। য়াযীদ আল-ফারসী ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু য়াযীদ আর-রাকাশী ইবন 'আব্বাসকে পাননি। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বসরার অধিবাসী ছিলেন। 'আওফ ইবন আবূ জামিলা হলেন আওফ আল-আ'রাবী।

٤٣٥٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ قَالَ عَوْفُ الْأَعْرَابِيُّ اَنَا اَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ .

৪৩৫০. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন সালাম বালখী (র)... নাযর ইবন শুমায়ল (র) বলেন যে, আউফ আল-আ'রাবী বলেছেন, আমি কাতাদার চাইতে বড়।

٤٣٥١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِيْ يَعْنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ .

৪৩৫১. 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ যিনাদ (র)... ইবন শিহাব যুহরী তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সালামা বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে সত্য সত্যই আমাকে দেখে।

٤٣٥٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ بِيْ قَالَ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ .

৪৩৫২. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকেই দেখে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মু'মিনের স্বপ্ন নবূওয়াতের চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ।

٤٣٥٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اِذَا ابْتُلِيْتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالاَثَرِ

৪৩৫৩. মুহাম্মদ ইবন 'আলী বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, কখনো যদি তোমাকে কাযীর পদে অভিষিক্ত করা হয়, তখন রিওয়ায়াত অনুসরণ করার অবশ্যই চেষ্টা করবে।

٤٣٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ .

৪৩৫৪. মুহাম্মদ ইবন 'আলী (র)... ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হাদীস শিক্ষা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা শিক্ষার আগে এটি একটি বিচার্য বিষয় যে, তুমি কার কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা করছ।

ইফাবা—১৯৯৯-২০০০—অস/৪৩৮৭ (উ)—৩,২৫০